বাংলাবুক পরিবেশিত

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

আইকন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

BanglaBook.org

এক সময়কার পরাশক্তি বর্তমানে অরাজকতার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ক্যারিশমেটিক নেতা বিভ্রান্ত দেশবাসীকে নতুন আশার আলো দেখাতে শুরু করলেন- অন্য দিকে বিশ্ববাসীকে শান্তির অভয় বাণী শোনাতে লাগলেন।

ঘটনাচক্রে এক ভয়ংকর গোপন দলিল পাচার হয়ে চলে আসে পশ্চিমা শক্তিবর্গের কাছে। এই বীভৎস পরিকল্পনা থামানোর জন্য মস্কোতে পাঠানো হয় সাবেক সিআইএ এজেন্ট জেসন মস্ককে—তার মিশন হলো যেকোন মূল্যেই হোক ইতিহাসের এই ট্রাজেডিটার পুণরাবৃত্তি হতে না দেয়া। ইতিহাসের এই অনিবার্য গতিপথ কি থামানো যাবে—আইকন এ আছে সেই প্রশ্নের উত্তর।

'চমৎকার ... তাঁর নিজের সেরা রচনা *দ্য ডে অব দি জ্যাকেল* এর সমমানের।'
—ডেইলি এক্সপ্রেস

'নিখুঁতভাবে নির্মিত একটি এ্যাকশন থ্রিলার ... গল্পটি ভয়ংকর এবং সময় উপযোগী ... আপনাকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবে।'
—ডেইলি টেলিগ্রাফ

'সাসপেন্স রচনায় তিনি অসাধারণ। বিনোদনের গ্যারান্টি দেয়া যায়।'
—ডেইলি মেইল

'তাঁর সেরা কাজের মধ্যে এটি অন্যতম ... নতুন মিলেনিয়ামের সত্যিকারের চিত্র।'
—সানডে টাইমস

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

www.BanglaBook.org

ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র

আইকন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র

আইকন

অনুবাদঃ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাতিঘর প্রকাশনী
৩৭/১, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০

www.BanglaBook.org

প্রকাশক :
বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬

প্রচ্ছদ : ডিলান
গ্রন্থস্বত্ব © অনুবাদক
গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট
৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট, তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
কম্পোজ : তিথী
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স
৪৪/২, রূপলাল দাস লেন, কাগজীটোলা,
ঢাকা-১১০০

মূল্য : একশত সত্তর টাকা মাত্র

বাতিঘর প্রকাশনী
৩৭/১, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ডুমার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হলেও তেমন জরুরি ছিলো না, কারণ সংসদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছিলো রাষ্ট্রপতির হাতে। চার বছর আগে ১৯৯৫ সালের শীতকালে সাইবেরিয়ার এক বিখ্যাত ব্যক্তি, যিনি ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের লড়াইতে ট্যাঙ্ক নিয় যে কীর্তি করেছিলেন, তার ফলে শুধু রাশিয়াতেই নয়, পুরো পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্রের মহান যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে এবং নিজে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই মানুষটিই আজ অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন।

তিন মাসের মধ্যে দুবার হার্ট অ্যাটাক সামলে ওষুধ খেয়ে ফুলে গিয়ে স্প্যারো হিল্‌সের, আগে যার নাম ছিলো লেনিন হিল্‌স, সেখানকার এক ক্লিনিকে শুয়ে তিনি সংসদের নির্বাচনের ওপর নজর রাখছিলেন, দেখছিলেন কিভাবে তাঁর রাজনীতির সমর্থকরা প্রতিনিধিদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে নেমে যাচ্ছে। পশ্চিমা গণতন্ত্রে এটা যতোটা সঙ্কটপূর্ণ হতে পারতো এখানে ততোটা হয়নি, তার কারণ, ইয়েলৎসিনের চেষ্টাতে প্রকৃত ক্ষমতার বেশিরভাগই ছিলো রাষ্ট্রপতির করায়ত্তে। আমেরিকার মতো রাশিয়াতেও একজন কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতি ছিলো। কিন্তু আমেরিকাতে যেমন হোয়াইট হাউজের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার জন্যে কংগ্রেসের কাছে চেক এ্যান্ড ব্যালান্সের ক্ষমতা ছিলো, রাশিয়াতে সেরকম কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। ইয়েলৎসিন অধ্যাদেশ জারী ক'রে সব কিছু করতে পারতেন এবং করছিলেনও।

কিন্তু সংসদীয় নির্বাচন থেকে এটা বোঝা যাচ্ছিলো যে হাওয়ার গতিটা কোন দিকে। ১৯৯৬-এর জুন মাসে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে কী হতে যাচ্ছে সেটার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো, যার গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম।

১৯৯৫-এর শীতকালে রাজনীতির দিগন্তে নতুন যে শক্তিটির আবির্ভাব হচ্ছিলো, পরিহাসের ব্যাপার হলো, তারা কমিউনিস্ট। সত্তর বছরের কমিউনিস্টদের অত্যাচার, গরবাচভের পাঁচ বছরের সংস্কার সাধন এবং ইয়েলৎসিনের পাঁচ বছরের শাসনের পর রুশ জনগণ নতুন ক'রে পুরানো দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে শুরু করেছিলো।

গেন্নাদি জিউগানভের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা এক রঙিন ভবিষ্যতের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলো : চাকরির প্রতিশ্রুতি, নিশ্চিত আয়, ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য আর আইন-শৃঙ্খলা, আগের মতো সব দেয়া হবে। কেজিবি'র স্বেচ্ছাচারিতা, ক্রীতদাস শিবিরের গুলাগ আর্কিপেলাগো বা স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বাক্‌স্বাধীনতার কথা চিন্তা একবারও উল্লেখ করা হয়নি সেই প্রতিশ্রুতিতে।

রুশ ভোটাররা এক সময়ে যে দুটোকে ত্রাণকর্তা মনে করতো সেই পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে ততোক্ষণে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে। শেষোক্তটি সম্বন্ধে তো তাদের ঘৃণাই ঝ'রে পড়তো। বেশির ভাগ রুশদের কাছে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরা দুর্নীতি এবং ভয়ঙ্কর অপরাধ দেখে তারা গণতন্ত্রকে এক বিরাট ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতো না। সংসদের নির্বাচনে ভোট গণনার পর দেখা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলো ছদ্মবেশি কমিউনিস্টরা ডুমাতে এককভাবে বৃহত্তম প্রতিনিধিদল পাঠাতে পেরেছে এবং স্পিকার নির্বাচনের ক্ষমতা তাদের হাতেই।

অন্যপ্রান্তে, সম্পূর্ণ বিপরীত শিবিরের ভ্লাদিমির ঝিরিনোভস্কির নয়া ফ্যাসিবাদীরা গরিষ্ঠতা পাচ্ছে, আর অদৃষ্টের কী পরিহাস, এদের দলটার নাম লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে এই স্পষ্টভাষী গণনেতা তাঁর বিচিত্র আচরণ ও বিশ্লেষণী অভিব্যক্তির জন্যে দারুণ ভালো ফল পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। তাসত্ত্বেও, দ্বিতীয় বৃহত্তম দলটি কিন্তু তারই।

এর মঝখানে ছিলো রাজনীতি-কেন্দ্রিক দলগুলো, যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের তত্ত্বটির প্রবক্তা এবং সেটাই আঁকড়ে ধ'রে আছে। তারা পেলো তৃতীয় স্থান।

কিন্তু এই নির্বাচনগুলোর ফলাফল ১৯৯৬-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতির ভিত্তি তৈরি করছিলো। ডুমা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলো তেতাল্লিশটি পার্টি, আর বেশির ভাগ প্রধান পার্টিগুলের নেতারা বুঝতে পারছিলেন যে সম্মিলিত কর্মসূচীই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

গ্রীষ্মের আগে ছদ্মবেশি কমিউনিস্টরা সমাজতান্ত্রিক সঙ্ঘ গড়ে তোলার জন্যে গাঁটছড়া বাঁধলো তাদের সমগোত্রীয় মিত্র ভুমি অথবা কৃষক দলের সঙ্গে, এই নামটা খুব বুদ্ধি খাটিয়ে দেয়া হয়েছিলো, পুরনো সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা ইউএসএসআর নামে পরিচিত সেটার দুটো আদ্যক্ষরের সাথে মিল রেখে। নেতা হিসেবে জিউগানভই থেকে গেলেন।

কট্টর দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে সংযুক্তিকরণের চেষ্টা চলছিলো, কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছিলেন ভ্লাদিমির ঝিরিনোকোভস্কি। পাগলা ভ্লাদ বুঝতে পেরে গেলেন যে অন্যান্য দলছুট দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য ছাড়াই তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হবেন।

ফরাসিদের মতো রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও দুটি ভাগে হয়। প্রথম দফায় সবকটি প্রার্থী একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এতে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তারাই কেবল এর পরে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। তৃতীয় স্থানে আসলে কোনো লাভ নেই, অথচ ঝিরিনোকোভস্কি তৃতীয় হলেন। কট্টর দক্ষিণপন্থী স্মার্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারার লোকেরা তাঁর ওপর ক্ষেপে ছিলো।

কেন্দ্রের প্রায় এক ডজন পার্টি গণতান্ত্রিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো একটি মূল প্রশ্নের ভিত্তিতে এবং সেটি হলো '৯৬-এর বসন্তকালের নির্বাচনে ইয়েলৎসিন আবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে দাঁড়াতে পারবেন এবং জয়ী হতে পারবেন কি না।

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা তাঁর পতনের কারণ ব্যাখ্যা করবেন একটা মাত্র শব্দে – চেচনিয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নির্বাচনের প্রায় বছরখানেক আগে মরিয়া হয়ে ইয়েলৎসিন রুশ সেনা ও বিমান বাহিনীর পূর্ণশক্তি নিয়ে এক যুদ্ধপ্রিয় পাহাড়ী উপজাতি অধ্যুষিত চেচনিয়াকে আক্রমণ ক'রে বসলেন, যেখানকার স্বঘোষিত নেতা মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করছিলো। চেচনিয়াবাসীদের তরফ থেকে এই ঝঞ্ঝাট বাধানোটা নতুন কিছু নয়, জার এবং তারও আগের আমল থেকে ওরা এটা দাবি ক'রে আসছে। জারদের এবং বিশেষ ক'রে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর জোসেফ স্তালিনের পক্ষ থেকে এখানে অসংখ্যবার লুটতরাজ ও গণহত্যা চালানো হয়েছে, কিন্তু যেভাবেই হোক, ওরা সেই সব অত্যাচার সহ্য ক'রে টিকে আছে এবং যুদ্ধ ক'রে চলছে।

এই যুদ্ধ ঘোষণাটা সঠিক না হওয়ার ফলে জয়লাভ তো দূরের কথা চরম ধ্বংস ডেকে আনলো – চেচেনদের রাজধানী গ্রোজনিকে ধ্বংস করার ছবি রঙিন ফিল্মে ধারণ করা আছে, আর বস্তাবন্দী ক'রে শত শত রুশ সেনার মৃতদেহ ফিরে আসতে দেখা গিয়েছিলো।

রাজধানী ধূলিসাৎ হলেও দুর্নীতিগ্রস্ত রুশ সেনাপতিদের কাছে থেকে কিনে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে চেচেনরা লড়াই ক'রে যেতে লাগলো, যদিও তারা জনপদ ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপন করেছিলো আর ওখান থেকে তাদেরকে টেনে বের করা রুশদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো। আফগানিস্থানকে ধ'রে রাখা এবং ভিয়েতনাম আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিলো যে রুশ সেনাবাহিনী, তারা আরেকবার ইতহিাসের পুনরাবৃত্তি করলো ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশের জঙ্গলে।

তিনিও যে চিরায়ত রুশ আদর্শে গড়া লৌহ কঠিন মানুষ এটা প্রমাণ করার জন্যে যদিও ইয়েলৎসিন চেচনিয়া আক্রমণ করেছিলেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো। পুরো ১৯৯৫ সাল ধ'রে চেষ্টা করেও সাফল্যের মুখ দেখলেন না তিনি। ককেশাস অঞ্চল থেকে বস্তাবন্দী হয়ে নিজেদের সন্তানদের ফিরতে দেখে রুশবাসী ক্ষেপে উঠলো চেচনিয়ার বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধেও, যিনি তাদের সাফল্য এনে দিতে পারেন নি।

ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে কোনো রকম নিজের রাষ্ট্রপতি পদ বজায় রাখলেও, পরের বছর তা আর ধ'রে রাখতে পারলেন না। ক্ষমতা চ'লে গেলো রাশিয়ান হোমল্যান্ড পার্টির নেতা টেকনোক্রাট চেরকাসভের হাতে।

শুরুটা ভালোই করেছিলেন চেরকাসভ। পশ্চিমের শুভেচ্ছা পেলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, রুশ অর্থনীতিকে মোটামুটি দাঁড় করার জন্যে আর্থিক ঋণও পেলেন। পশ্চিমের পরামর্শ শুনে চেচনিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তির আলোচনা চালালেন তিনি, কিন্তু প্রতিহিংসাকামী রুশরা চেচেন বিদ্রোহীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে দেখে ব্যাপারটা ঘৃণার চোখে দেখলো, আবার তাদের সেনারা বাড়ি ফিরে এসেছে দেখে খুশিও হলো।

কিন্তু আঠারো মাসের মধ্যে আবার গণ্ডগোল বাধঁলো, কারণ দুটি – রুশ মাফিয়াদের অবাধ লুটতরাজ প্রচণ্ড বোঝা হয়ে উঠলো। বিশেষ ক'রে রুশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্থনীতির পক্ষে তা বহন করা বেশ কষ্টকর ব'লে প্রমাণিত হচ্ছিলো; দ্বিতীয় কারণ– আর একটি নির্বোধের মতো সামরিক অভিযান। ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে রাশিয়ার সম্পদের নব্বই শতাংশের অধিকারী সাইবেরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার হুমকী দিয়েছিলো।

রাশিয়ার সব প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে কম অনুগত ছিলো এই সাইবেরিয়া। চির তুষারাবৃত হওয়া সত্ত্বেও, পুরো কাজে না লাগানো হলেও, এখানে তেল আর গ্যাস সম্পদ এত বেশি পরিমাণে ছিলো যে, সৌদি আরবের মতো দেশকেও অতৃপ্ত বেদনায় আক্রান্ত করতে পারে। এর সঙ্গে ছিলো সোনা, হীরা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, টাংস্টেন, নিকেল এবং প্লাটিনাম। নব্বুইয়ের দশকের শেষ ভাগে সাইবেরিয়ায় ছিলো এই গ্রহের শেষ আশ্রয়স্থল।

মস্কোতে খবর আসতে লাগলো যে জাপানি, প্রধানত দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াজুকা গুপ্তচররা প্রচার চালিয়ে সাইবেরিয়াকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে উস্কানী দিচ্ছে। চামচাদের পরামর্শে এবং আপাতদৃষ্টিতে চেচনিয়ায় তাঁর পূর্বসূরীর ভুলের কথাটা আদৌ মনে না রেখে রাষ্ট্রপতি চেরকাসভ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন পূর্বদিকে। এই পদক্ষেপ দুটো বিপর্যয় ঘটালো। সামরিক অভিযানে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বারো মাস পরে তিনি বাধ্য হলেন আলোচনার মাধ্যমে সাইবেরিয়াবাসীদের আরও বেশি স্বায়ত্বশাসন দিতে এবং নিজেদের সম্পদের বিক্রয়মূল্য থেকে আগে যা পেতো তার চেয়েও বেশি দিতে হলো তাদের। দ্বিতীয়ত, এই অভিযান অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি ঘটালো।

নোট ছেপে এই সমস্যা থেকে বের হবার চেষ্টা করলো সরকার। ১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে নব্বইয়ের দশকের পাঁচ হাজার রুবলে এক ডলার পাওয়ার ব্যাপারটা ইতিহাসের বিষয় হয়ে রইলো। কুবান প্রদেশের কালোমাটির অঞ্চলে যে গম হতো, তা পর পর দুবছর, ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে নিষ্ফলা রইলো। আর সাইবেরিয়া থেকে পাঠানো গম মাঝপথেই পচে যেতে লাগলো, কারণ পার্টিজানরা রেল লাইন উড়িয়ে দিচ্ছিলো। শহরগুলোতে রুটির দাম হু-হু ক'রে বাড়তে লাগলো। রাষ্ট্রপতি চেরকাসভ নিজের পদ আঁকড়ে থাকলেও, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো তাঁর আর কোনো ক্ষমতা নেই।

গ্রামাঞ্চলে, যেখানে অন্তত নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার মতো খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ক'রে নেয়াউচিত ছিলো, সেখানকার অবস্থা হলো আরও শোচনীয়। তহবিলের অভাব, কর্মীর অভাবে অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিলো, খামারগুলোতে কাজকর্ম বন্ধ, তাদের উর্বর জমিতে শুধু জন্মাচ্ছিলো আগাছা। পথিমধ্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়লে কৃষকরা ছেঁকে ধরতো, বিশেষ ক'রে বয়স্ক কৃষকরা, কামরার জানালাগুলোতে আসবাবপত্র, জামা-কাপড়, প্রাচীন চিনামাটির বাসনপত্র ইত্যাদি দিয়ে তার বদলে টাকা-পয়সা বা খাবার-দাবার চাইতো। যাত্রীদের কাছে ওসব জিনিস নেবার লোকও ছিলো খুব কম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশের রাজধানী মস্কোতে সহায়-সম্পদহীনেরা মসকোভা নদীর জেটিতে বা অন্ধকার গলিতে শুয়ে রাত কাটাতো। রাশিয়াতে পুলিশকে বলে মিলিশিয়া, তারা অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলো, বড়জোর অপরাধীদের ধ'রে ট্রেনে চড়িয়ে তাদের নিজেদের জায়গায় ফেরত পাঠিয়ে দিতো। কিন্তু আরও লোক ফিরে আসতো কাজকর্ম, খাবার বা ত্রাণের খোঁজে। অনেকে, শেষপর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি ক'রে, এক সময়ে পথেই মারা যেতো।

১৯৯৯ সালের বসন্তকালের গোড়ার দিকে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এই নরক ভরার ভর্তুকি বন্ধ হলো এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী, যারা মাফিয়াদের সঙ্গে অংশীদারীত্বে ব্যবসা করতে এসেছিলো, তারা নিজেদের গুটিয়ে নিলো। রাশিয়ার অর্থনীতি বহুবার ধর্ষিত যুদ্ধ-শরনার্থীর মতো রাস্তার পাশে প'ড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাচ্ছিলো।

গ্রীষ্মের এই উত্তপ্ত দিনে তাঁর সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে যাওয়ার সময় গাড়িতে ব'সে এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করছিলেন রাষ্ট্রপতি চেরকাসভ।

ড্রাইভার দাচা'তে যাবার পথটা চিনতো, সেটা ছিলো উসোভো ছাড়িয়ে মসকোভা নদীর তীরে। যেখানে গাছতলায় বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা। অনেক বছর আগে সোভিয়েত পলিট ব্যুরোর হোমরা-চোমড়াদের এই রকম দাচা ছিলো নদীর এই বাঁকের কাছে। রাশিয়াতে অনেক পরিবর্তন হলেও এগুলো তেমন বদলায়নি।

গ্যাসোলিনের দাম বাড়ায় রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেশ কম। ট্রাকগুলো কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটে যাচ্ছে। আরখ্যাঙ্গেলস্কোয়ি'র পর তারা বৃজ পার হয়ে নদীর তীর বরাবর রাস্তা ধরলো।

পাঁচ মিনিট পরে রাষ্ট্রপতি শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হতে শুরু করলো। এয়ারকন্ডিশন মেশিন চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি বোতাম টিপে পেছনের জানালায় কাঁচ নামালেন যাতে টাটকা বাতাস মুখে এসে লাগতে পারে। মাঝখানে পার্টিশান থাকায় ড্রাইভার আর দেহরক্ষী রাষ্ট্রপতির এই অবস্থার কথা কিছুই জানতে পারেনি। পেরেদেলকিনো'তে যাবার মোড়টা এসে গেছে, এমন সময় রাষ্ট্রপতি বাম দিকে কাত হয়ে সিটের ওপর ঢ'লে পড়লেন।

ড্রাইভারই প্রথম তার পেছনে দেখার আয়নায় হঠাৎ রাষ্ট্রপতির মাথা যে দেখা যাচ্ছে না সেটা আবিষ্কার করলো। দেহরক্ষীকে সে-কথা বলতেই সে পেছন ফিরে তাকালো। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার পাশে নিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালো।

পেছনে আসা টইকা গাড়িটাও তাই করলো। নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান, স্পেৎসনাজ বাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল, সামনে সিট থেকে লাফিয়ে নেমে এলো টইকা থেকে। দেহরক্ষীরাও বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে এলো। ঘিরে দাঁড়ালো মার্সিডিজটাকে। কী হয়েছে কেউ বুঝতে পারছে না।

কর্নেল এসে দেখলো রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মার্সিডিজের পেছনের দরজা খুলে ভেতরে দিকে ঝুঁকে কি যেনো দেখছে। এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে কর্নেল মাথা ঢোকালেন – রাষ্ট্রপতি সিটের ওপর কাত হয়ে প'ড়ে আছেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুহাত দিয়ে নিজের বুকটা চেপে ধ'রে রেখেছেন, তাঁর চোখ বন্ধ, জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

সবচেয়ে কাছের যে হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট আছে, সেটা বেশ কয়েক মাইল দূরে স্প্যারো হিল্‌সে। কর্নেল পেছনের সিটে উঠে প'ড়ে ড্রাইভারকে গাড়িটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ওখানে যাবার কথা বললো। মোবাইল ফোন থেকে কর্নেল হাসপাতালে খবর পাঠালো হাসপাতালে অ্যামবুলেন্স পাঠাতে, যাতে মাঝপথেই রাষ্ট্রপতিকে তাতে তোলা যায়।

আধঘণ্টা পরে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো রাষ্ট্রপতিকে। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেলো ওখান থেকেই।

হাসপাতালে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আইসিইউ'তে ঢোকানো হলো রাষ্ট্রপতিকে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা সব রকম চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কিন্তু অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। মনিটরের পর্দায় একটা দীর্ঘ রেখা শব্দ ক'রে ভেসে যাচ্ছিলো। যখন চারটা বেজে দশ মিনিট, সিনিয়ার ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে হতাশায় মাথা নাড়লেন।

কর্নেল তার মোবাইল ফোনের একটা কল ক'রে বললো, "প্রধানমন্ত্রীর অফিসে দাও।"

ছ'ঘণ্টা বাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজে সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে *ফক্সি লেডি* স্টিমারটা ঘাটের দিকে ফিরছিলো। পেছনের ডেকে মাল্লা জুলিয়াস নোঙ্গরটা তুলে নিলো। তারের চিহ্নগুলো মুছে দিয়ে রডগুলোকে গুছিয়ে রাখলো। জাহাজটা সারাদিনের জন্যে ভাড়া করা হয়েছিলো, টাকাপয়সাও দিয়েছে প্রচুর।

জিনিসপত্র আর সাজ-সরঞ্জাম যখন গুছিয়ে রাখছিলো জুলিয়াস তখন মার্কিন দম্পতি বিয়ারের কয়েকটা ক্যান নিয়ে তেষ্টা মেটাতে বসলো।

মাছের বাক্সে দুটো বড় চল্লিশ পাউন্ড ওজনের ওয়াহু মাছ আর আধ ডজন বড় ডোরাডো মাছ, যেগুলো কয়েক ঘণ্টা আগেও দশ মাইল দূরে পানির তলায় নল খাগড়ার আড়ালে সাঁতরে বেড়াচ্ছিলো।

ওপরতলায় জাহাজের ক্যাপ্টেন দ্বীপে যাওয়ার পথটা একবার খুটিয়ে দেখে নিলেন, ফুলস্পিড দিলেন, ঘণ্টাখানেরকের মধ্যে টার্টল কোভে পৌঁছে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে।

ফক্সি লেডি মনে হয় জানে যে তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে আর তার নোঙর টিকি হাট বন্দরে অপেক্ষা করছে। সে পেছন দিকে ধাক্কা মেরে সামনের নাকটা উঁচু ক'রে গভীর নীল সমুদ্রের পানি ভেদ করে ছুটতে লাগলো। অতিক্রম করে যাওয়া পানিতে জুলিয়াস একটা বাকেট ফেলে আফটার ডেকটার জল কপাট আবারো খুলে দিলো।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝিরিনোকোভস্কি যখন লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলের নেতা ছিলেন, তখন পার্টির সদর দপ্তর ছিলো স্রেতেন্কা স্ট্রিটের পাশেই ফিস অ্যালির একটা স্যাতঁ স্যাঁতে বস্তির মতো বাড়িতে। যারা ওখানে আসতো তারা পাগলা ভ্লাদের বিচিত্র ধরন-ধারণের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় আশ্চর্য হয়ে দেখতো কত অগোছালো অথচ চটকদারভাবে এটা সাজানো। দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে, জানালায় ঐ জন নেতার বড় একটা ছবি। চলটা ওঠা কালো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে একটা লবি, যেখানে নেতার ছবি আঁকা টি-শার্ট বিক্রি করা হচ্ছে।

কার্পেটবিহীন সিঁড়ি দিয়ে মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠলে প্রথম ল্যান্ডিং-এ দেখা পাওয়া যাবে একটা বদমেজাজী প্রহরীর। ও সব কিছু জেনে সন্তুষ্ট হবার পর আগন্তুককে ওপরে ঝিরিনোকোভস্কির ঘরে যেতে দেবে। এইভাবে ঐ বাতিকগ্রস্ত ওখানে তার সভা ডাকতো। সদর দপ্তরটা সাদামাটা রাখার কারণ ছিলো নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ক'রে রাখা। তবে এখন তো আর ঝিরিনোকোভস্কি নেই। আর লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কট্টর দক্ষিণপন্থী ও নয়া-ফ্যাসিস্ট পার্টিগুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর এক সঙ্ঘ তৈরি করেছে।

এর অবিসংস্বাদিত নেতা ছিলেন ইগর কোমারভ, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। দরিদ্র ও হৃৎসর্বস্ব ভোটারদের দেখাবার জন্যে যে তাঁর পার্টি খুব সরল পথে চলে, খরচের বাহুল্যতা দেখাতেন না আর ঐ ফিশ অ্যালিতেই সদর দপ্তর রেখেছেন, যদিও তাঁর নিজস্ব দপ্তর ছিলো অন্যত্র।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার কোমারভ কমিউনিজমের অধীনে কাজ করলেও, কমিউনিজমের জন্যে কিছু করেন নি, যতদিন পর্যন্ত না ইয়েলৎসিনের শাসনামলে রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক বেছে নেন এবং অত্যধিক মদ্যপান আর বিরামহীনভাবে যৌন ব্যাপারে বদনাম থাকার জন্যে ঝিরিনোকোভস্কিকে অপছন্দ করলেও আড়ালে থেকে কাজ ক'রে যাওয়ার সুবাদে পার্টির আভ্যন্তরীণ চক্রে পলিটব্যুরোতে জায়গা পেয়ে গেলেন। এখানে ব'সে অন্যান্য কট্টর দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর নেতাদের সঙ্গে পরপর কয়েকটা মিটিং ক'রে রাশিয়ার সবকটি দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে এক জোটে আনতে সক্ষম হলেন তিনি। তারপর বেশ কায়দা ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝিরিনোকোভস্কিকে রাজী করানো হলো এই দেশেপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙ্ঘ – ইউপিএফ-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সভাপতি হতে। এটা যে একটা ফাঁদ সেটা ঝিরিনোকোভস্কি বুঝতে পারেননি।

ঝিরিনোকোভস্কির পদত্যাগ দাবি ক'রে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একটা প্রস্তাব পাশ করানোর পর তাঁকে সরানো হলো। নেতৃত্ব নিতে অস্বীকার করলেন কোমারভ, আর একজন সাধারণ মানুষকে, যার ক্যারিশমা নেই, সাংগঠনিক ক্ষমতা নেই, তাকে সেই পদে বসানো হলো। কিন্তু কাজকর্ম এতো হতাশাজনক হচ্ছিলো যে, এক বছর পরে কোমারভকেই নেতৃত্ব নিতে হলো। ভ্লাদিমির ঝিরিনোকোভস্কির শাসনামল শেষ হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯৯৬-এর নির্বাচনের দু'বছরের মধ্যে গুপ্ত-কমিউনিস্টরা মিলিয়ে যেতে শুরু করলো। এদের সমর্থকরা ছিলো মোটামুটি মধ্যবয়স্ক ও বয়স্করা, আর তাদের পক্ষে টাকা-পয়সা জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিলো। বড় বড় ট্যাঙ্ক-মালিকদের সমর্থন না পেলে, শুধু চাঁদা তুলে আর কতদিন চলে।

১৯৯৮ সালে কট্টর দক্ষিণপন্থীদের প্রধান নেতা হয়ে উঠলেন কোমারভ এবং দেশ জনগণের ক্ষোভ যে ক্রমশ বাড়ছিলো তার সুযোগ নিলেন।

এই দারিদ্র্য ও অভাব অভিযোগের মধ্যেও এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর টাকা-পয়সা ছিলো। তারা দামী দামী বিদেশী গাড়িতে ক'রে চড়ে বেড়ায়, সঙ্গে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও থাকে অনেকের।

বলশয় থিয়েটারের হলঘরে, মেট্রোগোল আর ন্যাশনাল হোটেলের পানশালায় আর ব্যাঙ্কোয়েটে এই ধনীদের দেখা যায় প্রায় প্রতিসন্ধ্যায়, সঙ্গে থাকে ফূর্তি করার জন্য মেয়েমানুষ, যাদের গায়ে থাকে দামী পোশাক আর প্যারিসের পারফিউমের গন্ধ, আর ঝক্‌মকে হীরার নেক্‌লেস। এরাই হলো পেটমোটা বিড়াল, আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি মোটা।

ডুমার সভার প্রতিনিধিরা চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে প্রস্তাব পাশ করায়। 'এটা দেখে আমার মনে পড়ে যায়', বলেছিলেন এক ইংরেজ বিদেশী সংবাদদাতা, 'মগের মুল্লুকের কথা'।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আশার আলো একমাত্র দেখাতে পারছিলেন ইগর কোমারভ।

দক্ষিণপন্থী পার্টির নেতৃত্ব নেবার দু'বছরের মধ্যে তিনি দেশ-বিদেশে বহু পর্যবেক্ষকদের চমকে দিয়েছিলেন। তিনি যদি নিছক রাজনৈতিক সংগঠক হয়ে থাকার মধ্যে আত্মতৃপ্তি পেতেন তাহলে তেমন কিছুই লাভ হতো না। কিন্তু কোমারভ বদলে গিয়েছিলেন আর তাঁর মনের কথা কেউ জানতে পেতো না।

মানুষকে উদ্দীপিত ও প্রভাবিত করার জন্যে যে বাগ্মিতার প্রয়োজন তা যথেষ্টই ছিলো তাঁর মধ্যে। ব্যক্তিজীবনে যারা তাঁকে শান্তশিষ্ট মানুষ ব'লে মনে করে করতো, তারাই আবার আশ্চর্য হয়ে দেখতো মঞ্চে উঠলে মানুষটি কতো বদ্‌লে যায়। কণ্ঠস্বরকে চড়া থেকে হঠাৎ খাদে নামিয়ে আনার ব্যাপারে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতেন কোমারভ। তাঁর বক্তৃতা শুনে সমর্থকরা তো মাথা ঝাঁকাতোই এমন কি সন্দেহবাতিকরাও জয়োধ্বনি দিতো।

খুব দ্রুতই তিনি নিজের বিশেষ দক্ষতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আর সেটা হলো জীবন্ত মানুষের সমাবেশ। টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয়াটা তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না। তাঁর বিশেষত্বই ছিলো জীবন্ত মানুষদের সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে জন-সংযোগ বাড়ানো, আর একাজে অসাধারণ দক্ষতা ছিলো তাঁর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিপজ্জনক প্রশ্নের সম্মুখীন হবার কোনো আগ্রহ ছিলো না কোমারভের। মঞ্চের উপযোগী ক'রে তৈরি করা বক্তৃতা দিতেন এবং তাতে দারুণ কাজও হতো। এছাড়া নিজের লোকজনদের দিয়ে ফিল্ম তোলাতেন, আর এ ব্যাপারে তাঁর কাজ করতো এক প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ ডিরেক্টর লিতভিনভ। পুরো ফিল্ম তৈরি ক'রে ভালোভাবে সম্পাদনা করার পর টিভি'র মাধ্যমে কোমারভের অন্যান্য সাধারণ কৃতিত্বগুলো দেশবাসীকে দেখানো হতো।

কোমারভের বক্তব্যগুলোর বিষয় ছিলো একটাই – রাশিয়া, রাশিয়া কেবলই রাশিয়া। রাশিয়ার এই অবনতির পেছনে যেসব বিদেশী শক্তির চক্রান্ত আছে তাদের তিনি খোলাখুলি আক্রমণ করতেন তাঁর বক্তৃতায়। আর্মেনিয়া, আজারবাইজান জর্জিয়া, ও দক্ষিণের অন্যান্য জাতিকে রাশিয়াতে সাধারণত *কৃষ্ণাঙ্গ* ব'লে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো, এরাই অপরাধ জগতের শিরোমণি হওয়ায় সুবাদে প্রচণ্ড ধনী। এদের বিতাড়িত করার জন্যে মুখর হয়ে উঠতেন কোমারভ। তাঁর দাবি ছিলো পদদলিত রুশদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, এবং তাদের হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার করা।

সবাইকে সবরকম প্রতিশ্রুতি দিতেন কোমারভ ঢালাওভাবে। বেকারকে চাকরী, উপযুক্ত দৈনিক পারিশ্রমিক, খাদ্যদ্রব্য ও সম্মান, বৃদ্ধদের কথাও মাথায় ছিলো তাঁর। বিদেশী পুঁজির চাপে প'ড়ে দেশের যে অবমাননা হচ্ছে তার প্রতিকারও ছিলো তাঁর অন্যতম দাবি।

রেডিও-টিভির মাধ্যমে দেশের সাবই শুনতো তাঁর এইসব আশার বাণী। এককালের মহান রুশ সেনাবাহিনীর সেনারাও শুনতো, আর শুনতো আফগানিস্তান, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুনিয়া ও এস্তোনিয়া থেকে বহিস্কৃত সেনারাও।

দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কৃষকরা জীর্ণ কুটিরে ব'সে শুনতো সে-সব কথা। সর্বস্বান্ত হওয়া মধ্যবিত্তরা তাদের যেটুকু আসবাবপত্র এখনও বন্ধকে পড়েনি তার মধ্যে ব'সে শুনতো। শিল্পপতিরা স্বপ্ন দেখতো আবার তাদের কারখানা চালু হবে। তারপর কোমারভ যখন প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, প্রতারক ও গুণ্ডা-বদমাশরা, যারা মাতৃভূমিকে ধর্ষণ করেছে, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, তখন দেশবাসী তাঁকে আরো বেশি ক'রে ভালোবাসতো।

১৯৯৯ সালের বসন্তকালে, আমেরিকায় আইভি লিগ কলেজের স্নাতক অত্যন্ত বুদ্ধিমান এক যুবক, যে ছিলো কোমারভের জনসংযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা, তার পরামর্শে কতকগুলো ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হলেন ইগর কোমারভ। ঐ উপদেষ্টা বরিস কুজনেৎসভ সাক্ষাৎকারের জন্যে যাদের বাছলো তারা ছিলো প্রধানত সংসদ সদস্য, ইউরোপ আমেরিকার সংরক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন সাংবাদিক। উদ্দেশ্য ছিলো এদের মন থেকে ভয় দূর করা।

প্রচার অভিযান হিসাবে এই সাক্ষাৎকার দারুণভাবে সফল হলো। নিমন্ত্রিতরা ভেবেছিলো এক আত্মসর্বস্ব, রাগী, জননেতাকে দেখবে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলো মানুষটি চিন্তাশীল আর অত্যন্ত ভদ্র। কোমারভ ইংরেজি জানেন না, তাই দোভাষীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ করলো কুজনেৎসভ। সে কোমারভের বক্তব্য ছাঁটকাট ক'রে এমনভাবে বিদেশীদের কাছে পরিবেশন করলো যে তারা মুগ্ধ হয়ে গেলো। ইচ্ছে ক'রে ঐ সব সাক্ষাৎকারে রুশ ভাষা জানে এমন লোকদের থাকতে দেয়া হয়নি।

কোমারভ বুঝিয়ে বললেন যে, সক্রিয় রাজনীতিবিদ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নির্বাচকমণ্ডলী আছে, এবং আমরা যদি নির্বাচিত হতে চাই তবে তাদের অকারণে চটানো উচিত নয়। ফলে আমাদের অনেক সময় এমন সব কথা বলতে হয়, যা নির্বাচকমণ্ডলী শুনতে চায়, যদিও সেগুলো কার্যকর করা যে কত কঠিন তা আমরা জেনেও না জানার ভান করি। সিনেটাররা তাঁর কথার সমর্থন করলেন ঘাড় নেড়ে।

কোমারভ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, আগেকার দিনের পশ্চিমা গণতন্ত্রে মানুষজন জানতো যে সামাজিক অনুশাসন শুরু হয় ব্যক্তিগতভাবে, তাই তখন রাষ্ট্রকে জোর ক'রে কিছু চাপাতে হতো না। কিন্তু যে সমাজে আত্মসংযম ব'লে কিছু নেই, সব প্রচলিত সুব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, সেখানে রাষ্ট্র আর সরকারকে অনেক বেশি কঠোর হতেই হবে, তা সেটা পশ্চিমা বিশ্ব গ্রহণযোগ্য মনে করুক বা না করুক। এই কথা শুনে সাংসদরা সমঝদারের মতো ঘাড় নাড়লো।

রক্ষণশীল সাংবাদিকদের তিনি বললেন যে, আর্থিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হলে অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, আর সেটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব করা দরকার। সাংবাদিকরা লিখলেন যে, ইগর কোমারভ অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপারে সুযুক্তি মেনে চলা লোক, যেমন পশ্চিমের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি আগ্রহী। ইউরোপ আমেরিকার গণতন্ত্রের কাছে তিনি খুব একটা গ্রহণযোগ্য না হলেও, তাঁর উত্তেজক বক্তৃতাগুলো পশ্চিমের কাছে ভীতিকর ব'লে মনে হলেও, বর্তমান রাশিয়াতে কোমারভের মতো মানুষেরই একান্ত প্রয়োজন। ২০০০ সালের জুন মাসে কোমারভ অবশ্যই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিতবেন আর সেজন্যে দুরদর্শীদের উচিত এখন থেকেই তাঁকে সমর্থন করা।

বিদেশের মন্ত্রিরা, দূতাবাস ও ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে জোর আলোচনা হলো, তারা সবাই সাংবাদিকদের বক্তব্যের সঙ্গে এক মত পোষণ করলো।

মধ্য মস্কোর উত্তরাংশে কিসেলনি বুলেভার্ড থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়ে গেছে। এর মাঝামাঝি পশ্চিম দিকে আধা একরের মতো একটা পার্ক আছে। যার তিন দিকে জানালাবিহীন বড় বড় বাড়ি, সামনের দিকটায় দশ ফুট উঁচু লোহার গেট দিয়ে সুরক্ষিত। ভেতরে আরো একটা গেট। ১৯৮০র দশকে এটাকে ভালোভাবে মেরামত করিয়ে বাসযোগ্য করা হয়। এটাই হলো ইগর কোমারভের সদর দপ্তর।

এখানে কেউ আসতে চাইলে সামনের গেটে দাঁড়িয়ে ইন্টারকমের সাহায্যে আসার উদ্দেশ্য জানাতে হবে গেটের ভেতরে কাঠের ঘরে ব'সে থাকা প্রহরীকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেটের ওপর লাগানো ক্যামেরাতে ছবি চলে যায় ভেতরে। নিরাপত্তা দপ্তর থেকে ছাড়পত্র পেলে আগন্তুককে ঢুকতে দেয়া হয়।

গেটটা যদি খোলে তবে গাড়ি সহ ভেতরে দশ গজ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। কারণ সামনের রাস্তায় লোহার ধারালো শিক দিয়ে বেষ্টনী দেয়া আছে। প্রহরী এসে পরিচয়পত্র দেখে নিঃসন্দেহে হলে ঘরে ঢুকে একটা বোতাম টিপলে শিকগুলো সরে যাবে। এবার গাড়ি এগিয়ে যাবে নুঁড়ি ঢাকা পথ দিয়ে। একটু দূর গিয়ে আবার দাঁড়াতে হবে, সেখানে রয়েছে বেশ কয়েকজন প্রহরী।

বাড়িটার দুদিকে শেকলের তৈরি বেড়া দেয়া আছে। তার পেছনে আছে কুকুর। রাতে ওদের ছেড়ে দেয়া হয়। গভীর রাতে কেউ এলে আগে জানাতে হবে কুকুরদের দেখাশোনা করে যে, তাকেই। কুকুরদের সরিয়ে না নিলে ঢোকাই মুশকিল। এরা অফিসের লোকেদেরও রেহাই দেয় না।

কুকুরের হাতে যাতে নিজেদের লোক মারা না যায় তার জন্যে বাড়িটার পেছন দিকে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে, যেটা চলে গেছে কিসেলনি বুলেভার্ড পর্যন্ত। এই সুড়ঙ্গে তিনটা দরজা আছে, একটা ঢোকার মুখে, আর একটা বেরোবার মুখে, তৃতীয়টা মাঝামাঝি জায়গায়। এগুলো তালা বন্ধ থাকে। জিনিসপত্র আনা নেয়া, বা কর্মচারীদের শিফট বদলাবার সময় ব্যবহার করা হয় এই সুড়ঙ্গ।

রাজনৈতিক কর্মচারীরা চ'লে যাবার পর রাতে কুকুরগুলো পাহারা দেয়। আর বাড়ির মধ্যে থাকে মাত্র দুজন নিরাপত্তা কর্মী। তাদের নিজস্ব ঘর আছে, তাতে থাকে টিভি আর খাবার। বিছানার ব্যবস্থা নেই, কারণ রাতে ওদের ঘুমাবার কথা নয়। এই দু'জন পালা ক'রে তিন তলা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় সকাল বেলার নাস্তা খাবার সময় কর্মচারীদের আসা পর্যন্ত। কোমারভ আসেন একটু দেরিতে।

বাড়িটাকে ঝাড়া মোছা করার জন্যে সপ্তাহে একবার, প্রতি রবিবারে, একজন কাজের লোক আসে। এসব কাজের জন্যে মস্কোতে বেশির ভাগ মেয়েদেরই নেয়া হয়ে থাকে, কিন্তু কোমারভ এই অফিসে শুধু পুরুষ মানুষদের চান, তাই এই কাজের জন্যে এখানে আসে পুরনো আমলের এক বৃদ্ধ সৈনিক, নাম লিওনিদ জইত্সেভ। তার পদবীটার অর্থ রুশ ভাষায় হয় খোরগোশ। আর তার অসহায় অবস্থার জন্যে শীত-গ্রীষ্মে সব সময়েই গায়ে থাকা যুদ্ধের বড় কোট। স্টেনলেস দিয়ে বাঁধানো তিনটি দাঁতের জন্যে পাহারাদাররা ওকে ডাকতো র‍্যাবিট অর্থাৎ খোরগোশ ব'লে। যে রাতে রাষ্ট্রপতি মারা যান, সেদিনও যথারীতি রাত ১০টায় পাহারাদাররা তাকে ঢুকতে দিয়েছিলো।

সকাল বেলায় বালতি আর ন্যাকরা হাতে নিয়ে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা টানতে টানতে সে পৌঁছালো কোমারভের ব্যক্তিগত সচিব শ্রেআই আকোপভের অফিসে। তার সঙ্গে র‍্যাবিটের দেখা হয়েছিলো মাত্র একবার, তাও বছরখানেক আগে। সে ঢুকেই দেখেছিলো কয়েকজন সিনিয়র অফিসার তখনও কাজ ক'রে চলেছে। তাকে দেখে আকোপভ ভীষণ রেগে যায় এবং বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করে। তারপর

www.BanglaBook.org

মাঝে মাঝে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় আকোপভের চামড়া দিয়ে মোড়া আর্মচেয়ারে বসতো র‍্যাবিট।

পাহারাদাররা সব নিচে আছে, তাই নিশ্চিন্ত মনে র‍্যাবিট বসলো আকোপভের চেয়ারে। বেশ আরাম পাচ্ছিলো সে। এরকম চেয়ার তার নিজের কখনো ছিলো না, হবেও না। টেবিলে ব্লটিং দানীর ওপর একটা দলিল ছিলো, টাইপ করা চল্লিশ পাতা, কোনাগুলো বাঁধানো, মলাটটা মোটা কালো কাগজের।

র‍্যাবিট ভেবে পেলো না এটা কেন এখানে এভাবে প'ড়ে আছে। সাধারণত আকোপভ সব কাগজপত্র আলমারীতে রাখে। কি মনে ক'রে ফাইলটা খুললো র‍্যাবিট, শিরোনামটা দেখলো, তারপর কোনো কোন কিছু না ভেবেই সে খুলে পড়তে শুরু করলো।

পড়াশোনায় খুব ভালো না হলেও মোটামুটি শিখেছিলো, প্রথমে, তাকে লালন-পালন করেছিলো যে মামা তার কাছে, পরে সরকারী স্কুলে, আর অবশেষে সেনাবাহিনীর এক দয়ালু অফিসারের কাছে।

যা পড়লো তাতেই র‍্যাবিট বেশ বিচলিত হয়ে গেলো। একটা অনুচ্ছেদ বারবার পড়লো, বেশ জটিল লেখা। কিন্তু বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো না। আর্থরাইটিক হাতে কাঁপতে কাঁপতে পাতা উল্টাচ্ছিলো, কোমারভ কি ক'রে এসব কথা বলতে পারেন? তার পালিত মায়ের মতো লোকেদের সম্বন্ধে? পুরোটা না বুঝলেও, এটা ঠিক যে, ব্যাপারটা দুঃশ্চিন্তার বিষয়। পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করলে কি হয়? না, ওরা উল্টো ওকেই পেটাবে, নিজের চরকায় তেল দিতে বলবে।

একঘণ্টা কেটে গেলো। পাহারাদারদের এর মধ্যে টহল দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো টেলিভিশনের সামনে। খবর হচ্ছে – রুশ সংবিধানের ৯৯নং ধারা অনুসারে অন্তবর্তীকালের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন, তিন মাস পর্যন্ত চলবে এই ব্যবস্থা।

অনেকবার পড়ার পর র‍্যাবিট কিছুটা বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থটা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। কোমারভও একজন মহান ব্যক্তি, তিনিই এরপর রাষ্ট্রপতি হবেন। তাহলে কেন তিনি তার পালিত মা, যিনি বহু আগে মারা গেছেন, বা ঐ শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে এসব কথা লিখেছেন?

রাত দুটার সময় ফাইলটা জামার তলায় গুঁজে কাজকর্ম শেষ ক'রে বেড়িয়ে এলো সে। পাহারাদাররা টিভি ছেড়ে উঠতে বিরক্ত হলেও উপায় নেই, কিন্তু তারা খেয়াল করলো না র‍্যাবিট আজ বেশ তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছে।

জইতসেভ বাড়ি ফেরার কথা চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত মত পাল্টালো। রাত এখনও গভীর। বাস, ট্রাম, সাবওয়ে, সব বন্ধ। সাধারণত সে হেঁটেই বাড়িতে ফেরে এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু এখন বাড়ি ফিরলে তার মেয়ে আর তার বাচ্চাকে জাগাতে হবে। এটা ওদের পছন্দ হবে না নিশ্চয়ই। তাই পথে ঘুরে বেড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলো কী করা যায় এবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত সাড়ে তিনটার সময় সে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলো ক্রেমলিনের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের তলায় ক্রেমলেভস্কায়া জেটিতে। এখানে ভবঘুরে আর সমাজচ্যুতদের শুয়ে থাকতে দেখলো। কোন রকমে একটা বেঞ্চে বসার জায়গা পেয়ে ব'সে পড়লো, নদীর ওপর তীরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল র‍্যাবিট। ওদিকে মাছধরা স্টিমারটা যখন দ্বীপের কাছে এসে পড়েছে তখন সমুদ্র অনেকটা শান্ত। ক্যাপ্টেন আশে-পাশে আরও কয়েকটা স্টিমার দেখতে পেলো।

আর্থার ডিন তার *সিলভার ডিপ* স্টিমারটা নিয়ে পাশ দিয়ে হু হু ক'রে এগিয়ে গেলো *ফক্সি লেডি*'কে পেছনে ফেলে। দুই ক্যাপ্টেন পরস্পরকে হাত নেড়ে স্বাগত জানালো।

প্রবাল প্রাচীরের মাঝখানে যে ফাঁকটা আছে তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে *ফক্সি লেডি*'কে। একটু বেশি নড়চড় হলেই মুশকিল, প্রবাল গাছগুলোর ডালপালা বল্লমের চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ। ওটা পেরোলেই টার্টল কভ মাত্র দশ মিনিটের পথ।

ক্যাপ্টেন তার জাহাজটাকে ভীষণ ভালোবাসে, তার কাছে এটা জীবিকা আর সঙ্গিনী দুই-ই। জাহাজটা দশ বছরের পুরনো, একত্রিশ ফুট লম্বা। পাঁচ বছর আগে এটাকে সস্তায় কিনে নিয়ে মেরামত ক'রে এই এলাকায় সবার সেরা মাছ ধরার স্টিমার ক'রে তুলেছে। প্রচুর ভাড়া আসে। ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করতে অসুবিধে হয় না।

বন্দরে এসে অন্য দুটো স্টিমারের আগেই এটাকে ভেড়ালো। ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে নিজের মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করলো। তাদের মনঃপুত হয়েছে কিনা জানতে চাইলো। বক্‌শিস্‌সহ ভাড়া দিয়ে দিলো দরাজ হাতে। তারপর সঙ্গী জুলিয়াসকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো – চোখ টিপে বললো মাছগুলো ওরাই নিক। তারপর নিজের এলোমেলো সোনালী চুলে হাত বুলতে লাগলো।

ওদিকে *ফক্সি লেডি*'কে ঝাড়া মোছার কাজ শেষ ক'রে ক্যাপ্টেনের খুব ইচ্ছে হলো মদ্যপান করবার। চওড়া সড়ক দিয়ে সে একটু হাঁটতে লাগলো। যা সঙ্গেই দেখা হলো তাকেই হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

নদীর তীরে বেঞ্চে দু'ঘণ্টা ব'সে থাকার পরও লিওনিদ জইতসেভ তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলো না। ফাইলটা না নিলেই যেনো ভালো হোতো। কেন যে নিলো সেটাও বুঝতে পারছে না। ওরা জানতে পারলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তার সারা জীবনে সে তো শুধু শাস্তিই পেয়ে এসেছে। কারণগুলো সে আজও বুঝতে পারেনি।

র‍্যাবিট জন্মেছিলো ১৯৩৬ সালে স্মোলেনেস্ক'র পশ্চিমে একটা ছোট্ট গ্রামে। আর পাঁচটা গ্রামের মতোই দরিদ্র, ধুলো-বালিতে ভরে যায় গ্রীষ্মকালে, শরতে কাদা আর শীতকালে পাথরের মতো কঠিন বরফে ভ'রে যায়। গোটা তিরিশেক বাড়ি, কয়েকটা গোলাঘর, স্তালিনের সময়কার যৌথ খামার ছিলো এখানে। তার বাবা ছিলো খামারের মজুর, থাকতো ভাঙ্গাচোরা ঘরে, বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে।

রাস্তার দিকে একটা ছোট দোকান ছিলো, তার দোতলায় ফ্ল্যাট; সেখানে থাকতো এক রুটিওয়ালা। র‍্যাবিটের বাবা তাকে ঐ রুটিওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে বলেছিলো, কারণ রুটিওয়ালা নাকি ইয়েভ্রেই। শব্দটার মানে র‍্যাবিট বুঝতে না পারলেও এটা আন্দাজ করেছিলো যে, ওরা ভালো লোক না। কিন্তু এটা লক্ষ্য করেছিলো যে, তার মা ওখান থেকেই রুটি কিনে আনে, আর সেগুলো খেতেও খুব ভালো।

রুটিওয়ালা বেশ হাসিখুশি ধরণের লোক, তাকে দেখলে মাঝে মাঝে টাটকা গরম রুটি ছুঁড়ে দিতো। র‍্যাবিট ভেবে পেতো না কেন বাবা এদের সঙ্গে মিশতে মানা করে। রুটিওয়ালা ওপরের ফ্ল্যাটে বৌ আর দুটো মেয়েকে নিয়ে থাকতো। র‍্যাবিট দেখতো যে দোতলা থেকে ওরা উঁকি মারছে, কিন্তু কোনোদিনই মেয়েগুলো তার সঙ্গে খেলতে আসতো না।

১৯৪১ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে, একদিন গ্রামে মৃত্যু এসেছিলো। ছোট্ট লিওনিদ তখন জানতো না মৃত্যু কাকে বলে। ঘরঘর, গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে সে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো বাড়ির মতো বড় একটা লৌহদানব বড় রাস্তা দ'রে গ্রামের দিকে আসছে। প্রথম দানবটা গ্রামের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। ভালো ক'রে দেখার জন্যে লিওনিদ এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

ওটাকে খুব বড় মনে হয়েছিলো, ঠিক বাড়িটার মতোই বিশাল, কিন্তু যন্ত্রটা গড়িয়ে চলে, সামনের ওপরের দিকে কামানের নল লাগানো। একেবারে ওপরে, ঠিক কামানটার উপরে, একটা লোক দাঁড়িয়ে, তার কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটা লিওনিদকে দেখতে পেলো। সে একটা পাতলা হেলমেট খুলে পাশে রেখে দিলো। দিনটা ছিলো খুবই গরম। এর পর ঘুরে লিওনিদের দিকে তাকালো সে।

বাচ্চাটা দেখতে পেলো লোকটার মাথায় সাদা সোনালী চুল, চোখের তারা এমনই নীল যে, যেনো সেটা গ্রীষ্মের আকাশে একটা কঙ্কালের পেছন থেকে জ্বল জ্বল করছে। তার চোখ-মুখ ভাবলেশহীন, তাতে না আছে ঘৃণা না আছে ভালোবাসা, কেমন যেনো ধূসর এক বিরক্তি রয়েছে তাতে। লোকটা খুব ধীরে ধীরে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করলো।

লিওনিদের মন বললো ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। সে একটা গ্রেনেড ফাটার শব্দ শুনলো, জানালা দিয়ে ওটা ছোড়া হয়েছিলো, সেই সথে চিৎকার চেচামেচি। ভয়ে উল্টো দিকে দৌড়াতে লাগলো সে। এ সময়ে কিছু একটা তার চুল স্পর্শ করলো যেনো। গোয়াল ঘর পার হয়ে লিওনিদ কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে লাগলো। পেছন দিকে গুঞ্জনের শব্দ আর বাড়িগুলো জ্বলতেই কাঠপোড়ার গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো। সামনেই একটা জঙ্গল দেখতে পেয়ে ওখানে ঢুকে পড়লো সে।

জঙ্গলের ভেতরে কী করবে ভেবে পেলো না। সে কেঁদে কেঁদে চিৎকার ক'রে মা-বাবাকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু তারা আসেনি, আর কোনো দিন আসবেও না।

কাছেই এক মহিলাকে সে দেখতে পেয়েছিলো, স্বামী আর মেয়েদের জন্যে আকুল হয়ে কেঁদে চলেছে। লিওনিদ তাঁকে চিনতে পারলো, সেই রুটিওয়ালার স্ত্রী মিসেস দাভিদভা। উনি লিওনিদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু কেন, সেটা সে বুঝতে পারলো না, তাছাড়া বাবা জানলেই বা কি বলবে, কারণ মহিলা তো *ইয়েভ্রেইকা*।

জার্মান এসএস প্যানজার বাহিনী চ'লে যাবার পর ঐ গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। যারা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পেরেছিলো, তারাই কেবল বেঁচে রইলো। পরে জঙ্গলে কঠোর প্রকৃতির দাড়ীওয়ালা আর বন্দুকধারী পার্টিজানদের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। তারা সেখানেই থাকতো। পার্টিজানদের একজন তাদের এক দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো পূর্ব দিকে। হাটছে তো হাটছেই, সব সময়ই পূর্বদিকে।

লিওনিদ যখন ক্লান্ত হয়ে গেলো তখন মিসেস দভিদভা তাকে কোলে তুলে নিলেন। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে কয়েক সপ্তাহ পরে তারা সবাই পৌঁছালো মস্কোতে। সেখানে মিসেস দভিদভার কিছু পরিচিত লোক ছিলো। তারা তাদেরকে আশ্রয় দিলো। এখানে আশ্রয়, খাবার আর স্নেহের স্পর্শ পেলো সে। তারা লিওনিদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছিলো, কিন্তু তাদের চেহারাগুলো ছিলো মিসেস দভিদাভের মতোই, দুপাশে রগ থেকে কোঁকড়ানে চুল নেমে এসেছে চিবুক পর্যন্ত, আর চওড়া কানটুপি পরা। লিওনিদ ইয়েভ্রেই না হওয়া সত্ত্বেও মিসেস দভিদভা তাকে দত্তক নিতে চাইলেন এবং বহু বছর তাকে প্রতিপালন করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুদ্ধের পর কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করলো যে লিওনিদ তাঁর সন্তান নয়। তাকে তাঁর কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে অনাথাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া হলো। নিয়ে যাওয়ার সময় দু'জনেই খুব কেঁদেছিলো, কিন্তু তারপর আর কখনো দেখা হয়নি দু'জনের। অনাথাশ্রমে লিওনিদকে তারা জানিয়েছিলো ইয়েভ্রেই মানে হচ্ছে ইহুদি।

বেঞ্চের ওপর ব'সে জামার তলায় গোঁজা ফাইলটার কথা চিন্তা করছিলো র‍্যাবিট। কিন্তু 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' বা 'পূর্ণমাত্রায় বিলোপসাধন'– কথাগুলোর মানে ঠিক মতো বুঝতে পারছিলো না সে। শব্দগুলো তার কাছে খুব বেশি লম্বা আর খট্‌মটে লাগছিলো, কিন্তু একটা জিনিস সে বুঝতে পারছিলো যে, এসবের অর্থ ভালো নয়। আর এটাও ওর মাথায় ঢুকছিলো না, কেন কোমারভ মিসেস দভিদভার মতো লোকেদের সঙ্গে এরকম করতে চাইছেন।

পূর্ব দিকটায় গোলাপী আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারে সোফিস্কায়া জেটির কাছে একটা বড় প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে উঠছিলো সরকারী নৌবাহিনীর একজন।

ক্যাপ্টেন তার পানীয়ের বোতলটা নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে চ'লে এলো বাইরে কাঠের রেলিংয়ের কাছে। নিচে পানির দিকে তাকানোর পর অন্ধকারে ভ'রে ওঠা বন্দরটার দিকে তাকালো।

"ঊনপঞ্চাশ," সে ভাবছিলো, "ঊনপঞ্চাশ বছর বয়স, আর এখনও কোম্পানির দোকানে দেনা রয়ে গেছে। জেসন মঙ্ক, তোমার বয়স হয়ে যাচ্ছে।"

একটা চুমুক লাগালো বোতলে, লেবুর রস মেশানো রাম যথাস্থানে গিয়ে ধাক্কা মারলো। "যাই হোক, জীবনটা বেশ সুন্দর। কতো ঘটনায় ভরা।"

জীবনটা কিন্তু এভাবে শুরু হয়নি। ভার্জিনিয়ার দক্ষিণ-মধ্যপ্রান্তে ছোট্ট ক্রোজেট শহরে কাঠের ফ্রেমের সুন্দর এক বাড়িতে শুরু হয়েছিলো তার জীবন।

অলবেমারলে কাউন্টি একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। গৃহযুদ্ধের স্মৃতিতে ভরপুর, কারণ, ভার্জিনিয়াতে যে যুদ্ধ হয়েছিলো তার আশি শতাংশ হয়েছিলো এখানে। আর ভার্জিনিয়াবাসী কখনো সেই যুদ্ধের কথা ভুলতে পারবে না। কাউন্টির গ্রেড স্কুলে সে পড়াশোনা শুরু করেছিলো। তার স্কুল সঙ্গীদের বেশির ভাগ বাবাই তামাক, সয়াবিন কিংবা শুয়োরের ব্যবসা করতো।

অথচ জেসন মঙ্কের বাবা এসবের একটাও করেননি। তিনি ছিলেন শেনানদোয়া ন্যাশনাল পার্কের প্রহরীদের প্রধান। বন-বিভাগে চাকরি ক'রে কেউ কখনো লাখপতি হয়নি।

ছোট্ট জেসনের কাছে ঐ জীবনটা ছিলো খুবই মধুর, টাকা-পয়সার অভাব থাকা সত্ত্বেও। ছুটিতে ছোটখাট কাজ ক'রে বাড়িতে সাহায্য করতো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার মনে পড়ে, ছোটবেলায় তার বাবা তাকে ন্যাশনাল পার্কে নিয়ে যেতেন, যেখানে ব্লুরিজ পর্বতমালা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেখানে নানা গাছপালার পার্থক্য চেনাতেন তিনি। মাঝে মাঝে বন-রক্ষকদের সঙ্গে দেখা হতো, তাদের কাছ থেকে কালো ভাল্লুক, হরিণ, টার্কি পাখির গল্প শুনতো বড় বড় চোখ ক'রে।

পরে সে নির্ভুল নিশানায় বন্দুক চালাতে শিখেছিলো, জন্তু-জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন দেখে অনুসরণ করা, ক্যাম্প খাটানো, সকালে সব চিহ্ন মুছে ফেলাও শিখে গিয়েছিলো। যখন বড় হলো, তখন ছুটির দিনে গাছের গুঁড়ি কাটার কারখানায় কাজ করতো।

পাঁচ থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করার পর তেরো বছর পার করেই শার্লোটেসভিলের হাইস্কুলে ভর্তি হয়। ভোরবেলা উঠে ক্রোজেট থেকে শহরে যেতো। এখানেই এমন একটা ঘটনা ঘটেছিলো যা তার জীবনের ধারা বদলে দেয়।

১৯৪৪ সালে জনৈক জিআই সার্জেন্ট আরও হাজার জনের সঙ্গে ওমাহা সমুদ্রতট থেকে জাহাজে ক'রে পালিয়ে গিয়ে নর্ম্যান্ডির দূরবর্তী অঞ্চলে আটকা পড়ে যায়। নিজের ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেন্ট-লো'র বাইরে কোনো এক জায়গায় জার্মান বন্দুকধারীদের নজরে প'ড়ে যায়। ভাগ্য ভালো ছিলো, গুলিটা হাতের ওপরের দিকটা ঘেঁষে চলে গিয়েছিলো। তেইশ বছরের ঐ আমেরিকানটি হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় কাছের একটা খামারবাড়িতে, যারা তাকে আশ্রয় দেয়, চিকিৎসা করায়। ঐ পরিবারের ষোলো বছরের মেয়েটি যখন তার আহত স্থান ঠাণ্ডা পানিতে সেঁকে দিচ্ছিলো তখন সে মেয়েটির চোখে চোখ রেখেছিলো, আর তার মনে হয়েছিলো জার্মান বুলেটের চেয়েও তীব্র কিছু আঘাত হেনেছে তার বুকে।

এক বছর পরে সে বার্লিন থেকে নরম্যান্ডিতে ফিরে সোজা সেই খামারবাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়েটাও সেরে ফেলে খামার মালিকের বাগানে। যেহেতু ফরাসিরা বাগানে বিয়ে করে না, তাই স্থানীয় ক্যাথলিক পুরোহিত গ্রামের গির্জায় আবার বিয়ের অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। তারপর বৌকে নিয়ে চ'লে আসে ভার্জিনিয়ায়।

বিশ বছর পরে, সে যখন শার্লোট্সভিল কাউন্টি হাইস্কুলের ডেপুটি প্রিন্সিপাল হলো, তখন তার স্ত্রী স্কুলে ফরাসি শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিতে চাইলো, কারণ তার নিজের সন্তানেরা বড় হয়ে নাগালের বাইরে চলে গেছে। মিসেস ব্রেডি শুধু যে স্থানীয় মানুষ ছিলেন তা নয়, সুন্দরী ও আভিজাত্য থাকায় জন্যে তাঁর ক্লাশ বেশ জমে উঠলো।

১৯৬৫ সালের শরতে, ওখানে একজন নতুন ছাত্র এলো, নাম জেসন মঙ্ক. লাজুক এক ছেলে, সোনালী চুল সব সময় এলোমেলো থাকে। মিসেস ব্রেডি জোর গলায় বলতে পারতেন যে, কোনো বিদেশীকে এতো সুন্দর ফরাসিতে কথা বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শোনেননি তিনি। প্রতিভা অর্জন করা যায় না, ওটা স্বাভাবিকভাবেই জীবনে আসে। জেসনের ক্ষেত্রে যেনো সব নিয়মই পাল্টে যায়।

এখানে পড়াশোনা করার শেষ বছরটিতে সে আসতো মিসেস ব্রেডির বাড়িতে একসঙ্গে মালরো প্রাউস্ত, আদ্রেঁ জিদ আর সার্ত্রে পড়তে (যে কিনা সেইসময়ে অবিশ্বাস্যরকমেরই যৌন উত্তেজক ছিলো), কিন্তু দু'জনেরই প্রিয় ছিলো রিমবদ, মালার্মে, বেরলেইনের মতো রোমান্টিক কবিরা। ঘটনাটা কেউই চায়নি, অথচ তা-ই ঘটেছিলো, বোধহয় এর জন্যে দায়ি ওই সব কবিরা। বয়সের প্রচুর পার্থক্যকে তারা গ্রাহ্য করেনি।

তাদের মধ্যে কিছুদিনের জন্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিলো।

আঠারো বছর বয়সে জেসন মস্ক দুটো কাজ করতে পারতো, সেটা দক্ষিণ ভার্জিনিয়ার ঐ বয়সী ছেলেদের পক্ষে করা অসম্ভব ছিলো, সে ফরাসি ভাষা বলতে পারতো আর প্রেম করতে পারতো, দুটোই সমান দক্ষতার সঙ্গে। ঐ আঠারো বছর বয়সেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিলো সে।

১৯৬৮ সালে পুরোদমে চলছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। বেশিরভাগ মার্কিন যুবকই সেখানে যেতে চাইছে না। যারা স্বেচ্ছায় তিন বছরের চুক্তিতে যেতে চাইছিলো তাদের সাদরে বরণ করা হচ্ছিলো।

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ফর্ম ভর্তির সময় কোন এক জায়গায় বিদেশী ভাষা জানে কিনা সেই জায়গায় লিখেছিলো ফরাসি। ক্যাম্পের অ্যাডজুটান্ট সেটা প'ড়ে জেসনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

"তুমি সত্যি সত্যিই ফরাসি বলতে পারো?" অফিসার জিজ্ঞেস করেছিলেন। জেসন সব কিছু বলার পর শার্লোট্সভিল হাইস্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, সেক্রেটারি শেষ পর্যন্ত মিসেস ব্রেডির কথাই বললো। জেসনকে হাজির হতে হলো তার সামনে, সেই সময় জিই-এর সেনাবাহিনীর এক গুপ্তচর অফিসার হাজির ছিলো।

এই পুরনো ফরাসি উপনিবেশের অনেকে ভিয়েতনামী ভাষা ছাড়াও ফরাসি বলতে পারতো। জেসনকে নিয়ে যাওয়া হলো ভিয়েতনামের সায়গনে।

সামরিক বিভাগ থেকে মুক্তি পাবার দিন কমান্ডিং অফিসার তাকে অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে বসা ছিলো দু'জন অসামরিক ব্যক্তি।

এই দু'জনের মধ্যে যার বয়স বেশি, আর বেশি হাসিখুশি স্বভাবের, সে একটা পাইপ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো, আর অন্য জন অনর্গল ফরাসি বলতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। জেসনও সমান তালে উত্তর দিয়ে গেলো। দশ মিনিট চলার পর, মৃদু হেসে প্রশ্নকর্তা সহকর্মীকে বললো, "বেশ ভালো ক্যারি, দারুণ ভালো জানে।" তারপরে তারা চ'লে গেলো।

বয়স্ক ব্যক্তিটি, বয়স প্রায় চল্লিশ হবে, মুখে চিন্তার রেখা, প্রশ্ন করলো, "ভিয়েতনাম সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?" সময়টা ছিলো ১৯৭১।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাসের ঘর, স্যার," জেসন উত্তর দিলো, "আর সেটা ভেঙ্গে পড়ছে। আরও দু'বছর, তারপরেই ওখান থেকে চ'লে আসতে হবে আমাদের।"

ক্যারি তার কথায় সায় দিলো।

"ঠিক বলেছো, কিন্তু একথা সেনাদের বোলো না। এবার কি করবে, ঠিক করেছো?"

"এখনও মন স্থির করতে পারিনি।"

"দেখ, সেটা তো আমি তোমার হয়ে ব'লে দিতে পারি না। তবে তোমার একটা অসাধারণ গুণ আছে, যেটা আমার নেই। আমার যে সঙ্গীটি এখানে এসেছিলো সে আমেরিকান হলেও বিশ বছর কাটিয়েছে ফ্রান্সে। সে যখন বলছে তুমি ভালো ফরাসি জানো, তখন সেটাই আমার কাছে যথেষ্ট। তা, এটা চালিয়েই বা যাচ্ছো না কেন?"

"আপনি কলেজের পড়া চালিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন স্যার?"

"হ্যা। খরচ যা লাগে সব সরকার দেবে। আর দেশ বুঝবে যে, এটা তুমি যোগ্যতা দিয়েই অর্জন করেছো। সুযোগটা নাও।"

সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন জেসন বেশির ভাগ টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতো মা'র কাছে, অন্য ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে।

"কিন্তু তাতে তো প্রায় হাজার ডলার ক'রে লাগবে, " জেসন বললো।

"হ্যা, হাজার ডলারের ব্যবস্থা করা যাবে, অবশ্য যদি তুমি রুশ ভাষাতেও ভালো ডিগ্রি নাও তবেই।"

"যদি তাই করি?"

"তাহলে আমাকে ফোন কোরো। আমি যেখানে কাজ করি, তারা তোমার জন্যে কিছু করতে পারবে।"

"এতে কিন্তু চার বছর লাগতে পারে, স্যার।"

"ওহ্, আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে সবার বেশ ভালোই ধৈর্য রয়েছে।"

"আপনারা আমার খবর জানলেন কী ক'রে, স্যার?"

"ভিয়েতনামে কি একটা কাজের সময় আমাদের লোকেরা তোমাকে লক্ষ্য করেছিলো। তোমার কাজও ভালো লেগেছিলো তাদের। ভিয়েত কং'দের সম্বন্ধে তোমার কয়েকটা গোপন সংবাদ দারুণ কাজে লেগেছিলো। সবাই তোমাকে পছন্দ করেছিলো।"

"ল্যাঙ্গলি বলেছিলো, তাই না, স্যার। তাহলে কি আপনি একজন সিআইএ।"

"আরে না, আমি সেটার চাকার ছোট্ট একটা দাঁত মাত্র।"

ক্যারি জর্ডন কিন্তু আসলে সামান্য ছোট্ট একটা দাঁত ছিলেন না, অদুর ভবিষ্যতে ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশন) হবেনই। অর্থাৎ, গুপ্তচর বিভাগের সর্বেসর্বা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেসন তাঁর উপদেশ অনুযায়ী ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। শার্লোট্সভিলে ফিরে গিয়ে আবার শুরু হলো মিসেস ব্রেডির সঙ্গে চা খাওয়া বন্ধুর মতো। স্লাভ ভাষা শিখলো, রুশ ভাষায় ভালো ডিগ্রি নিলো। ১৯৭৫ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে এলো জেসন। আর তার পরবর্তী জন্ম দিনের পরেই তাকে নেয়া হলো সিআইএ'তে। ফোর্ট পিয়ারি'তে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর তাকে পাঠানো হলো ল্যাঙ্গলে'তে, পরে নিউইয়র্ক এবং তার পর আবার ল্যাঙ্গলে'তে।

এরও প্রায় পাঁচ বছর পরে, অনেক অনেক কোর্স শেষ করার পর, সে তার প্রথম দায়িত্ব পেলো বিদেশের মাটিতে, আর সেটা ছিলো কেনিয়ার নাইরোবিতে।

* * *

১৬ই জুলাইয়ের উজ্জ্বল সকালে রয়্যাল মেরিন বিভাগের করপোরাল মিডোজ নিজের দায়িত্ব খুব সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন। পোলের মাথায় ফ্ল্যাগটা উড়িয়ে দিতেই সারা বিশ্বের লোক জেনে গেলো ঐ পতাকার তলায় এখন কে বিরাজমান।

বিপ্লবের ঠিক আগে জনৈক চিনি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোফিস্কয়া জেটির কাছে ঐ সুন্দর পুরনো প্রাসাদ কিনে নিয়ে বৃটিশসরকার ওটাকে তাদের দূতাবাসে পরিণত করেছিলো। তারপর থেকে সুখে দুঃখে ওখানেই কাটিয়ে চলেছে তারা।

জোসেফ স্তালিন, শেষ স্বৈরাচার, বাস করতেন ক্রেমলিনের সরকারী ফ্ল্যাটে। তিনি সকালে উঠে পর্দা সরাতেই নদীর ওপারে বৃটিশপতাকা উড়তে দেখে প্রচণ্ড ক্ষেপে যেতেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বৃটিশরা ওখান থেকে সরেনি।

কয়েক বছরের মধ্যে ওখানে জায়গার অভাব দেখা দিলো, এবং বাধ্য হয়ে কয়েকটা দপ্তরের জন্যে শহরের অন্যত্র ছাট ছোট বাড়ি নেয়া হলো। কিন্তু সোফিস্কয়া জেটির কাছে বাড়িটা থেকে কিছুতেই সরতে রাজি হলো না বৃটিশরা।

লিওনিদ নদীর ওপারে ব'সে পতাকাটাকে উড়তে দেখছিলো। পূব আকাশ থেকে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ছে সেটার ওপর। বহুদিন আগের কথা মনে পড়তে লাগলো র‍্যাবিটের।

আঠারো বছর বয়সে তার ডাক পড়েছিলো রেড আর্মি'তে যোগ দেবার জন্যে আর সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়েই তাকে ট্যাঙ্কবাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হয় পূর্ব জার্মানিতে। সে ছিলো সাধারণ এক সৈনিক।

১৯৫৫ সালের কোন এক দিন, পট্সডামের বাইরে রুটমার্চ করার সময় সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যায়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পথ হারিয়ে সে যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা বালি ভরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, তখন মাত্র দশ গজ দূরে একটা খোলা জিপে চার জন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'জন তখনো জিপে ব'সে, বাকি দু'জন পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। তাদের হাতে বিয়ারের বোতল। র‍্যাবিট সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো ওরা রুশ সৈন্য নয়, বিদেশী এবং চুক্তি অনুযায়ী যৌথ মিশনের পশ্চিমা সৈন্য ছিলো তারা। যাদের কথা ঠিক মতো জানতো না সে, তবে এটুকু জানতো, এরা সবাই সমাজতন্ত্রের শত্রু, পারলে তাকে মেরে ফেলবে।

র‍্যাবিটকে দেখতে পেয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। একজন হ্যালো হ্যালো ক'রে ডাকলো তাকে, "এখানে কি দরকার, অ্যা? এই রুশকি। আলো, ইভান।"

র‍্যাবিট ওদের কথা এক বর্ণও বুঝতে পারলো না। আর তার কাঁধে টমি গান দেখেও ওরা বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না। দু'জনের মাথায় কালো টুপি। জিপ থেকে নেমে এলো অন্য একজন সৈন্য। তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে র‍্যাবিট ভীষণ ভয় পেলো, কিন্তু না, সৈন্যটিও তার মতো যুবক, লাল চুল, মুখের তিলের দাগ। সে লিওনিদের দিকে একটা বোতল বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "আরে এসো দোস্ত, বিয়ার খাও একটু।"

ঠাণ্ডা বোতলটা হাতে নিয়ে লিওনিদ ভাবতে লাগলো, নিশ্চয়ই এতে বিষ মেশানো আছে। কিছু না ভেবে বোতলে মুখ দিলো সে। সৈন্যগুলো বেশ মজা পেলো।

"চালিয়ে যাও," ব'লে ওরা আবার ফিরে গেলো জিপে। লিওনিদ লাল ফৌজের সেনা হওয়া সত্ত্বেও ওরা বিন্দু মাত্র ভয় পেলো না। বিদেশী সেনারা হাসছিলো, ঠাট্টা করছিলো নিজেদের মধ্যে।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিয়ার খেতে খেতে লিওনিদ ভাবছিলো তার স্কোয়াড্রনের কমান্ডার কর্নেল নিকোলায়েভ এটা শুনলে কী ভাববেন। তার বয়স মাত্র তিরিশ, কিন্তু এরই মধ্যে যুদ্ধের বীর নায়কের পদক পেয়ে গেছে। একদিন সে লিওনিদকে ডেকে তার অতীতের কথা জানতে চেয়েছিলো। অনাথ আশ্রমের কথা শুনে পিঠ চাপড়ে বলেছিলো এখন তো নিজের বাড়ি পেয়ে গেছো। লিওনিদ দারুণ শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলো কর্নেল নিকোলায়েভকে।

বিয়ারের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেও পারছিলো না লিওনিদ। বিষ থাকলেও খেয়ে যেতে হবে। দশ মিনিট বাদে ওরা জিপে চ'ড়ে চলে গেলো, শত্রু সত্ত্বেও যাবার সময় ওদের একজন হাত নেড়ে বিদায় জানালো লিওনিদকে।

বোতল ফেলে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো সে। তারপর, একটা রুশ ট্রাক দেখে কোনোক্রমে ক্যাম্পে ফিরে এলো। হারিয়ে যাওয়ার জন্যে এক সপ্তাহের শাস্তি পেতে হলো তাকে। শাস্তিটা লিওনিদ গায়ে মাখলো না, কিন্তু ঐ বিয়ার খাওয়ার ঘটনাও কাউকে বললো না।

ঐ বিদেশীরা জিপে ক'রে যখন চ'লে যাচ্ছিলো তখন লিওনিদ গাড়ির গায়ে সেনাবাহিনীর একটা চিহ্ন দেখেছিলো। আর এরিয়ালের একটা পতাকাও ছিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে – লাল আড়াআড়ি ক্রশ চিহ্ন দুটো, একটা কোণাকুণি, পাশে সাদা দাগ, কাপড়টা নীল রঙের। লাল, সাদা আর নীল মেশানো বিচিত্র পতাকা।

চুয়াল্লিশ বছর পরে ঐ ধরনেরই একটা পতাকা উড়ছে আকাশে। র‍্যাবিটের সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। ফাইলটা আর ফেরত দেয়া চলবে না। বরং ঐ বিচিত্র পতাকাওলাদেরই দিয়ে দেয়া ভালো, ওদের লোকই তো ভালোবেসে তাকে বিয়ার খেতে দিয়েছিলো একদিন। আর তার এও মনে হচ্ছে, ওরা ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে পারবে।

উঠে পড়লো লিওনিদ, নদীর ওপর স্টোন বৃজটা পার হয়ে সে যাবে সোফিস্কয়া জেটির দিকে।

নাইরোবি, ১৯৮৩

বাচ্চা ছেলেটার মাথা ব্যথা শুরু হলো, সঙ্গে সামান্য জ্বর। তার মা প্রথমে মনে করেছিলো গ্রীষ্মকালের ঠাণ্ডার অসুখ। কিন্তু পাঁচ বছরের ছেলেটা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় ছটফট করতে লাগলো। তার মা-বাবা সারা রাত জেগে কাটাতে বাধ্য হলো। সকালে সোভিয়েট কুটনীতিবিদদের দূতাবাসের সীমানার মধ্যে অন্যরাও ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি। তারা জানতে চাইলো বাচ্চাটার কি হয়েছে।

সোভিয়েত দূতাবাসে ডাক্তার রাখা হয়নি। চেক দূতাবাসের ডাক্তার ডা: সোভোদা সব কমিউনিস্টদের চিকিৎসা করতেন। উনি বাচ্চাটাকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, ভাবনার কিছু নেই, সামান্য ম্যালেরিয়া হয়েছে। নিভি কুইন আর প্যালুড্রিন ট্যাবলেট খাওয়াতে বললেন।

ওষুধে কাজ হলো না। দুদিনে অবস্থা আরও খারাপ হলো বাচ্চাটার। রাষ্ট্রদূত দেরি না করে তাকে নাইরোবির জেনারেল হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। যেহেতু বাচ্চার মা ইংরেজি বলতে পারে না, তাই তার স্বামী, সেকেন্ড সেক্রেটারি (ট্রেড) নিকোলাই ইলিচ তারকিন সঙ্গে গেলেন।

ডা: উইনস্টন মোয়ে ভালো ডাক্তার, আর ক্রান্তিয় বা ট্রপিকাল অঞ্চলের অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে বেশি অভিজ্ঞ।

পরীক্ষা ক'রে বললেন অসুখটা অন্য এক ধলনের ম্যালেরিয়া, যাতে আগের দেয়া ওষুধে কাজ হচ্ছে না। ইন্‌জেকশন দিলেন তিনি। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বাচ্চাটা বেশ ভালো হয়ে উঠলো। এবার সমস্যা হলো ভাই মাকে নিয়ে। সে আর এখানে থাকবে না। ফিরে যেতে চায় মস্কোতে। রাষ্ট্রদূত সম্মতি দিলেন।

মস্কোতে কেজিবি গোয়েন্দা সংস্থার নিজস্ব হাসপাতালে বাচ্চাটাকে ভর্তি করানো হলো। কারণ সেকেন্ড সেক্রেটারি নিকোলাই তারকিন মূলত ছিলেন কেজিবি'র প্রথম চিফ ডাইরেক্টোরেট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসপাতালটা ভালো। এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক গ্লাজুনভ বাচ্চাটার আগেকার চিকিৎসার কাগজপত্র সব দেখার পর সিটি স্ক্যান আর আলট্রাসনোগ্রাফি করার ব্যবস্থা করলেন।

রিপোর্ট যা এলো তাতে অধ্যাপক বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন – বাচ্চার শরীরের ভেতরে, নানা অঙ্গে বিচিত্র রকম ফোঁড়া হয়েছে। বাচ্চার মাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "অসুখটা ধরতে পেরেছি ব'লে মনে হয়। কিন্তু এর কোনো চিকিৎসা নেই। কড়া ডোজের অ্যান্টি-বায়োটিক দিলে বড় জোর এক মাস বাঁচতে পারে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

মা কাঁদতে শুরু করলেন। তাকে যে ডাক্তার বাইরে পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলো, সে অসুখের বিবরণটা দিলো। অসুখটার নাম মেলিওয়াইডোসিস, চট ক'রে এ রোগ দেখা যায় না, আফ্রিকাতে খুব একটা হয় না, এটা প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রোগ। আমেরিকানরা এটা প্রথম চিহ্নিত করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়।

মার্কিন হেলিকপ্টারের পাইলটদের মধ্যে প্রথম এই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো – নতুন তো বটেই সে সাথে মারাত্মকও। গবেষণায় দেখা গেলো, হেলিকপ্টারের পাখা ঘোরার সময় তা ঝিরিনোকোভস্কিলার ধান খেতের পানি থেকে এমন কিছু কণা উপরে টেনে তোলে, যেগুলো নিঃশ্বাসের মাধ্যমে পাইলটদের ভেতরে গিয়ে ঐ রোগ জন্মায়। এই রোগের জীবাণুর ওপর অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব পড়ে না। রুশরা এটা জানতো, কারণ তারা পরগাছার মতো পশ্চিমের অর্জিত সব জ্ঞান শুষে নিতো।

কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চার মা মিসেস তারকিন ছেলের এই অসুখের কথা স্বামীকে জানালো। মেজর তারকিন পুরো ব্যাপারটা লিখে নিয়ে দেখা করলেন তাঁর বস, এই কেন্দ্রের প্রধান কর্নেল কুলিয়েভের সঙ্গে। কর্নেল সহানুভূতি জানালেও মেজরের অনুরোধের ব্যাপারে গোঁ ধ'রে ব'সে রইলেন।

"আমেরিকানদের ব্যাপারে নাক গলানো? অসম্ভব, তুমি পাগল হয়ে গেছো?"

"কমরেড কর্নেল, ইয়াঙ্কিরা যদি সাত বছর আগে এই রোগটাকে চিহ্নিত ক'রে থাকে, তবে এর কোনো ব্যবস্থা ওরা নিশ্চয় করেছে।"

"কিন্তু সেটা তো আমরা চাইতে পারি না, এটা আমাদের জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন," কর্নেল আপত্তি জানিয়ে বললেন।

"কিন্তু প্রশ্নটা আমার ছেলের জীবন নিয়ে," চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর তারকিন।

"যথেষ্ট হয়েছে। ধরে নাও তোমাকে বরখাস্ত করা হলো।"

চাকরির ভবিষ্যত হাতে নিয়ে তারকনি দেখা করলেন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। সহানুভূতি দেখালেও আসল ব্যাপারে না করলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা দুর্লভ ব্যাপার, তাই তোমার অনুরোধ রাখা সম্ভব না অফিসার। আর একটা কথা কর্নেল, প্রলিয়েভ কি জানেন তুমি এখানে আছো?"

"না, কমরেড রাষ্ট্রদূত।"

"তবে তোমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে এই খবরটা আমি কর্নেলকে দেবো না। আর তুমিও দেবে না। এবার যাও।"

"আমি যদি পলিটব্যুরোর সদস্য হতাম, তাহলেও কি ..." তারকিন বলতে যাচ্ছিলো।

"কিন্তু তুমি তা নও। তুমি একজন জুনিয়র মেজর, দেশের হয়ে কেনিয়াতে চাকরি করছো মাত্র। তোমার ছেলের জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কিছুই করার নেই।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মেজর তারকিন চিন্তা করছিলো – অথচ ফার্স্ট সেক্রেটারি ইউরি আন্দ্রেপভের জন্যে লন্ডন থেকে নিয়মিত ওষুধ আসছে। মদ পান করবার জন্যে এগিয়ে গেলো সে।

বৃটিশদূতাবাসে ঢোকা সহজ নয়। জেটির ফুটপাথটা পার হয়ে লিওনিদহাঁ করে দেখছিলো দূতাবাসটাকে, বিশেষ ক'রে কাঠের বিশাল গেটটাকে। শুধু শুধু ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি।

বিশাল গেটে 'ইন' আর 'আউট' লেখা দুটো নির্দেশ লেখা রয়েছে। ওগুলো গাড়ির জন্যে। একেবারে ডান দিকে ঘেঁষে পায়ে হেঁটে ঢোকার রাস্তা। বাইরে রাস্তায় দুজন রুশ প্রহরী। তাদের চোখে পড়তে চায় না লিওনিদ। পায়ে হাঁটা পথটা গৃল দিয়ে এখন বন্ধ। ভেতরে ঢুকলে আরও কয়েকটা বাধা পেরিয়ে দেখা যাবে আরো দু'জন রুশ প্রহরী। তারা বৃটিশ দূতাবাসের কর্মী। তাদের কাজ হলো আগন্তুকদের আসার কারণ, নাম-পরিচয় ভেতরে জানিয়ে দেয়া। ভিসা নেবার জন্যে অনেকেই এখানে আসে।

ভিসা সেক্শনে যাবার রাস্তাটা সরু এবং সম্পূর্ণ আলাদা। এখন সকাল সাতটা, দপ্তর খুলবে দশটায়, কিন্তু প্রায় শ'খানেক লোকের লাইন পড়ে গেছে এখন থেকেই। মাঝে মাঝে প্রহরীরা টহল দিয়ে যাচ্ছে। লিওনিদ পাশ কাটিয়ে জেটির দিকে চ'লে গেলো। দূতাবাস খুললে দেখা যাবে।

দশটা বাজার একটু আগে থেকে বৃটিশদের গাড়ি আসতে শুরু করলো। 'ইন' গেটটা খুলে যাচ্ছে। গাড়ি ঢুকছে। লিওনিদ বললো ওদের কারোর সঙ্গে দেখা করা কি ক'রে সম্ভব। প্রতিটা গাড়ির কাঁচ বন্ধ। তাকে আবেদনকারী মনে ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে; সে গ্রেপ্তার হবে, আর তারপরই পুলিশ সব জেনে গিয়ে আকোপভকে খবরটা দিয়ে দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোন ঝঞ্ঝাটের কাজ ঠিক মতো করতে পারে না লিওনিদ। তার একটাই ইচ্ছে এই ফাইলটা পৌঁছে দেবে সেই লোকগুলোর হাতে যাদের পতাকাটা খুব বিচিত্র। এই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

নাইরোবি, ১৯৮৩

আর পাঁচজন সোভিয়েত কূটনীতিবিদ্‌দের মতো নিকলাই তারকিনেরও বিদেশী মুদ্রা খুব একটা বেশি ছিলো না, তার মধ্যে রয়েছে কেনিয়ার মুদ্রাও। ইবিশ গ্রিল, অ্যালান ব্বস বিস্ট্রোর মতো হোটেলের খরচ অনেক বেশি। তাই কিমাথ্রি স্ট্রিটের একটা ওপেন এয়ার পানশালায় গিয়ে বৃদ্ধ বাবলা গাছটার তলায় ব'সে ভোদকার অর্ডার দিলো।

তিরিশ মিনিট পরে, প্রায় তারই বয়সী একজন আধবোতল বিয়ার শেষ ক'রে লিওনিদের দিকে এগিয়ে এলো। পরিষ্কার ইংরেজিতে লোকটিকে বলতে শুনলো, "আরে পুরনো দোস্ত, মন শক্ত করো, ওটা তো নাও ঘটতে পারে।"

লিওনিদ অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলো লোকটিকে। আমেরিকান দূতাবাসের লোক। কেজিবি'র কাজকর্মের সূত্রে লিওনিদের বিশেষ অধিকার ছিলো সর্বত্র মেলামেশা করার।

আমেরিকান মাত্রই সিআইএ গোয়েন্দা সংস্থার লোক, এরকম একটা বিশ্বাস গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো রুশদের মধ্যে। তাই একটু আড়ষ্ট অনুভব করলো লিওনিদ।

আমেরিকানটি পাশের চেয়ারে ব'সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "আমি জেসন মঙ্ক। তুমি নিক তারকিন, তাই না?" গত সপ্তাহে বৃটিশগার্ডেন পার্টিতে তোমাকে দেখেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে তোমাকে যেন গ্রিনল্যান্ডে বদলি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

খুঁটিয়ে দেখলো আমেরিকানটিকে। না, একে সিআইএ'র গুপ্তচর ব'লে মনে হয় না। অন্যদিন হলে লিওনিদ সতর্ক হয়ে যেতো। কিন্তু আজ অবস্থাটা অন্য রকমের। এক সময়ে গড়গড় ক'রে নিজের দুঃখের কথাটা বলে ফেললো জেসন মঙ্ককে। জেসনকে বেশ বিচলিত হতে দেখা গেলো। বিয়ার মোছার একটা কাগজে মেলিওয়াইডোসিস নামটা লিখে নিলো সে। বেশ রাত ক'রে উঠলো দুজনে। রাশান লোকটি চ'লে গেলো তার দূতাবাসে। জেসন গেলো তার হ্যারি থুকু রোডের ফ্ল্যাটে।

সিলিয়া স্টোনের বয়স ছাব্বিশ, ছিপছিপে সুন্দরী। মস্কোতে অবস্থিত বৃটিশ দূতাবাসের সহকারী প্রেস অ্যাটাশে। কেমব্রিজের গারটন কলেজ থেকে রুশ ভাষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেখার পর দুবছর হলো ফরেন অফিসে যোগ দিয়েছে। বিদেশে এটাই তার প্রথম চাকরি।

সেই ১৬ই জুলাই তারিখে সিলিয়া দূতাবাসের গেটটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো, তার রোভার গাড়িটা পার্ক করা আছে সামনে। দূতাবাসের ভেতর থেকে চার দেয়ালে ঘেরা ক্রেমলিনের বিচিত্র সৌন্দর্য দেখে এসেছে একটু আগে।

সিলিয়া নিজের গাড়িতে ব'সে সোফিস্কয়া জেটির পাশ দিয়ে স্টোন ব্রিজের দিকে এগোবার কথা চিন্তা করলো। *সেভোদনিয়া* কাগজের রিপোর্টারের সঙ্গে তার লাঞ্চ করার কথা আছে। সে লক্ষ্যই করেনি একটা বুড়ো লোক পাগলের মতো তার কাছে আসতে চাইছে।

স্টোন বৃজটা এমনভাবে তৈরি যে ওপাশে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়, আর পায়ে হেঁটে এলে সহজ পথে খুব তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়, লিওনিদ তাই করলো।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সিলিয়ার গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিলো র‍্যাবিট। কাছে আসতেই সে হাত নাড়লো, সিলিয়া একটু চমকে উঠে ঝট ক'রে বেরিয়ে গেলো। তার গাড়ির নাম্বরটা ভালো ক'রে দেখে নিলো র‍্যাবিট।

জানেমেঙ্কা স্ট্রটের রোজি ও'গ্রাডি পানশালায় যাবে সিলিয়া, ওখানেই রুশ রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হবে।

পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ায় রাস্তায় গাড়ি কমই দেখা যায়। তাই গাড়ি পার্ক করতে অসুবিধা হলো না সিলিয়ার। গাড়ি থেকে নামতেই ছেঁকে ধরলো ভিখারি শ্রেণীর কিছু লোক। বিদেশী দেখলেই তারা পয়সা চায়। ট্রেনিং নেয়ার সময় সিলিয়া জেনেছিলো, তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি। তাকে বিব্রত হতে দেখে ছুটে এলো হোটেলের দৈত্যকার আকৃতির দারোয়ান। এরকম খদ্দেররা ডলারের দাম দেয়, মালিক খুশি হয়। দারোয়ান আদিম সিলিয়াকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো।

ভেতরে ঢুকতেই ভিন্ন দৃশ্য। বাইরে ধুলো আর ক্ষুধার্ত ভিখারি, ভেতরে মাছ-মাংস দিয়ে লাঞ্চ করছে পয়সাওয়ালারা। এক কোণে বসেছিলো রিপোর্টার, হাত নেড়ে ডাকলো তাকে।

লিওনিদ লাল রঙের রোভার গাড়িটাকে খুঁজে পাচ্ছিলো না কিছুতেই। হাঁটতে হাঁটতে এপাশে এসে হঠাৎ নজর পড়লো রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ওখানেই অপেক্ষা করতে লাগলো র‍্যাবিট।

নাইরোবি, ১৯৮৩

দশ বছর আগে জেসন মঙ্ক ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলো, তখনকার বেশির ভাগ সহপাঠীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হলেও নরম্যান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টেইনকে সে এখনও ভোলেনি। দারুণ বন্ধুত্ব ছিলো দু'জনের। ফ্রিডরিশ বার্গের এক ইহুদী ডাক্তারের ছেলে ছিলো নরম্যান। দারুণ স্বাস্থ্য, একটু বেঁটে, ফুটবল খেলতো ভালো। জেসন সাহিত্যের ভালো ছাত্র ছিলো, আর নরম্যান ছিলো বায়োলজির, তাই দুজনের বন্ধুত্ব নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করতো।

জেসনের এক বছর আগে পাশ ক'রে নরম্যান চ'লে যায় ডাক্তারি পড়তে। বড় দিনের কার্ড নিয়মিত পাঠিয়ে তারা যোগাযোগ রেখে চলেছিলো। বছর দুয়েক আগে তার কেনিয়ার পোস্টিং হবার সময় হঠাৎ ওয়াশিংটনে একটা রেস্টুরেন্টে দেখা হয়ে যায় দুই বন্ধুর। আধঘণ্টা গল্পও হলো ডা: স্টেইনের সঙ্গে। জেসন নিজের চাকরির কথাটা চেপে গিয়ে শুধু বলেছিলো স্টেট ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরি করে।

স্টেইন ট্রপিকাল মেডিসিনে পিএইচডি করেছে। আর ওয়াল্টার রিড আর্মি হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পেয়ে দারুণ খুশি। নাইরোবি থেকে জেসন ফোন করলো তার পুরনো বন্ধুকে।

দু'জনের কিছু প্রাথমিক কথাবার্তার পর জেসন জানতে চাইলো মেলিওয়াইডোসিস নামের কোনো অসুখের কথা ডাক্তারের জানা আছে কিনা।

"এ প্রশ্ন কেন?" সতর্ক ভঙ্গীতে কথা বললো ডাক্তার।

জেসন রুশ কূটনীতিবিদদের কথাটা চেপে গিয়ে বললো তার এক বিশেষ বন্ধুর পাঁচ বছরের ছেলের ঐ অসুখ করেছে, আর আমেরিকায় হয়তো এর চিকিৎসা হতে পারে।

জেসনের ফোন নম্বরটা দিয়ে ডা: স্টেইনকে বললো, "আমি কয়েকটা যোগাযোগ করার পর তোমাকে জানাচ্ছি।"

বিকেল পাঁচটায় ফোন এলো।

"শোনো, হ্যা, চিকিৎসা অবশ্য একটা আছে। তবে এখনও পুরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি এখানে। যেটুকু হয়েছে তার ফল ভালোই। রিপোর্টই দেয়া হয়নি এফ ডিএ'কে তাই অনুমোদনের প্রশ্ন উঠছে না। আমেরিকায় ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সংক্ষেপে এফডিএ অনুমাদন না দিলে কোনো ওষুধ বা খাদ্য দ্রব্য জনসাধারণের জন্যে বাজারে ছাড়া হয় না। ডা: স্টেইনের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিলো তখনো পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত, ওষুধটার নামকরণ পর্যন্ত হয়নি। পরে সেটার নাম দেয়া হয় সেফটাজিডাইম সংক্ষেপে সে-জেড-১। এখন মেলিওয়াইডোসিসের এটাই একমাত্র ওষুধ। এর সাইড এফেক্ট থাকতে পারে, আমরা ঠিক জানি না," ডা: স্টেইন জানালো।'

"যে বাচ্চাটা তিন সপ্তাহ পরে মারাই যাবে, তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি?" জেসন জানালো।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে, একটা প্যাকেট এলো জেসন মঙ্কের নামে। তাতে ড্রাই আইসে রাখা আছে দুটো ইনজেকশনের শিশি, একটা ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্কে ভরা। জেসন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেনিয়া দূতাবাসে তারকিনের নামে একটা খবর পাঠালো, "আজ সন্ধ্যে ৬টায় আমাদের নিমন্ত্রণ খাবার কথা ভুলবেন না যেনো।"

কর্নেল কুলিয়েড খবরটা দেখে তারকিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কি। এই জেসন মঙ্কই বা কে?"

"উনি একজন মার্কিন ডিপ্লোম্যাট। আফ্রিকার সম্বন্ধে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে উনি বেশ বিভ্রান্ত। আমি তাকে কাজে লাগাতে চাই।"

কুলিয়েভ খুব খুশি হলেন, এ ধরনের কাজেরই তো দরকার।

ক্যাফেতে ব'সে জেসন প্যাকেটটা তুল দিলো তারকিনের হাতে। লোকে টাকার প্যাকেট মনে করবে পারে এটা দেখে।

"এটা কি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"ওষুধটা কাজ নাও করতে পারে, তবে ক্ষতিও করবে না। এইটুকুই করতে পেরেছি তোমার জন্যে।"

তারকিন সতর্ক হয়ে উঠলো, "এর বদলে কি চাও ... উপহার?"

"তুমি কি তোমার ছেলের ব্যাপারে সত্যিই উদ্বিগ্ন? নাকি অভিনয় করছিলে?"

"অভিনয় নয়, সত্যিই বলেছি। আমাদের পেশার লোকেরা অভিনয় করে ঠিকই, তবে এখন করছি না।"

জেসনও জানে কথাটা সত্যি। সে নাইরোবি জেনারেল হাসপাতালে ফোন ক'রে ডাঃ মোয়ে'র কাছ থেকে যাচাই ক'রে নিয়েছে আগেই।

"ওষুধটা নিয়ে নাও বন্ধু, আশা করি কাজ করবে। এক পয়সাও দিতে হবে না।"

সে হেটে চলে গেলো। দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠ তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"মিঃ মঙ্ক, তুমি কি রাশানদের বুঝতে পারো?"

মঙ্ক মাথা দোলালো। "একটু আধটু।"

"আমারও ধারণা সেরকমই। তবে তো তুমি *পাসিবো* শব্দটার মানে জানো।"

সিলিয়া রোজি ওগ্রাদি হোটেল থেকে বের হলো দুপুর দুটার সময়। দরজা খুলে ড্রাইভারের সিটে বসতে যাবে এমন সময় সেই লোকটা এগিয়ে এলো। জরাজীর্ণ গ্রেট কোট পরা, ময়লা মেডেল ঝুলছে গোটা চারেক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ফাইলটা সিলিয়ার কাছে ছুড়ে দিলো।

"দয়া করে এটা রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে দেবেন। বিয়ারের বন্ধুরা।"

তার চেহারা দেখে সিলিয়া দারুণ ভয় পেলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লোকটা পাগল টাইপের মানুষ, কখন কী ক'রে ব'সে কে জানে। গাড়িটা নিয়ে হুট ক'রে চলে গেলো সে, হঠাৎ একটি ঝাকুনির ফলে দরখাস্ত না ফাইল, যাইহোক না কেন, পা-দানীর কাছেই প'ড়ে রইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

ঐ ১৬ ই জুলাই তারিখের দুপুরের একটু আগে, কিসেলনি বুলেভার্ডের কাছে নিজের অফিসে ব'সে ইগর কোমারভ টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে।

"গতকাল যে ফাইলটা দিয়েছিলোম, সেটা পড়ার সময় পেয়েছিলে কি?"

"পড়েছি, প্রেসিডেন্ট, অসাধারণ," আকোপভ উত্তর দিলো। কোমারভের সব কর্মচারীই দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙ্ঘের কার্যকরী কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে কোমারভকে প্রেসিডেন্ট ব'লে সম্বোধন করে। তাছাড়া তারা জানে, আগামী বারো মাসের মধ্যে উনিই প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন।

"ধন্যবাদ," কোমারভ বললেন, "ওটা তাহলে আমাকে ফেরত দিয়ে দাও।"

ইন্টারকমটা রেখে আকোপভ দেয়ালে গাথা আয়রন সেফের নম্বর মিলিয়ে তালা খুলে ফাইলটা খুঁজতে লাগলো। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও সেটার হদিশ পাওয়া গেলো না। সব কাগজপত্র আছে, শুধু ঐ কালো মলাটের ফাইলটা নেই। কপাল ঘামের ফোঁটা ক্রমশ জমতে শুরু করলো। অফিস ছাড়ার আগে সব কাগজপত্র আয়রন সেফে ঢুকিয়ে গিয়েছিলো, যেমন প্রতিদিন ক'রে থাকে আকোপভ।

এরপর অন্য টেবিলের ড্রয়ার-ট্রয়ার সব খুঁজে হাল ছেড়ে দুপুর বারোটার সময় হাজির হলো কোমারভের ঘরে। ফাইলটা পাওয়া যাচ্ছে না, এই কথাটা জানানো মাত্র কোমারভ বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

রাশিয়ার পরবর্তি রাষ্ট্রপতি যিনি হতে যাচ্ছেন, সেই কোমারভ কিন্তু বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। মাঝারি উচ্চতা। নিখুঁত পোশাক, পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো চুল – পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাঁর আদর্শ। অন্যান্য রুশ নেতাদের মতো, ভোদকা, স্কাংস, হুল্লোড় পছন্দ নয় কোমারভের। এতো বছর রাজনীতি করার পরও কেউ বলতে পারবে না জোর গলায় যে, সে কোমারভের খুব ঘনিষ্ঠজন। প্রায় দশ বছর ধ'রে নিকিতা ইকানোভিচ আকোপভ ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করলেও কোমারভের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের। মাত্র একজনই ছিলো তাঁর খুব কাছের, তার নাম ধরেও ডাকতেন, সে হলো নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কর্নেল আনাতোলি গ্রিশিন।

সফল রাজনীতিবিদদের মতো কোমারভও গিরগিটির মতো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারতেন। গণমাধ্যমগুলোর সামনে গম্ভীর প্রকৃতির কূটনীতিবিদ। জন সাধারণের সামনে অসাধারণ বক্তা। আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই দুটো ব্যক্তিত্ব ছাড়া আরও একটা রূপ ছিলো তাঁর, সেটাকে ভীষণ ভয় পেতো আকোপভ। বাইরের আবরণের নিচে এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে সবাই সমীহ ক'রে চলতো।

গত দশ বছরে কোমারভকে মাত্র দুবার প্রচণ্ড রেগে যেতে দেখেছিলো আকোপভ। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে গিয়েছিলেন একেবারে। টেলিফোন, ফুলদানী, কলমদানী ইত্যাদি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। মুখে বিশ্রী গালাগালি। একবার তো একজনকে পিটিয়ে মেরেই ফেলতে চেয়েছিলেন।

এমনিতে খুব রেগে গেলেও আত্মসংযম ছিলো কোমারভের। কিন্তু এদিন তিনি বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। মুখ ফ্যাঁকাশে হয়ে গেছে, গালের হাড়ের ওপর দুটো চোখ লাল হয়ে জ্বলছে।

"তুমি বলছো যে তুমি ওটা হারিয়ে ফেলেছো?"

"হারায়নি, প্রেসিডেন্ট, ভুল ক'রে অন্য কোথাও রেখেছি।"

"ফাইলটাতে অত্যন্ত গোপনীয় দলিল আছে। তুমি সেটা পড়েছো, বুঝতে পারছো তো, ওটার গুরুত্ব কতো।"

"বুঝতে পারছি, প্রেসিডেন্ট।"

"মাত্র তিনটা কপি আছে দলিলটার। দুটো আমার আয়রন সেফে, অন্যটা তোমার কাছে। জানাজানি যাতে না হয়, তাই পুরো দলিলটা আমি নিজের হাতে টাইপ করেছি। এ ব্যাপারে মুষ্টিমেয় যে কয়েজনকে আমি বিশ্বাস করি তার মধ্যে তুমি একজন। তোমাকে পড়তে দিলাম। আর এখন এসে তুমি বলছো সেটা হারিয়ে গেছে।"

"হারায়নি, ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে, মনে হচ্ছে।"

কোমারভের মুখ চোখ ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠতে লাগলো, "শেষ কখন ওটা দেখছিলে?"

"গত রাতে। ওটা পড়ার জন্যে দপ্তরেই থেকে গিয়েছিলোাম, রাত ৮ টায় দপ্তর ছেড়ে ছিলাম।"

কোমারভ মাথা দোলালেন। মনে মনে ভাবলেন রাতের পাহারাদার আর রেজিস্টার থেকে সেটা জানা যাবে।

"আমার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তুমি ফাইলটা সঙ্গে নিয়ে গেলে।"

"না, প্রেসিডেন্ট, শপথ ক'রে বলছি, সঙ্গে নিয়ে যাইনি, আয়রন সেফে তুলে রেখে গিয়েছিলাম। আপনি চাইলেন, তখন খুঁজতে গিয়ে দেখি নেই। জোর ক'রে তালা খোলার কোন চিহ্ন নেই। ঘরটাও ভালো মতো খুঁজেছি। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকার পর কোমারভ এক তলায় নিরাপত্তা বিভাগে ফোন করলেন।

"পুরো বাড়িটা সিল ক'রে দাও। কেউ ঢুকতে বা বের হতে পারবে না। কর্নেল গ্রিশিনের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে এখুনি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।" তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকোপভের দিকে ফিরে বললেন, "অফিসে ফিরে যাও। কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না, পরবর্তী নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত অফিস ছেড়ে কোথাও যাবে না।"

সিলিয়া স্টোন একটি বুদ্ধিমতী, অবিবাহিতা এবং পুরোপুরি আধুনিকা যুবতী– দীর্ঘকাল থেকেই সে ঠিক ক'রে নিয়েছিলো নিজের খুশি মতো চলবে, জীবনটাকে উপভোগ করবে। যখন যাকে মনে ধরবে তাকে, যখন ইচ্ছে তখনই ফূর্তি করবে। এই মুহূর্ত তার মনে ধরেছে হুগো গ্রে'কে। পেশীবহুল চেহারা, মাত্র দু'মাস হলো লন্ডন থেকে এসেছে এখানে সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী হিসেবে। সিলিয়ার পদমর্যাদা সম্পন্ন হলেও, হুগো দু'বছরের সিনিয়র। কুতুজভস্কি প্রসপেক্টের কাছে বৃটিশ দূতাবাস কর্মীদের জন্যে বরাদ্দ বাড়িগুলোর দুটো আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে তারা দু'জন।

অফিসে গিয়ে ঐ রুশ সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সম্বন্ধে রিপোর্টটা লিখে ফেললো সিলিয়া। পাঁচটায় বাড়ি ফিরে গোসল করলো, রাত ৮টায় হুগো গ্রে'র সঙ্গে ডিনার খাবার কথা। তারপর দু'জনে ফিরবে সিলিয়ার ফ্ল্যাটে, রাতটা শুধু শুধু ঘুমিয়ে কাটাবার কোন ইচ্ছে নেই সিলিয়ার।

বিকেল চারটার দিকে কর্নেল গ্রিশিন স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে, ঐ ফাইলটা বাড়ির কোথাও নেই। কোমারভের অফিসে গিয়ে সেই কথাটা জানিয়ে দিলো।

গত চার বছর এই দু'জন মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছে। ১৯৯৪ সালে গ্রিশিন ছিলো কেজিবি'র দ্বিতীয় প্রধান ডাইরেক্টোরেট, পদমর্যাদা ছিলো কর্নেলের। ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হলে গ্রিশিন একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মিখাইল গর্বাচভ পৃথিবীর বৃহত্তম নিরাপত্তা বিভাগটিকে টুকরো টুকরো ক'রে আলাদা ছোট ছোট দপ্তরে পরিণত করেন।

নানা বিভাগে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গ্রিশিন কোমারভের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসারের পদটি পেয়েছে।

ক্রমশ এই দু'জনের খ্যাতি আর ক্ষমতা বাড়তে লাগলো। ৬০০০ ব্ল্যাক গার্ড আছে গ্রিশিনের অধীনে। তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং বিশ্বাসী।

গ্রিশিনও কোমারভকে জানালো পুরো বাড়িটা তন্ন তন্ন ক'রে খোজার পর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ফাইলটা এখানে আর নেই।

আয়রন সেফ কোম্পানির লোক এসে পরীক্ষা ক'রে বলে গেলো জোর ক'রে বা অন্য কোন চাবি দিকে সেফটা খোলার চেষ্টা করা হয়নি। বাড়ির আবর্জনা যেখানে ফেলা হয় সেটাও পরীক্ষা করা হয়েছে। কুকুরগুলো ছাড়া হয়েছিলো সন্ধ্যা সাতটা থেকে। প্রহরীদের ডিউটি বদল হয়ে যায় ৬টা বাজার দশ মিনিট আগে। প্রহরীরা নিজ নিজ কাজ ঠিকমতোই করেছিলো। বাইরের কেউ এসে চুরি করলেও পালানো কঠিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাহলে তোমার কি মনে হয় গ্রিশিন?" কোমারভ প্রশ্ন করলেন।

"হয় ভুল ক'রে আকোপভ ওটাকে বাড়ি নিয়ে গেছে, আর তা না হলে রাতে যাদের কাজ ছিলো তাদেরই কেউ একজন ওটা চুরি করেছে।"

"তাহলে, আকোপভ'র ব্যাপারটা কি, বলো তো?"

"প্রথম সন্দেহ তার ওপরেই। তার ফ্ল্যাটও খোঁজা হয়েছে। হয়তো অ্যাটাচিতে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো, তারপর ওটা হারিয়ে ফেলেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে সরিয়ে ফেলাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে – যদি চুরিই করবে, তবে সকালে অফিসে আসবে কেন? পালাবার যথেষ্ট সময় তো সে পেয়েছিলো। তাকে আমি জেরা করতে চাই।"

"অনুমতি দিলাম," বললেন কোমারভ।

"এর পর কি?"

ইগর কোমারভ চেয়ারটা ঘুরিয়ে চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন।

"আকোপভ একজন ভালো ব্যক্তিগত সচিব ছিলো," তিনি কথাটা টেনে টেনে বললেন। "কিন্তু এর পর, ওর বদলে একজন ব্যক্তিগত সচিব খুঁজতে হবে। আমার সমস্যা হলো দলিলটা সে দেখে ফেলেছে। সেটা খুবই গোপনীয় আর ভয়ংকর। আকোপভকে যদি বরখাস্ত করা হয়, তবে লোভে পড়ে ঐ গুপ্ত কথা অন্যদের বলে দিতে পারে সে। সেটা হবে খুবই বাজে ব্যাপার।"

"বুঝতে পারছি," কর্নেল গ্রিশিন বললো।

রাত ৮টার দিকে দু'জন নৈশ প্রহরীর জেরা শেষ হলো। তাদের ব্যারাকেও তল্লাশী চালানো হলো। কিন্তু সন্দেহের কোন কিছু পাওয়া গেলো না। তবে কথাবার্তা থেকে শেষ পর্যন্ত আরেকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির খবর পাওয়া গেলো। সে হলো ক্লিনার র‍্যাবিট।

ক্লিনার এসেছিলো রাত দশটায়, সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে। সে যখন কাজ করছিলো, তখন অন্য প্রহরীরা টিভি দেখছিলো, একথাও জানা গেছে। আকোপভের ঘরে সে একাই গিয়েছিলো ঝাড়ামোছা করার জন্যে।

আকোপভকে নিয়ে যাওয়া হলো যুবযোদ্ধাদের যেখানে রাখা হতো সেই বাড়িতে। ইতিমধ্যে কর্নেল গ্রিশিন ক্লিনার লিওনিদ জইতসেভ ওরফে র‍্যাবিটের মোটামুটি পরিচয় পেয়ে গেছে। ৬৩ বছরের বুড়োর বাড়ির ঠিকানাও যোগার করা হলো।

মাঝ রাতে তিন জন ব্ল্যাকগার্ডকে নিয়ে গ্রিশন গেলো র‍্যাবিটের বাড়িতে।

* * *

ঠিক ঐ সময়ে সিলিয়া স্টোন তার তরুণ প্রেমিকের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে হাত বাড়ালো সিগারেটের দিকে। হুগো চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছিলো। সিলিয়ার সঙ্গে কোন দিনই সে পেরে ওঠে না। স্বাধীনচেতা মেয়েদের যৌন উত্তেজনা আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সক্ষমতা বেশি থাকে, অভিজ্ঞতা থেকে সে এটা জানে। তারা যৌনক্রীড়ায় আধিপত্য বজায় রাখে। পুরুষের উপরে ওঠে, পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রন করতে চায় তারা। একবার কোন মেয়ে পুলকের স্বাদ পেলে তাকে আর রোখা যায় না। চরম পুলক নেবার অনেক আগেই হুগো ফুরিয়ে গিয়েছে কিন্তু সিলিয়া বাকি কাজটুকু তাকে দিয়ে ঠিকই করিয়ে নিয়েছে। ভগাঙ্কুরে আঙুল দিয়ে আন্দোলিত করতে হয়েছে তাকে যতোক্ষণ না চরম পুলক পেয়ে সিলিয়া নিস্তেজ হয়েছে। দারুণ স্বাস্থ্য তার, নিয়মিত সাঁতার কাটে, স্কোয়াশ খেলে, কিন্তু গত দু'ঘণ্টা ধ'রে যে পরিশ্রম হয়েছে তার জন্যে খুব বেশি স্ট্যামিনার দরকার ছিলো।

এটাই প্রথম নয় যে, সে ভাবছে ঈশ্বর কেন দেহের ক্ষুধার ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদেরকে বেশি ক্ষমতা দিয়েছে, যার জন্যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

সিগারেট টেনে সিলিয়া আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, পাশ ফিরে হুগোকে জড়িয়ে ধ'রে কোঁকড়া চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে লাগলো।

"কি ক'রে যে তুমি সংস্কৃতি বিভাগে এসেছো ভেবে পাচ্ছি না।" সে খোঁচা মারলো। "তুরগেনেভ থেকে লেরমন্তভ পর্যন্ত কোন সাহিত্যিকেরই কিছুই তুমি জানো না।"

"জানার দরকারও নেই, আমি রুশকিদের আমাদের সংস্কৃতির কথা জানাতে এসেছি – শেক্সপিয়ার, ব্রন্টি এদের কথা শোনাবো ওদেরকে।"

"আর এজন্যে তুমি স্টেশন প্রধানের সঙ্গে সম্মেলনে যোগ দিতে যাও।"

হুগো চমকে উঠে ব'লে উঠলো, "চুপ করো সিলিয়া, এ ঘরে গোপনে আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো থাকতে পারে।"

সিলিয়া চট ক'রে চ'লে গেলো কফি বানাতে। খুব বেশি ভীতু এই হুগো। অবশ্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। তাছাড়া দূতাবাসে সে যা করে সেটা সবাই জানে।

এর আগে হুগো গ্রে মস্কো কেন্দ্রের গুপ্তচর বিভাগে তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ সদস্য ছিলো। এক কালে অফিসটা বড় ছিলো। এখন সময় পাল্টেছে, বাজেট কমে গেছে। আর এখন রাশিয়াকে খুব কমই হুমকী স্বরুপ ব'লে সবাই মনে করে।

তার চেয়ে বড় কথা, যেসব ঘটনা এক সময় গোপনীয় ছিলো তার প্রায় নব্বই শতাংশই এখন সবাই জানে অথবা তাতে লোকজনের খুব বেশি আগ্রহ রয়েছে তাতে। এমন কি সাবেক কেজিবি'র একজন প্রেস অফিসারও রয়েছে। আর শহরের যে প্রান্তে ইউএস এ্যামবাসি রয়েছে তাতে সিআইএ'র একটি ফুটবল টিম ও রয়েছে।

কিন্তু হুগো গ্রে হলো তরুণ এবং দক্ষ একজন লোক, আর সে জানতো বেশির ভাগ কূটনৈতিক এপার্টমেন্টেই এখনও আঁড়িপাতার যন্ত্র বসানো রয়েছে। কমিউনিস্টরা হয়তো চলে গেছে, কিন্তু রাশিয়ার বাতিকগ্রস্ততা ঠিকই রয়ে গেছে। তার সম্পর্কে এফএসবি'র এজেন্টরা ঠিকই খবর রাখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে লিওনিদ জইতসেভ তার মেয়ের সঙ্গে থাকে, সঙ্গে ট্রাক-ড্রাইভার জামাই আর তাদের একমাত্র সন্তান। ফ্ল্যাটটা বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরের দিকে। রাত সাড়ে বারোটার দিকে একটা কালো চইকা গাড়ি এসে থামলো।

মেয়ের জামাইর নামটা একটু ভিন্ন ধরণের, সেটাই হবার কথা। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তারা জেনে গেলো যে লিওনিদরা থাকে পাঁচ তলায়। কোন লিফ্ট নেই সেখানে। গ্রিশিন আর তিন জন ব্ল্যাকগার্ড গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিলো।

যে মেয়েটি জবাব দিলো তার ছিলো ঘুম ঘুম চোখ। তার বয়স ত্রিশের মতো হবে কিন্তু দেখে মনে হলো তার চেয়েও অনেক বেশি বয়সের। গ্রিশিন ভদ্র ব্যবহার করলেও জোর খাটালো। তার লোকজন ঠেলেঠুলে তাকে সরিয়ে দিয়ে, দু'কামরার ফ্ল্যাটটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলো।

মেয়েটা তার ছয় বছরের বাচ্চার সাথে এক বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলো। বাচ্চাটার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে এবং এসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে কাঁদতে লাগলো। বিছানা উল্টিয়ে দেখা হলো তার নিচে কেউ আছে কি না।

অন্য ঘরে লিওনিদের মেয়ে জানালো তার স্বামী দু'দিন হলো ট্রাক নিয়ে মিন্স্ক'র দিকে গেছে। সকাল থেকে তার বাবা আর ফেরেনি। সে খুব চিন্তিত হলেও পুলিশে খবর দেয়নি, ভেবেছে বাবা হয়তো কোন পার্কে শুয়ে আছে।

গ্রিশিন দশ মিনিটের মধ্যে তল্লাশী আর জেরা শেষ ক'রে বুঝতে পারলো লিওনিদের মেয়ে কিছুই জানে না, আর লিওনিদও বাড়িতে ফেরেনি। তারা ওখান থেকে চ'লে গেলো।

ব্যারাকের ব্লকের বাইরে, তাকে তার এক ডেপুটি খবর দিয়ে ডেকে পাঠালো।

"দিনটা খুবই গরম যাবে। আমাদের বন্ধুরা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে। মনে হচ্ছে ভোরের আগে গোসল করতে হবে।"

এর পর সে শহরের দিকে চলে গেলো। যদি মূল্যবান কোন কাগজপত্র আকোপভের ডেস্কে থেকেই থাকে, তবে সেটা ভুলবশত ফেলে দেয়া হয়েছে, নয়তো ক্লিনার সেটা নিয়েছে। প্রথম সম্ভাবনাটা বাদ দিতে হবে। কারণ, পার্টির সদর দফতরের ময়লা ফেলা হয় কয়েকদিন পর পর। তাও আবার পরীক্ষা করার পর। কিন্তু ময়লার ড্রামে কিছুই পাওয়া যায়নি। সুতরাং, ক্লিনারই সেটা নিয়েছে। একজন অর্ধ শিক্ষিত বৃদ্ধলোক কেন এ কাজ করতে যাবে, আর এ দিয়ে সে করবেই বা কি সেটা গ্রিশিনের মাথায় ঢুকলো না। কেবল বৃদ্ধলোকটাই সেই কথাটা বলতে পারবে।

সকালে প্রাতরাশ শুরু হবার আগেই গ্রিশিন তার বাহিনীর দু'হাজার লোককে সাদা পোশাকে ছেড়ে দিলো শহরে – খুঁজে বের করতেই হবে গ্রেট কোট পরা বৃদ্ধকে। যার তিনটা দাঁত ইস্পাত দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু হাজার হাজার দরিদ্র, গৃহহীন মানুষের মধ্যে থেকে লিওনিদের মতো মানুষকে খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ল্যাঙ্গলি, ডিসেম্বর, ১৯৮৩

জেসন মঙ্ক কাজ শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালো। ঠিক করলো হেড অফিসে যাবে। নাইরোবি থেকে এক মাস হলো ফিরে এসেছে। ওর কাজের খুব প্রশংসা হয়েছে। হয়তো প্রোমোশন পাবে। তাকে বলা হয়েছে স্প্যানিশ ভাষাটা শিখে নিতে। তার মানে পুরো ল্যাটিন আমেরিকা বিভাগে তার অবাধ বিচরণ হবে।

দক্ষিণ আমেরিকা এক বিস্তৃণ অঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাও বটে। এই অনগ্রসর এলাকায় রুশ কমিউনিস্টরা বিদ্রোহ, অন্তর্ঘাত, বিপ্লব এসব ঘটাতে চায়। ফলে রুশ গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি এখানে বেশ সক্রিয় এবং অন্য দিকে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-ও ব'সে নেই। ফলে ৩৩ বছরের জেসন মঙ্কের পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা বেশ লোভনীয় জায়গাই হবে, অন্তত চাকরির ব্যাপারে। ভবিষ্যতও উজ্জ্বল।

কফিটাতে যখন চুমুক দিচ্ছিলো তখন সে বুঝতে পারলো পাশে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে।

"বিখ্যাত সুনতান," একটা কণ্ঠ বললো। সে চেয়ে দেখলো। চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। তার মুখে মৃদু হাসি। জেসন দাঁড়াতে যাচ্ছিলো, লোকটি ইশারা ক'রে বসে থাকতে বললো।

জেসন চমকে উঠলো, ইনি ওপ্স ডিপার্টমেন্টের মূল ব্যক্তি। দক্ষিণ-পূর্ব ডিভিশনের কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স বিভাগের সোভিয়েত শাখার সর্বময় কর্তা। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। উচ্চতায় জেসনের মতোই – ২ ইঞ্চি কম ৬ ফুট। তার চেয়ে ন'বছরের বড় হলেও চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে গেছে। মোটা গোঁফ, চোখজোড়া পেঁচার মতো তীক্ষ্ণ আর গোল।

"তিন বছর কেনিয়ায় ছিলোম," চামড়াটা রোদে-পোড়া কেন হয়েছে তার কারণ বললো জেসন।

"এই শীর্তাত ওয়াশিংটনে ফিরে এসেছো, তাই না?" লোকটা বললো। জেসনের মনের অ্যান্টেনা সচল হয়ে উঠেছে, খারাপ সংকেত ধরা পড়ছে তাতে। চোখের পেছনে ঠাট্টার একটি ভাব রয়েছে। যেনো বলছে আমি তোমার চেয়ে বেশি চালাক, খুবই বেশি চালাক।

"হ্যাঁ, স্যার", জেসন বললো। লেকটা খুব মদ খায়, সিগ্রেটও খায়।

"আর তুমি হলে...?" লোকটি বললো।

"মঙ্ক। জেসন মঙ্ক।"

"জেনে সুখী হলাম, জেসন। আমি অ্যালড্রিক অ্যামেস।"

সেদিন সকালে হুগো গ্রে'র গাড়িটা যদি বের হোতো তাহলে অসংখ্য লোক যে মারা গিয়েছিলো তাদের আর মরতে হোতো না। আর পৃথিবীও অন্য একপথে এগিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতো। কিন্তু গাড়ির ঠিক থাকা না থাকাটার একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। হুগো ছুটে গিয়ে সিলিয়ার গাড়িতে লিফ্‌ট চাইলো।

সাধারণত শনিবারে দূতাবাসে কাজ হয় না, কিন্তু রাষ্ট্রপতির অকাল মৃত্যুতে কাজ বেড়ে গেছে। সিলিয়া গাড়ি চালাচ্ছিলো, পাশে হুগো বসা। হঠাৎ তার পায়ে কি যেন একটা লাগলো। ঝুঁকে প'ড়ে তুলে নিলো সেটা।

"তোমার *ইজভেস্তিয়া* কাগজটা নাকি?" সে বললো। তাকিয়েই চিনতে পারলো কাগজটা।

"ওহ্ ঈশ্বর, ভেবেছিলাম কালই ফেলে দেবো। কালকে একটা পাগল বুড়ো এটা গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।"

"দরখাস্ত মনে হচ্ছে," গ্রে বললো। "এর শেষ নেই। বোধ হয় ভিসা চায়।" মলাটটা সরিয়ে চোখ বোলাতেই গম্ভীর হয়ে গেলো হুগো, "না, না, এটা রাজনৈতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে।"

"কী আশ্চর্য। আমি মিঃ বঙ্কার্স আর এটা হলো পৃথিবীকে বাঁচাবার মাস্টার প্ল্যান। এটা শুধু রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে দেবেন, বলেছিলো লোকটা।"

"লোকটা কি শুধু এ কথাই বলেছিলো? রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে দেবেন?"

"হ্যাঁ। আর বিয়ারের জন্যেও ধন্যবাদ দিয়েছিলো।"

"কিসের বিয়ার?"

"আরে আমি কি জানি? লোকটা পাগল ছিলো।"

আরও কয়েকটা পাতা পড়ার পর হুগো আরও গম্ভীর হয়ে গেলো। "এটা রাজনীতির ব্যাপার। এক ধরনের ইশ্‌তেহার মনে হচ্ছে।"

"চাইলে এটা তুমি নিতে পারো।" সিলিয়ার গাড়ি এখন আলেকজান্দ্রোভস্কি গার্ডেন পেরিয়ে স্টোন ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেছে।

অফিসে ব'সে আরও দশ পাতা পড়লো হুগো। আগে ভেবেছিলো ফাইলটা ফেলে দেবে। কিন্তু এবার সে উঠে দাঁড়ালো, এখনি কেন্দ্রের প্রধানের সঙ্গে দেখা করা দরকার, ভীষণ দরকার। কেন্দ্রের প্রধান জাতিতে স্কচ, ধুর্ত আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও আছে তাঁর।

সদর দপ্তরে রোজই তল্লাশী চলে আড়ি পাতার কোন যন্ত্র আছে কিনা দেখার জন্যে। যদিও মিটিংগুলো হয় 'বাব্‌ল' রুমে। এটা একটা মিটিং করার ঘর যেটা একটা কংক্রিটের বিমে ঝুলে থাকে, চারপাশে বাতাসে ভরতি একটা ফাঁকা জায়গা থাকে, যাতে কোন শব্দ বাইরে থেকে শোনা না যায়। আলোচনাটা বাব্‌ল রুমে হোক, এটা বলার সাহস হলো না হুগোর।

"হ্যা, ছুকরি, বলো কী খবর," প্রধান বললেন।

"দেখুন, আপনার সময় নষ্ট করছি কিনা জানি না। যদি তাই হয় মাফ করবেন। কাল একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। একটা বুড়ো এটাকে সিলিয়ার গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলো, সিলিয়া স্টোনকে চেনেন নিশ্চয়ই, প্রেস এ্যাটাশের মেয়েটা। হয়তো এটা কিছুই না..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওর গাড়িতে ছুঁড়ে দিয়েছিলো?"

"হ্যাঁ, বলেছিলো রাষ্ট্রদূতকে দিতে।"

কেন্দ্রের প্রধান হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিলেন।

"লোকটা দেখতে কেমন?"

"বুড়ো, ছেঁড়াফাড়া পোশাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ভবঘুরের মতো। সিলিয়া তো ভীষণ ভয় পেয়েছিলো।"

"দরখাস্ত মনে হয়?"

"প্রথমে সিলিয়াও তাই ভেবেছিলো। হয়তো ফেলেও দিতো ডাস্টবিনে। কিন্তু আজ তার গাড়িতে লিফ্‌ট নেবার সময় এটা পায়ে লেগেছিলো আমার। মনে হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপার। প্রথম পাতায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্ঘের একটা লোগো রয়েছে। আর পড়লে মনে হয়, এটা ইগর কোমারভের লেখা।"

"ওহ্, হবু রাষ্ট্রপতি। অদ্ভুত তো। ঠিক আছে, ওটা রেখে যাও ছুক্‌রি, পরে দেখবো।"

"ধন্যবাদ, জক," গ্রে বলেই উঠে দাঁড়ালো। এভাবে নাম ধরে একে অন্যেকে ডাকা আর মজা করাটা বৃটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্সে প্রচলিত। এতে ক'রে নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেড়ে যায়। মানসিকভাবে অনেক বেশি নৈকট্য অনুভব করা যায়। এখানে কেবল মাত্র চিফকেই 'চিফ' অথবা 'স্যার' বলার চল রয়েছে।

হুগো বেরিয়ে আসছিলো তখন চিফ কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"একটা কথা, ছুক্‌রি। সোভিয়েত দেশের বাড়িগুলো শক্ত-পোক্ত নয়, দেওয়ালগুলোও পাতলা। আমাদের তৃতীয় সেক্রেটারি সকালে লাল চোখ ক'রে অফিসে এসেছিলো, রাতে নাকি তার ঘুম হয়নি। সৌভাগ্যবশত তার স্ত্রী এখন লন্ডনে। এর পর থেকে তুমি আর তোমার ওই ফূর্তিবাজ মিস স্টোন কি আরও একটু শান্তভাবে কাজকর্ম করবে?"

হুগোর মুখ ক্রেমলিনের দেয়ালের মতো লাল হয়ে গেলো। সে কিছু না বলে চলে গেলো। গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান কালো মলাটের ফাইলটা পাশে সরিয়ে রাখলেন। আজ তার অনেক কাজ, এগারোটার সময় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার কথা। একটা পাগল আমাদের এক কর্মচারীর গাড়িতে একটা ফাইল ছুঁড়ে দিয়েছে – এই খবর দিয়ে তাকে বিব্রত করার দরকার নেই এখন। পরে, বেশ গভীর রাতে, গোয়েন্দা প্রধান যখন ওটা পড়বেন তখন বুঝবেন সব কিছু যা পরবর্তীতে কালো ইশতেহার ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো।

মাদ্রিদ, আগস্ট, ১৯৮৪

১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে নতুন বাড়িতে চ'লে যাবার আগে মাদ্রিদে ভারতীয় দূতাবাসটি ছিলো বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি একটি কারুকার্য খচিত বাড়িতে, ঠিকানা ছিলো ৯৩নং ক্যালে ভেলাস কুয়েজ। ১৯৮৪ সালে স্বাধীনতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদ্রিদে, ১৫ই আগস্টে, ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রথা অনুযায়ী নিমন্ত্রণ করেছিলেন স্পেন সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা আর কুটনীতিবিদদের।

আগস্টে মাদ্রিদে প্রচণ্ড গরম পড়ে, আর এই সময়ে সরকারী ও সংসদের ছুটি থাকায় পদস্থ ব্যক্তিরা ছুটি কাটাতে বাইরে চ'লে যান। তাঁদের বদলে বেশির ভাগ জুনিয়ার অফিসাররাই আসেন । এটা ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাছে খারাপ লাগলেও স্বাধীনতা দিবসটাকে তো আর পাল্টানো যায় না।

আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন চার্জ দ্য এফেয়ার্স আর সঙ্গে সেকেন্ড ট্রেড সেক্রেটারি, জনৈক জেসন মঙ্ক। সিআইএ কেন্দ্রের প্রধানও ছিলেন না, জেসন মঙ্ককে ওখানে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীতও করা হয়েছিলো সাময়িকভাবে।

বছরটা জেসন মঙ্কের পক্ষে বেশ ভালো গেছে। স্প্যানিশ ভাষায় ডিপ্লোমা নেবার পর তাকে জিএস-১২ থেকে জিএস-১৩'র মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

জিএস বলতে বোঝায় গভর্নমেন্ট শিডিউল, বেসরকারী ক্ষেত্রে এর মহত্ত্ব বোঝানো না গেলেও সিআইএ'র জগতে এর মুল্য অপরিসীম। জিএস-এর এক ধাপ ওঠা মানে বেতন, দায়িত্ব, মর্যাদা সব বেড়ে যাওয়া। বিশেষ ক'রে সিআইএ'র ডিরেক্টর উইলিয়াম কেসি সম্প্রতি ওপর তলায় কিছু রদ-বদল ঘটিয়ে এক নতুন ডিডিও অর্থাৎ ডেপুটি ডাইরেক্টর অপারেশন হিসেবে জন স্টেইনের জায়গায় এনেছেন অন্য এক জনকে। এই নতুন ডিডিও জেসন মঙ্ককে খুঁজে বের করেছিলেন এবং রিক্রুটও করেছিলেন প্রথম।

স্প্যানিশ ভাষা রপ্ত করার পর জেসনকে ল্যাটিন আমেরিকায় না পঠিয়ে পাঠানো হলো স্পেনের মাদ্রিদ শহরে। স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো, তাই সিআইএ এখানে গুপ্তচর বৃত্তির বদলে স্পেন সরকারের হয়ে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কাজে সাহায্য করতো বেশি।

মাত্র দু'মাসের মধ্যে জেসন স্পেনের আভ্যন্তরীণ এজেন্সিগুলোর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছিলো। এখানকার সিনিয়ার অফিসাররা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর আমলের লোক, তারা কমিউনিজম পছন্দ করে না। স্প্যানিশ ভাষায় জেসনের উচ্চারণ 'ঝাসন', তাই তারা আদর ক'রে তাকে ডাকতো এলো রুবিয়ো ব্লন্ডি ব'লে, তারা তাকে খুবই পছন্দ করতো।

স্বাধীনতা দিবসের পার্টি চলছিলো – ভারতীয় শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে গল্পগুজব বেশ জমে উঠেছিলো। দেশের হয়ে যেটুকু করার সেটা হয়ে গেছে মনে ক'রে জেসন যখন চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছে তখন হঠাৎ একটা চেনামুখ দেখতে পেলো।

ভীড়ের পাশ কাটিয়ে সে যখন গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট পরা লোকটির পেছনে এসে দাঁড়ালো তখন সে শাড়িপরা এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলো। ওদের কথা বলা শেষ হলে জেসন পেছন থেকে রুশ ভাষায় ব'লে উঠলো, "তো বন্ধু, তোমার ছেলে কেমন আছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটি চমকে পেছনে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসলো।

"ধন্যবাদ তোমাকে," নিকলাই তারকিন বললো, "ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। সে এখন পুরোপুরি সেরে উঠেছে।"

"খুশির খবর শুনে," জেসন বললো, "আর দেখে মনে হচ্ছে চাকরি জীবনেও বেশ ভালোই আছো।"

নিকোলাই তারকিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। শত্রুর কাছ থেকে উপহার নেবার কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে সে আর কোনদিনও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না। আসলে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তার ছেলের ডাক্তার অধ্যাপক গ্লাজুনভ। চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপারে অন্য দেশের গবেষণার অংশীদার হওয়াটা যে নিজের দেশের পক্ষে মঙ্গল এটা উনি বুঝতেন। তাই ওষুধের কথাটা কাউকে জানাননি তিনি।

"ধন্যাবাদ, হ্যা, কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে গেছে," সে জবাব দিলো।

"চলো ডিনার খাওয়া যাক," জেসনের প্রস্তাবে তারকিন চমকে উঠেছিলো, কিন্তু জেসন যখন ওর হাতটা ধ'রে বললো, "কোন 'পিচ' করা হবে না বন্ধু," তখন সে রাজি হলো।

এর তিন রাত পরে দু'জন পুরুষ আলাদা আলাদাভাবে এসে দাঁড়ালো মাদ্রিদেও সবচাইতে পুরনো এক এলাকায়, যার নাম কাল্লে দ্য লস কুচিল্লেরোস। এখানে পুরনো দিনের বাড়িতে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট আছে।

জেসন একটা দেশী মদের অর্ডার দিয়ে আরাম ক'রে বসলো। শুরু হলো ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা দিয়েই। তারকিন জানালো সে এখনো দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। তার ছেলে থাকে তার দাদা-দাদির কাছে।

দ্বিতীয় বোতলটা শুরু হবার পর হঠাৎ তারকিন প্রশ্ন ক'রে বসলো, "সিআইএ'র হয়ে কাজ ক'রে তুমি সুখে আছো?"

"খুব ভালো আছি।"

"আচ্ছা তোমার ব্যক্তিগত কোন সমস্যা দেখা দিলে তোমার অফিস তোমাকে সাহায্য করবে কি?"

"নিশ্চয়ই। এটা তো আমাদের নিয়মের মধ্যেই আছে।"

"যেখানে এরকম স্বাধীনতা আছে, সেখানে কাজ করেও সুখ," তারকিন বললো।

কথা হয়েছিলো কেউ কাউকে 'পিচ' মানে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে না, অথচ তারকিন ওই পথেই যেতে চাইছে। ঠিক আছে।

"দেখো বন্ধু, তুমি এখন যে সিস্টেমের অধীনে কাজ করছো, সেটা শিগগীরই বদলে যেতে চলেছে। আমরা পরিবর্তনটা তাড়াতাড়ি এনে দিতে সাহায্য করতে পারি। তোমার ছেলে স্বাধীন মানুষ হয়েই বেড়ে উঠবে।"

ফার্স্ট সেক্রেটারি আন্দ্রোপভ অত ওষুধপত্র সত্ত্বেও বাঁচেনি। তার জায়গায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছে আর একটা স্থবির কনস্তানতিন চেরনেন্‌কো। তাকে ধ'রে দাঁড় করাতে হয়। তবে শোনা যাচ্ছে একজন অপেক্ষাকৃত কম বয়সীকে আনা হবে, নাম গরবাচভ। চীফ আসার আগেই তারকিন নুতন পদে বহাল হয়ে গেলো, সে থাকবে কেজিবি'তেই কিন্তু কাজ করবে সিআইএ'র হয়ে।

জেসনের ভাগ্যটা ভালো, যেহেতু তার বড় কর্তা, কেন্দ্রের প্রধান ছুটি কাটাতে বাইরে গেছেন, তাই তারকিনকে দলে নেয়ার ব্যাপারটা তার ওপরেই বর্তেছিলো। সাংকেতিক ভাষায় ল্যাঙ্গলেতে খবরটা পাঠিয়ে দিলো সে।

একটু খট্‌কা যে ছিলো না, তা নয়, কারণ কেজিবি'র একটা বিশেষ শাখার একজন মেজর আগে থেকেই তাদের হয়ে কাজ করছে। আর জেসনও বহু খবর জোগাড় ক'রে ওখান থেকে।

মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রির ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে তারকিন জন্মেছিলো ১৯৫১ সালে পশ্চিম সাইবেরিয়ার ওমস্কে। আঠারো বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার বদলে তাকে যোগ দিতে হয় সেনা বিভাগে। কেজিবি'র অধীনে সীমান্তরক্ষীর একটা চাকরি। ওখান থেকে তাকে বেছে তুলে এনে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের স্কুলে দেয়া হয়। সেখানে সে খুব তাড়াতাড়ি ভালো ইংরেজি শিখে নেয়।

তারপর তাকে বদলি করা হয় কেজিবি'র বিদেশী গুপ্তচর বিভাগের জন্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে – বিখ্যাত আন্দ্রোপভ ইনস্টিটিউটে। এখানে তাকে অন্যান্য ট্রেনিং-এর সঙ্গে বিদেশী ভাষাও শেখানো হয়েছিলো। ভালোভাবে পাশ করার পর তাকে ফার্স্ট চিফ ডাইরেক্টোরেটরের অধীনস্থ 'কে' ডাইরেক্টোরেটে যোগ দিতে পাঠানো হলো। এই 'কে' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ছিলো অত্যন্ত কম বয়সী একজন, নাম ওলেগ কালুগিন।

১৯৭৮ সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তারকিন বিয়ে করে। একটা ছেলেও হয় নাম ইউরি। ১৯৮২ সালে তাকে পাঠানো হয় বিদেশে – কেনিয়াতে – কাজ ছিলো সিআইএ'র মধ্যে ঢোকা আর ওদের কাউকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়া। কিন্তু ছেলের অসুস্থতার জন্যে আগেই তাকে ফিরে আসতে হয়।

তারকিন প্রথম খবর পাচার করলো অক্টোবর মাসে। ধরা পড়ার কোনো ভয় ছিলো না। জেসন মঙ্ক নিজে খবরটা নিয়ে গেলো ল্যাঙ্গলেতে। খবর তো নয়, একেবারে বোমা ফাটা। স্পেনে কেজিবি'র কার্যকলাপের সব বিবরণ, কোন কোন স্পেনের লোক কেজিবি'র গুপ্তচর হয়ে কাজ করছে, সব কিছু দেয়া ছিলো রিপোর্টে। সিআইএ তারকিনের কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে স্পেন সরকারকে খবরটা দিলো। কেজিবি'র এজেন্টরা ধরাও পড়লো। তারকিন এমনভাবে সাজালো ব্যাপারটা যাতে কেজিবি বুঝলো দোষ সব ঐ এজেন্টদের।

মাদ্রিদে থাকালীন তিন বছরের মধ্যে তারকিন ডেপুটি রেসিডেন্ট হয়ে গেলো, যার ফলে সর্বত্র তার অবাধ যাতায়াত। ১৯৮৭ সালে মস্কো ফিরে আসে এবং এক বছর পরে কেজিবি'র "কে" শাখার প্রধান হয়। জার্মানির বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গা এবং ১৯৯০ সালে দুই জার্মানির মিলন পর্যন্ত ঐ পদেই ছিলো সে। এই সময় শতশত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিঠি, প্যাকেট দেয়া নেয়া করেছিলো তারকিন, অপর প্রান্তে মাত্র একজনের সাহায্য নিয়ে, আর সে হলো জেসন মঙ্ক। বেশির ভাগ গুপ্তচর তাদের ছয় বছরের চাকরিতে বেশ কয়েকজন 'কন্ট্রোলারদের' সাহায্য নিয়ে কাজ করে। কিন্তু তারকিন মাত্র একজনকেই চেয়েছিলো এবং ল্যাঙ্গলে রাজীও হয়েছিলো তাতে।

১৯৮৬ সালের শরৎকালে জেসন মঙ্ক যখন ল্যাঙ্গলেতে ফিরলো তখন তাকে ডেকে পাঠানো হয় ক্যারি জর্ডনের দপ্তরে।

"মালটাকে আমি দেখেছি," নতুন ডিডিও বললেন, "বেশ ভালো। প্রথমে ভেবেছিলোম লোকটা দু'মুখো সাপ, কিন্তু স্প্যানিশ এজেন্টদের ব্যাপারে সে যা করেছে সেটা প্রথম শ্রেণীর কাজ। তোমার লোকই ভালোই। খুব ভালো কাজ করেছো।"

জেসন মাথা নোড়ে সায় দিলো।

"আর একটা কথা"। জর্ডন বললেন, "ব্যাপারটা পাঁচ মিনিট আগেও মাথায় আসেনি। একে জোটালে কি ক'রে?"

জেসন তারকিনের ছেলের অসুখ, ওষুধ দেয়া, তারপর হঠাৎ মাদ্রিদে দেখা – সবই বিস্তারিত বললো।

"কী আশ্চর্য, তার সঙ্গে তোমার তো আর দেখা নাও হতে পারতো? ওষুধের বিনিময়ে কিছুই নাও নি? মাদ্রিদে দেখা হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় ব্যাপার। তবে কি জানো, নেপোলিয়ন তাঁর সেনাপতিদের সম্বন্ধে কি বলতেন?"

"না, স্যার, জানি না।"

"নেপোলিয়ান বলতেন, সেনাপতি ভালো কি মন্দ আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি চাই তারা খুব ভাগ্যবান হোক। তুমি অদ্ভুত একটা চান্স নিয়েছিলে, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবানও। আচ্ছা, জানো তো, তোমার লোককে সোভিয়েত-পূর্ব ইউরোপ ডিভিশনে বদলী করতে হবে?"

সিআইএ'র সর্বোচ্চ পদে থাকে একজন ডিরেক্টর। তাঁর অধীনে দুটো ডাইরেক্টোরেট, একটা গুপ্তচর বিভাগ, অন্যটা অপারেশন বিভাগ। প্রথমটার কর্তা ডিডিআই, দ্বিতীয়টার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সংক্ষেপে বলে ডিডিও। ডিডিআই হোয়াইট হাউসে রিপোর্ট পাঠাবার অধিকারী। জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তরে।

আবার পৃথিবীর মানচিত্র অনুসারে ডিডিও'র চারটা ভাগ আছে, যেমন ল্যাটিন আমেরিকা ডিভিশন, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি। ১৯৫০ থেকে ১৯৯০-এই চল্লিশ বছর ধ'রে স্নায়ু যুদ্ধের পর্ব, কমিউনিজমের পতনের ব্যাপারে মূল ডিভিশন ছিলো সোভিয়েত/পূর্ব ইউরোপিয় ডিভিশন, সেটা এসই ডিভিশন নামে পরিচিত।

যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান শত্রু তাই এসই ডিভিশন ডাইরেক্টোরেটের সবার সেরা ইউনিটের মর্যাদা পায়। এখানে সবাই ঢুকতে চায়। এমন কি জেসন রুশ ভাষায় ভালো ডিগ্রি অর্জন করার পরেও দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে হয়েছিলো তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি কি তার সঙ্গে যেতে চাও?"

জেসন খুব খুশি হলো, "হ্যাঁ, স্যার।"

"ঠিক আছে। তুমি তাকে খুঁজে বের ক'রে ভর্তি করেছো। তাই তুমিই তার সঙ্গে যাও।"

এক সপ্তাহের মধ্যে জেসন মস্কোর বদলি হয়ে গেলো এসই ডিভিশনে। তাকে বলা হলো যে কেজিবি'র মেজর নিকোলাই ইলিচ তারকিনকে 'চালানোর' ভার তার ওপরে রইলো। জেসন এর পর আর কখনো লাদ্রিদে ফিরে যায়নি। তারকিনের সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে সিয়েরা দ্য গুয়াদারামা পাহাড়ের কোলে। ওখানে দুজনে নানা গল্প করতো, গর্বাচভের ক্ষমতায় আসা, পেরেস্ত্রোয়িকা আর গ্লাসনস্ত সম্বন্ধে। জেসন খুশি, বিশেষ ক'রে তারকিনের মধ্যে এক প্রকৃত বন্ধু খুঁজে পেয়ে।

১৯৮৪ সালে সিআইএ ক্রমশ আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠছিলো। কাজের কাজ না ক'রে লেখালিখি আর ফাইল ঘাঁটাটাই বড় হয়ে উঠেছিলো, ব্যাপারটা জেসনের পছন্দ ছিলো না। সে হাতে কলমে কাজ করতে ভালোবাসে। এসই ডিভিশনে ৩০১টা ফাইল তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ বছরের শরৎকালে জেসন ৩০১ নম্বর ফাইলে মেজর তারকিনের কথা লিখে রাখতে ভুলে গেলো, যার সাংকেতিক নাম জিটি লিজান্ডার।

* * *

বৃটিশগুপ্তচর বাহিনীর মস্কোতে অবস্থিত কেন্দ্র-প্রধান জোক ম্যাক ডোনাল্ড ১৭ই জুলাই একটা ডিনারের নিমন্ত্রণ কিছুতেই এড়াতে পারলেন না। ডিনারের সময় যে সব নোট নিয়েছিলেন সেটা দপ্তরে রাখতে এসে দেখেন টেবিলের ওপর পড়ে আছে কালো মলাটের একটা ফাইল। রুশ ভাষায় লেখা। ম্যাক ডোনাল্ড ওই ভাষাটা জানেন।

সেই রাতে তাঁর আর বাড়ি ফেরা হলো না। স্ত্রীকে ফোন ক'রে জানিয়ে দিলেন সেটা। ফাইলে ৪০ পাতার দলিল, বিশটা খণ্ডে ভাগ করা, প্রত্যেকটার একটা ক'রে শীর্ষনাম আছে।

আবার দেশে একদলীয় পার্টির শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা, এবং বিরুদ্ধবাদী ও অবাঞ্ছিতদের দাস-শ্রম শিবিরে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে যে সব অনুচ্ছেদে সেগুলো পড়লেন ম্যাক ডোনাল্ড।

ইহুদি সম্প্রদায় সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং বিশেষ ক'রে চেচেনদের সম্বন্ধে কী করা হবে তার বর্ণনাও রয়েছে তাতে।

পশ্চিম সীমান্তে একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার জন্যে পোল্যান্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করার কথাও আছে কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে। বেলারুশ, বাল্টিক রাজ্যগুলি, ইউক্রেন, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ইত্যাদি আবার জয় করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আণবিক অস্ত্র তৈরি করা এবং তা শত্রুর ওপর প্রয়োগ করার আলোচনা আছে কয়েকটা অনুচ্ছেদ জুড়ে। রাশিয়ার সনাতনপন্থী ধর্মীয় সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য কিভাবে নির্ধারিত করা হবে তাও আছে ঐ দলিলে।

ওই ইশতেহার অনুসারে যেসব অপমানিত, অপদস্থ হওয়া সৈন্যরা শিবিরে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে, তাদের আবার চাঙ্গা করতে হবে নতুন ক'রে ঐ সব রাজ্য জয় করার জন্যে। সে সব রাজ্যে ব্ল্যাকগার্ডদের সংখ্যা বাড়িয়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা হবে। তারা সমাজবিরোধী, উদারপন্থী, সাংবাদিক, যাজক আর ইহুদিদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখবে।

দলিলে আরেকটা রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারেও উল্লেখ ছিলো, যে রহস্যটা ম্যাক ডোনাল্ডকেও বেশ চিন্তার মধ্যে ফেলে দিলো, সেটা হলো দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘ তাদের প্রচার অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য পায় কোত্থেকে।

১৯৯০ সালের ঘটনার পরবর্তীকালে রাশিয়ার অপরাধ জগতে নানা ধরনের দল-উপদল সবরকমের উপদ্রব চালাচ্ছিলো অবাধে, ফলে খুন জখম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ১৯৯১ সালে পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু করে ইউরাল পর্বতমালা পর্যন্ত সমগ্র রাশিয়াতে অপরাধীরা মোটামুটি চারটা প্রধান দলে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে উঠেছিলো, তার মধ্যে মস্কোতে রাজত্ব করতো যে দলটা তার নাম দোলগোরুকি। ফাইলের কথা যদি ঠিক হয়, তবে এই দলটাই দেশপ্রেমিকদের ঐ সঙ্ঘকে টাকা-পয়সার জোগান দেয়, যাতে ক'রে ভবিষ্যতে তারা অনেক বেশি সুযোগ সুবিধে পায়, আর দল হিসেবে তাদের প্রাধান্যও থাকে।

ভোর পাঁচটার সময় দেখা গেলো জোক ম্যাক ডোনাল্ড ঐ কালো ইশতেহারটা আগাগোড়া মোট পাঁচবার প'ড়ে ফেলেছেন। গভীর দুঃশ্চিন্তা তাঁর মনে।

শেষে উঠে দূতাবাস ছেড়ে বেড়িয়ে এলেন। ক্রেমলিনের প্রাচীর আর সেই বেঞ্চটা দেখলেন, যেখানে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে জীর্ণশীর্ণ গ্রেটকোট পরা বৃদ্ধ লোকটি বসেছিলো।

পাকা গুপ্তচররা সাধারণত ধার্মিক হয় না, তবে তাদের চেহারা আর পেশা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বহুকাল আগে সেই ১৭৪৫ সালে স্কটল্যান্ডের মালভূমিতে আশ্রয় নেয় রোমান ক্যাথলিকরা। কিন্তু পরে এই ধর্ম মুছে গিয়ে দ্বিতীয় জর্জের তৃতীয় পুত্রের রাজত্বকাল থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে।

কেন্দ্র-প্রধান জোক ম্যাক ডোনাল্ড ঐ ধারারই একজন। তাঁর বাবা ছিলেন ফ্যাসি ফার্ণের ম্যাক ডোনাল্ড আর মা ছিলেন লোভোটের ফ্রেজার পরিবারের মেয়ে। নিজের ছেলেকে তিনি তার ধর্ম অনুসারেই মানুষ করেছিলেন। ম্যাক ডোনাল্ড হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট ব্যাসিলের ক্যাথেড্রাল, পিঁয়াজ-গম্বুজওলা প্রাসাদের পাশ দিয়ে নিউ স্কয়্যারের দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা পার হবার সময় দেখলেন স্যুপ তৈরি করার জায়গার সামনে লম্বা লাইন প'ড়ে গেছে সকাল থেকে। বেশ কিছু বিদেশী সংস্থা রাশিয়াতে ত্রাণ সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছিলো। আমেরিকারও অবদান

www.BanglaBook.org

ছিলো। দলে দলে গৃহহারা দুঃস্থ মানুষ গ্রাম ছেড়ে মস্কোতে আসছে। পুলিশ তাড়িয়ে দেয়, আবার আসে নতুন দল।

একে বাচ্চা চেপে ধ'রে বয়স্কা, জীর্ণশীর্ণ চেহারার স্ত্রীলোকেরাও আছে এখানে। গ্রীষ্মকাল, ততো কষ্ট নেই, কিন্তু শীতকালে এদের দুরবস্থা চরম অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায় ... হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলেন ম্যাক ডোনাল্ড।

লুবিয়াঙ্কা স্কয়্যার, যার আগে নাম ছিলো দিজারঝিন্স্কি স্কয়্যার, এখানেই কয়েক যুগ ধ'রে ছিলো আয়রন ফেলিক্স-এর মূর্তিটা, লেলিন এই সন্ত্রাসী যন্ত্রটির আবিষ্কার করেছিলেন যা নাম কুখ্যাত চেকা, অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি দেবার জন্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছিলো সারা রাশিয়ায়।

এর পেছনেই কেজিবি'র সদর দপ্তর। পুরনো কেজিবি ভবনের পেছনে আছে কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কা জেল। এখানে হাজার হাজার মানুষের স্বীকারোক্তি আদায় করা হোতো নৃশংস কায়দায়। তার পাশ দিয়ে চ'লে গেছে দুটো রাস্তা – বড় লুবিয়াঙ্কা, ছোট লুবিয়াঙ্কা। ম্যাক ডোনাল্ড শেষের রাস্তা ধ'রে এগিয়ে গেলো সেন্ট লুই গির্জার দিকে দূতাবাসের মানুষজন আর রাশিয়ার যেসব ক্যাথলিক আছে, তারা যায় পূজো করতে।

এর দুশো গজ দূরে মস্কোর বিখ্যাত খেলনার দোকান – শিশুদেও জগতের দেৎস্কি মির। সেখানে ফুটপাথের অনেক গরীব ভিখারি শুয়েছিলো।

জিন্সের প্যান্ট আর কালো চামড়ার কোট পরা দুজন বিশাল চেহারার লোক ওই ভিখারিদের মধ্যে কি যেনো খুঁজছিলো। হঠাৎ তারা দেখতে পায় শতচ্ছিন্ন গ্রেটকোট, গোটা চারেক ময়লা মেডেল পরা একটা লোক শুয়ে আছে।

"অ্যাই, তোমার নাম কি লিওনিদ জইতসভ?" বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো। অন্য লোকটা বুক পকেট থেকে একটা ফোন বের করে কার সাথে যেনো কথা বললো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তারা লোকটাকে গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললো। বৃদ্ধ লোকটা কিছু বলতে যাবার আগেই একজন চক চকে একটা ছুরি বের ক'রে লোকটার মুখের কাছে ধরলো।

গাড়িটা তাড়াহুড়া ক'রে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেলো।

গির্জার এক কর্মচারীকে জাগিয়ে তুলে ভেতরে ঢুকলেন ম্যাক ডোনাল্ড। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন।

একজন মানুষের প্রার্থনা হলো একেবারেই নিজস্ব একটি ব্যাপার, কিন্তু তিনি যে প্রার্থনা করলেন সেটা হলো 'হে ঈশ্বর, এটা যেনো জালিয়াতির ব্যাপার হয়, তা না হলে আমাদের সবার জীবন চরম বিপদে প'ড়ে যাবে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

নিয়মিত কর্মচারীরা আসার অনেক আগেই জোক ম্যাক ডোনাল্ড তাঁর অফিসে পৌঁছে গেলেন। সারারাত ঘুম হয়নি; কিন্তু সেকথা কাউকে জানানো যাবে না। স্টাফ বাথরুমে গিয় দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসে বসেছেন নিজের চেয়ারে।

তাঁর ডেপুটি ব্রুস 'গ্রেসি' ফিল্ডস আর হুগো গ্রে'কে সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসতে বললেন। 'বুদবুদ' কক্ষে মিটিং বসবে সোয়া ন'টার সময়।

"আসল ব্যাপারটা হলো," ম্যাক ডোনাল্ড তাঁর দুজন সহযোগীকে বললেন, "আমি গতকাল একটি দলিল পেয়েছি। সেটার বিষয় বস্তু কি সেটা তোমাদের জানানোর দরকার নেই। মূল কথা হলো, এটা জাল নাকি আসল, সেটা জানতে হবে। যদি এটা আসল হয়ে থাকে, তবে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে। হুগো গ্রেসিকে এর প্রেক্ষাপট খুলে বলো, ঠিক আছে?"

গ্রে যা জানতো, সিলিয়া তাকে যা বলেছিলো, সবই বললো।

"এই নিখুঁত পৃথিবীতে," ম্যাক ডোনাল্ড বললেন, এটা তাঁর প্রিয় পদবাচ্য, "আমি জানতে চাই ওই বুড়োটা কে, কি ক'রে ঐ ফাইলটা সে পেয়েছিলো, এই রকম অত্যন্ত জরুরি ও গোপনীয় ফাইল তার হাতে এলো কিভাবে, আর কেনই বা সিলিয়ার গাড়িতে সে ওটা দিয়ে দিলো, সে কি সিলিয়াকে চিনতো, অথবা তার গাড়টা যে দূতাবাসের সেটা সে ধ'রে নিলো কি ক'রে? যদি তাই হয়, তাহলে সে আমাদেরই বা বেছে নিলো কেন? দুতাবাসের কেউ কি ছবি আঁকতে পারে?"

"ছবি আঁকতে?" ফিল্ডস প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ ছবি তৈরি করতে হবে, একটা মানুষের মুখ।"

"আমাদের এক সহকর্মীর স্ত্রী এখানে ছবি আঁকা শেখায়। লন্ডনে সে বাচ্চাদের বইতে ছবি আঁকতো।"

"কেউ জানাশোনা আছে?"

এই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে আগে মস্কো এসেছে গ্রেসি, তার অনেক যোগাযোগও রয়েছে। কিছু নিচু স্তরের পুলিশকে সে সোর্স হিসেবে ব্যবহারও করেছে।

"ইন্সপেক্টর নভিকভ। পেত্রোভকা ভবনের হোমিসাইড বিভাগে আছে সে। মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়েছি তাকে।"

"ওর সঙ্গে কথা বলো," ম্যাক ডোনাল্ড বললেন, "তবে ফাইলের কথা উল্লেখ করবে না। বলবে ঐ বুড়োটা আমাদের কর্মীদের উত্যক্ত করে, বলে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমরা ওকে খুঁজছি এটা বলতে যেও না। বোলো সে যেনো এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালো আমাদের কর্মীদের বিরক্ত না করে। ছবিটাও দেখাবে, অবশ্য যদি ছবি আঁকা ভালো হয়। কবে দেখা হবে ওর সঙ্গে?"

"নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। ফোন করলে পাওয়া যাবে।"

"বেশ সেই চেষ্টাই কোরো। তোমরা এদিকটা সামলাও, আমি কয়েকদিনের জন্যে লন্ডন যাবো।"

অফিসে ঢোকার মুখে সিলিয়ার ডাক পড়লো এক নম্বর কনফারেন্স রুমে, ডেকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং ম্যাক ডোনাল্ড। সিলিয়ার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার তিনি করলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কথা হবার পর বললেন যে ঐ ভবঘুরেটার ছবি আঁকানোর ব্যাপারে সিলিয়া একটু সাহায্য করুক।

হুগো, সিলিয়া আর ঐ শিল্পী মহিলা সিলভার টি পেপেক্স এই তিন জনে মিলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একটা স্কেচ তৈরি ক'রে ফেললো। তিনটা দাঁত স্টিলে বাঁধানো, সেটাও দেখানো হলো ছবিতে। সব শেষে সিলিয়া বললো, "হ্যাঁ, সেই লোকটারই ছবি হচ্ছে।"

লাঞ্চ খাবার পর জোক ম্যাক ডোনাল্ড একজন দেহরক্ষী নিয়ে শেরেমেতিয়েভো এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি আমা করছেন না যে পথে তাঁকে কেউ আঁটকাবে, কিন্তু তিনি ঠিক জানেন না এই দলিলগুলোর সত্যিকারের মালিক এটা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করবেন কিনা। অ্যাটাচি কেসটার মধ্যে আছে সেই কালো ইশতেহারটা। বাড়তি সর্তকতা হিসেবে একটা সরু ইস্পাতের চেইন দিয়ে বাম হাতের কব্জিতে বেঁধে নিলেন কেসটা, আর একটা রেইনকোট প'রে চেইনটা ঢেকে নিলেন।

দূতাবাস থেকে যখন একটা জাগুয়ার বের হয়ে গেলো তখন সবকিছুই অদৃশ্য হয়ে গেলো। তিনি খেয়াল করলেন সফিস্কয়া'র বাইরে একটা কালো রুশ চইকা গাড়ি পার্ক করা, কিন্তু সেটা জাগুয়ারটাকে অনুসরণ করলো না, তাই এই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবার কিছুই দেখলেন না। আসলে এই গাড়িটা অপেক্ষা করছে লাল রঙের রোভার গাড়িটার জন্যে।

এয়ারপোর্টে কোরপোরাল মিডোজ তাঁকে পাহারা দিয়ে রিয়ে গেলো। কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকায় তেমন কোন চেকিং করা হলো না। একটু পরেই বৃটিশএয়ারওয়েজের প্লেনে উঠে পড়লেন ম্যাক ডোনাল্ড, গন্তব্য হিথরো বিমান বন্দর। বিমানটা ওড়ার সাথে সাথেই তিনি হাফ ছেড়ে বাঁচলেন যেনো। তিনি বিমান বালাকে জিন আর টনিকের অর্ডার দিলেন।

ওয়াশিংটন, এপ্রিল ১৯৮৫

দেবদূত জিব্রাইল যদি ওয়াশিংটনে অবতরণ ক'রে সোভিয়েত দূতাবাসের কেজিবি প্রধানকে রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সিআইএ'এর গুপ্তচর হয়ে কাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে অনুরোধ করতেন, তাহলে কর্নেল স্তানিস্লাভ আন্দ্রোসভ রাজি হতে দ্বিধা করতো না।

সে হয়তো জবাব দিতো, "সোভিয়েত ডিভিশনের অপারেশন ডাইরেক্টোরেটের সাথে যুক্ত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স দলের প্রধান করা হলেই কেবল রাজি আছি।"

প্রত্যেক গুপ্তচর বিভাগের একটা ক'রে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থা থাকে। এদের কাজ হলো প্রত্যেকের ওপর নজরদারী করা। এ ধরণের কাজের জন্য তারা তাদের সহকর্মীদের কাছে মোটেই জনপ্রিয় হয় না। সবাই তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখে থাকে। তারা মূলত তিনটি কাজ করে।

সিআইএ বিপক্ষ দলের দলত্যাগীদের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। অন্য দেশের হয়ে কাজ করতে যারা চায় তাদের যাচাই করার কাজ এই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থার। কোন ডাবল এজেন্ট আছে কি না, বা সত্যিই কাজের লোক কি না তার বিচারের ভারও এদের হাতেই। এসব কিছুই তারা ক'রে থাকে দীর্ঘমেয়াদী 'পরিকল্পনার' অংশ হিসেবে।

আর এই সব কাজ করার জন্যে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থার ক্ষমতা অসীম, সর্বত্র যাতায়াত তাদের, যে কোন কাগজপত্র দেখার অধিকার এদের রয়েছে। আর এই কারণেই কর্নেল আন্দ্রোসভ এই সংস্থার প্রধান হতে চাইবে।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে অ্যালড্রিখ হাজেন আমেস সোভিয়েতের সিআই দলের এসই ডিভিশনের প্রধানের পদে নিযুক্ত হয়েছিলো। ফলে সর্বত্র সব কিছু দেখার ক্ষমতা তার ছিলো।

১৯৮৫ সালের ১৬ই এপ্রিল, টাকা পয়সার দারুণ অভাবে প'ড়ে অ্যালড্রিখ ওয়াশিংটনের ১৬ নাম্বার রাস্তায় সোভিয়েত দূতাবাসে কর্নেল আন্দ্রোসভের সঙ্গে দেখা ক'রে রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করার প্রস্তাব দিলো। বিনিময়ে চাই পঞ্চাশ হাজার ডলার।

কিছু খাঁটি খবরও এনেছিলো। তিন জন রুশির নাম বললো যারা সিআইএ'র হয়ে কাজ করতে চেয়েছিলো। পরবর্তীতে ঐ তিন জন লোকের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায়নি আর। সে সঙ্গে ক'রে সিআইএ'র কিছু ব্যক্তির একটি তালিকাও নিয়ে এসেছিলো, তাতে তার নামও ছিলো লাল কালিতে দাগ দেয়া। এতে প্রমাণিত হলো, সে যা বলছে তা সত্য। এর পর সে চ'লে গেলে এফবিআই'র ক্যামেরায় সেটা তুলে রাখা হলো, কিন্তু সেই ভিডিওটা আর চালানো হয়নি কখনও।

দুদিন পরে সে ৫০০০০ ডলার পেয়ে গেলো। এটা ছিলো কেবল শুরু। সে-ই বোধ আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষতিকারক ও জঘন্য বিশ্বাসঘাতক হিসেবে কাজ শুরু করলো সঙ্গে নিলো বেনেডিক্ট আরনল্ডকে।

দুটো রহস্য বেশ বিচলিত করেছিলো বিশ্লেষকদের। প্রথমত, এরকম একজন বাজে মার্কা, অকেজো, মাতাল অতো উঁচু পদে উঠলো কি ক'রে, আর দ্বিতীয়ত,

www.BanglaBook.org

...দেশের মাস থেকেই সিআইএ জেনে গিয়েছিলো তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে, কিন্তু তারপরও আট বছর চলে গেছে, কেউ তার স্বরূপ জানতে পারেনি, এটাই ছিলো সিআইএ'র সবচাইতে বড় বিপর্যয়।

দ্বিতীয় রহস্যটার রয়েছে অনেকগুলো দিক। সিআইএ'র ভেতরে অযোগ্যতা, ছন্নছাড়া/চ্ছন্নতা এবং আত্মপ্রসাদ ইত্যাদির জন্যে বিশ্বাসঘাতকটির ভাগ্য প্রসন্নই রয়ে গিয়েছিলো। অপর দিকে কেজিবি বেশ দক্ষতার সাথে ভুল তথ্য দিয়ে তাদের ল্যাঙ্গলেই'র প্রতিপক্ষকে আরো বেশি বিভ্রান্ত ক'রে ফেলেছিলো।

অ্যাঙ্গেলটন এক সময় সিআইএ'র প্রধান ছিলেন। এই অদ্ভুত আর কাটখোট্টা মানুষটির মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিলো যে ল্যাঙ্গলেতে কেজিবি'র একটা গুপ্তচর ঢুকে ব'সে আছে, যার সাংকেতিক নাম সাসা। এই কাল্পনিক গুপ্তচরটি সন্ধান করতে গিয়ে তিনি একের পর এক অফিসারের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। অপারেশন ডাইক্টরেট তাকে থামানোর আগ পর্যন্ত তিনি এই কাজ ক'রে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলো তারা ১৯৮৫ সালে উঁচু পদে উঠে গিয়েছিলো।

আর প্রথম রহস্যটির উত্তরে মাত্র দুটি শব্দ বলা যায় : কেন্ মুলগ্রিউ।

বিশ্বাসঘাতকতা করার আগে টানা ২০ বছর অ্যালড্রিখ ল্যাঙ্গলের বাইরে তিনটা জায়গায় কাজ করেছিলো। তুরস্কে তার সংস্থার প্রধান একেবারে অকেজো মনে করতেন। প্রবীণ ডিউ ক্লারিজ প্রথম থেকেই অ্যালড্রিখকে অপছন্দ করা শুরু করে।

নিউইয়র্কে থাকাকালীন তার ভাগ্য বেশ প্রসন্ন ছিলো। অ্যালড্রিখ আসার আগে জাতিসঙ্ঘের শেভচেঙ্কো স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে থেকে যায় আমেরিকাতেই। এর পেছনে কাজ করেছিলো অ্যালড্রিখের পাকা মাথা। এই সময়ে বেশ মদ্যপ হয়ে উঠেছিলো সে।

মেক্সিকো ছিলো তার তৃতীয় কর্মক্ষেত্রে। এখানে সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় সব কাজে। যখন তখন মদ খাওয়া, যাকে তাকে গালাগালি দেয়া, মাঝে মাঝে পুলিশ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতো। রুশ দূতাবাসের কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স সংস্থার প্রধান ইগর সুরিগিনের সঙ্গে প্রায়ই তাকে মদ পান করতে দেখা যেতো।

বিদেশে তার কাজ কর্ম এতোই খারাপ ছিলো যে কাজের মূল্যায়ন রিপোর্টে ২০০ জনের মধ্যে তার স্থান হয়েছিলো ১৯৮তম।

সাধারণত এই ধরনের যার বদনাম তার উন্নতি হয় না চাকরিতে। ৮০'র দশকের গোড়ার দিকে সব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা ক্যারি জর্ডন, ডিউ ক্লারিজ, মিল্টন বিয়ারডেন'রা তাকে অপদার্থ মনে করতেন। আর সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন কেন্ মুলগ্রিউ, সে হয়ে ওঠে অ্যালড্রিখের বন্ধু ও রক্ষক।

আসলে দুজনের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিলো মদ্যপানকে কেন্দ্র ক'রে। সে অ্যালড্রিখের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতো। দুজনেই মনে করতো অফিস তাদের দুজনের সাথে খুব অন্যায় করছে। কিন্তু তাদের এই ধারণাটা ভুল ছিলো, যার ফলে, পরে বহু মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিওনিদ ডাইতসেভ, ওরফে র‍্যাবিট যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো, কিন্তু সে যে ম'রে যাবে সেটা বুঝতে পারছিলো না।

কর্নেল গ্রিশিন বিশ্বাস করতো ব্যথা-যন্ত্রনায়। এটা দিয়ে মানুষকে লাইনে আনা যায়, উদাহরণ দেয়া যায় এবং শাস্তি দেয়া যায়। লিওনিদ অন্যায় করেছে এবং তাকে শাস্তি পেতে হবেই। তবে মৃত্যুর আগে ব্যথার স্বাদটা ঠিক মতো পেতে হবে তাকে, সেই নির্দেশই সে দিয়ে রেখেছিলো।

সারাদিন ধ'রে জেরা করার পর মোটামুটি কাহিনীটা জানা হয়ে গেলো গ্রিশিনের। মারধোর করতে হয়নি, কারণ র‍্যাবিট সব কথা অকপটে স্বীকার করেছিলো। তারপরও বার বার তার কাছ থেকে গল্পটা শোনার পর সে সন্তুষ্ট হলো।

কিন্তু কর্নেল যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো কেন সে এই কাজটা করেছে, উত্তরটা শুনে একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না গ্রিশিন।

"একটা বিয়ারের জন্য? এক ইংরেজ তোমাকে একটা বিয়ার দিয়েছিলো?"

দুপুরের মধ্যেই কর্নেল বুঝতে পারলো যে লোকটার কথা ঠিকই আছে। কাকতাড়ুয়ার মতো দেখতে এক ইংরেজ মহিলাকে ফাইলটা ছুড়ে দেবার পর সে ওটা নিয়েছিলো কিনা সে ব্যাপারে গ্রিশিন নিশ্চিত হতে না পারলেও সুযোগটা নিতে চায়। গ্রিশিন চার জন বিশ্বাসী লোককে পাঠিয়ে দিলো ছোট্ট লাল গাড়িটাসহ সিলিয়ার ওপর নজর রাখতে।

ঠিক তিনটার পর পাহারাদারদের কিছু নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো গ্রিশিন। সে যখন দূতাবাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলো তখন বৃটিশ এয়ারওয়েজের একটা বিমান পশ্চিমের দিকে উড়ে গেলো।

চার জন মিলে র‍্যাবিটকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, পা বাঁধার আর দরকার হয়নি। ঘুষি আর লাথি খেয়ে তার কিডনি, লিভার, নাড়িভূরি সব ফেটে গিয়েছিলো। দু'বার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আবার পেটানো শুরু হয়েছিলো। এক সময় র‍্যাবিটের চোখটা ছোট হয়ে এলো, সে দেখতে পাচ্ছিলো একটা অন্ধকার বিশাল গলি পার হয়ে আলোর জগতে প্রবেশ করেছে, সেখানে আগের চেয়ে বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নেয়া সহজ হয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ সেই আলো আর বাতাস চিরকালের মতো নিভে গেলো।

ওয়াশিংটন, জুন ১৯৮৫

পঞ্চাশ হাজার ডলার যেদিন পেলো, তার ঠিক দুমাস পরে অ্যালড্রিক আমেস সি আইএ'র অপারেশন ডাইরেক্টোরেটের এসই-ডিভিশনটার প্রায় সর্বনাশ ক'রে ছেড়ে দিলো।

লাঞ্চে যাবার আগে খুবই গোপনীয় ৩০১টা ফাইল হাতিয়ে নিলো সে। প্রায় ৭ পাউন্ড ওজনের ফাইলগুলো দুটো প্লাস্টিকের বাজার করার ব্যাগে ভ'রে নিচে নেমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলো। তার পরিচয় পত্রটা দেখে কোন প্রহরীই কিছুই বললো না, এমন কি ব্যাগ দুটো তল্লাশী পর্যন্ত করলো না।

বেশ দূরে, একটা হোটেলে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো কর্নেল আন্দ্রোপভের এক লোক, সাধারণ একজন সোভিয়েত কূটনীতিবিদ, নাম শুভাখিন।

ব্যাগ দুটো তার হাতে তুলে দিলো অ্যালড্রক, টাকা-পয়সা চাইলো না, কারণ সে জানে, একবার যথাস্থানে এটা পৌঁছে গেলে টাকা-পয়সা আসতে দেরি হবে না।

ব্যাগগুলো যখন প্রথম প্রধান ডাইরেক্টোরেটের ইয়াজেনেভোর সদর দপ্তরে পৌঁছালো তখন দারুণ হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেলো। কর্তা-ব্যক্তিরা নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না ফাইলগুলো পড়ার সময়।

রাতারাতি আন্দ্রোসভ সবার প্রিয়পাত্র হয়ে গেলো আর অ্যালড্রক হলো পৃথিবীর সেরা সম্পদ। অ্যালড্রকের সাংকেতিক নাম দেয়া হলো কোলোকোল অর্থাৎ ঘণ্টা। আর ঐ ফাইলের ভিত্তিতে কাজ করার জন্যে যে দলটাকে বাছাই করা হলো তার নাম দেয়া হলো কোলোকোল গ্রুপ।

সিআইএ'রএক অফিসার পরে বলেছিলো যে, কেজিবি বিরোধী পয়তাল্লিশটি অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায় ১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মকালের পর। আর ঐ ৩০১টা ফাইলে যে সব নাম করা সিআইএ'র এজেন্টের উল্লেখ ছিলো তারা আর ১৯৮৬ সালের বসন্তের পর থেকে আর কাজ পায়নি।

বাজারের ঐ ব্যাগ দুটোতে যেসব ফাইল ছিলো তা থেকে জানা গিয়েছিলো যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একই ডিভিশনের অন্তত চৌদ্দজন কাজ করছে। তারা সবাই সেরা এজেন্ট।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থার একজন গোয়েন্দা বলেছিলো যে তার দলে একটা গুপ্তচর আছে, যাকে বোগোটাতে বদলি করা হয়, মস্কোতে কিছু কাল কাজ করার পর এখন আছে লাগোসে। সে এই ৩০১টা ফাইলের রেকর্ডগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখার কাজটা দ্রুত সেরে ফেলবে।

চৌদ্দজনের মধ্যে একজন দীর্ঘকাল ধ'রে বৃটিশের এজেন্ট। আমেরিকানরা তার নাম জানতে পারেনি কিন্তু যেহেতু লন্ডন লোকটাকে ল্যাঙ্গলের হাতে তুলে দিয়েছে, তাই খোঁজ-খবর পেতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। সে ছিলো কেজিবি'র এক কর্নেল, সত্তরের দশকের প্রথম দিকে তাকে বহাল করা হয় ডেনমার্কে, সে বারো বছর ধ'রে বৃটিশদের অনেক সাহায্য করেছে। সামান্য সন্দেহ হতে শুরু করায় তাকে লন্ডন থেকে মস্কোতে ফিরিয়ে নেয়া হলেও এক বছরের জন্যে লন্ডনে পাঠানো হয়েছিলো আবার। অ্যালড্রখ এখন যে-সব ফাইল এনেছে তা থেকে জানা যাচ্ছে ঐ কর্নেলের উপর সন্দেহটা অমূলক ছিলো না। লোকটার নাম কর্নেল ওলেগ গরদিয়েভস্কি।

চৌদ্দজনের মধ্যে আর একজনের ভাগ্য ভালো ছিলো, তার নাম সের্গেই বোখান, সোভিয়েত সামরিক গুপ্তচর বিভাগের এক অফিসার, কর্মক্ষেত্র ছিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এথেন্সে। তাকে হঠাৎ মস্কোয় ডেকে পাঠানো হলো কারণ তার ছেলের মিলিটারি একাডেমিতে পড়া শোনার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে ব'লে। কিন্তু ছেলে যে লেখাপড়া বেশ ভালো করছে এটা মাত্র কয়েকদিন আগেই জেনেছিলো বাবা। তাই তার মনে সন্দেহ হওয়ায় ইচ্ছে ক'রে প্লেন ধরতে না পারার জন্যে যেটুকু সময় হাতে পেলো তাতে সিআইএ'র সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে বুঝতে পারলো ছেলের পড়াশোনার ব্যাপারটা একটা ভাওতাবাজি। সিআইএ তাকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

বাকি বারো জনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এবং বিদেশে গ্রেপ্তার করা হয়। নানা অজুহাতে মস্কোতে ডেকে এনে প্রচুর জেরা করার পর সবাই তাদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো। দু'জন দাস-শিবির থেকে পালিয়ে চ'লে যায় আমেরিকায়। বাকি দশ জনকে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছিলো।

জোক ম্যাক ডোনাল্ড লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে চ'লে গেলেন ভক্সহল ক্রশের সিক্রেট ইন্টেরিজেন্স সার্ভিসের সদর দপ্তরে। গোসল করা, খাওয়া, ঘুম সব পরে হবে, আগে কাজ সেরে নেয়া দরকার।

হিথরোতে সরকারি গাড়ি নিয়ে একজন জুনিয়র অফিসার অপেক্ষা করছিলো। আয়রন সেফে ফাইলটা রেখে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হলেন ম্যাক ডোনাল্ড।

"কিছু পান করবেন?" তরুণ অফিসার জেফ্রি মার্চব্যাঙ্ক জানতে চাইলো। ম্যাক ডোনাল্ড বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন।

"ভালো প্রস্তাব। বেশ লম্বা একটা দিন গেছে, স্কচ দিও।"

ক্যাবিনেট থেকে অনেক চিন্তা ক'রে স্কটল্যান্ডের ম্যাকালান মদের বোতলটা বের করলো, কারণ মার্চব্যাঙ্ক জানে, ম্যাক ডোনাল্ড স্কটল্যান্ডের লোক।

"আসবেন খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু কারণ জানতে পারি নি। বলুন, শুনি।"

মার্চ ব্যাঙ্ককে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা খুলে বললেন ম্যাক ডোনাল্ড।

"দলিলটা অবশ্যই উচ্চস্তরের একটি জালিয়াতিও হতে পারে," মার্চব্যাঙ্ক অবশেষে বললো।

"আপাতত দেখলে সেটাই মসে হয়," ম্যাক ডোনাল্ড তার সাথে একমত হলেন। "কিন্তু সেটা যদি হয় তা হলে এরকম জালিয়াতি আমি জীবনেও দেখিনি। জালিয়াতটা তবে কে হতে পারে?"

যেহেতু রুশ ভাষা জানে না, তাই ম্যাক ডোনাল্ড সেটার ইংরেজি অনুবাদ করার দায়িত্ব নিলেন।

পরদিন সকাল দশটায় অফিসে এসে মার্চব্যাঙ্ক দেখে অনুবাদ তৈরি হয়ে গেছে। কফি খেতে খেতে পড়ছিলো সে, সামনে ব'সে আছেন ম্যাক ডোনাল্ড। কিছুটা পড়ার পর মার্চব্যাঙ্ক মুখ তুলে বললো, "লোকটা নিশ্চই পাগল।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ, এটা যদি কোমারভের নিজের লেখা হয়, তাহলে তো সে পাগলই। আর তা যদি তা' না হয়, তবে অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। কিন্তু বিপদটা থেকেই যাচ্ছে।"

"পড়তে থাকো।"

পড়া শেষ হলে মার্চ ব্যাঙ্ক বললো, "এটা জালিয়াতিই মনে করতে হবে, কারণ, এটা কারোর মাথায় এলেও এভাবে কেউ লিখে রাখবে না।"

"আবার এটাও তো হতে পারে যে, এটা লেখা হয়েছে নিজেদের খুব অন্তরঙ্গ আর অন্ধবিশ্বাসীদের জন্য।" ম্যাক ডোনাল্ড মন্তব্য করলেন।

"তাহলে কি চুরি ক'রে আনা হয়েছে?"

"হতে পারে, আবার জালও হতে পারে। কিন্তু এই ভবঘুরেটা কে, আর কী করেই বা এটা পেলো? কিছুই জানি না আমরা।"

মার্চব্যাঙ্ককের মনে হলো, এটা যদি জাল হয়, তবে এটা নিয়ে যতো পরিশ্রমই করা হোক না কেন, সব বিফলে যাবে, দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। আর যদি সত্যি হয়, তাহলেও চরম দুঃখের ব্যাপার।

"মনে হচ্ছে, এটা কন্ট্রোলার, বা দরকার পড়লে বিভাগীয় প্রধানকে দেয়া উচিত।"

পূর্ব গোলার্ধের কন্ট্রোলার ডেভিড ব্রাউনলো ওদের সঙ্গে দেখা করলেন দুপুর বারোটায় আর তারপর প্রধান তাঁর নিজের অফিসে ডেকে পাঠালেন তাদেরকে।

বৃটিশগুপ্তচর বাহিনীর প্রধান স্যার হেনরি কুম্বস, বয়স ষাটের একটু কম, এই বছরেই তাঁর চাকরি শেষ হবে। তিনিও আর সবার মতো খুব সামান্য পদ থেকে এতো উঁচুতে উঠে এসেছেন শুধু দক্ষতার গুণে। সিআইএ'তে বড় কর্তার নিয়োগ হয় রাজনৈতিক মাপকাঠির বিচারে, ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন লোক ঐসব পদ পায় যারা খুব একটা দক্ষ নয়, অন্যদিকে বৃটিশগুপ্তচর সংস্থা এসআইএস-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চুক্তি ক'রে নিয়েছিলো ত্রিশ বছর আগে থেকে যে, একমাত্র অতি দক্ষ লোক ছাড়া প্রধান পদগুলো অন্য কাউকে যাতে দেয়া না হয়।

হেনরি কুম্বস তেমনি একজন দক্ষ আর বড় কর্মকর্তা। দ্রুত ইশতেহারটা প'ড়ে নিয়ে, জোক'কে বললেন কষ্ট ক'রে আবার পুরো ঘটনাটা জানাতে।

সব শোনার পর একটি সিদ্ধান্তে সবাই একমত হলেন – প্রথমে জানতে হবে ইশতেহারটা সত্যি কিনা।

"তোমার কি ধারণা জোক?"

ম্যাক ডোনাল্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "এইসব গোপন কথা ও পরিকল্পনা কেউ কি লিখে রাখতে পারে? মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ডাইরিতে এসব কথা স্বীকার করার নয় সেগুলোও কেন লেখে? খুব অন্তরঙ্গ গোপন কথা কেন লেখে? হয়তো খুব ঘনিষ্ঠ লোকদের জানাবার জন্য লিখিত বিবরণের প্রয়োজনে এটা লেখা হয়েছে। আবার এটাও সম্ভব, কোমারভের সর্বনাশ করার জন্যে কেউ এটা তৈরি করেছে।"

"হয়তো তোমার কথা ঠিক," স্যার হেনরি বললেন, " সঠিকভাবে কিছুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা জানি না। তবে এটা ঠিক এটার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা খুবই জরুরি। কেন এবং কেমন ক'রে লেখা হলো? আর এটা কি সত্যিই ইগর কোমারভের লেখা? এটা যদি সত্যি হয় তবে তো সর্বনাশ হবে, কারণ কোমারভ ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে। যদি সত্যিই হয়, তাহলে কি হবে? এখন জানতে হবে কিভাবে চুরি হলো, কে চুরি করলো, আর কেনইবা আমাদের গাড়িতে এটা ফেলে দিয়ে গেলো? নাকি সবটাই একটা বড় ধরনের জোচ্চুরির অংশ বিশেষ? এসব উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এই ফাইল নিয়ে কিছুই করা ঠিক হবে না। এ সব করার দায়িত্ব কিন্তু তোমার জোক – কীভাবে করবে, সেটা তোমার ব্যাপার।"

"আমি আজই মস্কো ফিরে যাবো স্যার।"

"না, না, দু'একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে তবে যেও।"

বিশ্রাম নেবার কোন সময় পেলো না ম্যাক ডোনাল্ড। মস্কো থেকে মার্চব্যাঙ্কের অফিসে তার জন্যে একটা খবর এসেছিলো । মস্কোতে সিলিয়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশী হয়েছে। ঘরে ফিরে দেখে দু'জন মুখোশ পড়া লোক ওর ঘরের সব জিনিস ওলোট-পালট ক'রে খুঁজছে। তারা সিলিয়াকে চেয়ারের পায়া দিয়ে আঘাত ক'রে অজ্ঞান ক'রে পালিয়ে গেছে। সে এখন হাসপাতালে আছে, তবে ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই।

নিরবে মার্চব্যাঙ্ক কাগজের টুকরোটা ম্যাকডোনাল্ডের হাতে দিলো, তিনি সেটা পড়লেন।

"ধ্যাত্তারিকা," তিনি বললেন।

ওয়াশিংটন, জুলাই ১৯৮৫

অনেক সময় গুপ্তচর বিভাগে তৃতীয় হাত ঘুরে এমন সব গোপন তথ্য আসে, যার পেছনে ছুটে সময়ের অপব্যবহার করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

ইউনিসেফের এক মার্কিন স্বেচ্ছাসেবক দক্ষিণ ইয়েমেনে কাজ করছিলো, ওখানে মার্কসপন্থী-লেনিনপন্থীদের শাসন ছিলো, যা ঐ স্বেচ্ছাসেবকের একটুও পছন্দ হোতো না। সে ছুটিতে নিউইয়র্কে এসে এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলো, যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এ কর্মরত।

এডেনের একটা হোটেলে ব'সে ঐ স্বেচ্ছাসেবক একদিন মস্কো দক্ষিণ ইয়েমেনকে কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য দেবে তার গল্প করছিলো । কথা হচ্ছিলো এক রুশ সেনাবাহিনীর মেজরের সঙ্গে।

ইয়েমেন আগে ছিলো বৃটিশ উপনিবেশ। ঐ রুশ মেজর আরবি জানতো না, সে ইয়েমেনের লোকেদের কথা বলতো ঐ ঔপনিবেশিক ভাষা ইংরেজিতেই। ইয়েমেন আমেরিকানদের পছন্দ করে না, তাই স্বেচ্ছাসেবক নিজেকে সুইজারল্যান্ডের লোক ব'লে পরিচয় দিয়েছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুশ মেজরটি নেশার চোটে দেশের কথা বলতে শুরু করেছিলো – দেশের নেতৃত্ব সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখার চেয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে আধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারটাকে।

এইসব কথা হবার পর ঐ স্বেচ্ছাসেবক হয়তো এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তো না, যদি না একজন এফবিআই গোয়েন্দা এটা নিউইয়র্কের সিআইএ'তে কর্মরত তার এক বন্ধুকে বলতেন।

ঐ সিআইএ কর্মীটি নিজের অফিসের প্রধানের সঙ্গে কথা বলার পর ঐ স্বেচ্ছাসেবককে ডিনারে নিমন্ত্রণ ক'রে প্রচুর মদ খাবার ব্যবস্থা করলো। তারপর তাকে খোঁচাবার জন্যে বলতে শুরু করলো রুশরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক দৃঢ় করতে চাইছে, বিশেষ ক'রে আরব দেশগুলোর সঙ্গে।

ইউনিসেফের স্বেচ্ছাসেবক দেখাতে চাইলো রুশদের ব্যাপারটা সে বেশি ভালো জানে – রাশিয়ানরা আরবদের ঘৃণা করে। আস্তে আস্তে কথা বেরিয়ে এলো যে রাশিয়ায় একটা বড় মাপের সামরিক উপদেষ্টা দল চরম হতাশায় ভুগছে এবং তাই ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রে তাদের থাকার ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। বিশেষ ক'রে একজন মেজরের নাম বললো, যে এই ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ করছে না। লোকটা বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন, মুখটা এশিয়ানদের মতো, নাম সোলোমিন।

খবরটা ল্যাঙ্গলেতে পৌছালো এবং এসই ডিভিশনের প্রধান এই নিয়ে আলোচনা করলেন ক্যারি জর্ডনের সঙ্গে।

"ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, আবার ব্যাপারটা বিপজ্জনকও হতে পারে," ডিডিও জেসনকে বললেন তিনদিন পরে। " তুমি কি মনে করছো, দক্ষিণ ইয়েমেনে গিয়ে ঐ মেজর সোলোমিনের সঙ্গে কথা বলবে?"

আরব দেশসমূহের ব্যাপারে জড়িত গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা ব'লে জেসন বুঝতে পারলো দক্ষিণ ইয়েমেন খুবই কঠিন একটি জায়গা। ইয়েমেনের কমিউনিস্ট সরকারকে আমেরিকা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আর রাশিয়া সেই সরকারের সবচাইতে বড় পৃষ্ঠপোষক। যদিও ইয়েমেনে রুশরা ছাড়াও আরও বহু ইউরোপীয় সম্প্রদায় রয়েছে।

১৯৭৬ সালে এডেন থেকে বৃটিশদের স'রে আসতে হলেও, অন্যভাবে ওখানে জাঁকিয়ে বসছে তারা। নানা ব্যবসাতে, সরকারী নোট ছাপাবার এমন কি বিস্কুট কারখানাও খুলে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে বৃটিশরা। তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে সাহায্য করছে। শিশুদের সুরক্ষার জন্যে বৃটিশ দাতব্য প্রতিষ্ঠান ওষুধপত্র বিলি করছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

জাতিসংঘের মাত্র তিনটি শাখা ঢুকতে পেরেছে ইয়েমেনে – এফএও সাহায্য করছে কৃষিকর্মে, ইউনিসেফ পথশিশুদের নিয়ে আর ডবলুএইচও নানারকম স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করেছে সেখানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিদেশী ভাষা যতো ভালোই কেউ জানুক না কেন, সেই দেশের লোকেদের কাছে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাই জেসন ঠিক করলো বৃটিশ সাজা ঠিক হবে না, এমন কি ফরাসি সাজাও চলবে না।

জাতিসংঘ চলে মুলত আমেরিকার অর্থ সাহায্যে, তাই জেসন এফএও'র ইন্সপেক্টর সেজে এক মাসের ভিসা নিয়ে এডেনে চ'লে এলো। তার ছদ্মনাম হলো – এস্তেবেন মার্টিনেজ লোরকা। মাদ্রিদ তার প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র সরবরাহ করলো।

তাড়াতাড়ি করেও ২০শে জুলাইয়ের আগে জোক ম্যাক ডোনাল্ড হাসপাতালে গিয়ে সিলিয়া স্টোনের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। ব্যান্ডেজ বাঁধা সিলিয়া মোটামুটি সব কথাই বললো।

সন্ধ্যা বেলায় যখন সে বাড়ি ফিরেছিলো তখনো কেউ তাকে অনুসরণ করেনি। তারপরই কানাডা দূতাবাসের এক বান্ধবীর নিমন্ত্রণে ডিনার খেতে বেরিয়ে ছিলো। ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিলো রাত সাড়ে এগারোটার দিকে। চোরগুলো বোধহয় তার তালায় চাবি লাগানোর শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো। কারণ সে যখন ভেতরে ঢুকলো, কোথাও কোন গণ্ডগোল ছিলো না। বসার ঘরের আলো জ্বলেছিলো, ওখান থেকে শোবার ঘরটা দেখা যায়। সে-ই তো আলোটা জ্বালিয়ে গিয়েছিলো, সেটা নিভলো কি ক'রে? হয়তো বাল্বটা নষ্ট হয়ে গেছে।

সিলিয়া এগোতে যাবে, এমন সময় অন্ধকার ঘর থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে তার মাথায় আঘাত করে। লোক দু'টো তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। সিলিয়া কোন রকমে টেলিফোনের কাছে গিয়ে প্রতিবেশীকে ফোন করে, তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায় এবং আবারো নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করে। এর বেশি কিছু তার মনে নেই।

ম্যাক ডোনাল্ড ঐ ফ্ল্যাটে গেলেন। রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন, যার ফলে বেশ শোরগোল শুরু হয়ে গেছে মস্কোতে। তদন্তকারী অফিসার পাঠানো হয়েছে সিলিয়ার ফ্ল্যাটে। শিগ্‌গীরই রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

লন্ডনে পাঠানো খবরে একটা ভুল ছিলো। সিলিয়াকে চেয়ারের পায়া দিয়ে মারা হয়নি, হয়েছিলো একটা ছোট চিনা মাটির মূর্তি দিয়ে। মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, ধাতুর হলে সিলিয়ার মাথাটা ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যেতো।

রুশ গোয়েন্দারা তখনও সিলিয়ার ফ্ল্যাটে ছিলো। কোন রুশীয় গাড়িকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি, তার মানে তারা পায়ে হেটে এসেছে।

সিলিয়ার ফ্ল্যাটের দরজা জোর ক'রে খোলা হয়নি, তার মানে চোরদের কাছে চাবি ছিলো। ডলারের সন্ধানে এসেছিলো মনে হচ্ছে গোয়েন্দাদের এ কথায় ম্যাক ডোনাল্ড সায় দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা। তারা কোন চোর ছিলো না। ব্ল্যাকগার্ডের লোক, আবার স্থানীয় কুখ্যাত অপরাধীদের কেউ এ কাজটা করিয়ে থাকতে পারে। মস্কোর চোররা সাধারণত বিদেশী কুটনীতিবিদদের বাড়িতে চুরিটুরি করতে ঢোকে না। তল্লাশী চালাবার পর জানা গেলো, পাকা হাতের কাজ, কিছুই চুরি যায়নি, এমন কি নকল গয়না গুলোও না। তার মানে, তারা যেটা খুঁজছিলো সেটা পায়নি। ম্যাক ডোনাল্ড একটা অশুভ আশংকা করতে লাগলেন।

দূতাবাসে ফিরে ম্যাক ডোনাল্ড পাবলিক প্রসিকিউটারের দপ্তরে ফোন ক'রে বললো যারা সিলিয়ার ফ্ল্যাটে তদন্ত করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। দায়িত্বরত অফিসার যেনো তাকে একটু ফোন করে। ইন্সপেক্টর চেরনভ বিকেল তিনটার সময় আসলো।

"হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি," ম্যাক ডোনাল্ড বললেন।

ইন্সপেক্টারের চোখ কপালে উঠলো। "আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো," সে বললো।

"আমাদের ঐ মিস স্টোন, আজ সকালে বেশ ভালোই আছে। আগের চেয়ে অনেক ভালো।"

"গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি," ইন্সপেক্টর বললো।

"এ পর্যন্ত মিস স্টোন একজন আততায়ীর মোটামুটি একটা বর্ণনা দিতে পেরেছে। আঘাত পাবার আগে হল ঘরের আলোতে তাকে দেখতে পেয়েছিলো সে।"

"কিন্তু উনি যে প্রথম বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে তো সেকথা বলেননি," চেরনভ বললো।

"এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় স্মৃতিশক্তি বেশ দেরিতে কাজ করে। আপনি তো কাল বিকেলে মিস স্টোনকে দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ, চারটার সময়, উনি জেগেই ছিলেন।"

"আমার ধারণা তখনো বোধহয় ঝিমুনি ভাবটা ছিলো। আজ সকালে তার মাথাটা পরিষ্কার কাজ করছে। আমাদের এক সহকর্মীর স্ত্রী ছবি আঁকতে পারেন, তিনি আর মিস স্টোন মিলে অনুপ্রবেশকারীর একটা ছবিও তৈরি করে ফেলেছেন।"

তিনি স্কেচটা এগিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টারের দিকে। ইন্সপেক্টারের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"দারুণ কাজে দেবে এটা। এটা আমি চুরির কাজ দেখে যে স্কোয়াডটা তাদের হাতে তুলে দেবো। এই বয়সের একজনের রেকর্ড অফিসে অবশ্যই থাকবে।" ইন্সপেক্টার উঠে চ'লে গেলো, তাকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে ভুললো না।

লাঞ্চ খাবার সময় সিলিয়া আর ঐ মহিলা শিল্পীকে নতুন গল্পটা শুনিয়ে রাখা হলো, ইন্সপেক্টর যদি আসে তবে এটাই বলতে হবে। ইন্সপেক্টর কিন্তু আসেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোর স্কোয়ারের কেউ তখনো ছবির ঐ মানুষটিকে দেখেনি। মস্কোর অনেক দেয়ালে তার ছবি টাঙ্গিয়ে দিলো পুলিশ।

মস্কো, জুলাই ১৯৮৫

অ্যালড্রিখ আমেসের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর গোপনীয় তথ্য পেয়ে কেজিবি অসাধারণ তৎপরতায় কাজে নেমে গেলো।

গুপ্তচর বৃত্তির এই 'সেরা খেলায়' একটা নিয়ম আছে যা কিছুতেই ভাঙ্গা যায় না, যদি কোন সংস্থা এমন একজন অমূল্য 'সম্পদ'কে পেয়ে যায় যে শত্রুর ভেতরের সব কথা জানে, এবং সেই পরিবেশেই আছে, তবে তাকে সব রকমভাবে রক্ষা করা একান্ত জরুরি। যখন এই 'সম্পদ' দলের সঙ্গে প্রতারণাকারীদের নামগুলো জানিয়ে দেয় তখন তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তুলে আনা হয়।

তবে যদি ঐ "সম্পদ" বিপদ এড়িয়ে বেশ নিরাপদ এলোকায় চ'লে গিয়ে থাকে তাহলে ঐ ধরণের প্রতারকদের এক সঙ্গে তুলে আনা হয়। তা না করলে ব্যাপারটা সবাই জেনে যাবে।

আর যেহেতু অ্যালড্রিক আমেস সিআইএ'র খুব কাছে ছিলো তাই ডাইরেক্টোরেটের প্রথম প্রধান ঐ দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী চৌদ্দ জনকে খুব ধীরে ধীরে জালে ফাঁসিয়ে ধ'রে আনছিলেন। আর এক্ষেত্রে শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও মিখাইল গর্বাচেভই কর্তত্ব ক'রে গেলেন।

ওয়াশিংটন থেকে পাওয়া তথ্য থেকে কোলোকোল গোষ্ঠী বুঝতে পারলো যে ঐ চৌদ্দ জনের মধ্যে কয়েকজনকে এখনি সনাক্ত করা যাচ্ছে, বাকিদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে। যাদের এমনি গ্রেপ্তার করতে হবে তারা সব বিদেশে, সাবধানে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে দেশে।

কোলোকোল গোষ্ঠীর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাইরেক্টোরেটের দ্বিতীয় প্রধানকে এর মধ্যে টানা হবে না। বিদেশে অভিযান চালানোর অভিজ্ঞতা থাকলেও মস্কোতে যে তাদের অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে এটা তারা বুঝতে পারেনি।

ঠিক করলো প্রথম কাজ শুরু হবে "বৃটিশ" এজেন্ট কর্নেল ওলেগ গরদিয়েভস্কিকে দিয়ে। কারণ তার ওপর দীর্ঘকাল ধ'রে নজর রাখার পর তাকে সন্দেহ করতে শুরু করা হয়েছে। কর্নেল পদ মর্যাদা যে কেজিবি দিয়েছে, সেটা পুরোমাত্রায় মিলে যায় ওলেগের সঙ্গে, আর সেটাই তার অপরাধের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কড়া নজর রাখার পর দেখা গেলো, নিট ফল শূন্য। ওলেগ বোকা ছিলো না, আর সে এটা বুঝতে পারছিলো তার সময় ঘনিয়ে আসছে। তার মস্কো ফেরা উচিত হয়নি, লন্ডনের বন্ধুদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ওখানেই থেকে যাওয়া উচিত ছিলো, আর মনে মনে তো সে দলত্যাগী হয়েছে সেই বারো বছর আগে থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বৃটিশরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো বিপদে পড়লে কি করতে হবে – একটা ফোন বা টেলিগ্রামে জানাতে হবে 'আমি বিপদগ্রস্ত, এখনই সাহায্য চাই'। এবার ওলেগ তাই করলো। বৃটিশ গুপ্তচর সংস্থা ঠিক করলো ওলেগকে মস্কো থেকে বের ক'রে আনতে হবে, তবে এতে দূতাবাসের সাহায্য লাগবে।

চাইলেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারার বিশেষ ক্ষমতা আছে বৃটিশ গুপ্তচর সংস্থার প্রধানের। মিসেস থ্যাচারকে ওলেগের কথাটা বলতেই উনি চিনতে পারলেন। গত বছর মিখাইল গর্বাচেভ যখন লন্ডনে এসেছিলেন তখন এই ওলেগ দোভাষীর কাজ করেছিলো। সব শুনে প্রধানমন্ত্রী মত দিলেন ওলেগকে উদ্ধার ক'রে আনার জন্যে।

এক ঘণ্টার মধ্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ও রাষ্ট্রদূতকে হুকুম দিয়ে দেয়া হলো। ১৯শে জুলাই সকাল বেলায় দূতাবাসের গেট খুলে গেলো আর একের পর এক গাড়ি বেরিয়ে আসতে শুরু করলো সেখান থেকে।

কেজিবি'র নজরদারি করা লোকগুলো একটু হতভম্ব হলো। তাদের নজরদারী করা গাড়িগুলো বৃটিশদের গাড়িগুলোকে অনুসরণ করতে দেরি করলো না। কিন্তু বৃটিশ দূতাবাসের গাড়িগুলো এলোমেলোভাবে বিভিন্ন দিকে যেতে শুরু করার ফলে রুশদের অত গাড়ি ছিলো না যে প্রত্যেকটি গাড়ির পেছনে একটা ক'রে গাড়ি পাঠায়। সব শেষে দুটো একই ধরনের ফোর্ট ট্রানজিট গাড়ি বেরিয়ে এলো। এদের অনুসরণ করার মতো গাড়ি ছিলো, একটা ফোর্ড গাড়ির পাশে যেতেই ভেতর থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো, "ওলেগ, উঠে পড়ো।"

ওলেগ লাফিয়ে ফোর্ড গাড়িটাতে উঠে পড়লো। তাদের পেছনে আসছিলো ফার্স্ট চিফ ডাইরেক্টোরেটের দুটো গাড়ি। তারা তাদের গাড়ি নিয়ে ছুটে এলো এবং একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো তাদের তুলে নেবার জন্যে।

ওলেগকে এভাবে ছিনতাই করার কাজটা করা হয়েছিলো একটা রাস্তার মোড়ে, যেখান দিয়ে ফোর্ড গাড়িটা মোড় নিয়ে চোখের আড়ালে চ'লে যায়, আর তার সঙ্গেরটা পেছন থেকে এগিয়ে এসে সোজা ছুটতে শুরু করলো। বেশ কয়েক মাইল জোরে ছোটার পর যখন ফোর্ডটাকে রুশরা পাকড়াও করলো, ততোক্ষণে ঐ অন্য গাড়িটা নির্বিঘ্নে বৃটিশ দূতাবাসে ঢুকে পড়েছে। আর ঐ দ্বিতীয় গাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে বেশ কিছু শাক-সবজী ছাড়া আর কিছু না পেয়ে বেশ হতাশ হলো তারা।

দূতাবাসে লম্বা মতো একটা ল্যান্ডরোভারের তলায় একটা সরু কাঠের বাক্স ফিট করতে ব্যস্ত ছিলো কিছু কর্মী। দুদিন পরে ঐ ব্যাক্সে ওলেগকে ঠেলে ঠুলে ভ'রে দিয়ে পিনল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো ঐ ল্যান্ডরোভারটা। সীমান্তে তল্লাশী হলো ঠিকই, কিন্তু ওলেগের সন্ধান তারা পেলো না। ফিনল্যান্ডে পৌঁছে যাবার পর ওলেগকে নিয়ে আর কোন দুঃশ্চিন্তার রইলো না।

কয়েকদিন পর ওলেগের পালিয়ে যাবার ব্যাপরটা নিয়ে সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তর বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে নিজেদের ক্ষোভ জানিয়ে প্রতিবাদ করেছিলো, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমরা এসব কিছুই জানি না" বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত।

কয়েকমাসের মধ্যে ওলেগ পৌঁছে গেলো ওয়াশিংটনে। তার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সময় অ্যালড্রখ মনে মনে একটু ভয় পাচ্ছিলো। এই রুশটা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকটাকে চেনে কি? না, সেরকম কিছু হলো না। কালো ইশতেহারটার সত্যতা যাচাই করার জন্যে মস্কোস্থিত তার সহকর্মীদের কিভাবে সাহায্য করা যায় তাই নিয়ে ভাবছিলো জেফ্রি মার্চব্যাঙ্কস।

ম্যাক ডোনাল্ডের বহু সমস্যার মধ্যে একটা হলো ইগর কোমারভের কাছে পৌঁছানোর কোন সহজ পন্থা তার জানা নেই। দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙ্ঘের নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা সাক্ষাৎকার পেলেই জানা যাবে যে, যে লোকটা নিজেকে দক্ষিণপন্থী, জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তুলে ধরেছে সে এই মুখোশের আড়ালে নাৎসীদের মতো চাপা ক্রোধ পুষে রেখেছে কিনা।

চিন্তা করতে করতে মার্চব্যাঙ্কের মনে পড়ে গত বছর শীতকালে পাখি শিকার করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিলো বৃটেনের রক্ষণশীলদের প্রথম সারির সংবাদপত্রের সদ্য নিযুক্ত সম্পাদকের সঙ্গে। ২১শে জুলাই সম্পাদককে ফোন ক'রে পাখি শিকারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সেন্ট জেমসের ক্লাবে লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ জানালো সে।

মস্কো, জুলাই ১৯৮৫

ওলেগের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মস্কোতে দারুণ সোরগোল প'ড়ে গেলো সরকারী মহলে। কেজিবি'র সদর দপ্তরের চার তলার জরুরি মিটিং ডাকলেন স্বয়ং কেজিবি প্রধান।

এই বাড়িতেই বাঘা বাঘা কেজিবি প্রধানেরা রাজত্ব ক'রে গেছেন। নিষ্ঠুর অত্যাচারের সব রকম পরিকল্পনা করা হয় এই বাড়িতে ব'সে। স্তালিনের আমলে এর কুখ্যাতি এমন বেড়ে গিয়েছিলো যে এর নাম শুনলে লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠতো। ইউরি আন্দ্রোপভ শেষ বারের মতো টানা পনেরো বছর, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত এখানে রাজত্ব ক'রে গেছেন।

যেকোন মানুষকে সন্দেহবশত হলেও খুন করবার অধিকার ছিলো কেজিবি প্রধানের। বর্তমান প্রধান জেনারেল ভিক্টর চেব্রিকভের অবশ্য অতো ক্ষমতা নেই, দেওয়াও হয়নি। তবে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যাপারে যা খুশি করার অধিকারটা এখনও বলবৎ রয়েছে।

চেয়ারম্যানের টেবিলের সামনে বসেছিলেন প্রথম চিফ ডাইরেক্টোরেট ভ্লাদিমির ক্রিউচেকভ, একটু লড়াকু ভঙ্গিতে, কারণ তাঁর ডিপার্টমেন্টের লোকেদের গাফিলতিতে ওলেগ পালাতে পেরেছে। আক্রমণ প্রধানত চালাচ্ছিলেন সেকেন্ড চিফ ড্রাইরেক্টোরেটের জেনারেল ভিতালি রয়ারভ, বেঁটে, মোটা, চওড়া কাঁধের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্রী গালি দিয়ে কথা বলছিলেন, মিলিটারির লোকেরা সাধারণত যেসব খারাপ কথা বলে সেগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

"পুরো ব্যাপারটাই হলো একেবারে ... নাস্তানাবুদ," রেগেমেগে বললেন তিনি।

"আর হবে না কখনো," ক্রিউচকভ বললেন।

"ঠিক আছে, এবার থেকে এই ধরনের জটিল ব্যাপারে জেরাফেরা যা করার তা করবে সেকেন্ড চিফ ডাইরেক্টোরেট। যদি আবার এরকম হয় ..."

"আরো হবে, আরও তেরো জন আছে," ক্রিউচকভ বিড়বিড় ক'রে বললেন।

ঘরের মধ্যে সবাই চুপ ক'রে গেলো।

ক্রিউচকভ তখন ছয় সপ্তাহ আগে ওয়াশিংটনে যা ঘটেছিলো তা জানালেন।

"এ ব্যাপারে আপনারা কি করছেন?" চেব্রিকভ জানতে চাইলেন।

"লোক লাগানো হয়ে গেছে। ওরা ঐ বাকি তেরো জনের, যারা সিআইএ'র হয়ে কাজ করছে, তাদের সব খবর জোগাড় করবে। তারা সবাই রুশ। কিন্তু একটু সময় লাগবে।"

জেনারেল চেব্রিকভ হুকুম জারি করলেন, সেই দিনই – কোলোকোল গোষ্ঠী, যারা ইয়াজেনিভোতে আছে, তারাই পুরো তদন্ত করবে। বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হওয়া মাত্র তার নাম পাঠাতে হবে যৌথ *ক্রাইসোলভ* (ইঁদুর ধরা) কমিশনের কাছে গ্রেপ্তার করে জেরা চালানোর জন্যে। ফার্স্ট এবং সেকেন্ড চিফ ডাইরেক্টোরেট হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল চেব্রিকভ পুরো রিপোর্ট দিলেন মিখাইল গর্বাচেভকে। প্রতিক্রিয়াটি হলো খুবই ভয়ংকর। খুশি হওয়া দূরের কথা এরই মধ্যে সিআইএ রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের দুটো প্রধান শাখা কেজিবি এবং সামরিক এজেন্সি জিআরইউ'র মধ্যে এভাবে ঢুকে পড়েছে এতে গর্বাচেভ আদৌ খুশি নন।

অ্যালড্রিক যাদের নামগুলো সিআইএ'কে জানিয়ে দিয়েছে তাদের এখনি ধ'রে আনতে হবে।

এদিকে জেনারেল বয়ারভ এমন একজনকে খুঁজছিলেন যাকে ঐ কাজের দায়িত্ব দেয়া হতে পারে। সামনে একটা ফাইল ছিলো, তাতে একজন কর্নেলের বিবরণ আছে, তার বয়স মাত্র চল্লিশ, কিন্তু দারুণ অভিজ্ঞ এবং আজ পর্যন্ত কোন কাজে ব্যর্থ হয়নি।

তার জন্ম ১৯৪৫ সালে, বাবা ছিলেন বীর খেতাব প্রাপ্ত সৈনিক। যুদ্ধ থেকে সসম্মানে ফিরেছিলেন। তারপর তাঁর একটা ছেলে হয়।

শিশু তোলিয়া বাবার কঠোর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠছিলো। তার ফাইলে যেসব বিবরণ দেয়া আছে তা থেকে জানা যায় যে, তোলিয়ার বাবা ক্রুশ্চেভকে ঘৃণা করতেন এই জন্যে যে, তিনি নাকি স্টালিনের সমালোচনা করতেন। বাবার চারিত্রিক সব গুণগুলো পেয়েছিলো ছেলে।

১৯৬৩ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তোলিয়া ভর্তি হয় আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় এমভিডি'র নিজস্ব সেনাবাহিনীতে। তাদের কাজ ছিলো জেলখানা, শ্রম-

www.BanglaBook.org

শিবির এবং বন্দী শিবিরের পাহারা দেয়া। তোলিয়া এই কাজটা খুবই পছন্দ ক'রে ফেলে।

তোলিয়া এই জায়গাগুলোতে অত্যাচার, পীড়ন আর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কাজে এমন দক্ষতা দেখালো যে তাকে পুরস্কার দেয়া হয় এবং লেনিনগ্রাদ মিলিটারি ইনস্টিটিউটের বিদেশী ভাষা শেখার কেন্দ্রে তাকে পাঠানো হলো। এখানে আসলে ভাষা শেখার নাম ক'রে কেজিবি'র উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখান থেকে যারা গ্রাজুয়েট হয়ে বেড় হয় তারা তাদের নৃশংসতা, আত্মোৎসর্গ আর আনুগত্যের জন্য খুবই বিখ্যাত।

তোলিয়া এখানেও দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলো।

বর্তমানে সে সেকেন্ড চিফ ডাইরেক্টোরেটের মস্কো ও বলাস্ট (নগরি ও অঞ্চল) বিভাগের কর্মী। তদন্ত করা এবং জেরা করার ব্যাপারে তোলিয়া দারুণ দক্ষতা দেখিয়ে সবার প্রশংসা আদায় করেছিলো এখানেও। তার ফলে তাকে চিফ ডাইরেক্টোরেটের জাতীয় সদর দপ্তরে অতিসম্প্রতি বদলি করা হয়েছে।

এখন মস্কোতেই থাকে সে, আমেরিকানদেরও ভীষণ ঘৃণা করে। সেই সঙ্গে ইহুদি, গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতকদের সে নিজের পরম শত্রু মনে করে। জেরা করার সময় তার পাশবিক ব্যবহারটা অফিস বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছে।

জেনারেল বয়ারভ ফাইলটা বন্ধ ক'রে একটু হাসলেন। যে রকম লোক তিনি খুঁজছিলেন পেয়ে গেছেন। অতএব কর্নেল আনাতোলি গ্রিশিনকে তাঁর চাই-ই চাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

সেন্ট জেমস স্ট্রটটের মাঝামাঝি একটা ধূসর রঙের পাথরে তৈরি বাড়ি আছে। তাতে কোন নাম লেখা নেই। যারা জানে তারাই শুধু এখানে আসে, তার মধ্যে প্রধানত আসে হোয়াইট হলের পদস্থ অফিসাররা। ক্লাবটার নাম ব্রক্স ক্লাব।

ওই ক্লাবেই ২২শে জুলাই জেফ্রি মার্চব্যাঙ্ক দেখা করলো *ডেইলি টেলিগ্রাফ* এর সম্পাদককে ডিনার খাবার জন্যে।

সম্পাদক ব্রায়ান ওয়ার্দিং-এর বয়স আটচল্লিশ, সাংবাদিকতা করছেন বিশ বছর ধ'রে। বিদেশ ও যুদ্ধ বিষয়ে সাংবাদিকতা করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

এক কোণে একটা টেবিলে বসেছিলো দু'জন। বেশ দূরে বসেছিলো যাতে তাদের কথা অন্য কেউ শুনতে না পায়। অবশ্য এরকম কিছু করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তবে পুরনো অভ্যাস ব'লে কথা।

"মনে হয় স্পুরনালে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করি," চিংড়ি মাছ খেতে খেতে মার্চ ব্যাঙ্ক বললেন।

"মনে আছে," ওয়ার্দিং বললেন। এই নিমন্ত্রণটা নেবার ব্যাপারে বেশ দ্বিধা ছিলো তাঁর। আসা-যাওয়া খাওয়া সব মিলিয়ে প্রায় ঘণ্টা তিনেক নষ্ট হবে। লাভ এখন কতোটা হয় দেখা যাক।

"তো, আমি কিং চার্লস স্ট্রটের ওখানে অন্য একটা ভবনে কাজ করি," মার্চব্যাঙ্ক বললো।

"আচ্ছা," সম্পাদক বললো। জায়গাটা সে চেনে তবে ভেতরে কখনো ঢোকেনি।

"আমি রাশিয়ার ব্যাপারটা দেখাশোনা করি।"

চেরকাসভের মৃত্যুর পর পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে চলেছে।"

"কী হতে চলেছে তাতো বোঝাই যাচ্ছে," সম্পাদক বললেন।

"আমরাও তাই ভেবেছি। কমিউনিস্টদের আবার জেগে ওঠার ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে আর সংস্কারবাদীরা তো ছত্রভঙ্গ হয়ে আছে। ফলে ইগর কোমারভকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার ব্যাপারে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

"ওটা কি খারাপ হবে?" সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, "শেষ যেবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, উনি তো বেশ বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছিলেন। অর্থনীতিকে একটা ভদ্র অবস্থায় নিয়ে আসা, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা আর মাফিয়াদের জীবন অতিষ্ট ক'রে তোলা...এই সব বলেছিলেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা, শুনতে তো ভালো লাগে। কিন্তু মানুষটি কেমন যেনো রহস্যময়। সত্যি সত্যিই যা মুখে বলে তা মনে মনে চায় কিনা বোঝা মুশকিল। উনি বলেছেন বিদেশী ঋণ নিতে তাঁর দারুণ অপছন্দ, অথচ যা নেয়া হয়েছে সেগুলোই বা কিভাবে ফেরত দেবে রাশিয়া। যে রুবলের দামই নেই, তা' দিয়ে শোধ করবে?"

"অতোটা সাহস হবে না," সম্পাদক বললেন। টেলিগ্রাফ পত্রিকার এক নিজস্ব সংবাদদাতা আছে মস্কোতে। কিন্তু সে এক লাইনও লিখে পাঠায় নি কোমারভের সম্বন্ধে।

"এরপর যদি সাহস হয়," মার্চব্যাঙ্ক বলতে লাগলো, "আমরা জানি না। তাঁর কিছু কিছু বক্তৃতা দারুণ কট্টরপন্থী, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সময় নাকি বলেন সত্যি সত্যিই অতো নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ তিনি নন। তাহলে কোন্‌টা আসল কোমারভ?"

"আমাদের মস্কো সংবাদদাতাকে বলতে পারি তাঁর একটা সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে?"

"সাক্ষাৎকার দেবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বিদেশী কাগজকে উনি নাকি ঘৃণা করেন। মস্কোর সব কর্মকর্তার বেলায়ই এ কথা প্রযোজ্য। তবে নিজের পক্ষে যাবে এরকম নিশ্চয়তা পেলে মাঝে মধ্যে উনি বিদেশী পত্রিকায় সাক্ষাতকার দিয়ে থাকেন।"

"তাহলে কি ক'রে তাঁর নাগাল পাওয়া যায়?" ওদির্ং বললেন।

"তাঁর একজন কম বয়সী প্রচার-উপদেষ্টা আছে। তার কথা উনি শোনেন। দারুণ কাজের। তার নাম বরিস কুজনেৎসেভ। আমেরিকার আইভি লিগে লেখাপড়া করেছে। বেশ মেধাবী। সেই হতে পারে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তার কথা ছাড়া কোমারভ চট্ ক'রে কিছু করেন না। আর আমি যতোদূর জানি আপনাদের যে সংবাদদাতা মস্কোতে আছে, তার লেখা সে নিয়মিত পড়ে। আপনাদের ঐ জেফারসনের কথা বলছি।"

মার্ক জেফারসন *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার ফিচার পাতায় নিয়মিত লেখে। খুব বেশিই স্বদেশ-বিদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে লেখে, বিতর্ক সৃষ্টি করতে ওস্তাদ আর রীতিমতো রক্ষণশীল।

"আইডিয়াটা ভালোই," একটু ভেবে তিনি বললেন।

"একটা কথা খেয়াল ক'রে দেখেন," মার্চব্যাঙ্ক বললেন। "মস্কোতে অবস্থিত বিদেশী সংবাদদাতাদেরকে এক পয়সায় দু'জনকে কেনা যায়। কিন্তু আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কোন সাংবাদিক যদি হয় তবে ভবিষ্যৎ নেতার কাছে সেটা আবেদন সৃষ্টি করবেই। একজন বিখ্যাত ফিচার লেখক রাশিয়ার হবু রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে কিছু লিখতে চায় তবে কোমারভের নাগাল পাওয়া সম্ভব।"

ওদির্ং একটু ভেবে বললেন, "তবে বাকি দু'জন প্রার্থীদের নিয়েও প্রবন্ধ বেড় হবে, তাহলে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দারুণ আইডিয়া," মার্চব্যাঙ্ক বললেন। "এটাতে কোমারভকে পটানো যাবে। আমরা কি কফি খাওয়ার জন্য উপরে যেতে পারি এখন?"

"হ্যা, এই আইডিয়াটা ভালো," ওদির্ং একমত হয়ে উপরে যাবার জন্য রওনা দিলেন। "তা, কোমারভকে কি কি প্রশ্ন করাতে চান আপনি?"

সম্পাদকের সরাসরি প্রশ্নটায় চম্‌কে উঠলো মার্চব্যাঙ্ক। আর পেঁচিয়ে লাভ নেই। সরাসরি প্রসঙ্গে আসাই ভালো।

"আমার কর্তারা কিছু খবর চান, *টেলিগ্রাফে* যা লেখা হবে সেটা তো তাঁরা পড়বেনই, তারও অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন – যেমন, সত্যিসত্যিই কোমারভ কি চান? ওখানকার সংখ্যালঘু নৃজাতি গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কি? এই ধরনের এক কোটি মানুষ আছে রাশিয়াতে। রুশ জাতিতে নতুন ক'রে জাগিয়ে তুলবেন কিভাবে? এক কথায় বলি কোমারভ মানুষটা মুখে মুখোশ প'ড়ে থাকেন। জানতে চাই মুখোশের পেছনে কী আছে? কোন গোপন কর্মসূচী আছে কিনা?"

"যদি থাকেও, তাহলে সেটা তিনি জানাবেন কেন?" সম্পাদক বললেন, "আর জেফারসনকেই বা বলবেন কেন?"

"কখন কি হয় বলা যায় না, অনেক সময় মানুষ নিজেকে সামলাতে পারে না।"

"এই কুজনেৎসেভের নাগাল পাওয়া যায় কি ক'রে?" সম্পাদক জানতে চাইলেন।

"আপনাদের যে লোক মস্কোতে আছে সে তাকে নিশ্চয়ই চিনবে আর জেফারসন চিঠি দিলে সেটা উপেক্ষা করবে না কেউ।"

সম্পাদক চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ওয়াশিংটন, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

১৯৮৪ সালে গুপ্তচর বৃত্তি শুরু করার আগে আমেস সিআইএ'র রোম শহরের সোভিয়েত শাখার চিফের পদের জন্যে দরখাস্ত করেছিলো। ১৯৮৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে চাকরি হবার খবর এলো।

সে বেশ ফাঁপড়ে প'ড়ে গেলো, কারণ তখনও ও জানে না যে দ্রুততার সঙ্গে সে ঐ লোকগুলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার জন্যে কেজিবি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমেসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

রোমে চাকরি করতে গেলে আমেস ল্যাঙ্গলে থাকে তো বটেই, এমন কি ঐ ৩০১টা ফাইলের নাগাল পাবার মতো অবস্থায় থাকতে পারবে না, আবার রোম জায়গাটা দারুণ সুন্দর, এখানে পোস্টিং পাওয়াও খুব সম্মানের। আমেস রুশদের সঙ্গে পরামর্শ করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুশরা আমেসকে সমর্থন করলো রোমে যাওয়ার ব্যাপারে। ওরা এখন আমেসের এনে দেয়া কাগজপত্র ঘেঁটে ধর-পাকড়ের ব্যাপারে বেশ কিছু দিন ব্যস্ত থাকলো।

এর মধ্যে আরও দু'ফায় অনেক গোপন তথ্য তুলে দিয়েছে রুশদের হাতে। কোন কোন ক্ষেত্রে গুপ্তচরদেও ছবি পর্যন্ত দিতে পেরেছে। ফলে সিআইএ'র অফিসারদের সর্বত্র শনাক্ত করাটা রুশদের কাছে খুব সহজ হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্পেন থেকে গ্রিস পর্যন্ত সব জায়গার কূটনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা রোম থেকেই বেশি সহজ হবে। আর সব শেষে, ওয়াশিংটনে আমেসের সঙ্গে যোগাযোগ করার কিছুটা বিপদ আছে, রোমে অতোটা থাকবে না।

তাই ঐ সেপ্টেম্বর মাসেই আমেসকে পাঠানো হলো ইতালি ভাষা শিখতে।

আমেসের ঐ কাজের পর ল্যাঙ্গলেতে চরম বিপর্যয় না এলেও, সবাই বেশ চিন্তিত হলো। দু'তিন জন ভালো এজেন্ট, যারা রাশিয়াতে আছে, তাদেও কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

আমেস যেসব কাগজপত্র কেজিবি'র হাতে তুলে দিয়েছে, তার মধ্যে একজনের নাম বেশ শোরগোল তুলেছে। তাকে সম্প্রতি এসই ডিভিশনে বদলি করা হয়েছে – এই গুপ্তচরটি খুবই শক্তিধর – নাম জেসন মঙ্ক।

* * *

বুড়ো গেন্নাদি বহু বছর ধ'রে পাশের জঙ্গল থেকে মাশরুম তুলে আনে। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর প্রকৃতির এই বিনামূল্যের ফসল সংগ্রহ ও বিক্রি ক'রে তার কিছু টাকা পয়সা রোজগার হয়। মস্কোর রেস্টুরেন্টগুলোতে টাট্‌কা মাশরুমের চাহিদা খুব ভালো।

শিশির ঝরার আগেই মাশরুম তুলে আনতে হয়। দেরি হলে কাঠবিড়ালি, মেঠো ইঁদুর ওগুলো খেয়ে ফেলে।

২৪শে জুলাই সকাল বেলায় গেন্নাদি সাইকেলে ক'রে সঙ্গে কুকুরটাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিলো মাশরুম আনতে।

যে রাস্তাটা বেলারুশের রাজধানী মিনস্কের দিকে চ'লে গেছে, তার পাশের জঙ্গলে যাবে ব'লে ঠিক করেছিলো গেন্নাদি।

আধঘণ্টার মধ্যে ঝুড়ি ভর্তি মাশরুম নিয়ে ফিরছিলো গেন্নাদি। হঠাৎ একটা বিশ্রী গন্ধ তার নাকে এলো।

কুকুরটাকে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখলো একটা মানুষ ম'রে প'ড়ে আছে। একটা বুড়ো, সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত, পরণে শুধু প্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। হয় কেউ মৃতদেহটাকে ওখানে ফেলে গেছে, অথবা লোকটা ঐ অবস্থায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গামাগুড়ি দিয়ে এপর্যন্ত এসে ম'রে গেছে। বোঝা যাচ্ছে বেশ পুরনো মৃতদেহ। পাখি চোখ খেয়ে ফেলেছে। পাশে একটা ওভার কোট প'ড়ে আছে। লোকটার হা করা মুখের মধ্যে তিনটা ইস্পাত বাঁধানো দাঁত দেখা যাচ্ছে।

আগে বাড়িতে ফিরে মাশরুমগুলো রেখে তারপর পুলিশকে ফোন করলো গেন্নাদি। মৃতদেহটা কোথায় দেখেছে সেটাও জানালো সে।

আধঘণ্টার মধ্যে এক অল্পবয়সী ইন্সপেক্টর দু'জন মিলিশিয়াকে নিয়ে পৌঁছে গেলো গেন্নাদির কাছে।

পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি গেন্নাদির।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে একজন মিলিশিয়া তল্লাশী ক'রে পরিচয়-পত্র, টাকাপয়সা, চাবি, কাগজপত্র কিছুই পেলো না। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্তে এলো যে, গাড়ির ধাক্কায় লোকটা ম'রে গিয়েছিলো, গাড়ির যাত্রীরাই মৃতদেহটা এখানে ফেলে রেখে গেছে।

একটু পরে ফোন পেয়ে তদন্তকারী অফিসার এসে ছবি তুলে নিলো। অ্যাম্বুলেন্সে মৃতদেহটাকে পাঠানো হলো সেকেন্ড মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে। আর গেন্নাদিকে বিবৃতি দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো থানায় ।

ইয়েমেন, অক্টোবর, ১৯৮৫

অক্টোবরের মাঝামাঝি জেসন মঙ্ক দক্ষিণ ইয়েমেনে অনুপ্রবেশ করলো। ছোট্ট আর গরীব দেশ হলেও দেশটির বিমান বন্দর বেশ জমকালো। এক সময় এটা মিলিটারি এয়ার বেইস ছিলো।

স্প্যানিশ পাসপোর্ট থাকায় ছাড় পেতে বেশি সময় লাগেনি। সে একটা ট্যাক্সি ধ'রে চ'লে গেলো ফরাসি হোটেল *ফ্রন্টেল*-এ। কাগজপত্র ঠিক থাকলে কি হবে, যে উদ্দেশ্য আর দায়িত্ব নিয়ে সে এখানে এসেছে তাতে মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

বেশিরভাগ গুপ্তচররা দূতাবাসের কর্মচারীর ছদ্মবেশে থাকে। ফলে কুটনীবিদদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তারা পায়। এখানে 'অফিশিয়াল' ব্যক্তি থাকে, যাদের জানে গুপ্তচর বিভাগের লোক হিসেবে কিন্তু আর একটা দল থাকে তাদের বলে 'আন-অফিশিয়াল' – তারা বাণিজ্য, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র, আইন বিভাগের কর্মী হিসেবে আত্মগোপন ক'রে থাকে। এদেরকে কেউ ততোটা সন্দেহ করে না।

কুটনীতিকদের আশ্রয়ে নেই এমন কোনো লোক যদি গুপ্তচর বৃত্তি করে তবে সে ভিয়েতনাম চুক্তির সুযোগ-সুবিধা পাবে না। যদি কোনো কূতনীতিকের স্বরূপ ফাঁস হয়ে যায় তবে তাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ব'লে বহিষ্কার করা হয়। যাকে বহিষ্কার করা হলো তার দেশ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে পাল্টা বহিষ্কার করবে যে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে – এভাবেই চলে কূটনীতির খেলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করছে এমন গুপ্তচর ধরা পড়লে তার দারুণ শাস্তি হয়। বীভৎস অত্যাচার চলে, শ্রম-শিবিরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ফেরার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মোটামুটি সুবিচার হয়, একটা ভদ্র জেলে তাকে রাখা হয়। কিন্তু যেখানে একনায়ত্ব চলে, সেখানে তাদের অবস্থা হয় করুণ। আর ১৯৮৫ সালে ওখানে আমেরিকার কোন দূতাবাসও ছিলো না।

ইয়েমেনে শুক্রবার ছুটি থাকে, আর অক্টোবরের প্রচণ্ড গরমে একজন রুশ অফিসার কোথায় কোথায় যেতে পারে এটা চিন্তা করছিলো জেসন মঙ্ক। সাঁতার কাটতে যেতে পারে। যে মূল সূত্র থেকে মেজর সোলোমিনের যেটুকু পরিচয় আর যেটুকু বর্ণনা পাওয়া গেছে সেটার উপর ভিত্তি ক'রে খুঁজে পেতে কতোটা সাফল্য পাওয়া যাবে তা' নিয়ে সন্দেহ আছে। লোকটা খুব উন্নাসিক।

রুশদের খুঁজে বের করা যতোটা কঠিন মনে হয়েছিলো কার্যক্ষেত্রে গিয়ে ততোটা কঠিন মনে হলো না। তারা পশ্চিমের লোকেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে। দূতাবাসের চার দেয়ালের মধ্যে খুব একটা আটকে রাখে না নিজেদের।

দুটো হোটেল আছে এখানে, একটার নাম *রক* অন্যটা *ফ্রন্টেল*। কাছেই আরিয়ান বিচ। সাঁতার কাটার আদর্শ জায়গা। হোটেল দুটোতেই চমৎকার সুইমিং পুল রয়েছে।

সৈনিকদের কেনা কাটার জন্যে একটা দোকান আছে। এখানে অনেকে ভীড় করে। রুশিরা আরবি ভাষা তেমন একটা জানে না, তাদের বেশ কষ্ট হয়। আবার সবার কাছে কেনাকাটা করার জন্য ডলারও থাকে না। তাই তাদের পক্ষে স্থানীয় ইয়েমিনিদের সঙ্গে ভাব হয় না।

রুশরা মদ খেতে খুব ভালোবাসে, তাহলে কি সোলোমিনকে হোটেল দুটোর মদের কাউন্টারে দেখা যাবে? তাছারা মেজর সোলোমিন একা একা ব'সে মদই-বা খাবে কেন?

তার কাছে কিছু ক্লু আছে। আমেরিকানটা তাকে বলেছে সে খুব লম্বা আর পেশীবহুল। তার চোখ কালো রঙের। প্রাচ্যদেশীয় লোকেদের মতো। কিন্তু নাকটা বেশ খাড়া। মঙ্ক জানতো রুশিরা খুব বর্ণবাদী। যারা বিশুদ্ধ রুশি নয় তাদেরকে তারা বলে *চোরনি* ব'লে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'কালো'। সম্ভবত সোলোমিন তার এশিয়াটিক গড়নের জন্য রুশিদের বিরুপ মনোভাবের জন্য ত্যাক্ত আর বিরক্ত।

মঙ্ক একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে পেলো যে প্রায় সব রাশিয়ান অফিসারই ব্যাচেলর। তিন দিন ধ'রে সম্ভাব্য সব জায়গাগুলোতে ঢু মারার পর একদিন হঠাৎ জেসন মঙ্কের চোখে পড়লো আবিয়ান বিচে বক্সারদের মতো শর্ট প্যান্ট পরা একজন সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছ'ফুট লম্বা, পেশীবহুল চেহারা, চল্লিশের কোঠায় বয়স। চুল কালো, চোখটা বাদামের মতো। গায়ে লোম কম।

লোকটা এক জায়গায় এসে তার তোয়ালেটা খুঁজে নিয়ে ব'সে পড়লো বালির ওপর। চোখে কালো চশমা লাগিয়ে কী যেনো ভাবতে লাগলো।

জেসন মঙ্ক নিজের জামাটা খুলে ফেললো। মানি ব্যাগটা শার্টে রাখলো, তার স্যান্ডেল জামা ইত্যাদি সব কিছু স্তূপের মতো জমা করলো ঐ লোকটা যেখানে বসেছিলো তার খুব কাছেই। পানিতে নামার আগে বললো, "আপনি কি আরো কয়েক মিনিট এখানে থাকবেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"একটু দেখবেন, যাতে আরবগুলো এসব চুরি করতে না পারে।"

রুশটি আবারো মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু পরে জেসন পানি থেকে উঠে এসে লোকটার খুব কাছে ব'সে ধন্যবাদ জানালো। এবারও লোকটি শুধু মাথা নাড়লো।

"চমৎকার সমুদ্র, সুন্দর তীর, লোকগুলোর জন্যে দুঃখ হয়।"

এই প্রথম রুশটি মুখ খুললো, ভাঙা ইংরেজিতে বললো, "কোন্ লোকগুলোর কথা বলছেন?"

"এই আরবরা, ইয়েমেনের লোকদের কথা বলছি। আমি বেশি দিন হলো এখানে আসিনি। কিন্তু এদের আমার আর ভালো লাগছে না। সবাই একেকটা অপদার্থ।"

কালো চশমার আড়ালে লোকটির চোখের ভাষা বুঝতে পারলো না জেসন। মিনিট দুই পরে আবার বলতে শুরু করলো, "মানে বলছিলাম কি, এদের এতো ক'রে নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টরের ব্যবহার শেখাতে চাইছি – অথচ এরা কিছুই শিখতে পারছে না। আরে এসব না করলে কৃষিকাজের উন্নতি হবে না। যন্ত্রপাতিগুলো আনাড়ীর মতো ভেঙ্গে ফেলেছে। এতে আমার সময় আর জাতিসঙ্ঘের পয়সা নষ্ট হচ্ছে।" বেশ স্পষ্ট স্প্যানিশ টানে অনর্গল ইংরেজি ব'লে যাচ্ছিলো জেসন মঙ্ক।

"আপনি ইংরেজ?" এতোক্ষণে এই প্রথম একটু আগ্রহ দেখালো লোকটি।

"না, স্প্যানিশ। জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি কর্মসূচী বিভাগের চাকরি করি। আপনি? আপনিও কি জাতিসঙ্ঘের?"

"সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছি," ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে জবাব দিলো সে।

"তাহলে তো দেশে বেশ ঠাণ্ডা, এখানকার মতো নিশ্চয় গরম নেই। আমারও তাই। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে মন চাইছে।"

"আমারও," লোকটি বললো, "আমি ঠাণ্ডা ভালোবাসি।"

"অনেকদিন ধ'রে এখানে আছেন?" জেসন প্রশ্ন করলো।

"দু'বছর। আরও একটা বছর থাকতে হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেসন হেসে ফেললো, "হায় ঈশ্বর, আমাকেও এক বছর কাজ করতে হবে, তবে আমি ততোদিন থাকবো না। এ কাজের কোন মানেই হয় না। আচ্ছা আপনি তো দু'বছর ধ'রে আছেন, এখানে ডিনার খাবার পর মদ পাবো কোথায়? এখানে নাইট ক্লাব আছে?"

কাঠহাসি হেসে রুশটি বললো, "না, না। এখানে ডিসকোথেক নেই। রক হোটেলের বারটা বেশ নিরিবিলি জায়গা।"

"ধন্যবাদ। ওহ্, ব'লে রাখি আমার নাম এস্তেবান। এস্তেবান মার্টিনেজ লোরকা," এই ব'লে হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

রুশটি একটু ইতস্তত ক'রে হাত বাড়ালো, বললো, "পিতোর অথবা আপনি ডাকতে পারেন পিটার সোলোমিন বলে।"

দু'দিন পরে রুশ মেজরটি রক হোটেলের বার-এ ঢুকলো। এটা প্রকৃত অর্থে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর তৈরি করেছিলো ইংরেজরা। দোতলায় বসলে বন্দরটা দেখা যায়। জেসন মঙ্ক একটা জানালার কাছে ব'সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকার ভান করছিলো। সামনের কাঁচে সোলোমিনের ছায়া পড়তেই সে সতর্ক হয়ে উঠলো। তারপর না দেখার ভান ক'রে নিজের মনে মদ খেয়ে চললো। সোলোমিনও খেতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ যেনো ফিরে তাকিয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বলে উঠলো, "আহ্ পিটার, আবার দেখা হয়ে গেলো। বসবেন আমার সঙ্গে?"

রুশটি এবারও একটু ইতস্তত করার পর জেসনের টেবিলে এসে বসলো। যথারীতি পরস্পর পরস্পরের শুভেচ্ছা কামনা ক'রে বিয়ারের গ্লাস তুলে নিলো।

মুচ্‌কি হেসে জেসন বললো, "অর্থ, কর্ম আর প্রেম – যে ভাবেই আসুক না কেন, মন্দ নয়।"

এই প্রথমবার রুশটি হাসলো। সত্যিকারের প্রসন্ন হাসি।

দু'জন লোক বিদেশে থাকলে নিজেদের মধ্যে যে ধরনের মামুলী কাজকর্মের কথাবার্তা হয়, এদের মধ্যেও তাই হতে লাগলো।

জেসন তার স্পেনের বাড়ির গল্প শুরু করলো। পাহাড়ে স্কি করা যেমন মজার, সমুদ্রের পানিতে গোসল করাটাও তার চেয়ে কম আনন্দের নয়।

এরপর, পর পর চার রাত দু'জনের দেখা হলো। দু'জনেই দু'জনের সঙ্গ পছন্দ করছে। তৃতীয় দিনে জেসনকে মুখোমুখি হতে হলো ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের বড় কর্তার সঙ্গে, উনি ইন্সপেক্শান করতে আসছেন। সিআইএ আগে থেকে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন জেনে নিয়ে জেসনকে জানিয়ে রেখেছিলো, ফলে বড়কর্তা জেসনের কাজকর্মে খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। সন্ধ্যার দিকে এবং গভীর রাতে সোলোমিন সম্বন্ধে যেসব খবর পাওয়া গেলো তাতে জেসন খুশি হলো।

সোলোমিনের জন্ম ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদূর উত্তর-পূর্বে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তের কাছে একটা জায়গা আছে, তার নাম প্রিমোরস্কি করাই, সেখানকার ইসুবিয়স্ক শহরে।

তার বাবা গ্রামের লোক ছিলেন, জীবিকা অর্জনের জন্যে শহরে আসেন এবং ছেলেকে তাঁদের উপজাতির অর্থাৎ *উদেগি* উপজাতির ভাষা শিখিয়েছিলেন। ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে যেতেন বাবা, তাই ছেলে অল্পবয়স থেকে জঙ্গল, পাহাড়, সমুদ্র আর পশুদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে একাত্ম হয়ে উঠেছিলো।

পশ্চিম ও দক্ষিণের এশিয়বাসীদের যেমন বেঁটেখাটো চ্যাপটা-চ্যাপটা চেহারা হয় *উদেগি*'দের চেহারা অমন নয়, এরা বেশ লম্বা, নাক বাজপাখির মতো। বহু শতাব্দী আগে এদেরই একটা দল বেরিং প্রণালী পার হয়ে চ'লে গিয়েছিলো আলাস্কা অঞ্চলে। তাই সোলোমিন মূলত সাইবেরিয়াবাসী।

সোলোমিন যুবক অবস্থায় কারখানায় যাবে না, মিলিটারিতে যাবে, তাই চিন্তা করতে করতে ট্রেনে চ'ড়ে চ'লে আসে খাবারোভস্কে এবং মিলিটারিতে ভর্তি হয়ে যায়। তিন বছরের ট্রেনিং-এর মধ্যে নিজের দক্ষতার এমন প্রমাণ দেয় যে তাকে আলাদা ক'রে বেছে নিয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে অফিসের কাজকর্ম শিখিয়ে লেফটেন্যান্ট ক'রে দেয়া হয়।

এভাবে উঠতে উঠতে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে সোলোমিন মেজর পদে উন্নীত হয়। এই সময় বিয়ে করে, দুটো সন্তানও হলো। এই উন্নতির ব্যাপারে সে কারোর পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রভাবকে কাজে লাগায়নি, নিজের ওপর তার আত্মবিশ্বাস ছিলো অপরিসীম। আবার প্রয়োজন পড়লে গায়ের জোর খাটানোর খ্যাতি-অখ্যাতি দুটোই ছিলো তার।

১৯৮৩ সালে তার প্রথম পোস্টিং হলো বিদেশে। এইসব চাকরিতে সুখ অনেক এটা সে আগেই জেনেছিলো। ভালো বাড়ি, ভালো খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাফেরার স্বাধীনতা, সাঁতার কাটা, গানবাজনা শোনা, আর কাঁচা ডলার পকেটে পাওয়া – এগুলো বিদেশে চাকরির বাড়তি লাভ।

বিদেশে চাকরি করতে আসার পর এই ধরনের স্বাদ পেয়ে তার দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে মনোভাব কেমন যেনো কঠোর আর বিভ্রান্তিতে ভ'রে উঠেছিলো। জেসন এটা বুঝতে পেরেও হঠাৎ ক'রে সেটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেনি।

১৯৮২ সালে ইয়েমেন বদলি হবার আগে আন্দ্রোপভের রাষ্ট্রপতি থাকা কালে সোলোমিনকে মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন বিভাগে কাজ করতে হয়েছিলো।

সেখানে সে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নজরে পড়লে তাকে বেশ গোপনীয় আর দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়। প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ টাকা থেকে বেশ কিছু সরিয়ে নিয়ে ঐ মন্ত্রী নদীর পাড়ে পেরিদেলকিনো'তে একটা *দাচা* বা বাগান বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন নিজের জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পার্টি এবং সোভিয়েত আইন ভেঙ্গে ঐ উপমন্ত্রী প্রায় একশো সৈন্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন দাচা'টা তৈরি করার জন্যে। কাজটা দেখা শোনা করার দায়িত্বে ছিলো সোলোমিন। দারুণ বাড়ি, খুব আধুনিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাজানো হয়েছিলো। এমন কি স্কচ হুইস্কির বোতল সমেত একটা 'বার'ও তৈরি করা হয়। এসব দেখে মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলো সোলোমিন। সোভিয়েত একনায়কত্বের এইসব দুর্নীতি যেসব দেশপ্রেমিকদের পছন্দ হয়নি সোলোমিন তাদের অন্যতম।

এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হলো তার ইয়েমেনে বদলীর অভিজ্ঞতা।

"দেশের মানুষ ছোট ছোট ঘরে গাদা-গাদি ক'রে থাকে আর ওপরতলার লোকগুলো প্রাসাদে থাকে, দুহাতে খরচ করে। আমার স্ত্রী চুল শুকাবার যন্ত্র বা ভালো জুতার স্বপ্ন দেখে শুধু, অথচ বিদেশের কাছে নিজেদের সুখ সমৃদ্ধি দেখানোর জন্যে কোটি কোটি রুবল খরচ করা হচ্ছে, কাদের দেখানোর জন্যে? এরা কারা?"

"সময় বদলে যাচ্ছে," জেসন ঝোপ বুঝে কোপ মারার চেষ্টা করতে লাগলো। সোলোমিনও তার সঙ্গে একমত হলো।

গরবাচেভ ক্ষমতায় এলেন মার্চ মাসে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় তিনি যে পরিবর্তন ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক, আনতে চাইছিলেন, সেটা শুরু হতে হতে সময় লেগে গেলো ১৯৮৭ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত। গত দু'বছর ধ'রে সোলোমিন কিন্তু এসব দেখতে পায়নি।

"না, বদলাচ্ছে না। ঐ নোংরা লোকগুলো যারা ওপরতলায় ব'সে আছে ... আমি তোমাকে বলছি এস্তেবান, মস্কো থেকে চ'লে আসার সময় পর্যন্ত আমিও দেখে এসেছি, কী পরিমাণ অপচয় আর উচ্ছৃঙ্খলতা চলছিলো ওখানে, বললেও বিশ্বাস করবে না তুমি।"

"কিন্তু নতুন যিনি এসেছেন, এই গরবাচভ হয়তো সব বদলে দেবেন," জেসন বললো, "আমি অতোটা নিরাশবাদী নই। একদিন না একদিন রাশিয়ার মানুষ এই একনায়কত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবেই। ঠিক মতো নির্বাচনও হবে। সেদিন আর বেশি দূরে নেই ..."

"অনেক দেরি হবে। তাড়াতাড়ি কিছুই হবে না," সোলোমিন জেসনের কথা মানতে রাজি নয়।

জেসন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে 'পথভ্রষ্ট' করার কাজটা বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার। পশ্চিমের গণতন্ত্রে এক দেশভক্ত রুশ অফিসারকে 'পথভ্রষ্ট' করার চেষ্টা করা হলে, আর সে যদি তার রাষ্ট্রদূতকে সে-কথা জানিয়ে দেয়, তাতে নানা ধরনের কূটনৈতিক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। শুধু অত্যাচার নয়, মৃত্যুও স্বাভাবিক। কোনোরকম ভূমিকা না করেই অনর্গল রুশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো জেসন মঙ্ক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বন্ধু, তুমি চাইলে ঐ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাতে পারো। আমরা দু'জনে মিলে সাহায্যও করতে পারি। মানে, পরিবর্তনটা যেভাবে চাইছো সেইভাবে হতে পারে।"

প্রায় আধ মিনিট হা ক'রে সোলোমিন তাকিয়ে রইলো জেসনের দিকে, জেসনও তাই করলো।

শেষে সোলোমিন তার মাতৃভাষায় বললো, "তুমি লোকটা আসলে কে?"

"আমার তো মনে হয় এতক্ষণে তুমি জেনে গেছো পিটার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার স্বরূপটা জানতে পারলে ওরা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে এটা জেনে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করবে কিনা। প্রতারণা করলে মৃত্যু ছাড়া কোন গতি থাকবে না।"

সোলোমিন আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর বললো, "আমার পরম শত্রুর সঙ্গেও আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না। কিন্তু তোমার মনের জোর দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তুমি যা বলছো সেটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু না। নিজের পাছা নিজে মারো গিয়ে।"

"হয়তো তাই। তবে আমি এগোবো। নিজের জন্যেই এগোবো। তুমি ব'সে আঙ্গুল চোষো আর ব'সে ব'সে দেখ আর মনের মধ্যে ঘৃণা জমতে দাও। এটাও কি পাগলামি নয়?"

সোলোমিন উঠে পড়লো বিয়ার রেখেই। বললো, "আমি ভেবে দেখবো।"

"কাল রাতে। তুমি এখানেই এসো, একা। যদি প্রহরী নিয়ে আসো তাহলে আমি মারা যাবো। যদি তুমি না আসো, তবে আমি পরের প্লেন ধ'রে চ'লে যাবো।"

সোলোমিন বড় বড় পা ফেলে চ'লে গেলো।

সাধারণ নিয়ম অনুসারে এরপর জেসনের উচিত ইয়েমেন ছেড়ে পালানো। কারণ, এই ধরনের প্রস্তাবের পর লোকটি যদি গররাজী থাকে তবে জেসন ধরা পড়বেই, আর তার পরিণতি হবে ভয়ংকর।

কিন্তু ঝুঁকিটা নিলো জেসন। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সোলোমিন এলো। একাই এলো। কিন্তু সময় লাগলো আরও দুদিন। একটা পুরুষদের প্রসাধনের ছোট্ট বাক্সের মধ্যে যোগাযোগ করার যন্ত্র, সাংকেতিক ভাষা ইত্যাদি ছিলো। এখানে ইয়েমেনে সোলোমিন আর কী খবর দেবে। তবে এক বছর পরে, মস্কো ফিরে গেলে তাকে খুব কাজে লাগবে।

বিদায় নেবার সময় দু'জনে বেশ কয়েক সেকেন্ড হাত ধ'রে রইলো একে অন্যের। শুভেচ্ছা জানালো দু'জন দু'জনকে।

জেসন ওখানে আরো কিছুক্ষণ ব'সে রইলো। এবার যে নতুন এজেন্ট তৈরি হলো, তার একটা সাংকেতিক নাম দেয়া দরকার। অনেক ভেবে নামটা ঠিক করা হলো – জিটি অরিওন।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২রা আগস্ট বরিস কুজনেৎসভ একটা ব্যক্তিগত চিঠি পেলেন বৃটিশ সাংবাদিক জেফারসনের কাছ থেকে। চিঠিটা ডেইলি টেলিগ্রাফের নিজস্ব প্যাডে লেখা।

ইগর কোমারভ সম্বন্ধে নিজস্ব ব্যক্তিগত ভালো ধারণার কথা চিঠিতে আছে। দেশের বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, অপরাধ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোমারভের সব বক্তৃতা সে শুনেছে এবং দারুণ শ্রদ্ধা জেগেছে কোমারভ সম্বন্ধে।

চিঠিতে আরো লিখেছে যে, রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর পর পৃথিবীর বৃহত্তম দেশটির ওপর সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত। আগস্টের প্রথম দিকে জেফারসন মস্কো আসবে এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছে আছে তার। কুজনেৎসভ যদি কোমারভের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার করিয়ে দেয় তাহলে জেফারসন কৃতজ্ঞ থাকবে। ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রথম পাতায় ছাপা হবে ওটা। আর সারা বিশ্ব, বিশেষ ক'রে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা খবরটা জানবে।

কুজনেৎসভের বাবা বেশ কয়েক বছর জাতিসংঘে কাজ করেছিলেন, সেই সুবাদে ছেলেকে আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েটও করিয়ে এনেছেন। ফলে কুজনেৎসভ ইউরোপ আর বিশেষ ক'রে লন্ডনকে বেশ ভালো ভাবে চেনে।

মার্কিন সংবাদপত্রগুলোর চরিত্র কুজনেৎসভ ভালো করেই চেনে। বছর খানেক আগে কোমারভ এমন একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ফল ভালো হয়নি। উনি মার্কিন কাগজকে আর তেমন কোন সুযোগ দেবেন না বলেই দিয়েছেন।

কিন্তু লন্ডনের ব্যাপার আলাদা। তাদের কয়েকটা কাগজ বেশ রক্ষণশীল, তারা দক্ষিণপন্থী কোমামরভকে ভালোভাবে নিতেও পারে।

পরের সপ্তাহের মিটিংয়ে কুজনেৎসভ ইগর কোমারভকে বললো, "মার্ক জেফারসনকে একটু বিশেষ সুবিধা দেয়ার সুপারিশ করছি স্যার।"

"লোকটা কে?" কোমারভ সব সাংবাদিক, এমন কি রুশ সাংবাদিকদেরও অপছন্দ করেন, যতো আজে বাজে প্রশ্ন আছে তারা করে।

"আমি জেফারসন সম্বন্ধে একটা ফাইল তৈরি করেছি মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি দেখবেন, সে নিজের দেশে খুন করার জন্যে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করেছে। ভেঙ্গে পড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ যেনো ইংল্যান্ড ছাড়ে তার সুপারিশও করেছে। আর শেষ যে প্রবন্ধ লিখেছে, তাতে আপনার সম্বন্ধে বলেছে যে, আপনিই একমাত্র রুশ নেতা যাকে লন্ডন সমর্থন করবে এবং ব্যবসাও করতে চাইবে তার সঙ্গে।"

কোমারভ রাজি হলেন। খবর চ'লে গেলো লন্ডনে, আগামী ৯ই আগস্ট সাক্ষাৎকার নিতে পারবে জেফারসন।

ইয়েমেন, জানুয়ারি ১৯৮৬

সালোমিন বা জেসন কেউই ভাবতে পারেনি যে, সোলোমিনের এডেনে থাকাটা এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। ১৩ই জানুয়ারি ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফলে নয় মাস আগেই সোলোমিন জাহাজে চাপলো মস্কো ফেরার জন্যে। গৃহযুদ্ধের ফলে বিমান বন্দরটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

এডেনের বৃটিশ দূতাবাস খবর দিলো লন্ডনে। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের মিটিংয়ের পর রাণী এলিজাবেথ হুকুম দিলেন বৃটিশরা যেনো ওখানে যারা বিপদে পড়েছে তাদের উদ্ধার করার ব্যাপারে সব রকম সাহায্য করে।

সেই পরিকল্পনা অনুসারে আরও অনেকের সঙ্গে সোলোমিনও উঠে পড়লো বৃটিশ জাহাজে। ইংল্যান্ডের জাহাজ বৃটানিয়াতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট ১০৬৮ জন ঐ জাহাজে উঠেছিলো। আফ্রিকার জিবুতি বন্দরে পৌঁছাবার পর অনেকে নানা পথে নিজের নিজের দেশে চ'লে গেলো। সোলোমিন এবং আরও কয়েকজন রুশ দামাস্কাস থেকে যাত্রা করলো মস্কোর উদ্দেশ্যে।

সিআইএ শুধু এইটুকু জানলো যে তিন মাস আগে দলে টানা একজন মস্কো ফিরে গেছে। এবার দেখতে হবে সে খবর পাঠায়, কি পাঠায় না।

পুরো শীতকাল ধ'রে সোভিয়েত ডিভিশনের গোয়েন্দা শাখা কার্যত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিলো। রাশিয়ার সেরা গোয়েন্দারা, যারা সিআইএ'র হয়ে কাজ করছিলো, তাদের নানারকম সম্ভাব্য কারণ দেখিয়ে একে একে মস্কোতে ডেকে পাঠান হচ্ছিলো। মস্কো পৌঁছানো মাত্র তাদের পাঠান হয়েছিলো কর্নেল গ্রিশিনের দপ্তরে। সেখান থেকে তারা চ'লে যাচ্ছিলো লোফোর্তোভো জেলখানায়। সিআইএ এইসব গ্রেপ্তারের কথা জানতে পারেনি, শুধু এইটুকু বুঝতে পারছিলো যে, তাদের লোকজন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আর যারা সোভিয়েত রাশিয়াতেই ছিলো, তাদের থাকা না থাকা দু-ই সমান।

মস্কোতে এখন ভীষণ কড়াকড়ি, কেউ কারোর সঙ্গে খাবার কথাও চিন্তা করছে না। প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির টেলিফোনে আঁড়িপাতা হচ্ছে। গোপনে দেখা করার ব্যাপারটা দারুণ কঠিন অথচ দেখা যে হচ্ছে না, তা নয়। অ্যালড্রখও সেইমতো চালিয়ে যাচ্ছিলো, হয়তো বড় ড্রেন পাইপের মধ্যে, বা নালার ছোট্ট কালভার্টের তলায়, কখনো বা গাছের গুঁড়ির ফাঁকে, কিংবা ছোট ছোট পার্কের মধ্যে চিরকুটও পাঠানো হচ্ছিলো।

এজেন্ট ঐরকম কোন জায়গায় চিঠি, প্যাকেট, বা মাইক্রোফিল্ম রেখে চক দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে একটা চিহ্ন এঁকে যথাস্থানে খবর দিয়ে দিচ্ছিলো। তারাও গোপনে লোক পাঠিয়ে হস্তগত করছিলো সেগুলো। এইভাবে গুপ্তচরেরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখছিলো।

আর যখন মস্কোর বাইরে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন হোতো তখন সবচেয়ে ভালো পন্থা ছিলো খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেয়া – বরিস একটা সুন্দর ল্যাব্রাডোর কুকুরের বাচ্চা বিক্রি করতে চায়, যোগাযোগ করুন, ফোন নং... আপাতদৃষ্টিতে এটা সাধারণ মনে হলেও, সাংকেতিক ভাষা যাদের জানা আছে তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখনই খবরটা পেয়ে যাবে। যেমন ল্যাব্রাডোর মানে আমি ভালো আছি আর স্প্যানিয়েল মানে খারাপ আছি।

এই ধরনের খবর যখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখনই ধরতে হবে এজেন্ট বিপদে পড়েছে। আর সব রকম যোগাযোগ পদ্ধতি একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখনই ধরতে হবে এজেন্ট বিপদে পড়েছে। আর সব রকম যোগাযোগ পদ্ধতি একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে চরম বিপদ হয়েছে।

১৯৮৫ সালের শরৎকাল থেকে ১৯৮৬ সালের শীতকাল পর্যন্ত তাই ঘটেছিলো, সব রকম সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ। তাই গরদিয়েভস্কি যখন খবর পাঠালো যে সে বিপদগ্রস্ত তখন বৃটিশরা তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। মেজর বোখান বিপদের আঁচ পেয়ে এথেন্স থেকে সোজা পালিয়ে গেলো আমেরিকাতে। বাকি বারো জনের খবর পাওয়া গেলো না।

এরকম একজন সন্দেহভাজন ছিলো, তার নাম এডওয়ার্ড লি হাওয়ার্ড, তাকে নিরাপদে মস্কো ফিরিয়ে নেয়া হলো অন্যদের দেখাদেখি। হাওয়ার্ড কাজ করতো সিআইএ'র হয়ে, তারপর যখন তাকে মস্কোতে পাঠাবার কথা হচ্ছিলো তখন জানা গেলো তার আর্থিক অবস্থা খারাপ আর সে ড্রাগের নেশা করছে।

সিইএ তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলো না, তাকে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দিলো। আর খবরটা জানাজানিও হতে দিলো না। মাঝে মাঝে সে একা এখানে সেখানে ব'সে ভাবতো রাশিয়ায় ফিরে যাবার কথা। শেষ পর্যন্ত সিআইএ ব্যাপারটা জানালো এফবিআই গোয়েন্দাদের তারা নজরদারী শুরু করতেই হাওয়ার্ড হারিয়ে গেলো, পরে অবশ্য তাকে দেখা যায় মস্কো দূতাবাসে।

তারপর কেজিবি নতুন পথ নিলো, তারা সিআইএ'কে ভুল খবর দিয়ে উল্টো পথে চালাতে লাগলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

একটা শবদেহ পরীক্ষা করার পর অধ্যাপক কুজমিন জানতে চাইলেন, এর পরে কাকে আনা হচ্ছে।

"১৫৯ নম্বরকে," তাঁর সহকারী জানালো।

"বিস্তারিত বর্ণনা দাও।"

"শ্বেতাঙ্গ ককেশীয় পুরুষ, মাঝ বয়সী, মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত, পরিচয় জানা যায়নি," সহকারী জবাব দিলো।

কুজমিন অসন্তুষ্ট হলেন। এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আরেকটা ভবঘুরে হবে। একেবারেই পণ্ডশ্রম। শেষে, লোকটার কঙ্কালটা যাবে ডাক্তারি পড়া ছাত্রদের ক্লাসে।

অন্য সব বড় শহরের মতো মস্কোতেও লাশগুলো খালাস করার পদ্ধতি একই রকম। অসুখ বিসুখে মারা গেলে ডাক্তারের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট। যেগুলো আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনাতে মৃত্যু হয়েছে সেগুলো সামান্য তদন্ত ক'রে ছেড়ে দেয়া হয়।

কিন্তু নরহত্যার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে অধ্যাপক কুজমিনকে একটু বেশি খাটতে হয়। কারণ মামলা আদালতে উঠতে পারে। আবার পানশালায় মারামারিতেও খুন হয়, এছাড়া রাহাজানির ব্যাপার তো রয়েছেই।

তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ মানুষটার প্রকৃত পরিচয়টা জেনে রাখে। সেই রকমই একটা কেসে এলো মৃতদেহ নম্বর ১৫৮। জন ডো নাম ছিলো তার।

সহকারী নিয়ে তৈরি হলেন কুজমিন। মৃতদেহটা টেবিলে শোয়ানো। সারা শরীর থ্যাঁতলানো। মুখটা ঠিক আছে, তবে চোখগুলো পাখি ঠুক্‌রে খেয়েছে। ৫৬ বা ৫৭ বছর, রেকর্ডারে অধ্যাপকের কথাগুলো ধ'রে রাখা হচ্ছে। এটা পরে চ'লে যাবে পেত্রোকভাতে যে নরহত্যা বিভাগ আছে সেখানে। উনি তারিখটা ব'লে শুরু করলেন – ২রা আগস্ট ১৯৯৯।

ওয়াশিংটন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

জেসন মঙ্ক এবং তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ খুব খুশি যখন প্রথম খবর এলো পিটার সোলোমিনের কাছ থেকে। চিঠি লিখেছে সে, আর সেটা মস্কোর মার্কিন দূতাবাসে বা ঐ ধরনের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ না ক'রে জেসনের দেয়া পূর্ব বার্লিনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ঠিকানায় এসেছে চিঠিটা। এইভাবে ঠিকানা দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কিন্তু সোলোমিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যদি করতো তাহলে জেসনকে জবাবদিহি করতে হোতো।

সোভিয়েত দেশে সামান্যতম সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চিঠিপত্র এবং টেলিফোন, সব কিছু সেন্সর করা হোতো। পূর্ব বার্লিনের যে লোকটিকে সোলোমিন চিঠি পাঠিয়েছিলো সে মেট্রো রেলের এক ড্রাইভার। সে কাজ করতো সিআইএ'র ডাকপিওন হিসেবে। নাম ফ্রাঞ্জ ওয়েবর।

ওয়েবর সত্যিসত্যিই ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ছিলো, আর তাকে সুযোগ-সুবিধা মতো মৃত দেখানো আছে। তাই রুশ ভাষায় লেখা চিঠি ওই ফ্ল্যাটে গেলে সন্দেহের কিছু নেই। আর যদি ধরাও পড়ে তবে সে বলবে, জানি না, পড়তেও পারিনি, ফেলে দিয়েছে চিঠিটা।

চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা থাকতো না, থাকতো কোন পদবীও। সুন্দর চিঠি, কেমন আছো, রাশিয়ার ব্যাপারে পড়াশোনা কতোটা এগিয়েছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে দেখা হবে। শুভেচ্ছা পত্রবন্ধু : ইভান।

পূর্ব জার্মানির গুপ্তচররা এটা পড়লে ধরে নিতো, হয়তো কোনো উৎসবে এদের দেখা হয়েছিলো, তারপর পত্রবন্ধু হয়ে গেছে। আর বড় জোর চিঠির লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য কালি দিয়ে যা লেখা আছে সেটাও যদি জানতে পারে, তবে ধ'রে নেবে ওয়েবর লোকটা গুপ্তচর ছিলো। কিন্তু সে তো এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

রাশিয়া থেকে চিঠিটা পাবার পর ঐ ডাকপিওন, যার আসল নাম হাইনরিখ, সে বেশ কায়দা ক'রে বার্লিন প্রাচীর পার ক'রে চিঠিটা পাঠিয়ে দিতো পশ্চিম বার্লিনে।

১৯৬১ সালে প্রাচীর তৈরি হবার পর ওপরের সব যোগাযোগ তো বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিলো এমন কি মাটির তলায় মেট্রো রেলের লাইনগুলোও বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছিলো; শুধু একটা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলেও দেয়াল টপকানোর প্রশ্নটা ছিলো অবান্তর ছিলো।

ড্রাইভার হাইনরিখ জানালা খুলে রাখতো, আর বোমার আঘাতে গর্ত হয়ে যাওয়া জায়গাটাতে এলে গুলতি দিয়ে একটা গলফ্ বল ছুঁড়ে দিতো চলন্ত ট্রেন থেকে। ঠিক ঐ সময় এক বৃদ্ধ কুকুরকে নিয়ে হাঁটতো ওখান দিয়ে। সে গলফ্ বলটা তুলে নিয়ে জমা দিয়ে আসতো সিআইএ'র স্থানীয় অফিসে।

সোলোমিন ভালো ভালো খবর পাঠিয়েছে। সবচেয়ে সুখবর এই যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই উপমন্ত্রী একদিন তাকে দেখতে পেয়ে নিজের দপ্তরে নিয়ে গিয়েছেন। কারণ সেই দাচা বাড়িটা তৈরি ক'রে দেবার জন্যে সোলোমিনকে তাঁর তখনই খুব ভালো লেগেছিলো। এখন উনি প্রথম উপমন্ত্রী। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সোলোমিনকে উনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে বসিয়ে দিলেন। এরকম একটা কাজের লোক কাছে থাকা ভালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু বেশি দুঃসাহসী হয়ে সোলোমিন সিআইএ'কে তার ফ্ল্যাটের ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিলো।

এর দশ দিন পরে, সোলোমিন একটা সরকারী চিঠি পেলো। ট্রাফিক আইন ভাঙার চূড়ান্ত নোটিশ। মস্কোতেই পোস্ট করা হয়েছে। কেউ ওটা মাঝপথে খোলেনি। খাম আর নোটিশটা এতো সুন্দরভাবে জাল করা হয়েছিলো যে, প্রথমে সোলোমিন দারুণ ক্ষেপে ট্রাফিক অফিসে ফোন করতে যাচ্ছিলো। তারপর চিঠি থেকে বালির গুঁড়ো পড়তে দেখে সামলে নিলো নিজেকে।

স্ত্রী ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে আনতে চ'লে যাবার পর যে অ্যাসিডটা এডেন থেকে এনেছিলো সেটা লাগাতেই আসল খবরটা ভেসে উঠলো : আগামী রবিবার। সকাল ৮টা বা ৯টার দিকে, লেনিন স্কি প্রস্পেক্টের, একটা রেস্টুরেন্টে।

ঐ রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় পেয়ালা কফিতে যখন চুমুক দিচ্ছিলো সোলেমিন, তখন বিশাল ঝলমলে ওভারকোট পরা এক অপরিচিত লোক তার টেবিল ঘেঁষে যাবার সময় রুশ সিগারেটের একটা প্যাকেট ফেলে গেলো টেবিলের ওপর। সোলোমিন সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের আড়ালে ওটা নিয়ে নিলো।

প্যাকেটে বিশটা ফিল্টার সিগারেট। সেগুলো আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। তার তলাটা ফাঁকা, সেখানে ছোট্ট একটা ক্যামেরা, দশ রোল ফিল্ম, পাতলা কাগজে ডেড-লেটার বক্সের ঠিকানা ও পথ নির্দেশ, ছয় রঙের চক, কোনটা দিয়ে কি চিহ্ন দিতে হবে তাও বলা আছে। সব শেষে জেসন মঙ্কের চিঠি:

তাহলে আমার প্রিয় শিকারী বন্ধু, আমরা পৃথিবীটাকে বদলে নিতে চলেছি....

একমাস পরে, সোলোমিন প্রথম প্যাকেট পাঠালো, এবং আরও ফিল্ম চাইলো। পাঠানো ছবিতে সোভিয়েতের অস্ত্রনির্মাণ কারখানার ছবি আর তথ্য। দারুণ মূল্যবান খবর।

১৫৮ নম্বর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম করলেন অধ্যাপক কুজমিন। তাঁর সহকারী সব নোট নতুন ক'রে টাইপ করলো।

ফাইলটা যাবে নরহত্যা বা হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে। গোয়েন্দাগুলোর ব্যাপারে একটু কৃপা পরবশ হতে চেষ্টা করেছিলেন প্রফেসর। কারণ, চাইলে তিনি 'দুর্ঘটনা' বা 'স্বাভাবিক মৃত্যু' লিখে দিতে পারেন। তাহলে আত্মীয়রা সহজে নিয়ে যেতে পারবে শবদেহটা। আর পরিচয় না পাওয়া গেলে কয়েকদিন রেখে মস্কোর মেয়রের বদান্যতায় দরিদ্রদের গোরস্থানে পুঁতে দেয়া হবে বা ছাত্রদের পড়ার জন্যে অ্যানাটমি ক্লাসে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

কিন্তু ১৫৮ নম্বরের কেসটা নরহত্যার। ট্রাকের ধাক্কায় হলে অতগুলো আঘাতের চিহ্ন থাকতো না দেহে। আবার গরু-মহিষের পায়ে পিষ্ট হলে মাথা আর পায়েও আঘাতের চিহ্ন থাকতো, অথচ এখানে আছে বুকে আর তলপেটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত নিজের মতামত দিয়ে সই ক'রে প্রফেসর তারিখ লিখলেন ৩রা আগস্ট।

"হোমিসাইডে পাঠাবো?" তাঁর সহকারী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, জন ডো, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিও ওটা," তিনি সহকারীকে বললেন। মেয়েটি টাইপ ক'রে নিলো। এক তলায় একজন থাকে, যার কাজ চিঠি পৌঁছে দেয়া। যাবার সময় মেয়েটি এই চিঠিটা তাকে দিয়ে দেবে।

চিঠিটা চললো তার নিজের গন্তব্যে।

আর ওদিকে অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে প'ড়ে রইলো ১৫৮ নম্বর – চোখের কোটরটা হা ক'রে আছে।

ল্যাঙ্গলে, মার্চ ১৯৮৬

ক্যারি জর্ডন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রিয় দৃশ্যটাকে উপভোগ করছিলো। মার্চের শেষের দিকে গাছপালায় সবুজের আভা জাগতে শুরু করেছে সিআইএ'র ভবন আর পোটোম্যাক নদীর মাঝখানের জঙ্গলে। ওয়াশিংটন শহরটাকে সে ভালোবাসে। এর সব কিছুই, বিশেষ ক'রে বসন্তকালের অতি পরিচিত দিনগুলোকে।

ঐ ভালোবাসাটা ছিলো, কিন্তু ১৯৮৬ সালের বসন্তকালটা সিআইএ'রগোয়েন্দা বাহিনী বারবার জানাচ্ছে আমেরিকাকে যে, ওকে যদি মস্কোতে ফিরে যেতে হয় তবে নির্ঘাৎ দাঁড়াতে হবে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। ছেলের অসুস্থতার কথা লিখে তাকে মস্কো ডেকে পাঠিয়েছে যেটা একেবারেই মিথ্যা। আমেরিকা অতোটা মাথা ঘামালো না, ফলে বোখান ফিরে গেলো মস্কো এবং তাকে 'নিভিয়ে' দেয়া হলো।

বোখানের মতো আরও তিনজনের ভাগ্যে ঐ ঘটনা ঘটার পর আমেরিকা সতর্ক হলো, এজেন্টরে কথা আর অবিশ্বাস করলো না। আরও পাঁচজনকে চাকরির মেয়াদের মাঝপথে মস্কো ফিরিয়ে নেয়া হয়। তারাও নিখোঁজ হয়ে যায়।

এই নিয়ে ছয় জন হলো। বৃটেনের গরদিয়েভস্কিকে নিয়ে সাত জন। আরও পাঁচ জন যারা মস্কোতেই ছিলো তাদেরও আর পাত্তা পাওয়া গেলো না। আরও দু'জন কিন্তু কাজ ক'রে যাচ্ছে।

বোখানের পেছনে বসেছিলো হ্যারি গ্রান্ট, এসআইডি ডিভিশনের প্রধান। দু'জনেরই বয়স প্রায় সমান। দু'জনেই অক্লান্তভাবে কেজিবি'র চক্র ভাঙ্গার কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে আসছে।

বিপদটার শুরুও কিন্তু সেখান থেকে। এসআই ডিভিশনের কাজ করতে হলে সহকর্মীদের প্রত্যেককে বিশ্বাস করতে হবে। অথচ প্রত্যেকের ওপরে একটা সন্দেহের বোঝাও চাপানো থাকে সর্বক্ষণ! হাওয়ার্ডের জন্যে হয়তো পাঁচ, ছয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

...লাকি সাতজনকে ধরা গেছে। কিন্তু চৌদ্দজন? অথচ বিশ্বাসঘাতক থাকার কথা ... নিজেদের দলে, বিশেষ ক'রে এসআইই অর্থাৎ সোভিয়েত ইস্টার্ন ডিভিশনে।

দরজায় কে যেনো ধাক্কা দিলো। দেখা যাক সাফল্যের কোনো খবর আসছে ...।

"বসো জেসন," জর্ডন বললো। "হ্যারি আর আমি একটা কথাই বলতে চাই 'দারুণ কাজ করেছো'। তোমার ঐ গ্রেট হান্টার ওরিয়ন সত্যিকারের কাজের লোক। ওর বিশ্লেষণগুলো খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই আমাদের ইচ্ছে যে এজেন্ট ওকে দলে এনেছে তার এক ধাপ প্রমোশন হয়ে জি-১৫ হওয়া উচিত।"

জেসন ধন্যবাদ জানালো।

"মাদ্রিদে তোমার এজেন্ট লিসান্ডার কেমন আছে?"

"ভালোই আছে, স্যার। নিয়মিত খবর পাঠাচ্ছে। তবে ওখানকার কাজ বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে শিগ্‌গীরই মস্কোতে ফিরবে।"

"তাকে তো মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার আগে ডেকে পাঠানো হয়নি?

"না, স্যার। ডেকে পাঠাবে কি?"

"কোন কারণ দেখছি না, জেসন।"

"আমি খোলাখুলিভাবে একটা কথা বলতে পারি, স্যার?"

"বলো।"

"ডিভিশনে বলাবলি হচ্ছিলো যে গত ছয় মাস ধ'রে আমাদের সময় বেশ খারাপ যাচ্ছে।"

"তাই নাকি?" হ্যারি গ্রান্ট বললো, "লোকে তো বাজে বকবক করেই।"

তখনও পর্যন্ত চরম বিপর্যয়ের কথাটা শুধু দপ্তরের প্রথম দশ জন ওপরতলার অফিসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু ছয় হাজার কর্মচারী যেখানে থাকে সেখানে কথা রটবেই।

জেসন ধুম ক'রে একটা কথা ব'লে বসলো, "আলোচনা হচ্ছে যে, আমরা আমাদের এজেন্টদের একে একে হারাচ্ছি। এমন কি দশজনের কথাও শুনেছি।"

'জানার দরকার আছে কিনা' এ সংক্রান্ত আমাদের বিধিনিয়মটা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে জেসন?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"ঠিক আছে। সমস্যা কিছু তো থাকতেই পারে। এজেন্সিতে এসব হয়। কখনো ভালো সময়, কখনো খারাপ। তোমার বক্তব্যটা কী?"

"এমন কি সংখ্যাটা যদি দশও হয়, তাহলে সব খবরা-খবর পাওয়ার জায়গা একটাই – ঐ ৩০১টা ফাইল।

"অফিস কি ক'রে চলে তা আমাদের সবারই জানা আছে," হ্যারি গর্জে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাহলে কি ক'রে এখনো লিসান্ডার আর ওরিয়ন কাজ ক'রে চলেছে ধরা না প'ড়ে?"

"দেখো জেসন," জর্ডন বললো, "আমি একবার তোমার ভাগ্যের কথা বলেছিলাম। তুমি আইন ভেঙ্গে কাজ করেছো, অথচ ভাগ্য ভালো থাকায় তোমার কাজটা ঠিকমতো হয়েছিলো। হ্যাঁ, কিন্তু ক্ষতি আমাদের হয়েছে, তবে তুমি ভুলে যেও না যে, তোমার ফাঁসানো ঐ এজেন্ট দুজনের নামও ৩০১টি ফাইলে আছে।"

"না, ওদের নাম ছিলো না ওতে।"

হ্যারি গ্রান্ট ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠলো, এ ধরনের উত্তর আশা করেনি সে।

"আমি মূল রেজিস্টারে ওদের কথা বিস্তারিতভাবে টুকে রাখার সময় এখনও ক'রে উঠতে পারিনি, তাই ঠিক জানা নেই। দুঃখিত।"

"আচ্ছা মূল রিপোর্টটা কোথায়? সব কিছু ব্যাখ্যা করা তোমার রিপোর্টগুলোই বা কোথায়?" হ্যারি জানতে চাইলো।

"আমার আয়রন সেফে আছে ওগুলো। ওখানেই আছে।"

"আর আমাদের অপারেশনের ধরণটা?"

"ওটা মাথার মধ্যে রেখেছি?"

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর জর্ডন বললো, "ধন্যবাদ জেসন, আমরা যোগাযোগ রাখবো।"

এর পনোরো দিন পরে, অপারেশনডাইরেক্টরেটের সামনে এলো একটা গুরুত্বপূর্ণ রণ-কৌশলগত অভিযানের ব্যাপার। মাত্র দুজন বিশ্লেষক নিয়ে ক্যারি জর্ডন গত বারো মাসে ৩০১ থেকে কমিয়ে ৪১-এ নিয়ে এসেছিলো। অ্যালড্রিখের নাম ওই ছোট তালিকার মধ্যে ছিলো।

জর্ডন, হ্যারি গ্রান্ট, গাস হ্যাথওয়ে এবং আরও দুজন দাবি তুললো যে এই ৪১ জন সম্বন্ধেও ভালোভাবে খোঁজ খবর নিতে হবে। বিশেষ ক'রে দুদিক দিয়ে – পলিগ্রাফ টেস্ট আর তার ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা যাচাই ক'রে।

পলিগ্রাফ টেস্ট হলো এক ধরনের জেরার মুখে ফেলা। এই পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছিলো আমেরিকা থেকে, সন্দেহভাজন মানুষটিকে একই ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন সময়ে বার বার ক'রে গুপ্তচরটি অত্যন্ত সজাগ থাকবে। তবে প্রশ্নকর্তা যদি একবার সন্দেহভাজন মানুষটির মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারে, তবে সত্যি কথা পেট থেকে টেনে বের করা সহজ হয়।

তারপর দেখতে হবে আর্থিক অবস্থা ভালো না খারাপ। এটা অনেক প্রশ্নের জবাব জোগাবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ, আবার দ্বিতীয় বিয়ে, সব মিলিয়ে সে ১৯৮৫ সাল থেকে যা জমিয়ে ছিলো তার আর কিছুই হাতে থাকেনি।

যে দলটা ডিডিও ক্যারি জর্ডনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছিলো তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো কেন মুলগ্রিউ। বিশ্বস্ত কর্মচারীদের ওপর কড়া নজরদারী করা, তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালিগ্রাফ টেস্টে ফেলে বারবার জেরা করার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য করা। আর সেটা নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘনও বটে।

হ্যারি আবার এর প্রতিবাদ করলো।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, ঐ ৪১ জনের ওপর প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে রাখতে হবে।

আর একটা ফাইল টেবিলে ধপাস ক'রে পড়তেই ইন্সপেক্টর পাভেল ভ্লস্কির দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এক বছর আগেও সে যে সুসংগঠিত অপরাধ বিভাগে ছিলো সেখানকার কাজ বেশ ভালোই লাগতো। ঐ কাজে অপরাধ জগতের চোর-ডাকাতদের গুদামঘরে হানা দেয়া, মালপত্র বাজেয়াপ্ত করতে হোতো। আর অফিসার যদি চালাক চতুর হয় তবে ঐ সব লুটের মাল থেকে কিছুটা তো তার নিজের সেবাও লাগাবেই।

কিন্তু তার স্ত্রী এটা পছন্দ করতো না, তার ইচ্ছা স্বামী গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করুক, ফলে বাধ্য হয়ে পাভেলকে প্রোমোশন আর বদলি নিয়ে এই নরহত্যা বিভাগে চ'লে আসতে হয়েছে।

কিন্তু তখনো কি সে জানতো যে তাকে কাজ করতে হবে জন ডো'র ডেস্কে। এটা তার ভালো লাগেনি।

৪ঠা আগস্ট যে ফাইলটা তার সামনে এলো সেটা ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যক্তিগত আক্রোশ, বা ঐ ধরনের কোনো কারণে খুন হবার কেস নয়।

যে মৃত দেহটা মিনস্ক'র প্রধান সড়কের কাছে একটা বনে পাওয়া গিয়েছিলো, সেটা অত্যন্ত সাধারণ এক গরীব লোকের। জামা কাপড়, কোট ইত্যাদির জীর্ণ দশা দেখলে দ্বিতীয়বার আর ভাবার দরকার নেই। পকেটে মানিব্যাগে পরিচয়-পত্র, হাতে ঘড়ি বা আংটি থাকারও উল্লেখ নেই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পাভেল পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পড়তে লাগলো। কয়েকটা ব্যাপারে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে সে অধ্যাপক কুজমিনকে ফোন করলো। প্রাথমিক আলাপের পর পাভেল সরাসরি আসল কথায় এলো।

"একটা কথা খোলাখুলি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি?" সে বললো।

"স্বচ্ছন্দে," অধ্যাপক হেসে বললেন, "আজকাল খোলাখুলি কথা কেউ সহজে বলে না। বলুন, কী বলবেন?"

পাভেলের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক যা জানালেন তা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, ঐ মৃত ব্যক্তিটিকে প্রচণ্ড মারধোর ক'রে খুন করা হয়েছে। গলা টিপে ধরার জন্যে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে লোকটা।

কিন্তু যারা মেরেছে, তারা কেন মারলো? টাকা পয়সার জন্যে যখন খুন হয়নি, তবে কি তার কাছ থেকে কোনো খবর বের করার জন্যে? শাস্তি? কাউকে শিক্ষা দেবার জন্যে? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সনাক্তকরণের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে সামনের তিনটা দাঁত স্টিল দিয়ে বাঁধানো ছিলো। আর ঐ বাঁধানোর ব্যাপারটা এতো আনাড়ীর মতো করা যে, নিঃসন্দেহে বলা যায় মিলিটারি ডাক্তারের হাতের কাজ এটা।

পাভেল চিন্তা করতে করতে উঠে পড়লো অফিস থেকে। তার এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ল্যাঙ্গলে, জুলাই ১৯৮৬

কর্নেল সোলোমিনের চিঠি বেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো। তিনটা চিঠি পাঠিয়েছে সে, এবার জেসন মঙ্কের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চায়। যেহেতু তার পক্ষে রাশিয়া ছেড়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখাটা এখানেই কোথাও করতে হবে।

এই ধরনের চিঠি পেলে প্রথম যে সন্দেহটা হয় সেটা এই যে, এজেন্ট ধরা পড়ে গেছে এবং চাপে প'ড়ে ওটা লিখেছে।

তবে জেসন জানতো যে সোলোমিন বোকা নয়, কাপুরুষও নয়। তাছাড়া চিঠিটার ভাষা এমনই যে ওটা চাপে প'ড়ে লেখা ব'লে মনে হয় না।

হ্যারি গ্রান্ট সম্পূর্ণ একমত ছিলো। জেসন মঙ্কের সঙ্গে যে মস্কোতে দেখা করাটা খুব বড় ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে, কারণ ওখানে কেজিবি'র লোক গিজগিজ করছে। আর জেসন যদি যায় মস্কোতে বেড়াতে যায়, তারা ওকে কড়া নজরে রাখবে। আর উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই এইদে-দ্য-কাম্প'র সঙ্গে দেখা করাটাই সম্ভব হবে না।

তবে সোলোমিন লিখেছে যে, সে সেপ্টেম্বরে শেষের দিকে তার ছুটি হবে, এবং তাকে একটা পুরস্কারও দিয়েছে কর্তৃপক্ষ, কৃষ্ণসাগরের পাশে *গুরজাফ* এ ছুটি কাটানোর জন্যে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে সে।

জেসনরা খবর নিতে শুরু করলো এ ব্যাপারে। দেখা গেলো ঐ নামের একটা গ্রাম ঠিকই ওখানে আছে, সেখানে প্রধানত থাকে মাছমারা জেলেরা, বিখ্যাত লেখক চেকভ এখানে থাকতেন এবং মারাও যান এই *গুরজাফ* এ।

এখানে যেতে হলে ইয়াল্টা থেকে বাসে পঞ্চাশ মিনিট আর ট্যাক্সিতে পঁচিশ মিনিট লাগে।

প্লেনে যেতে হলে প্রথমে মস্কো যেতে হবে। তারপর কিয়েভ, আবার ওডেসাতে প্লেন বদল ক'রে ইয়াল্টাতে যাওয়া যায়। এটা সোভিয়েতবাসীদের একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলেও বিদেশী বলেই নজরে পড়ে যাবে।

অনেক অনুসন্ধানের পর জেসন মঙ্ক একটা পথ খুঁজে পেলো। জলপথে যাওয়াটা হয়তো সুবিধার হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডলারের লোভে রুশ সরকার ভূমধ্যসাগরে যাত্রীবাহী জাহাজ চালাবার অনুমতি দিয়েছে ব্ল্যাক সি শিপিং কোম্পানিকে। যদিও ঐ সব জাহাজের কর্মচারীরা বেশির ভাগই রুশ এবং কেজিবি'র এজেন্ট, কিন্তু যাত্রীরা বিদেশী, বিশেষ ক'রে পশ্চিমের।

জাহাজে যাওয়ার খরচ কম ব'লে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক আর বয়স্ক নাগরিকরা যাতায়াত করে এই পথে। ১৯৮৬ সালে তিনটা জাহাজ চলতো এই রুটে, তাদের নাম – লিতভা, লাতভিয়া আর আর্মেনিয়া। সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া যাবে আর্মেনিয়া জাহাজকে।

জুলাই মাসের শেষে বৃটিশ নিরাপত্তা বিভাগের সহযোগিতায় ব্ল্যাক সি শিপিং কোম্পানির লন্ডন শাখার সঙ্গে কৌশলে একটা ব্যবস্থা করা হলো। আর্মেনিয়া জাহাজে সিট বুক করা হলো অত্যন্ত গোপনে।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিলো যে ঐ মাসে রুশ-মার্কিন মৈত্রী সমিতির একটা ছোট দল যাচ্ছে আর্মেনিয়া জাহাজে ক'রে। এই সমিতির সদস্যরা বেশিরভাগই মাঝ বয়সী। তারা রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বন্ধুত্বে আগ্রহী।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে টেক্সাসের সান আন্তোলিও শহরের অধ্যাপক নরমান কেলসন ঐ মৈত্রী সমিতির সঙ্গে নিজেকে জড়ালেন এবং ছয় জনের দলটার সঙ্গে সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে নিজেকেও ঢুকিয়ে নিলেন। এতে কারোরই কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

আসল নরমান কেলসন কিন্তু একজন প্রাক্তন নথীপত্র-রক্ষক ছিলো সিআইএ'র দপ্তরে। অবসর নেবার পর থাকতে শুরু করে সান আন্টনিও শহরে। আর জেসন মাঙ্কের সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে অনেকটা, পার্থক্য শুধু বয়সের।

আগস্টের মাঝামাঝি জেসন সোলোমিনকে জানালো যে, তার বন্ধু ২৭ এবং ২৮ শে সেপ্টেম্বরের দুপুরে ইয়াল্টার বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘোরানো সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করবে।

ইন্সপেক্টার ভোলোস্কির লাঞ্চ খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছিলো, বড় বড় পা ফেলে পুলিশ দপ্তরে ঢুকলো সে। বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ক্যান্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ভোলোস্কি। একটা নোটিশ বোর্ড তার নজরে পড়েছে।

বন্ধু তাড়া দিয়ে তাকে ভেতরে নিয়ে এলো, এদের মতো কম মাইনের চাকরিজীবিরা বড় হোটেলে ঢুকতে পারে না, তাই এখানে খুব ভীড় হয়।

বিয়ার আর স্টু'র অর্ডার দিয়ে ভোলোস্কি বললো, "নোটিশ বোর্ডটা দেখেছো, রঙিন পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করা একটা বুড়ার ছবি আঁকা আছে ওখানে। লোকটার দাঁত অদ্ভুত। ব্যাপারটা কি?"

"ওহ্, ওটা," ইন্সপেক্টর নভিকভ বললো, "আমাদের কাছে সে একটা রহস্যময় মানুষ। যা শোনা গেছে, বৃটিশ দূতাবাসের এক মহিলার বাড়িতে চুরি করতে দু'জন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোক ঢুকেছিলো। মহিলা বাধা দেয়াতে তাকে একজন মেরে অজ্ঞান ক'রে দেয়। মহিলা তাদের একজনকে দেখে ফেলেছিলো।"

"এটা কত দিন আগের ঘটনা?"

"সপ্তাহ দুয়েক, তিনও হতে পারে। যাই হোক দূতাবাস অভিযোগ জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে। ওরাই ঐ মহিলার বর্ণনা অনুযায়ী চোরটার ছবি আঁকিয়েছে। চেরনভ এটা নিয়ে তদন্ত করছে। ছবিটা বিভিন্ন জায়গায় সাঁটা হয়েছে খবর পাবার জন্যে ... এখন পর্যন্ত কেউ কিছু জানায়নি।"

"লোকটা কে আমি জানি না, তবে কোথায় আছে সেটা জানি," ভোলোস্কি বললো, "সেকেন্ড মেডিক্যাল হাসপাতালে বরফের ওপর শুয়ে আছে সে।"

ইন্সপেক্টর নভিকভ তাড়াতাড়ি তাকে বললো চেরনভের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।

রোম, আগস্ট ১৯৮৬

অ্যালড্রখ আমেস স্ত্রীকে নিয়ে রোমে এলো ২২শে জুলাই, এখানে তার বদলি হয়েছে। এ জায়গায় তার জীবনযাত্রা বেশ উন্নত ধরনের। আর সে যে এই জীবনে অভ্যস্ত, আগেও এমন ছিলো, তা জানার উপায় নেই। কারণ গত বছর এপ্রিলে তাকে যেসব মানুষ দেখেছিলো, তাদের একজনও রোমে থাকে না।

এখানকার দপ্তরের প্রধান হলেন অ্যালান উল্‌ফ। প্রবীণ সিআইএ অফিসার। প্রথম দর্শনেই তার মনে হয়েছিলো অ্যালড্রখ কোনো কাজের লোক নয়। অল্পদিনের মধ্যেই জানা গেলো সে মদ খায়, আর কাজেকর্মেও উৎসাহ নেই। এতে রুশরা খুব একটা দুঃশ্চিন্তায় পড়েনি, তারা খ্রেনকভ নামে একজনকে নিয়োগ করলো যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে অ্যালড্রখের সঙ্গে।

ল্যাঙ্গলের মতো এখান থেকে বিশেষ জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ খবর আর ডকুমেন্ট পাচার করতে শুরু করলো অ্যালড্রখ।

আগস্টে মস্কো থেকে আসল লোকটি এলো তার সঙ্গে দেখা করতে। খ্রেনকভ তাকে একটা গাড়িতে ক'রে সোজা নিয়ে যায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের কাছে। এখানেই অপেক্ষা করছিলো অ্যালড্রখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক, নাম কর্নেল ভ্লাদিমির মেচুলায়েভ, ফার্স্ট চিফ ডাইরেক্টোরেটের একজন ডিরেক্টর।

ভ্লাদিমির অ্যালড্রখের কাজের খুব প্রশংসা করার পর বললো, "যতো খবর, কাগজপত্র তুমি দিয়েছো সেগুলো খুবই মূল্যবান। তবে একটা ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেছি আমরা," একটা ফটো তার সামনে রেখে বললো, "এই লোকটার নাম জেসন মঙ্ক, ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ, তারই ছবি এটা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দেখো, তোমার রিপোর্টে বলা আছে যে, এই জেসন মঙ্ক এসই ডিভিশনের উদীয়মান তারকা, তার মানে মস্কোতে তার নিশ্চয়ই দু'জন গোপন চর আছে।"

"হ্যাঁ, অফিসে গুঞ্জন আর ফিসফাস থেকে তাই শুনেছি আমি। তাকে তো পেতেই হবে।"

"সমস্যাটা সেখানেই অ্যালড্রুখ। যেসব বিশ্বাসঘাতকদের নাম তুমি ফাঁস ক'রে দিয়েছিলে, তাদের প্রায় প্রত্যেককে মস্কোতে ডেকে এনে চরম শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউই জেসন মঙ্কের নাম বলেনি। হয়তো ছদ্ম নামে কাজ করেছে, এ লাইনে তো এটাই নিয়ম। কিন্তু ছবিটা? ওটা দেখে তো চেনা যাচ্ছে। এখন জানতে হবে আমাদের দপ্তরে কাকে জেসন মঙ্ক নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছে।"

"আমি জানি না সেটা। আর ঠিক ধরতেও পারছি না। ৩০১ ফাইলে থাকা উচিত।"

"না। তাতে ছিলো না।"

সাক্ষাৎকার শেষ হবার আগে প্রচুর অর্থ আর কাজের লিস্ট তাকে দেয়া হয়েছিলো। তিন বছর সে রোমে ছিলো আর গোপনে খবর পাচার ক'রে গেছে। কিন্তু সবার ওপর যে খবরটা প্রাধান্য পাচ্ছিলো, সেটা এই যে, ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে জানাতে হবে মস্কোতে জেসন মঙ্কের গুপ্তচর কে।"

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর নভিকভ আর ভোলোস্কি যখন লাঞ্চ খেতে খেতে গোপন ঘরে গিয়ে আলোচনা করছিলো, তখন রুশ সংসদ দুমাতে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছে প্রতিনিধিদের – কারণ সংবিধান পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে।

রাষ্ট্রপতি চেকারসভের হঠাৎ মৃত্যুর পর সংবিধানে ৫৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অন্তবর্তীকালের জন্যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর ইভান মারকভ দায়িত্বভার নিয়েছেন তিন মাসের জন্যে। সাধারণ নিয়মে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার কথা ২০০ সালে, এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা এগিয়ে এনে ১৯৯৯-এর অক্টোবর করা যায় কিনা। করলে কি কি অসুবিধা হতে পারে সেটাও আলোচনা করা হবে।

সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে সংশোধনীর আকারে – অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়ানো এবং ২০০০ সালের নির্বাচনটা জুন থেকে পিছিয়ে এনে জানুয়ারিতে করা।

প্রচণ্ড হৈ চৈ হচ্ছিলো সংসদে। দু'জন সদস্য এমন গালিগালাজ শুরু করেছিলেন যে, স্পিকার বাধ্য হয়ে তাঁদের বহিস্কার ক'রে দেন। এই দুই সদস্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরের রাস্তায় গিয়ে এমন ঝগড়া শুরু করেন যে শেষমেষ পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর ফ্যাসিবাদী সঙ্ঘ, ইগর কোমারভের নির্দেশ অনুসারে জোর দিচ্ছিলো রাষ্ট্রপতি চেরকাসভের মৃত্যুর পর তিন মাসের ব্যবধানে নির্বাচন করা হোক। কারণ নির্বাচনের ব্যাপারে এই দল অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো।

অপর দিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়া কমিউনিস্টরা এবং ডেমোক্র্যাটিক অ্যালোয়েন্সের সংস্কারবাদীরা একবার নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত হয়েছিলো। ভোট হলো এবং পরবর্তী নির্বাচনের দিন জুন ২০০ সাল থেকে এগিয়ে এনে ২০০০ সালের জানুয়ারিতে স্থির করা হলো।

ভোটের ফলাফল জানাজানি হবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যস্ততা জেগে উঠলো। বিদেশী দূতাবাসগুলো থেকে টেলিগ্রাম আর ফোনের বন্যা বইতে লাগলো।

বৃটিশ দূতাবাসের যখন 'গ্রেসি' ফিল্ডস টেবিলে ব'সে কাজ করছিলো তখন ইন্সপেক্টর নভিকভের ফোন এলো।

ইয়াল্টা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

দারুণ গরম পড়েছিলো সেদিন। সমুদ্রের উপকূল ধ'রে যে বড় সড়কটা চলে গেছে, সেখান দিয়ে উত্তর-পুর্ব দিকে ইয়াল্টার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে একটা ট্যাক্সি। যাত্রী একজন আমেরিকান। জানালাটা খুলে কৃষ্ণ সাগরের ঠাণ্ডা বাতাসকে গাড়ির ভেতরে আসতে দিলো সে। আয়নায় দেখে নিলো মস্কো পুলিশ চেকারের কোনো গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে কিনা। আসছে না দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে।

জেসন মঙ্ক ছদ্মবেশে নিয়েছে এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের। চুল আধা কাঁচা পাকা। চোখে রঙিন চশ্মা। যেনো গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটাতে এসেছে সে।

এর আগে মার্সেই থেকে জাহাজে যাত্রা ক'রে নেপল্‌স মস্কো ইস্তাম্বুল হয়ে এসেছে সে। জাহাজে তার সঙ্গে ছিলো আরও তিন জন মার্কিন, তারা হলো ঐসব রুশ-মার্কিন মৈত্রী সঙ্ঘের সদস্য। জাহাজে আলোচনায় তারা জেসনের কথাবার্তা শুনে খুব খুশি। অধ্যাপক সাহেব জোর গলায় সমর্থন জানিয়েছে রুশ-মার্কিন মৈত্রী বন্ধনের ওপর। এই দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে পৃথিবীর পক্ষে সেটা যে মঙ্গলজনক এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই।

ইয়াল্টাতে এসে অধ্যাপক প্রথমে পা রাখলো সোভিয়েত ইউনিয়নে।

আর্মেনিয়া জাহাজ থেকে পর্যটকেরা হাসতে হাসতে নামছে। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে দু'জন রুশ অফিসার সবার পাসপোর্টে চেক ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। অধ্যাপক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছদ্মবেশের পোশাক দেখে তাদের বেশ মজা লাগলো। বৃদ্ধ অধ্যাপক, ভালোই তো। জেসন মঙ্ক জানে, ছদ্মবেশে থাকতে হলে খুব স্বাচ্ছন্দে চলতে হয়। তার পরণে হালকা রঙের শার্ট, চিকন টাই, রূপার টাইপিন দিয়ে আটকানো। হাল্কা রঙের ট্রাউজার আর জ্যাকেট। গোল টুপি আর কাউবয়দের জুতা তার পায়ে।

স্কুল শিক্ষিকা তাকে দেখে দারুণ খুশি। "অধ্যাপক যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে চেয়ারকারে ব'সে পাহাড়ের মাথায়?"

"না, না, একটু হাঁটবো সমুদ্রের তীরে। কফি খাবো," অধ্যাপক জবাব দিলো।

লোক দেখানোর জন্য অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে জেসন এগোতে লাগলো শহরের দিকে। পথে অনেকে তাকে দেখে হাসলো।

অনেকক্ষণ এলোমেলোভাবে ঘুরে, একটা খোলা কফির দোকানে ব'সে কফি খেয়ে জেসন নিশ্চিন্ত হলো যে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে বললো। হাতে গাইড বই, ম্যাপ, ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষা, ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে বিখ্যাত ইয়াল্টা গার্ডেন দেখাতে নিয়ে চললো। এটা দেখতে হাজার হাজার লোক আসে এখানে।

প্রধান গেটের সামনে নেমে রুবলে ভাড়া চুকিয়ে আরও পাঁচ ডলার বকশিস দিলো সে। ড্রাইভার দারুণ খুশি হলো।

একজন মানুষ যাবার মতো ঘোরানো গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো জেসন। একদল ছাত্র এসেছে শিক্ষকের সঙ্গে, তারা একে একে ঢুকছে। জেসন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে ঝক্‌মকে সুট পরা একজনকে। কিন্তু না কেউ নেই সেখানে।

ভেতরে ঢুকে একটা আইসক্রিম কিনে নিরিবিলি জায়গা দেখে বেঞ্চিতে ব'সে খেতে শুরু করলো জেসন।

কয়েক মিনিট পরে, একজন এসে বেঞ্চের অপর প্রান্তে ব'সে বাগনের ম্যাপটা একমনে দেখতে লাগলো। ম্যাপের আড়ালে যে তার ঠোঁট নড়ছে এটা কেউ দেখতে পেলো না। জেসনের ঠোঁট অবশ্য নড়ছে, কারণ সে আইসক্রিম খাচ্ছে।

"তাহলে বন্ধু, কেমন আছো?" পিটার সোলোমিন মুখ খুললো।

"তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে, দোস্ত," জেসন উত্তর দিলো, "কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে না তো?"

"না। আমি একঘণ্টা আগে এসেছি। আমাকে বা তোমাকে কেউই অনুসরণ করেনি এখনো পর্যন্ত।"

"আমার লোকেরা তোমার কাজে দারুণ খুশি, পিটার। তুমি যে সব খবর দিয়েছো তাতে স্নায়ু-যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হবে ব'লে মনে হয়।"

"আমি চাই বানচোতগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। কিন্তু তোমার আইসক্রিম গলে গেছে। আমি আরো দুটো আনছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিটার দুটো আইসক্রিম কিনে এনে জেসনের একটু কাছে বসলো।

"একটা ফিল্ম আছে। আমার ম্যাপের তলায় ঢাকা। বেঞ্চে রেখে যাবো," পিটার বললো।

"তা, এটা মস্কোতে পাঠালে না কেন? আমার লোকেরা সামান্য সন্দেহ করছে।"

"আরো ফিল্ম আছে। কিন্তু সামনাসামনি কথা বলার দরকার ছিলো।"

১৯৮৬ তে পলিটব্যুরো আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কি কি হয়েছে আধঘণ্টা ধ'রে সব ব'লে গেলো পিটার।

"এটা সত্যি পিটার? তাহলে কি শেষ পর্যন্ত এটাই ঘটতে চলেছে?" জেসন বললো।

"হ্যাঁ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে নিজে বলতে শুনেছি।"

"তাহলে তো অনেক কিছুই বদলে যাবে," জেসন বললো, "ধন্যবাদ গ্রেট হান্টার, এবার আমি যাবো।"

যাবার সময় হাত বাড়ালো জেসন।

"এটা কি?" আশ্চর্য হয়ে তাকালো পিটার।

একটা আঙটি। নিউমেক্সিকোর টেক্সাস অঞ্চলে এই ধরনের আংটির চলন আছে। কারুকার্য করা রূপার আংটিতে বসানো বেশ বড় একটা মণি। সাইবেরিয়ার মানুষ এটা খুব পছন্দ করবে। দাম খুব কম ক'রে হলেও একশো ডলার।

"আমাকে দিচ্ছো?" পিটার অবাক হয়ে বললো।

জেসনের কাছ থেকে সে কখনও টাকা-পয়সা চায়নি। বন্ধুত্বের দান, তাই দামের কথা বলতে সাহস করলো না পিটার।

জেসনকে চলে যেতে যেতে দেখলো পিটার। আঙটিটা তার বাম হাতের বুড়ো আঙুলে প'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সাইবেরিয়ার ঐ মহান শিকারীকে জেসন সেই দেখলো শেষ বারের মতো।

আবার আর্মেনিয়া জাহাজে ওঠার পালা। শুল্ক বিভাগ জিনিসপত্রের তল্লাশী ক'রে ছেড়ে দিচ্ছিলো। পর্যটকদের তেমনভাবে তল্লাশী করা হয় না। তবুও জেসন ফিল্মটা অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে উরুর ফাঁকে লাগিয়ে রেখেছিলো।

মস্কোতে পৌঁছে ওটা দূতাবাসে দিয়ে আমেরিকাতে ফিরলো জেসন, তাকে একটা বেশ বড় রিপোর্ট লিখতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

"শুভসন্ধ্যা, বৃটিশ দূতাবাস," অপারেটার বললো সোফিস্কায়া জেটির নিকটস্থ বাড়ি থেকে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো হতচকিত কণ্ঠস্বর – "কি চান?"

"আমি বলশয় থিয়েটারের টিকিট ঘর চাইছি।"

"দুঃখিত, ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছেন।"

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আড়িপাতার দপ্তর এটা শুনলো। রং নাম্বার প্রায়ই হয়। এমন কিছু ব্যাপার নয় এটা।

দূতাবাসে অপারেটর আরও দুটো কল আসার ব্যাপারটাকে উপেক্ষা ক'রে একটা ফোন করলো ঐ বাড়িতেই।

"মি: ফিল্ডস?"

"হ্যাঁ, বলছি!"

"সুইচ বোর্ড থেকে বলছি। এইমাত্র কে যেনো বলশয় থিয়েটারের টিকেট-ঘর চাইছিলেন।"

"ঠিক আছে। ধন্যবাদ।"

'গ্রেসি' ফিল্ডস ফোন করলো জোক ম্যাক ডোনাল্ডকে।

"মস্কোর ফাইনেস্ট থেকে আমাদের বন্ধু একটা ফোন করেছে জরুরি সাংকেতিক ভাষায়। তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।"

দপ্তর প্রধান বললো, "আমাকে নিয়মিত খবর দিতে থেকো।"

ফিল্ডস নিজের ঘড়ি দেখলো। ফোনটা আসার পর থেকে একঘণ্টা পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। এই দপ্তর ভবন থেকে দুটো বাড়ি দূরে একটা পাবলিক বুথে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর নভিকভও নিজের ঘড়ি দেখলো। হাতে আরও ৫৫ মিনিট সময় আছে। তারপর আবার ফোন করতে হবে।

আরও দশ মিনিট পরে, ফিল্ডস দূতাবাস থেকে বেরিয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে পৌছালো প্রস্পেক্ট মিরার *কসমস* হোটেলে। এখানে পাবলিক ফোন বুথ আছে।

দূতাবাসে ফোন আসার এক ঘণ্টা পরে, সে একটা নোটবই বের ক'রে ফোনের ডায়াল ঘোরাল। পাবলিক বুথ থেকে ফোন এলে গোয়েন্দাদের ভীষণ অসুবিধা হয়।

"বরিস নাকি?" নভিকভকে কেউ বরিস ব'লে ডাকে না। তাকে যে নামটা দেয়া হয়েছে সেটা হলো ইয়েভগেনি, কিন্তু 'বরিস' শোনা মাত্র সে বুঝতে পারলো ফিল্ডস ফোন করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ। যে ড্রইংটা তুমি দিয়েছিলে, তা থেকে কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেখা হওয়া দরকার।"

"ঠিক আছে। হোটেল রোশিয়াতে ডিনার খেতে এসো আমার সঙ্গে।"

এই দুইজনের কারোরই রোশিয়াতে যাবার অভিপ্রায় ছিলো না, আসলে এটাও একটা সংকেত। তারা দেখা করবে তেভের্স্কায়া স্ট্রটের ক্যারুজেলে। জায়গাটা অখ্যাত। শান্ত পরিবেশ। আরও এক ঘণ্টা কাটলো।

অন্যান্য বড় বৃটিশ দূতাবাসের মতো মস্কোর দূতাবাসের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তরের একজন থাকে, এই দপ্তরের নাম এম-১৫। এটা হচ্ছে বিদেশী গুপ্তচর বিভাগেরই একটা অঙ্গ, ভুল ক'রে লোকে এর নাম দিয়েছে এম-১৬।

এম ১৫-র কাজ হলো দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখা।

দূতাবাসের কর্মীরা বন্দী জীবনযাপন করে না, বিশেষ ক'রে মসকভা নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা বড় বালির একটা চড় রয়েছে। এটা দূতাবাস কর্মীদের পিকনিক করার প্রিয় জায়গা।

ইন্সপেক্টর হয়ে নরহত্যা বিভাগে বদলী হবার আগে, ইয়েভগেনি নভিকভকে এই পিকনিক স্পটসহ পুরো জেলাটার দেখাশোনা করতে হোতো। ঐ পিকনিক স্পটটার নাম *সিলভার উড*।

এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো বৃটিশ নিরাপত্তা দপ্তরের সেই অফিসারের সঙ্গে যে সদ্য আসা গ্রেসি ফিল্ডস'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো।

এই তরুণ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ফিল্ডসের বেশ ভাব জমে যায়, এবং মাঝে মাঝে কিছু টাকা-পয়সা দেবারও প্রস্তাব দিয়েছিলো সে। এইভাবে ইন্সপেক্টর নভিকভ তার একজন সংবাদ সরবরাহকারী হয়ে উঠেছিলো। নিচু স্তরের অফিসার হলেও আজ নভিকভের সময় এসেছে ফিল্ডসকে কিছু ভালো খবর দিয়ে আংশিক ঋণ শোধ করার।

এক কোণে ব'সে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে নভিকভ জানালো তার কাছে একটা মৃতদেহের তদন্তের ভার পড়েছে, যে লোকটার সামনের তিনটা দাঁত স্টিলে বাঁধানো, আর যে স্কেচটা আগে দিয়েছিলো ফিল্ডস, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে।

আরও কিছু টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে ফিল্ডস নভিকভকে বললো ওই মৃতদেহটার একটা ছবি যেমন ক'রে হোক জোগাড় করতে। দুদিন পরে, ফাইল থেকে একটা ছবিও জোগাড় ক'রে ফেললো।

ল্যাঙ্গলে, নভেম্বর ১৯৮৬

ক্যারি জর্ডন খুব খুশি। একটু আগে ডাইরেক্টার উইলিয়াম কেসি তাকে ডেকে খুব প্রশংসা করেছে, কারণ ইয়াল্টা থেকে জেসন মঙ্ক যেসব খবর এনেছে তা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউরি আন্দ্রোপভ যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন পশ্চিমের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা ছাড়াও ন্যাটো-চুক্তির মৈত্রীবন্ধনকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখাপেক্ষী ছোট ছোট রাজ্যগুলোতে মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিলো রাষ্ট্রপতির।

তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন রোনাল্ড রিগান আর ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। তাঁরা দু'জনে ঠিক করেছিলেন পশ্চিমের দিকে যতো ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করাই হোক না কেন তাঁরা কারোর চোখ রাঙানিতে ভয় পাবে না। ইউরোপের বামপন্থীরা প্রচুর চেঁচামেচি করলো, কিন্তু রিগান আর থ্যাচার তাঁদের গন্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ থেকে এক ইঞ্চিও স'রে এলেন না।

মার্কিন স্টার-ওয়ার কর্মসূচী সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য করেছিলো নিজেদের এর মোকাবিলা করতে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে। তাই করতে করতে আন্দ্রোপভ মারা গেলেন, চেরনেস্কো এলেন আর চ'লে গেলেন। গরবাচেভ এসেছেন, এখনও ওই স্নায়ুযুদ্ধ চালাচ্ছেন আর শিল্পের জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছেন।

মিখাইল গরবাচেভ পার্টির সাধারণ সম্পাদক হোন ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে। উনি জন্ম থেকেই কমিউনিস্ট পরিবেশে বড় হয়েছেন। কিন্তু পূর্বসুরীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিলো দুটো ব্যাপারে, প্রথমত: তিনি বেশ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং দ্বিতীয়ত: পূর্বসুরীরা মিথ্যেগুলোতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে তিনি *পেরিস্ত্রোইকা* বা নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলার নীতি চালু করলেন।

১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মকালে ক্রেমলিন আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভালোভাবে বুঝতে পারলো গরবাচেভের নীতি কার্যকর হবে না। প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জামে বাজেটের ষাট শতাংশ খরচ হয়ে যাবে। দেশের লোক ক্রমশ: অধৈর্য হয়ে উঠছিলো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের অগ্রগতির বহর কতটা বজায় রাখতে পারবে এটাই ছিলো দেখার জিনিস। শিল্প ক্ষেত্রেও রাশিয়া পিছিয়ে পড়ছে। সোলোমিনের মাইক্রোফিল্ম এইসব তথ্যই দেয়া ছিলো।

ফিল্মে যা লেখা ছিলো আর সোলোমিন ইয়াল্টার ঐ পার্কে ব'সে যা বলেছিলো তার সারমর্ম এই যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো যদি এখনকার মতো ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে পাওে, তবে বছর দুয়েকের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনীতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।

খবরটা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আর ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও পৌঁছালো। দু'জনেই দারুণ খুশি। বিল ক্যাসিকে অভিনন্দন জানানো হলো। সে এই খবরটা ক্যারি জর্ডনকে জানালো। তারপরেই জেসনকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমার ঐ ৩০১ ফাইলটা আমাকে খুব ভাবায়। ঈশ্বর না করুক, তোমার যদি কিছু হয়ে যায়, তবে তোমার নিযুক্ত করা ঐ দুজন অসামান্য এজেন্টকে আমরা পাবো কি ক'রে – ঐ লিসান্ডার আর গ্রেট হান্টার ওরিয়ন, ওদের সঙ্গে আমাদের আরও অন্য কয়েকজনের যোগাযোগ করিয়ে রেখো।"

জেসন কিন্তু তখনকার মতো ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলো। এজেন্ট নিয়োগ করা এবং তাকে চালানো – এটা দু'জনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মতো। অন্য কাউকে মেনে নেয়া সব সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে।

গোয়েন্দা অফিসার চেরনভ শেষ পর্যন্ত এলো মার্কিন দূতাবাসে ৫ই আগস্টের সকাল বেলায়। ম্যাক ডোনাল্ডের ঘরে ঢুকে সে জানালো, "যে লোকটা আপনাদের সহকর্মীর বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিলো তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। তবে সে আর বেঁচে নেই," এই ব'লে মৃতদেহের ছবিটা বের ক'রে দিলো সে।

"চোরটাকে যে শেষ পর্যন্ত আপনারা খুঁজে বের করেছেন এর জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন রইলো। দাঁড়ান মিস স্টোনকে ডেকে পাঠাচ্ছি, উনি সনাক্ত করতে পারেন কিনা দেখা যাক।"

ফিল্ডস সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো সিলিয়াকে। ফোটোটা দেখেই দু হাতে চোখ ঢাকলো সে। বীভৎস, তবে স্কেচের সঙ্গে বেশ মিল আছে মানুষটার।

"হ্যাঁ, এই লোকটাই..."

সিলিয়া চ'লে যাবার পর ম্যাক ডোনাল্ড বললো চেরনভকে, যে, ইন্সপেক্টরের এই কৃতিত্বের কথা উল্লেখ ক'রে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মস্কো মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধানকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দেবেন। চেরনভ দারুণ খুশির হলো।

ম্যাক ডোনাল্ডকে কফি দিয়ে ফিল্ডস যখন নিজের পেয়ালাটা তুলছে, তখন তাকে প্রশ্ন করলো ম্যাক ডোনাল্ড, "কি মনে হচ্ছে তোমার?"

"আমার লোক," ফিল্ডস বললো, "খবর দিয়েছে চোরটাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। জন ডো'র দপ্তরে আমাদের একটা চর আছে, সে একটা জায়গায় ওর স্কেচটা দেখেছিলো। আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, তাকে খুঁজে পাওয়ার প্রায় সপ্তাহখানেক আগে থেকে সে জঙ্গলে ছিলো। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় ২৪শে জুলাই। তার মানে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিলো অন্তত ১৭ বা ১৮ই জুলাই। অর্থাৎ যেদিন ওই লোকটা সিলিয়ার গাড়িতে ফাইলটা ছুঁড়ে দিয়েছিলো তার পরের দিন। ছোকরাগুলো সময় নষ্ট করেনি একটুও।"

"কোন ছোকরাদের কথা বলছো?" ম্যাক ডোনাল্ড বুঝতে পারছিলো না।

"আরে ঐ বেজন্মা গ্রিশিনের দলের ছেলেগুলো।"

"এই গ্রিশিনই কি কোমারভের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিভাগের বড় কর্তা?"

"হ্যাঁ। আগে সে সেকেন্ড চিফ ডাইরেক্টোরেটের জেরাকারী ছিলো। নোংরা লোক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা ওই লোকটাকে যদি শাস্তি দেবার জন্যেই মারধোর ক'রে মেরে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলেও প্রশ্ন উঠেছে বুড়োটা আসলে কে?"

"সেটা তো একমাত্র ওই চোরটাকে জানে।"

"আচ্ছা, ঐ ভবঘুরেটা কি ক'রে ঐ ফাইলটা পেলো?"

"আমার মনে হয় এমন কোনো কাজ করতো যেটা লোকচক্ষুতে খুব একটা জানার মতো নয়। হয়তো সেটা সে ভাগ্যগুণে পেয়েছিলো, সেটাই তার পক্ষে অভিশাপ হয়ে উঠেছিলো। তবে তোমার ঐ পুলিশ বন্ধুটি ভালো মতো বোনাস পাবে।"

বুয়েনোস আইরেস, জুন ১৯৮৭

আর্জেন্টিনার রাজধানীতে সিআইএ কেন্দ্রের এক তরুণ এজেন্টেরই যাবার আগে মনে হয়েছিলো যে, সোভিয়েত দূতাবাসের ভ্যালেরি ইউরিয়েভিচ ক্রগলভ লোকটা সুবিধের নয়।

ল্যাঙ্গলে থেকে খবর নিয়ে জানা গেলো সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভ্যালেরি ছিলো মেক্সিকো শহরে, এবং ও একজন রুশ-ল্যাটিন অ্যামেরিকা বিশারদ। বিশ বছরের চাকরিতে তিনটি প্রমোশন পেয়েছে।

ভ্যালেরির জন্ম ১৯৪৪ সালে, বাবা ছিলেন কূটনীতিবিদ। বাবার সহায়তায় ও বিখ্যাত কলেজে পড়ে স্প্যানিশ আর ইংরিজি ভাষাটা শিখেছিলো। তারপর ১৯৬১ থেকে চাকরি শুরু। এতো বছর পরে এখন সে বুয়েনোস আইরেসের মস্কো দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি।

সিআইএ জানতো ভ্যালেরি কেজিবি'র লোক নয়, সে পুরোপুরি কূটনীতিবিদ। কিন্তু ১৯৮৭ সালের গ্রীষ্মকালে হঠাৎ আর্জেন্টিনার এক পদস্থ অফিসারের কাছ থেকে জানা গেলো যে, ক্রমালভ বলেছে তাকে মস্কোতে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে, আর কখনো তাকে বিদেশে পোস্টিং দেয়া হবে না।

ভ্যালোরির চ'লে যাওয়ার ব্যাপারটা এসই ডিভিশনকে তৎপর ক'রে তুললো। হ্যারি গ্রান্টের কথা অনুযায়ী ভ্যালেরির জায়গায় একজন কাউকে তুলে ধরতে হলে জেসন মঙ্কই যে সেরা লোক এ বিষয়ে জর্ডনও একমত হলো।

ভ্যালেরির ফিরে যাওয়ার তখনও একমাস বাকি। একজন মার্কিন 'ব্যবসায়ী' মার্কিন দূতাবাসের এক মহিলা কর্মীকে নিয়ে গেলো এক ডিনারে, আসল উদ্দেশ্য ভ্যালেরির সঙ্গে দেখা করা।

ডিনার খেতে খেতে জেসন একটা গল্প শুনিয়ে দিলো ভ্যালেরিকে। তার মা ছিলেন লালফৌজ বা রেডআর্মির একজন দোভাষী আর বার্লিনের পতনের পর মা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক তরুণ মার্কিন অফিসারকে বিয়ে ক'রে পালিয়ে আসেন পশ্চিম মহাদেশে। তাই জেসন রুশ আর ইংরিজি বলতে পারে। ভ্যালেরি রুশ বলতে পেরে বাঁচলো।

দু সপ্তাহের মধ্যে ভ্যালেরির জীবনে সমস্যা দেখা দিলো। তার বয়স ৪৩, বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, দুটো অল্পবয়সী সন্তান আছে। নিজের মা-বাবার সঙ্গে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে। তার যদি বাড়তি বিশ হাজার ডলার থাকতো তবে মস্কোতে নিজের একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনতে পারে। আর জেসন এক ধনী পোলো খেলোয়াড়, আর্জেন্টিনাতে এসেছে ঘোড়া কিনতে, নতুন বন্ধুকে ঐ টাকাটা অনায়াসে ধার দিতে পারে সে।

মার্কিন দপ্তরের প্রধান চেয়েছিলেন টাকাটা দেবার সময় ছবি তুলে রাখতে। জেসন রাজি হয়নি। এসব ক্ষেত্রে ব্ল্যাকমেল ক'রে লাভ হয় না। যদি নিজের থেকে কাজ করতে এগিয়ে আসে তবেই কাজের কাজ হবে।

গর্বাচেভকে পূর্ণ সমর্থন ও প্রশংসা ক'রে জেসন হৃদয় জয় করলো ভ্যালেরির। কারণ সে গর্বাচভের অনুগত। জেসন বলেছিলো গর্বাচেভ মনে প্রাণে চান স্নায়ুযুদ্ধের অবাসন ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু রাশিয়া আর আমেরিকাতে এমন কিছু বদলোক আছে যারা এটা চায় না। ভেতরে ভেতরে অন্তর্ঘাত চালায়। সোভিয়েত পররাষ্ট্রদপ্তরেও এমন লোক আছে, ভ্যালেরি যদি তাদের নাম ঠিকানা নতুন এই বন্ধুটিকে জানিয়ে দেয় তবে এর একটা ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতো দিনে ভ্যালরি বুঝে গেছে কার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। কিন্তু মুখে সেরকম ভাব দেখায়নি সে।

মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলতে দেরি হলো না জেসনের। কী কী করতে হবে, কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে, সব বুঝিয়ে দিলো ভ্যালেরিকে।

বিদায় নেবার সময় রুশ স্টাইলে দু'জনে আলিঙ্গন করলো। "ভুলে যেও না ভ্যালেরি। আমরা, মানে তুমি আর আমি, যারা ভালো লোক তারাই শেষে জয়লাভ করবো। এই দুর্যোগ কেটে যাবে। আর আমাকে দরকার পড়লেই ডাকবে। আমি চ'লে আসবো।

ভ্যালেরি মস্কো চলে গেলো, জেসন গেলো ল্যাঙ্গলেতে।

ইন্সপেক্টর নভিকভ ফোন ক'রে জানালো বুড়োর ছবিটা সে চেরনভের ফাইল থেকে সরিয়েছে। ফিল্ডস তাকে জানিয়ে ছিলো নভিকভের জন্যে তার পকেটে হাজার ডলারের একটা খাম আছে।

নভিকভ বিস্ময়ে অভিভূত, সামান্য এইটুকু কাজের জন্যে তার এক বছরের বেতনের সমান টাকা পাচ্ছে।

ইন্সপেক্টরকে আর একটা কাজ করতে বললো ফিল্ডস, ওই ছবিটা নিয়ে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙ্ঘের দপ্তরে দেখাতে হবে। ওখানকার ডিরেক্টর কী বলেন সেটা জানা দরকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি কী ক'রে যাবো তাঁর কাছে, এটা সম্ভব না।"

"আরে, তদন্তকারী অফিসারতো তুমিই, যেনো খোঁজ নিতে যাচ্ছো এমন ভাব করবে।"

"কিন্তু যদি আমাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই ক'রে দেয়?" ইন্সপেক্টর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললো।

"কোন ভয় নেই তোমার, শুনেছি ঐ বুড়োটা কোমারভের বাড়ির কাছে ঘোরা ফেরা করেছিলো।

নভিকভ এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না; একটা মড়া বুড়োর জন্যে ইংরেজগুলো পাগলের মতো হাজার ডলার খরচ করছে কেন।

মস্কো, অক্টোবর, ১৯৮৭

সাফল্যের শীর্ষে উঠে গেলে যখন আর কিছু পাবার থাকে না, তখন যে হতাশা ভর ক'রে, তেমনি হতাশা ভর করেছে কর্নেল আনাতোলি গ্রিশিনের।

অ্যালড্রখের ফাঁস ক'রে দেবার ফলে যেসব এজেন্টদের প্রতারণার রূপগুলো জানা হয়ে গিয়েছিলো তাদের ফিরিয়ে আনা, জেরা করা, এমনকি শাস্তি পর্যন্ত দেয়া হয়ে গেছে। গ্রিশিনের সুনাম হয়েছে, মর্যাদা বেড়েছে। বেশিরভাগ বিশ্বাসঘাতকদের হয় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে অথবা শ্রম-শিবিরে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তারা মারা গেছে। মাত্র একজন বেঁচে আছে। আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে গ্রিশিনের কথাতেই। তার নাম জেনারেল দিমিত্রি পলিয়াকভ। বিশ বছর সিআইএ'র হয়ে কাজ করেছিলো। ১৯৫০তে মস্কো ফিরে এসেছিলো সে। তখন তার রিটায়ার করার সময় হয়ে গিয়েছিলো।

দিমিত্রি আমেরিকানদের কাছ থেকে কোন টাকা-পয়সা নেয়নি। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই রাজি হয়েছিলো সিআইএ'র হয়ে কাজ করতে এবং এর জন্যে বিশেষ আলাদা সম্মানও ছিলো তার। সামান্য পেনশন নিয়ে ছোট্ট ঘরে জীবন কাটছিলো তার। শেষে ১৯৮৮ সালের ১৫ই মার্চ, জেনারেল বয়ারভের কথায় দিমিত্রকে খতম ক'রে দেয়া হলো।

ঐ মার্চ মাসেই বয়ারভ গ্রিশিনকে বললেন যে, বিশ্বাসঘাতকদের ধরার কাজটা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন ঐ ইঁদুর-ধরা কমিশনটাও ভেঙ্গে ফেলা হোক।

গ্রিশিন রাজি নয়, কারণ, যে লোকটা এই এজেন্টগুলোকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সেই ফার্স্ট চিফ ডাইরেক্টরটাকে ধরতে হবে। ওরা জেসন মঙ্কের কথা বলছিলো। তাকে ধরা মুশকিল, তবে এটা ঠিক যে তার দলের লোকদের ধরলে ওর নাগাল পাওয়া যেতে পারে।

বয়ারভের পরিকল্পনা অনুসারে জেসনকে ধরার জন্যে একটা কমিটি করা হলো, তার নাম মোনাখ কমিটি। মঙ্কের রুশ প্রতিশব্দ হলো মোনাখ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাভেল ভোলোস্কি যদি মনে করতো যে মর্গেই সে ফরেনসিক বিশ্লেষণের শেষ কথাটি শুনে এসেছে, তাহলে বেশ ভুল করতো। ৭ই আগস্ট সকালে তার ফোনটা বেজে উঠলো। তার বন্ধু নভিকভ বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে রেখে ঢেকে কীসব যেনো কথা বলছিলো।

"কুজমিন বলছি," গলাটা শুনে ভোলোস্কি একটু হতভম্ব হলো।

"অধ্যাপক কুজমিন, সেকেন্ড মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট থেকে। কয়েকদিন আগে এক জন ডো'র পোস্ট মর্টেম সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, মনে পড়ে?"

"ও, হ্যাঁ, অধ্যাপক, বলুন কি সাহায্য করতে পারি?"

"ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, আমিই সাহায্য করবো আপনাকে। গত সপ্তাহে মসকভা নদী থেকে লিতকারিনোর কাছে একটা মৃতদেহ তোলা হয়েছে।"

"হ্যা জানি। ওটা আমার দপ্তরের আওতায় পড়ে না।"

"তাই পড়তো, কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারও আছে। দেহটা পানিতে ছিলো প্রায় দু'প্তাহ। আমি সম্প্রতি ওটার পোস্টমর্টেম করেছি।"

"খুনের কেস নাকি?" ভোলোস্কি জানতে চাইলো।

"না। সাঁতারের শর্ট প্যান্ট পরা ছিলো, তার মানে গরমে অতিষ্ট হয়ে পানিতে নেমেছিলো।"

"অ্যাকসিডেন্ট কেস, এটা মিলিশিয়ারা দেখবে।"

"না, শোনো, ওসব আমি জানি না। তবে তার আঙ্গুলগুলো এমনভাবে ফুলে গিয়েছিলো যে হাতে যে আঙটি আছে সেটা ওদের নজর এড়িয়ে গেছে। আঙটিটি বিয়ের। ভেতরে খোদাই করা আছে 'এনআই আকোপভকে : লিভিয়া'।

"কিন্তু..."

"শোনো, যার আঙ্গুলে বিয়ের আংটি আছে, তার ঘর-সংসারও আছে নিশ্চয়ই। যাদের বাড়িরর লোক সে, তারা ২/৩ সপ্তাহ পার হতে দেখে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে পুলিশে অভিযোগ করবে না?"

ভোলোস্কির মাথায় অন্য চিন্তা এলো। নিরুদ্দিষ্ট মানুষ মারা গেছে, তাদের খবরটা দিলে আরও মোটা খাম কি আর আসবে না। তথ্যগুলো লিখে নিলো।

নিরুদ্দেশ বিভাগের তার যে যোগসূত্রটা আছে তাকে ফোন করে একটা খবর জানতে চাইলো।

"এনআই আকোপভ নামের কোন সাংসদ সম্বন্ধে কোন খবর আছে কি?" ভোলোস্কি জানতে চাইলো। লোকটা রেকর্ড ঘেটে এসে তাকে জানালো।

"আছে, কিন্তু কেন এই প্রশ্ন?"

"সব বিস্তারিত আমাকে বলো।"

"১৭ই জুলাই থেকে নিরুদ্দেশ। আগের রাতে কর্মস্থল থেকে আর ফেরেনি। খবরটা জানিয়েছেন মিসেস আকোপভ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"স্ত্রীর নাম কি লিভিয়া আকোপভ?"

"কী আশ্চর্য, তুমি জানলে কি ক'রে? লোকটা আছে কোথায়?"

"সেকেন্ড মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের মর্গের মেঝেতে। সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে – অ্যাকসিডেন্ট কেস। নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লাশ।"

"যাক্, একটা রহস্য অন্তত মিটে গেলো। তাঁর স্ত্রীকে খবরটা দেয়া যাবে? পরিচয় কিছু পাওয়া গেছে?"

"শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, আকোপভ ছিলেন আমাদের হবু রাষ্ট্রপতি ইগর কোমারভের ব্যক্তিগত সচিব।"

ওমান, নভেম্বর ১৯৮৭

এই মাসে ক্যারি জর্ডন বাধ্য হলেন চাকরিতে ইস্তফা দিতে। এডওয়ার্ড লি হাওয়ার্ডের পালিয়ে যাবার জন্যে বা হারিয়ে যাওয়া এজেন্টদের জন্যে নয় কিন্তু। কারণটা ছিলো ইরান-কন্ট্রা। কয়েক বছর আগে নির্দেশ এসেছিলো নিকারাগুয়ার কন্ট্রা গেরিলাদেরকে সাহায্য করতে যাতে তারা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে পারে। সিআইএ'র ডিরেক্টার বিল ক্যাসি রাজি ছিলেন ঐ নির্দেশ পালন করতে। কিন্তু মন্ত্রী পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ 'না' ব'লে দিলো, আর এর জন্যে টাকা-পয়সাও দেবে না জানিয়ে দিলো। ক্ষেপে গিয়ে ক্যাসি তেহরানের বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি ক'রে অর্থ সংগ্রহ করলেন।

কার্যসিদ্ধি হবার পর ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে ল্যাঙ্গলেতে খবর গেলো। এর পরের বছর ক্যাসি মারা যান। রাষ্ট্রপতি রিগান তাঁর জায়গায় এফবিআই'র ডিরেক্টর উইলিয়াম ওয়েবস্টারকে সিআইএ'র ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করলেন। ক্যারি জর্ডন রাষ্ট্রপতির আদেশ পালন করলেন, কিন্তু এখন একজনের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে আর অন্যজন মারা গেছে।

ওয়েবস্টার ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশন) পদে নিযুক্ত করলেন সিআইএ'র অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ অফিসার রিচার্ড গোলট্স'কে। পুরনো দিনের ঘটনা জানা থাকলেও সাম্প্রতিক কালের কোন কিছু তাঁর জানা নেই। সদ্য মৃত ডিরেক্টরের আয়রন শেফ থেকে তিনটা ফাইল চুরি গেছে। ৩০১টা ফাইলের মধ্যে একটাতে তিন জন সাংকেতিক নামধারী এজেন্টের নাম আছে। লিসান্ডার, গ্রেট হান্টার ওরিওন এবং একজন নতুন এজেন্ট ডেলফি।

জেসন মঙ্ক এসব কিছুই জানতে পারেনি। ওমানে ছুটি কাটাচ্ছিলো সে। মাছ ধরাটাই তার প্রধান নেশা। ভদ্রতার খাতিরে মাসকটে সিআইএ'র যে ছোট্ট কেন্দ্রটা আছে, ওখানে দেখা করতে গিয়ে পুরনো সহকর্মীকে দেখে খুব খুশি হলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৃতীয় দিনে কিছু কেনাকাটার জন্যে বের হলো জেসন। এক অপূর্ব সুন্দরীর সঙ্গে তার রোমান্স চলছে, তার জন্যে ভালো একটা উপহার কিনতে হবে। একটা লম্বা নলওলা খুব পুরনো দিনের রূপার কফিপট কিনলো সে।

রাস্তাঘাট ঠিকমতো চিনতে পারেনি ব'লে বাজার থেকে অনেক ঘোরাঘুরির পর যেখান দিয়ে বের হলো সেটা সমুদ্রের দিকে যাবার একটা রাস্তা। এখানে চৌকো মতো উঠান, এক দিকে দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। একজন ইউরোপীয় উঠানটা পার হচ্ছিলো।

লোকটির পেছনে দু'জন আরব। তারা কাচাকাছি গিয়ে কোমর থেকে ছোরা বের ক'রে মারতে যাবে তখন আর চিন্তা না ক'রে জেসন লাফিয়ে পড়লো একজনকে লক্ষ্য ক'রে। তার ধাক্কায় আরবটা ছিটকে পড়লো মাটিতে। অন্যজন ঘুরেই আক্রমণ করলো জেসনকে। কিন্তু একটু পরেই অবস্থা বেগতিক দেখে দু'জনে দৌড়ে পালিয়ে গেলো, একজনের হাতের ছোরাটা চত্বরে ফেলে রেখে গেলো।

এতোক্ষণ ইউরোপীয় লোকটি জেসনের কাণ্ড-কারখানা দেখছিলো। ছিপ্‌ছিপে লম্বা এক তরুণ, গায়ের রঙ জলপাইয়ের মতো। সাদা জামা আর গাঢ় রঙের স্যুট পরা। জেসন কিছু বলতে যাবার আগেই লোকটি দ্রুত চ'লে গেলো।

জেসন ছোরাটা তুললো। এটা ওমানের প্রচলিত *কুঞ্জা* ছোরা নয়। এটা ইয়েমেনি *গামরিয়া* ছোরা। এ ধরনের ছোরা ব্যবহার করে ইয়েমেন থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে বসবাসকারী এক ধরনের উপজাতি – আউধালি বা আউলাফি। কিন্তু তারা এই ইউরোপিয়কে কেন খুন করতে চাইবে?

জেসন আবার এলো সিআইএ'র দপ্তরে।

"সোভিয়েত দূতাবাসে আমাদের যারা বন্ধু আছে তাদের সম্বন্ধে কোন তথ্য আছে কি এখানে?"

এটা সবাই জানে যে ১৯৮৬-তে ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ হবার পর রুশরা এখানে বেশ গণ্ডগোল পাকাতে চাইছে।

১৯৮৭ সালের শেষের দিক থেকে রুশরা কমিউনিস্ট-বিরোধী ওমানে একটা বড় গোছের দূতাবাস খুলেছিলো, তারা বৃটিশপন্থী সুলতানকে সমর্থন করতে লাগলো।

"আমাদের কাছে নেই, তবে বৃটিশদের কাছে আছে।"

বৃটিশ দূতাবাসে গেলো দু'জনে।

দূতাবাসের একজন এগিয়ে এসে জানতে চাইলো সমস্যাটা কিসের।

জেসন জানালো যে একটু আগে একজন লোককে একটু বিপদে পড়তে দেখেছিলো সে, তার পোশাক পরার ধরনটা রুশদের মতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবাই মিলে দূতাবাসের ওপর তলায় গেলো, সেখানে ঐ ইংরেজ অফিসার একটা অ্যালবাম বের করলো, তাতে রাশিয়ার দূতাবাসের সবার ফটো রয়েছে। ওরা যখন এখানে আসছিলো তখন মনে হয় বিমান বন্দরে, কাফেতে, বা রাস্তায় হাটার সময় গোপনে তাদের ফটো নেয়া হয়েছে।

অ্যালবামের শেষ ফটোটার সঙ্গে ঐ লোকটার মিল দেখতে পেলো জেসন। যার বিদেশ থেকে দূতাবাসে যারাই আসে তাদের এখানকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে নিজেদের পরিচয়-পত্র দাখিল করতে হয়, তাই ওদের খবরাখবর পেতে অসুবিধা হয় না।

ঐ আক্রান্ত লোকটার পরিচয় পাওয়া গেলো, নাম উমর গুনায়েভ, বয়স ২৮, থার্ড সেক্রেটারি। তাকে জানানো হলো লোকটা তাতার হতে পারে।

জেসন একটু ভেবে নিয়ে বললো, "না, লোকটা মুসলমান, এবং চেচনিয়ার অধিবাসী। আর নিঃসন্দেহে কেজিবি'র অফিসার। ভূতুড়ে পরিচয় নিয়ে আছে।"

"আমরা কি সরকারের কাছে তার নামে নালিশ জানাবো," ইংরেজটি জানতে চাইলো।

"না, না। আমাদের জানতে হবে লোকটার আসল পরিচয়। অভিযোগ করলে তো ওদের সরকার ওকে তুলে নিয়ে অন্য একজনকে পাঠাবে।"

"তুমি এটা ধরলে কি ক'রে জেসন?"

"ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে।"

গুনায়েভ শুধু কেজিবি'র অফিসারই নয়। তার চেয়েও বেশি কিছু। জেসনের মনে পড়ছিলো বছরখানেক আগে এডেনের একটা বারে ব'সে গুনায়েভ কমলালেবুর রস খাচ্ছিলো, তখন দু'জন উপজাতির লোক তাকে চিনতে পারে। তারা প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করেছিলো তাদের দেশকে অপমানিত করার জন্যে।

৮ই আগস্ট মার্ক জেফারসন মস্কোয় এসে প্রথমেই দেখা করলো ডেইলি টেলিগ্রাফের স্থানীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যুরো চিফের সঙ্গে।

সংবাদপত্র জগতের এই অসাধারণ প্রবন্ধকারটি বেঁটে-খাটো লোক, ছোট দাড়ি আছে। মেজাজ খুব চড়া।

কাগজের অফিসের অন্য কারোর সঙ্গে দেখাটেখা এড়িয়ে গিয়ে সে সোজা চ'লে গেলো ন্যাশনাল হোটেলে। ব্যুরোর চিফকে জেফারসন জানিয়ে দিলো যে সে একাই কোমারভের সঙ্গে দেখা করবে, কারোর সাহায্য লাগবে না।

হোটেলে নিজের ঘরে গিয়ে সে প্রথমেই ফোন করলো বরিস কুজনেৎসভের দেয়া একটা নাম্বারে।

"মস্কোয় স্বাগত জানাচ্ছি মিঃ জেফারসন। মিঃ কোমারভ আপনার সঙ্গে দেখা করতে উদ্‌গ্রীব," বেশ স্পষ্ট ইংরিজিতে বললো কুজনেৎসভ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা সত্যি নয় জেনেও জেফারসন কিছু বললো না। আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটার সময় সাক্ষাৎকারের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে জানার পর নিশ্চিত মনে জেফরসন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে নাস্তা খাবার পর একটু পায়ে হেঁটে বেড়াবার কথা বলতেই হোটেল ম্যানেজার চমকে উঠলো। গাড়ি নিয়ে যান, সাবধানে যাবেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি। জেফারসন কোন কথা শুনতে রাজি নয়। শেষে ঘড়ি, বিদেশী মুদ্রা এসব হোটেলে রেখে ম্যানেজারের পরামর্শ মতো প্রচুর রুবল নিয়ে বের হলো কারণ পথে ভিখারীরা ছেঁকে ধরবে তাকে।

দু'ঘণ্টা পরে ক্লান্ত হয়ে ফিরলো জেফারসন। এর আগে মাত্র দু'বার সে এসেছিলো মস্কোতে। একবার কমিউনিস্ট আমলে, অন্যবার আট বছর আগে ইয়েলেৎসিনের সময়। দু'বারই এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল, হোটেল থেকে বৃটিশ দূতাবাস। স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার কোন সুযোগ হয়নি।

এবার ঘোরার সময় দু'বার সে বদমাশদের খপ্পরে পড়েছে। একবার তো মনে হচ্ছিলো একটা গুণ্ডার দল তাকে অনুসরণ করছে। গাড়ি বলতে ট্যাক্সি, পুলিশ ভ্যান, আর বড়লোকদের যানবাহন। না, কোমারভকে প্রশ্ন করার তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে ধীরে ধীরে।

কুজনেৎসভের ফোন না আসা পর্যন্ত আর বের হবে না ঠিক ক'রে সে লাঞ্চ খাবার আগে 'বার'এ গেলো। একেবারেই ফাঁকা। মাত্র একজন বিদেশী ব'সে ব'সে মদ খাচ্ছিলো। আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে আলাপ হলো। এ লোকটা কানাডা থেকে এসেছে এখানে কাঠের ব্যবসা করতে। মস্কোতে অফিসও নিয়েছে। কিন্তু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কদিন আগে একজন তার অফিসে এসে বললো, "এই যে, আমি তোমার ব্যবসার পার্টনার।"

"আপনি ওকে আগে থেকে চিনতেন?" জেফারসন ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

"একটুও না। লোকটা মাফিয়া। ব্যবসার সবকাজ লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি সব ওরা ক'রে দেবে। মাল পাঠানোর দায়িত্বও নেবে। তার বদলে লাভের অর্ধেক ওদের দিতে হবে।"

"যদি না দেন?"

"যদি না দিই," কানাডিয়ানটি বললো, "তবে কোনোদিন সে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবে না। মাফিয়ারা সেটা কেটে দেবে।"

জেফারসন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না, "হায় ঈশ্বর, শুনেছিলাম এখানকার শান্তি-শৃঙ্খলা, অপরাধের ক্ষেত্রে অনেক অবনতি হয়েছে, কিন্তু এতোটা তো ভাবতে পারিনি।"

সব মিলিয়ে জেফারসন যেটা বুঝতে পারলো সেটা এই যে, কমিউনিজমের উচ্ছেদের পর রাশিয়ায় অপরাধ খুব বেড়ে গেছে। এখানে এখন রুশ মাফিয়াদের রাজত্ব চলছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশিয়াতে শত শত বছর ধ'রে এই ধরনের অপরাধীদের জগৎ রাজত্ব ক'রে এসেছে। তবে আগে এটা ছিলো আঞ্চলিক ভিত্তিতে – ছোট ছোট দলে।

স্টালিন এই দুষ্টচক্র ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। হাজার হাজার অপরাধীদের ধ'রে সাইবেরিয়ার শ্রম-শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারা ওখানে গিয়েও দল তৈরি ক'রে নিজেদের চরিত্র বজায় রেখেছিলো। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপারটা হলো, এমনিতে রাশিয়াতে কমিউনিজম দশ বছর আগেই শেষ হয়ে যেতো, যদি না এই অপরাধের জগতের রমরমা অবস্থা থাকতো। এরা সব কাজে মাথা গলাতো, আর সরকারী অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না ক'রে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সবাইকে সাহায্য করতো তাদের দরকার অনুযায়ী।

ব্ল্যাক মার্কেট রমরমা চলছে। আর এটা পুরোপুরি চালায় মাফিয়ারা। মদ, ড্রাগ, বেশ্যাবৃত্তি – জীবনের সব দিকগুলোতে এসব ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ছে বিশ্রীভাবে। আর এর সঙ্গে জুটেছে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। তারা ভয়ে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কিছুই করে না। আর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আছে সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি।

এটা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে ১৯৯৮ সালে অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৯৬ সালে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের সমমূল্যের রুশ সম্পদ, প্রধানত সোনা, হীরা, দামি ধাতু, তেল, গ্যাস, কাঠ চুরি ক'রে বেআইনীভাবে বাইরে পাচার করা হয়েছিলো। কানাডিয়ানটি আরও অনেক কথা বলার পর জেফারসনের নাম জানতে চাইলো। শোনার পর তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, তার মানে, ডেইলি টেলিগ্রাফ সে পড়ে না।

ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় গাড়ি এলো। জেফারসন বেশ ভালো পোশাক পরেই বসেছিলো। গেটে কড়া চেকিং- এর পর ভেতরে ঢুকলো। গাড়ি বারান্দায় কুজনেৎসভ অপেক্ষা করছিলো। ওপরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো জেফারসনকে। পাশের ঘরে বসেন কোমারভ।

কোমারভ তাঁর সামনে মদ খাওয়া বা সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না, এ-কথাটা কিন্তু জেফারনকে জানানো হয়নি।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে, কোমারভ এলেন। বয়স প্রায় ৫০, চুলটা ধূসর হয়ে গেছে। উচ্চতা ছ'ফুটের একটু কম হবে।

জেফারসন পকেট থেকে ছোট টেপ রেকর্ডারটা বের ক'রে টেবিলে রেখে অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গী করলো। কোমারভ সম্মতি দিতেই শুরু হলো সাক্ষাৎকার।

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই যে, দুমা রাষ্ট্রপতির শাসনকালকে আরও তিনমাস সম্প্রসারিত করেছে এবং আগামী বছরের নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে এনে জানুয়ারিতে নির্ধারিত করেছে। এই সিদ্ধান্তটিকে আপনি কি চোখে দেখছেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুজনেৎসভ দোভাষীর কাজ করছিলো। তার মাধ্যমেই উত্তর এলো।

"আমি এবং দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘ এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হতাশ হয়েছি এ কথা খোলাখুলি স্বীকার করছি, কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব'লে এটা আমরা মেনে নিয়েছি। মিঃ জেফারসন, একথা আপনার কাছে গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই যে, বর্তমানে এই দেশ, যাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালোবাসি, খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। দীর্ঘকাল ধ'রে অযোগ্য সরকারগুলো এর অর্থনীতিকে বিনষ্ট করেছে আর দুর্নীতি অপরাধ বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশবাসী কষ্ট পাচ্ছে। এই অবস্থা যতোদিন চলবে ততোদিনই দেশের জন্য খারাপ। তবে আমরা আশা করছি নির্বাচন যখনই হোক না কেন, আমরাই জিতবো।"

ঝানু সাংবাদিক হিসেবে এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না জেফারসনের যে, এই উত্তরটা ছক কষা, প্রায় মুখস্থ ক'রে বলার মতো।

কয়েকটা প্রশ্ন করার পর জেফারসন বুঝতে পারলো কেন কোমারভ খবরের কাগজের লোকদের পছন্দ করেন না। প্রচণ্ড দাম্ভিক, নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস তাঁর। উত্তরগুলো চাবুকের মতো দিচ্ছেন। রসিকতা করলেও হাসছেন না।

জেফারসনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো কুজনেৎসভের – আমেরিকায় লেখা-পড়া শেখা মানুষটিকে বেশ বিচলিত হতে দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু কোমারভের প্রতি তার অশেষ ভক্তি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর প্রথম ৬ মাসের মধ্যে কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবেন কোমারভ, এটা জিজ্ঞাসা করতে আবার যন্ত্রের মতো কঠোর ও শাণিত উত্তর এলো।

এবার ডেইলি টেলিগ্রাফের সম্পাদক তাকে যে লাইনে প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা মনে পড়ার পর জেফারসন কোমারভকে প্রশ্ন করলো রুশ জাতির যে মহৎ ঐতিহ্য ছিলো তাকে নতুন ক'রে গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি কি চিন্তা করেন। এর আগের সব প্রশ্নের উত্তর নিস্পৃহের মতো মুখ ক'রে দিয়ে যাচ্ছিলেন, এই প্রশ্নটা হওয়া মাত্র দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো তাঁর মধ্যে।

এমনকি জেফারসন বলেছে যে ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন কোমারভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জেফারসনের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চ'লে গেলেন কোমারভ।

কুজনেৎসভও বেশ হতচকিত। কোমারভের এই আচরণের জন্যে বিনীতভাবে জেফারসনের কাছে ক্ষমা চাইলো।

"প্রেসিডেন্টের খুব একটা দেরি হবে না, এখনই ফিরে আসবেন। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ জরুরি কাজ আছে।"

একটা টেলিফোন ক'রে তিন মিনিট প'রে ফিরে এলেন কোমারভ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক ঘণ্টা কাটার পর হঠাৎ কোমারভ আভাস দিলেন সাক্ষাৎকার শেষ হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে জেফারসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। যাবার সময় দরজার কাছে গিয়ে কুজনেৎসভকে ডাকলেন।

দু'মিনিট পরে বেরিয়ে এলো কুজনেৎসভ। "খুবই দুঃখিত, আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনাকে ফেরার জন্যে গাড়ি দেয়া যাচ্ছে না। যে গাড়িতে আপনি এসেছিলেন সেটা একটা জরুরি দরকারে বেরিয়ে গেছে। যদি কিছু মনে না করেন একটা ট্যাক্সি ধ'রে হোটেলে ফিরে যান।"

মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বললো না জেফারসন। বিশাল গেট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছিলো সে। যথারীতি কোথাও ট্যাক্সি নেই।

একটু পরে পাশের গলি থেকে চামড়ার কোট পরা দু'জন লোক বেরিয়ে এলো। তারা জেফারসনের দশ গজের মধ্যে এসে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের ক'রে গুলি করলো। দুটো বুলেটই লাগলো জেফারসনের বুকে। টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। লোক দুটো আরও কাছে এগিয়ে এসে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো। একজন কোর্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিলো, অন্যজন ম্যানিব্যাগটা।

কাজ সেরে নিমেষের মধ্যে তারা গলির ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একজন মহিলা আসছিলেন, জেফারসনকে মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখে মাতাল ভেবেছিলেন প্রথমে, পরে খুব কাছে এসে রক্ত দেখে চিৎকার করতে শুরু করলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

ঐ খুন হবার জায়গার কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে ব'সে থাকা একজন মহিলার চিৎকার শুনে ম্যানেজার ফোন ক'রে অ্যাম্বুলেন্সকে খবরটা চট ক'রে দিয়ে দিলো।

অ্যাম্বুলেন্সের লোক প্রথমে এটাকে হার্ট অ্যাটাকের কেস মনে করেছিলো, কিন্তু বুকের কাছে দুটো গুলির দাগ দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানিয়ে ছুটে চ'লে যায় কাছের হাসপাতালে।

একঘণ্টা পওে, বোতকিন হাসপাতালে ডাক্তার হাত থেকে দস্তানা খুলতে খুলতে ইন্সপেক্টর ভাসিলি লোপাতিনকে বললেন, "কোন আশা নেই, একটা গুলি হৃৎপিণ্ড ফুটো ক'রে দিয়েছে।" ভাসিলি একবার চিন্তা ক'রে নিলো কি করা যায়। করার কিছুই নেই, কারণ মস্কোতে এখন আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি, কাকে ধরবে? যে মহিলা, দুজন খুনিকে গাড়িতে ক'রে চলে যেতে দেখেছিলো তার সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না।

মৃতদেহটা ট্রলিতে শোয়ানো। তার সব জিনিসপত্র আলাদা ক'রে রাখা আছে। দামি জ্যাকেটটা তুলে লেবেলটা দেখেই চমকে উঠলো ইন্সপেক্টর। লোকটা বিদেশী।

ইন্সপেক্টর ইংরেজি জানে না। ডাক্তার লেবেলটা প'ড়ে জানালেন যে ওটা লন্ডনের বন্ড স্ট্রটের তৈরি। তাহলে তো লোকটা বৃটিশ পর্যটক। দামী হাতঘড়ি, আঙটি। মহিলা চিৎকার করায় বোধহয় খুনিগুলো এসব নিয়ে যাবার সময় পায়নি – ইন্সপেক্টরের ধারণা এরকমই হচ্ছিলো। কিন্তু মানিব্যাগ নেই কেন?

খুঁজতে খুঁজতে কোটের বুক পকেটে একটা হোটেল-ঘরের চাবি পেলো সে, তাহলে লোকটা ন্যাশনাল হোটেলে উঠেছিলো।

ফোনে যোগাযোগ করতেই ন্যাশনাল হোটেলের ম্যানেজার মিঃ স্টেভেনসন চম্‌কে উঠলেন। বর্ণনা থেকে তো জেফারসনকেই মনে হচ্ছে। ম্যানেজার ছুটে এসে দেখলো নিঃসন্দেহে জেফারসন। কি করবে ভেবে না পেয়ে তার তাস খেলার সঙ্গী এক বৃটিশ কূটনীতিবিদকে খবরটা দিলো। বিদেশে নামকরা বৃটিশ জার্নালিস্ট খুন হয়েছে – কূটনীতিবিদ তাড়াতাড়ি খবরটা দিলো জোক ম্যাকডোনাল্ডকে।

মস্কো, জুন ১৯৬৮

ভ্যালেরি ক্রুগলভ প্রায় দশ মাস হলো দেশে ফিরে এসেছে। জেসন মঙ্ক কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলো ভ্যালেরির ব্যাপারে। দেশে ফিরে অনেকে মত পাল্টায়, তারা তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় না। কিন্তু ভ্যালেরি তার কথা রেখেছিলো। সে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ভেতরকার অনেক খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলো যথা সময়ে। ১৯৮৭-৮৮ সালে পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলো, যেমন পোল্যান্ড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদির বেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিলো, সোভিয়েত রাশিয়া এদের কিভাবে মোকাবিলা করবে তা জানা গেলো ভ্যালেরির পাঠানো তথ্য থেকে।

মে মাসে এজেন্ট ডেলফি তার বন্ধু জেসনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো।

আমেরিকার একটা ছাত্রদের গ্রুপ রাশিয়া যাবে সেখানকার শিল্পকলা, মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখতে। সিনিয়র ছাত্র হিসেবে জেসন মস্ক ঐ দলে ভিড়ে গেলো। তারপর দলটা যখন মস্কো এয়া পোর্টে নামলো তখন ড: ফিলিপ পিটার্স-এর কাগজপত্র, ভিসা ইত্যাদি সব নিখুঁত ছিলো। ভ্যালেরিকে এ-খবরটা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

এই ছাত্রদের তোলা হলো হোটেল রাশিয়াতে। একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিলো ভ্যালেরির জন্যে। ঠিক সময়ে এলো সে। ভালো ক'রে জেসন দেখে নিলো কেউ ওদের অনুসরণ করছে কিনা।

ওরিয়েন্টাল মিউজিয়ামের বাথরুমে গিয়ে দুজনের দেখা হলো। না, ডেলফির ওপর অত্যাচারের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলো। সব খবর ভালো। ডেলফি ফ্ল্যাট কিনেছে। কেউ কোনো সন্দেহও করেনি। বিদেশে কাজ ক'রে বাড়তি টাকা-পয়সা রোজগার ক'রে আজকাল অনেকেই আনছে। এ সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না এখন।

"তাহলে তোমাদের দেশটাকে পাল্টানো যাচ্ছে," জেসন হাসিমুখে বললো।

দশ মিনিট কথা বলার পর ভ্যালেরি একটা ছোট প্যাকেট দিলো জেসনকে বিদেশ মন্ত্রীর দপ্তর থেকে জোগাড় করা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র।

হোটেলে ফিরে এসে কাগজপত্র প'ড়ে জেসন জানতে পারলো রাশিয়া তৃতীয় বিশ্বকে দেয়া তাদের সাহায্যের পরিমাণ কমাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধও ক'রে দিচ্ছে, ফলে এটা বুঝতে অসুবিধা নেই যে রাশিয়ার অর্থনীতি এবার ভেঙে পড়বে। এই খবরটা পশ্চিম রাষ্ট্রগুলোর কাছে আনন্দ সংবাদ।

রাশিয়া থেকে ফিরে জেসন তার নিজের পদোন্নতির খবর পেলো। ওদিকে নিকোলাই তারকিন, যার ছদ্মনাম লিসান্ডার, সে বদলী হয়ে আসছে পূর্ব বার্লিনের কেজিবি অফিসের কমান্ডার হয়ে।

ন্যাশনাল হোটেলের ম্যানেজার আর বৃটিশ দূতাবাসের প্রধান ম্যাক ডোনাল্ড বোতাকিন হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করলেন। কী আশ্চর্য কোটে দুটো গুলির দাগ,শার্টে একটা মাত্র ফুটো। তার অর্থ এই যে, অন্য গুলিটা লেগেছিলো বুক পকেটে রাখা মানিব্যাগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যানেজারের বিশ বছরের চাকরি জীবনে এই প্রথম তার হোটেলের কেউ খুন হলো। ভদ্রলোক যদি তার কথা শুনে হোটেলের গাড়ি নিয়ে যেতেন তবে এই দশা হোতো না।

ম্যাক ডোনাল্ড ম্যানেজারকে বললেন জেফারসনের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে। মৃতের সব কিছু লন্ডনে ফেরত পাঠাতে হবে, স্ত্রী আছে নিশ্চয়ই।

দুপুরে ফিরে ম্যাক ডোনাল্ড ইন্সপেক্টর লোপাতিনকে ফোন করলেন।

"একটা সমস্যা বন্ধু। ব্যাপারটা বেশ খারাপই বলা চলে। ঐ লোকটি একজন নামকরা সাংবাদিক। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দারুণ হৈ-চে শুরু হয়ে যাবে। আপনাদের দূতাবাসের উচিত ব্যাপারটাতে হাত দেয়া। তবে খুনটা যে টাকা-পয়সার জন্যে হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। আর জেফারসনের জিনিসপত্র ও সেই সঙ্গে শবদেহ রিলিজ করার কাগজপত্র তৈরি ক'রে রাখুন, আমাদের দরকার রয়েছে।"

দুটো ভুল করেছিলো খুনিরা। তাদের বলা হয়েছিলো মানিব্যাগ থেকে শনাক্ত করা যায় এমন সব কাগজপত্র, পরিচয়পত্র ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে। আর টেপ রেকর্ডারটা চাই-ই চাই।

বৃটিশদের কোন পরিচয়পত্র থাকে না। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন, বাইরে গেলে পাসপোর্ট রাখতে হয়। তাই ঘাতকরা এসব কিছুই পেলো না। হোটেলের চাবিটা ওদের নজরে পড়েনি। আর গুলি লেগে মানিব্যাগটা তো গেছেই, সেই সঙ্গে টেপ রেকর্ডারটাও নষ্ট হয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর নভিকভ দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের কর্মচারী ও নিয়োগ বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ঝিলিনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিয়ে ১০ই আগস্ট সকাল দশটার সময় দেখা করতে গেলো।

স্যার একটা সিঁধেল চোরের তদন্তের ভার পড়েছে আমার ওপর, তাকে এই বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিলো ব'লে খবর আছে। এই ছবিটা দেখুন, একে কি কখনও দেখেছেন আপনি?"

ছবিটা দেখেই চম্‌কে উঠলেন ঝিলিন, "আরে এতো জইতসেভ — আমাদের পুরনো বুড়ো ঝাড়ুদার। এ লোক চোর হতে পারে না কিছুতেই।"

"এর সম্বন্ধে কিছু যদি বলেন ... স্যার।"

"এমন কিছু নেই বলার মতো। এক বছর আগে চাকরিতে এসেছে। সৈন্যবাহিনীতে ছিলো আগে। বিশ্বাসী বলেই জানতাম। সোম থেকে শনিবার প্রতি রাতে এসে অফিস ঘর পরিষ্কার ক'রে যেতো।"

"এখন আর আসছে কি?"

"না। শেষ এসেছিলো ১৫ জুলাই। পরপর দু'দিন না আসায় আমরা একজন বিধবাকে ঐ কাজে নিয়ে নিয়েছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর ফাইল দেখে জানালেন ১৫ জুলাই কাজ সেরে ভোর রাতের দিকে সে চ'লে যায়। এখানে ও চুরি করতে আসেনি, ময়লা পরিষ্কার করতে এসেছিলো। তাই ইন্সপেক্টর তুমি বলছো সে চোর, তা কি ক'রে সম্ভব?"

সিলিয়ার নাম না উল্লেখ ক'রে ঘটনাটা জানালো নভিকভ।

"দেশে হচ্ছেটা কি? এইভাবে চুরি-চামারি হওয়া ঠিক না। তোমাদের আরও ভালোভাবে কাজ করা উচিত ইন্সপেক্টর।"

"আমরা তো শক্ত হাতে কাজ করতে চাই স্যার কিন্তু ওপরতলা থেকে সমর্থন ঠিকমতো পাই না।"

"এ অবস্থা পাল্টে যাবে ইন্সপেক্টর, পাল্টে যাবেই, আর ৬ মাস অপেক্ষা করো, স্যার কোমারভ রাষ্ট্রপতি হয়ে এলেই সব বদলে যাবে।" ঝিলিনের চোখে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

"সেতো নিশ্চয়ই স্যার। আর একটা কথা ঐ ঝাড়ুদারের বাড়ির ঠিকানাটা আছে কি?"

ঝিলিন এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলো।

বাড়িতে জইতসেভের মেয়ে খবরটা শুনে খুব কাঁদলো। ছবিটা দেখে বাবার ব'লে শনাক্ত করলো। ঘরের অন্য প্রান্তে বাবার খাটটার দিকে তাকালো, এবার একটু বেশি জায়গা পাওয়া যাবে তাহলে।

নভিকভ ফিরে এলে জইতসেভ মার্ডার কেসটা এবার ক্লোজ ক'রে দিতে হবে। আর ভোলোস্কিকে খবরটা দেয়া দরকার।

ল্যাঙ্গলে, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত সিলিকন ভ্যালি সম্মেলনে আসবে না জেনেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে তারা প্রতিনিধিদের একটা তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট সোভিয়েত প্রতিনিধিদের একটা তালিকা পাঠিয়ে দিলো সিআইএ'র দপ্তরে।

১৯৮৭ সালের শেষের দিকে গরবাচেভের সংস্কার সাধন শুরু হয়ে গেছে, তাই প্রতিনিধিরা আসতে পারছে। এর আগে নিজেদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ক'রে চলতো। কোন দেশের সঙ্গে আলোচনায় রাজী হোতো না।

ঐ তালিকাটা ল্যাঙ্গলেতে আসার পর জেসন মঙ্কের হাতে এলো। আট জন সোভিয়েত বিজ্ঞানী ক্যালিফোর্নিয়াতে আসছে নভেম্বর মাসে। এদের কারোরই নাম তেমন শোনা গেছে ব'লে মনে হলো না জেসনের।

আমেরিকাতে সিআইএ আর গোয়েন্দা বিভাগ এফবিআই'র সম্পর্ক তেমন মধুর নয়, তবুও জেসন ঠিক করলো, এফবিআই'র সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যেসব রুশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজ্ঞানীর আত্মীয়-স্বজন আছে আমেরিকাতে তাদের ব্যাপারে কেজিবি একটু সন্দিগ্ধ থাকে। নিরাপত্তার ব্যাপারেও সেটা বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা থাকে।

তালিকার ৮টা নামের মধ্যে দু'জন সম্বন্ধে এফবিআই'র দপ্তরে খবর আছে যে, এরা আমেরিকাতে আশ্রয় চেয়েছিলো। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেলো, একজনের নামটা কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া আর কিছু না। বাল্টিমোরে বসবাসরত পরিবারটির সঙ্গে আগত রুশ বিজ্ঞানীর আসলে কোন সম্পর্ক নেই।

অপর নামটি একটু অদ্ভুত। এক মহিলা রুশী-ইহুদি শরণার্থী, ভিয়েনাতে মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে আশ্রয় চেয়েছিলো অস্ট্রিয়া যাবার পথে, এবং তাকে তা দেয়াও হয়েছিলো। তিনি আমেরিকাতে এক সন্তানের জন্ম দেন, ভিন্ন নামে ছেলেটির রেজিস্ট্রেশনও হয়েছিলো।

ইয়েভজেনিয়া রোজিনা এখন নিউইয়র্কে থাকেন, ছেলের যে নামে রেজিস্ট্রেশন হয় সেই নামটা হলো ইভান ইভানোভিচ ক্লিনভ। জেসন জানে এর অর্থ হলো ইভানের ছেলে ইভান। রুশ বিজ্ঞানীদের নামের তালিকায় একটা নাম আছে অধ্যাপক ইভান ইয়ে ক্লিনভ। একটু অস্বাভাবিক নাম যা জেসন কখনও শোনেনি। জেসন নিউইয়র্কে মিসেস রোজিনার খবর নিতে চ'লে এলো।

সেই ক্যান্টিনেই ইন্সপেক্টর নভিকভ দেখা করলো ভোলোস্কির সঙ্গে।

"তোমার কেস্‌টার সমাধান ক'রে ফেলেছি।"

"কোন্ কেস?"

"ঐ যে জঙ্গলে বুড়োর লাশ পাওয়া গিয়েছিলো।"

রিপোর্টটায় চোখ বুলালো ভোলোস্কি।

"আজকাল দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের সময় ভালো যাচ্ছে না। কোমারভের ব্যক্তিগত সচিব নদীতে গোসল করতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি।"

নভিকভ মনে মনে উল্লসিত হলো খবরটা পেয়ে। ইংরেজটার কাছ থেকে বেশ কিছু পাওয়া যাবে খবরটা বিক্রি ক'রে।

নিউইয়র্ক, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

রোজিনার বয়স প্রায় চল্লিশ, গাঢ় রঙ, স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দরী। সে তার আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো রোজিনার এপার্টমেন্টের ব্লকের কাছেই। ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসের লোক দেখেই মহিলার মুখ ফ্যাঁকাশে হয়ে গেলো। তাঁর কাগজটা ঠিক থাকা সত্ত্বেও এক অজানা আশংকা ঘিরে ধরলো তাকে।

"এইতো রুটিনমাফিক একটি কাজ, জানেনই তো, আমাদের বসেরা আমাদেরকে বসিয়ে রাখতে পছন্দ করেন না," জেসন বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি জানতে চান বলুন। আমার কাগজপত্র সব ঠিক আছে," মহিলা বললো, "আমি অর্থনীতিবিদ ও অনুবাদক হিসেবে চাকরি করি। ট্যাক্স দেই।"

"সেসব আমি জানি মিস্ রোজিনা। খালি একটা কথা জানতে চাই, আপনি আপনার ছেলের ভিন্ন নামে রেজিস্ট্রি কেন করিয়েছেন?"

"ওর বাবার নামে নাম দিয়েছি। তাঁর নাম ইভান ইয়েভদো কিমোভিচ ব্লিনভ।"

পেয়ে গেছি। তালিকাতে এই নামটাই আছে, মনে মনে উল্লসিত হলো জেসন।

জেসনের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যে কোনো লোকের পেটের কথা টেনে বের করতে ওস্তাদ সে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রোজিনার স্বামীর সব খবর সে জোগাড় ক'রে ফেললো।

জন্ম ১৯৩৮ সালে। তাঁর বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন, আর মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা। ১৯৪২ সালে স্টালিনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে দৈবক্রমে বেঁচে যায় তাঁর বাবা। কিন্তু ১৯৪২ সালের শেষের দিকে জার্মান আক্রমণের সময় বাবা মারা যান। মা পাঁচ বছরের ভানিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যান উরাল অঞ্চলে। সেখানে মা তাঁর ছেলেকে স্বামীর আদর্শে গ'ড়ে তোলার সাধনায় ডুবে থাকেন।

ছেলেটি ১৮ বছর বয়সে মস্কোর বিখ্যাত ফিজিক্স-টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবার আবেদন করে এবং ভাগ্যক্রমে সেটা মঞ্জুরও হয়। এখানে অত্যন্ত উচ্চমানের আণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হোতো।

বছর ছয়েক পরে, ছেলেটিকে ওরা পাঠিয়ে দেয় আরজামাস-১৬ নামের একটি বিজ্ঞান নগরীতে, যার কথা পৃথিবীর আর কোনো দেশ জানতে পারেনি। এখানে কার্যত তাকে বন্দী জীবন যাপন করতে হোতো। কারণ এখানকার কাজকর্ম চলতো অত্যন্ত গোপনে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কল্যাণ করা আর বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করার সবরকম সুবিধে পেতো সে।

তিরিশ বছর বয়স হবার আগে সে বিয়ে করলো ভালিয়াকে, পেশায় লাইব্রেরিয়ান আর ইংরিজির শিক্ষিকা। ভালিয়া তাকে ইংরিজি শেখায় যাতে পাশ্চাত্যের বই-পত্রিকা পড়তে পারে। প্রথম কয়েক বছর বেশ সুখেই ছিলো তারা, কিন্তু ক্রমশ সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করে, কারণ দু'জনেই মরীয়া হয়ে সন্তান চাইতো, আর সেটা কিছুতেই হচ্ছিলো না।

১৯৭৭ সালের শরৎকালে উত্তর ককেশাস অঞ্চলে থাকার সময় তার দেখা হয় ঝেনিয়া রোজিনার সঙ্গে। সোনার খাঁচার জীবনে থাকলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো। ঝেনিয়ার বয়স তখন ঊনত্রিশ, তার চেয়ে দশ বছরের ছোট। বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তান ছিলো না। খুব প্রাণবন্ত, উচ্ছল সে। ভয়েস অব আমেরিকা আর বিবিসি'র খবর শুনতে ভালোবাসতো। মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত বিজ্ঞানীটি ঝেনিয়ার মোহে প'ড়ে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা পরস্পরকে চিঠি লিখতে রাজী হলো। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানীটির সব চিঠিপত্র সেন্সার হোতো, তাই আরজামাস ১৬-তে বসবাসকারী এক বন্ধুর বাড়ির ঠিকানায় চিঠি আসতো বিজ্ঞানীর জন্যে।

১৯৭৮-এ দুজনের আবার দেখা হলো। বিজ্ঞানীর বিয়েটা শুধু নামমাত্র বিয়ে হিসেবেই টিকে ছিলো। তৃতীয়বার দু'জনের দেখা হয় ইয়াল্টাতে। তখনও দুজনে দু'জনকে গভীরভাবে ভালোবাসে।

অথচ পনেরো বছরের বিবাহিতা স্ত্রী'কে অকারণে ডিভোর্স করতেও পারছিলো না বিজ্ঞানী বিবেকের তাড়নায়।

ঝেনিয়াও সেটা চায়নি। তাছাড়া বিয়ে হতে পারে না, কারণ ঝেনিয়া ইহুদি। সে ইতিমধ্যে ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছে। ইসরায়েলে চ'লে যেতে চায়। তখন ব্রেজনেভের আমল, খুব একটা অসুবিধা ছিলো না। দু'জনে শারিরীকভাবে মিলিত হলো আর ঝেনিয়া চিরকালের মতো তাকে ছেড়ে চ'লে যায়।

ঝেনিয়া বললো "তারপরের ঘটনা তো আপনার জানা। অস্ট্রিয়া যাবার পথে আমি আপনাদের দূতাবসের সঙ্গে যোগাযোগ করি, এবং ইয়ালটা থেকে ফেরার ছয় সপ্তাহ পরে জানতে পারলাম আমি মা হতে চলেছি। ইভান জন্মেছে আমেরিকায়, সে এখানকার নাগরিক।"

"আপনি ছেলের বাবার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেননি?"

"কি দুঃখে? সে তার বিবাহিত জীবন নিয়ে থাকুক, তাকে বিব্রত ক'রে লাভ কি?"

"আপনার ছেলে তার বাবার পরিচয় জানে?" সে প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ তাকে বলেছি যে, তার বাবা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। স্নেহশীল, কিন্তু বহুদূরে থাকেন।"

"মস্কোতে আমার একজন বন্ধু আছে তার মারফতে আরজামাস ১৬-তে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি," জেসন বললো।

"কেন? কি বলবো তাকে?"

"তার জানা উচিত ছেলের কথা। ছেলেটা চিঠি লিখুক। আমি সেটা তার বাবার কাছে পৌঁছে দেবো।"

সেদিন রাতে শুতে যাবার আগে খাঁটি রুশ ভাষায় একটা চিঠি লিখলো, 'প্রিয় বাবা...'

'গ্রেসি' ফিল্ডস দূতাবাসে ফিরলো ১১ তারিখে ঠিক দুপুরের আগে।

গুপ্ত ও সুরক্ষিত কনফারেন্স ঘরে মিটিং এ বসলো। ফিল্ডস টেবিলে একটা ছবি রাখলো – মৃত এক বৃদ্ধের।

"খবর পেয়েছি, লোকটা দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের সদর দপ্তরের ঝাড়ুদার ছিলো। রাতে যেতো, ভোর হবার আগে বেরিয়ে আসতো।"

এরপর ফিল্ডস ইগর কোমারভের ব্যক্তিগত সচিব এনআইএ আকোপভের পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার কাহিনীটাও শোনালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাক ডোনাল্ড চিন্তিত হয়ে পায়চারি করছিলো, "ধরা যাক ব্যাপারটা এই, আকোপভ ভুল ক'রে ঐ ফাইলটা টেবিলে ফেলে চ'লে যায়, আর ঝাড়ুদার সেটা হস্তগত করে। তারপর ওটা প'ড়ে তার মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। কি, গল্পটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে। ওদিকে আকোপভের গাফিলতির জন্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। আর ঐ জাড়ুদার ফাইলটাকে সিলিয়া স্টোনের গাড়িতে ফেলে দেয়।"

"কিন্তু কেনই-বা তার গাড়িতে? লোকটা যে বলেছিলো মিঃ অ্যাম্বাসাডারকে দিতে। কিন্তু বিয়ারের ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

ঝাড়ুদার ধরা পড়লো। তাকে খতম করা হলো। সিলিয়ার ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলো ফাইলটার সন্ধানে। এখন কোমারভও জেনে গেছেন তাঁর ঐ মূল্যবান ফাইল হারিয়েছে, এবং কোথায় গেছে সেটা আন্দাজ করতে পারছেন, এর ফল কি হবে, বোধ হয় বুঝতে পারছেন না।

ফিল্ডসের এই যুক্তি ম্যাক ডোনাল্ড মানলো না, "না, কোমারভ বুঝতে পেরেছেন," কথাটা ব'লে পকেট থেকে একটা ছোট টেপ-প্লেয়ার বের ক'রে তাতে ঢোকালো ছোট্ট একটা টেপ। "এটা হলো ইগর কোমারভের সঙ্গে জেফারসনের সাক্ষাৎকারের টেপ।"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলোম খুনিরা ওটা নিয়ে গেছে।"

"নিয়ে গিয়েছিলো। গুলিও মেরেছিলো বুকে। আমি প্লাস্টিক আর ধাতুর এই টুকরোগুলো পেয়েছি জেফারসনের ডানদিকের ভেতরের বুক পকেটে। গুলিটা মানিব্যাগে নয়, লেগেছিলো টেপ রেকর্ডারে। যাতে টেপটা চালানোর যোগ্য না থাকে..."

"তারপর..."

"কিন্তু ঐ বোকা খুনিটা রাস্তায় কোথাও থেমে ওই মূল্যবান টেপটা বের ক'রে ওখানে একটা নতুন টেপ রেখে দেয়। আর এটা পাওয়া গেছে পাতলা কাগজে মোড়া একটা ব্যাগে তার প্যান্টের পকেটে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কেন ওকে মরতে হয়েছে। শোনো..."

জেফারসনের কণ্ঠটা শোনা গেলো। এক সময়ে বন্ধ করার শব্দ হলো। আবার চালু করা হয়েছে, তার শব্দও ধরা আছে টেপে।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না," ফিল্ডস বললো।

"অত্যন্ত সহজ। কালা ইশতেহারটা আমি অনুবাদ করেছি। তাতে এরকম একটা লাইন আছে 'রুশ জাতির যে মহৎ ঐতিহ্য ছিলো তাকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা' আর জেফারসন ঠিক ঐ ভাষাতেই কোমারভকে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎকার বন্ধ ক'রে উঠে চ'লে যান উনি। আর এটাও বুঝে ফেললো যে জেফারসন ঐ ইশতেহারটা পড়েছে। আর তাঁকে বাজিয়ে দেখার জন্যে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে ... তুমি কি মনে করো এটা ব্ল্যাক গার্ডদের কাজ?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না, গ্রিশিনের লোক এটা করেছে। তাই জেফারসনকে সরিয়ে ফেলা হলো।"

"তাহলে ম্যাক ডোনাল্ড এবার কি করা হবে?"

"সোজা লন্ডনে যাবো। জানাবো যে কোমারভ জেনে গেছে আমরা কালো ইশতেহারের কথা জানি। তার প্রমাণ ওটার জন্যে তিনটা লোকের প্রাণ গেছে, আর কি প্রমাণ চাই।"

সান হোসে, নভেম্বর ১৯৮৮

সিলিকন ভ্যালি প্রকৃত অর্থেই একটা ভ্যালি বা উপত্যকা। একপাশে সান্তাক্রুজ পর্বতমালা, অন্যদিকে হ্যামিলটন রেঞ্জ। এখানে প্রায় হাজার থেকে দু'হাজারের মতো শিল্প গ'ড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অত্যন্ত উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ চলে এখানে, তাই নাম দেয়া হয়েছে সিলিকন ভ্যালি।

নভেম্বর, ১৯৮৮, এখানকার সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছে নানা দেশের প্রতিনিধি। ঐ আটজন রুশ প্রতিনিধি যখন সান হোসেতে এসে ফেয়ার মন্ট হোটেলে উঠলো, তখন লবিতে বসেছিলো জেসন। ওর সজাগ দৃষ্টি বুঝতে পারলো পাঁচ জন কেজিবি'র লোকও কফি পার্লারে এসে বসেছে।

এখানে আসার আগে বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে তার যা কিছু জানবার জেনে এসেছে। এবার তার কাজ অধ্যাপক ব্লিনভের সঙ্গে দেখা করা।

ব্লিনভ রাশিয়ার একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। লেনিন পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর কোন লেখা পাশ্চাত্য দুনিয়াতে প্রকাশ করতে দেয়নি সরকার। উনি কিছুটা ক্ষুব্ধ মনে হয়, কেন না আন্তর্জাতিক, স্বীকৃতি তিনি পাননি। এই সম্মেলনে উন্নততর কণাবাদী-পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন তিনি।

অসাধারণ বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলো জেসনও। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ব্লিনভের হোটেলের দরজায় টোকা পড়লো।

"কে," ইংরিজিতে কথাটা শোনা গেলো।

"রুম সার্ভিস," জেসন বললো।

চেন দিয়ে দরজা আটকানো, তাই যতোটা খোলা যায় ততোটুকু ফাঁক ক'রে অধ্যাপক দেখলেন স্যুট পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ঘরে খাবার দেবার কথা বলিনি!"

"হ্যা, স্যার বলেননি। আমি রাতের শিফটের ম্যানেজার। এটা ম্যানেজারের পক্ষ থেকে উপহার।"

এখানে গত পাঁচ দিনে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছে অধ্যাপকের। এদের সম্পদের অভাব নেই, তাই ব'লে বিনা পয়সার দারুণ এক প্লেট ফ্রুট আইসক্রিম। না, অভদ্রতা ক'রে লাভ নেই।

দরজা পুরো খুললো। জেসন এসে টেবিলে ওটা রাখলো। এতোক্ষণে অধ্যাপক বুঝে গেছেন ব্যাপারটা। কেজিবি বার বার ব'লে দিয়েছিলো রাতে কাউকে ঘরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢুকতে দেবেন না। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমি জানি তুমি কে, শিগ্‌গীর চ'লে যাও, নইলে আমার লোকেদের আমি ফোন করবো।"

মৃদু হেসে জেসন রুশভাষায় বললো, "যে কোন মুহূর্তে তা করতে পারেন। তবে তার আগে পাঁচ মিনিট আমার কথা শুনুন।"

"কিচ্ছু শুনবো না। চলে যাও।"

"ঝেনিয়া এখন নিউইয়র্কে আছেন," জেসন কথাটা বলতেই অধ্যাপক কেমন গেনো হয়ে গেলেন। ধপ ক'রে ব'সে পড়লেন বিছানায়।

"ঝেনিয়া? এখানে? আমেরিকাতে?"

"আপনারা দু'জনে ইয়াল্টাতে ছুটি কাটাবার পর ঝেনিয়া ইসরায়েলে যাবার অনুমতি পায়। অস্ট্রিয়া যাবার পথে উনি আমাদের দূতাবাসে সাহায্য চান। আমরা ভিসা দিয়ে তাঁকে এখানে এনেছি। উনি তখন আপনার সন্তানের মা হতে চলেছিলেন। এবার এই চিঠিটা পড়ুন।"

দু'পাতার চিঠিটা পড়ার পর উনি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন দেয়ালের দিকে। চোখে পানি এসে গেছে।

"আমার একটা ছেলে আছে। হায়, ঈশ্বর, আমার একটা ছেলে আছে।"

ছেলেটার একটা ছবি জেসন তুলে দিলো তাঁর হাতে।

"ইভান ইভানোভিত ব্লিনভ," জেসন বললো, "সে আপনাকে কখনো দেখেনি। *সোচি*তে তোলা একটা বিবর্ণ ছবি দেখেছে শুধু। আপনাকে সে খুব ভালোবাসে।"

"আমার একটা ছেলে আছে," ধরা গলায় বললেন সেই মানুষটি, যিনি হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে পারেন।

"আপনার তো স্ত্রী আছেন?"

"ভালিয়া গত বছর ক্যান্সারে মারা গেছে," ব্লিনভ বললেন।

জেসন একটু হতাশ হয়ে গেলো। তাঁর তো আর কোনো পিছুটান নেই। যদি আমেরিকায় থেকে যেতে চান? তাতে তো লাভ হবে না।

"কি চাও তুমি?" অধ্যাপক জানতে চাইলেন।

"এখন থেকে দু'বছর পর আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসিবো বক্তৃতা দেবার জন্যে। তারপর আপনি এখানে থেকে যাবেন। বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ দেয়া হবে। নিরিবিলি জায়গায় বড় বাড়ি, ঝেনিয়া, ছেলে আর দুটো গাড়ি।"

"দু'বছর পরে কেন?"

"এই দু'বছর আপনি আরজামাস-১৬ তে থাকবেন। সেখানকার সব খবর আমরা চাই। বুঝেছেন।"

ব্লিনভ রাজি হলেন। জেসন তাঁকে পূর্ব বার্লিনের ঠিকানাটা মুখস্ত করিয়ে দিলো। আর দাঁড়ি কামরাবার সরঞ্জামের মধ্যে অদৃশ্য কালি ইত্যাদি ভ'রে তুলে দিলো তাঁর হাতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে জেসন মনে মনে বললো – তুমি একটা পয়লা সারির ইঁদুর ধরা বেড়াল, জেসন।

দু'দিন পরে, ভক্সহল ক্রুশে হেনরি কুম্বস-এর অফিসে মিটিং বসলো। উপস্থিত ছিলো পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের দুই কন্ট্রোলার, মার্চব্যাঙ্ক আর রাশিয়া বিভাগের প্রধান ম্যাক ডোনাল্ড।

ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর সবাই একমত হলেন যে, কালো ইশতেহার সত্যি সত্যিই চুরি হয়েছে, এবং ইশতেহারটি জাল নয়, যাতে কোমারভ ক্ষমতায় এলে একদলীয় অত্যাচার শুরু করা ও ইহুদিজাতিকে নির্মূল করার বিষয়টি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে।

"ম্যাক ডোনাল্ড, আজ রাতের মধ্যে তোমার রিপোর্ট তৈরি ক'রে রাখো। আমি সেটা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাবো। ল্যাঙ্গলেতে আমাদের যেসব সহকর্মী আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। সিন তুমি ওটা দেখবে কি?"

পশ্চিম গোলার্ধের কন্ট্রোলার ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

"এই ঘৃণ্য ব্যাপারটা রুখতেই হবে। আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেতে হবে ঐ লোকটাকে থামাবার জন্যে।"

কিন্তু এটা হলো না। আগস্ট মাস শেষ হবার আগে স্যার কুম্বসকে বলা হলো কিং চার্লস স্ট্রটটের পররাষ্ট্র দপ্তরে উচ্চপদস্থ অসামরিক অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে।

স্থায়ী আন্ডার সেক্রেটারি স্যার রেজিনাল্ড পারফিট ইংল্যান্ডের গুপ্তচর বিভাগ এসআইএ'এর প্রধান স্যার কুম্বসের দীর্ঘকালের বন্ধু।

দু'জনে কথা বলছিলো কালো ইশতেহার নিয়ে।

"আমাদের সরকার এর বিরুদ্ধে যাবে কি?" কুম্বস জানতে চাইলো।

"বোঝা যাচ্ছে না। সরকারীভাবে এই ইশ্‌তেহারের কোনো অস্তিত্ব নেই। এ সম্বন্ধে শুধু জানি আমরা আর আমেরিকানরা। সরকারীভাবে এই দুই সরকারই কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না।"

"সেটা তো সরকারীভাবে। কিন্তু গোপনে কি কিছু করা যায় না?"

নাক সিটকিয়ে নিলেন স্যার পারফিট।

"এরকম ক্ষ্যাপাটে শয়তানদের আগেও বিপর্যস্ত ক'রে তোলা হয়েছে। তবে খুব নিঃশব্দে। তুমি তো জানোই আমাদের কর্মপদ্ধতি।"

"তবে এটাও ঠিক, যতো গোপনেই করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সব ফাঁস হয়ে যায়," স্যার কুম্বস বললেন।

"আমেরিকানরা ওখানে কিছু নিজের লোক ঢুকিয়ে রেখেছে, তবে তারাও ঠিক সাহস করে না। তবে আমার মনে হয় এটা জানাজানি হবার পর আমাদের সরকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমারভকে কোনো সাহায্য করবে না, রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না। তাই সক্রিয়ভাবে কিছু করতে আমাদের সরকার রাজি হবে না।"

ভ্লাদিমির, জুলাই ১৯৮৯

মার্কিন পন্ডিত ড: ফিলিপ পিটার্স বছরখানেক ধ'রে প্রাচ্য শিল্পকলা ও প্রাচীন রুশ পুরাকীর্তি নিয়ে গবেষণা ক'রে চলেছেন। জেসন ঠিক করলো পিটার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

আমেরিকান সরকার যা চাইছিলো অধ্যাপক ব্লিনভের কাছ থেকে সেইসব খবর তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন, তবে মস্কো গিয়ে সেটা মার্কিন দুতাবাসের কারোর হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে।

তবে আরজামাস-১৬ থেকে ট্রেনে মাত্র নব্বই মিনটের দূরত্বে গোর্কি শহরে বহু বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র আছে, সেখানে তাঁর যেতে অসুবিধা নেই। আর ওখান থেকে ভ্লাদিমিরি যেতে পারলো সহজে। তবে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। তারিখ ঠিক হলো ১৯শে জুলাই অধ্যাপক ব্লিনভ ওখানকার নাম করা গির্জার পশ্চিম গ্যালারিতে থাকবেন।

ল্যাঙ্গলে থেকে খোঁজ নেয়া হলো ঐ সময়ে পর্যটকদের কোনো দল ভ্লাদিমির যাচ্ছে কিনা। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলো প্রাচীন রুশ গির্জার স্থাপত্য শিল্পে আগ্রহী একটা দল যাচ্ছে। ড: পিটার্স ওরফে জেসন ভ্লাদিমির শহরটা সম্বন্ধে ভালো ক'রে জেনে নিয়ে ঐ দলে ভীড়ে গেলো। ক্রেমলিনে পৌঁছে তিনদিন ঘুরে ঘুরে সব দেখার পর পেট ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে দলের সঙ্গে আর এগোলো না সে। সকাল ৮টায় ট্রেন ধ'রে ১১টা আন্দাজ পৌঁছে গেলো ভ্লাদিমির।

পশ্চিম গ্যালারিতে পাওয়া গেলো ব্লিনভকে। এক ইঞ্চি মোটা বড় নোট – নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সংক্রান্ত – ব্লিনভ তুলে দিলেন জেসনের হাতে। আর জেসন প্রফেসরকে দিলো ঝেনিয়া আর ইভানের চিঠি, সেই সঙ্গে ইভানের আঁকা কিছু ছবি।

"সাহস রাখুন অধ্যাপক। আর একটা বছর।"

মস্কো থেকে ২০শে জুলাই জেসন ফিরলো নিউইয়র্কে। আর ঐ দিনই রোম থেকে ফিরলো অ্যালড্রখ আমেস, তিন বছর ইতালিতে কেজিবি'র হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করার পর। এর মধ্যে বিশ লাখ ডলার উপার্জন হয়েছে তার, সঙ্গে এনেছে নয় পাতার একটা নোট যাতে সোভিয়েত দেশে সিআইএ-এর কতজন গুপ্তচর কাজ করছে তার খবর চাওয়া হয়েছে। নোটে একটা বিশেষ নির্দেশ আছে – জেসন মঙ্ক সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে হবে বেশি ক'রে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

আগস্ট মাসের শেষ তারিখে একটা হোটেলে স্যার কুম্বস লাঞ্চ খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন সিআইএ-এর এক বড় কর্তাকে, যিনি কুম্বসের চেয়ে ১৫ বছরের সিনিয়র।

স্যার নাইজেল আরভিনের বয়স ৭৪। অবসর নেবার পর কিছুদিন পরামর্শ দিতেন। গত চার বছর হলো ডোরসেট কাউন্টিতে নিজের বাড়িতেই থাকেন। এমনিতে অত্যন্ত সদাশয়, কিন্তু প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন, এটা তাঁর ঘনিষ্ঠ জনেরা জানে।

স্যার আরভিন যখন বড়কর্তা ছিলেন তখন কুম্বস জার্মানিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। উনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কেন কুম্বস তাঁকে এতো দূর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

দোতলায় একটা নিরিবিলি জায়গায় ব'সে কথাটা শুরু করলো কুম্বস, "রাশিয়ায় কিছু একটা ঘটছে।"

"হ্যাঁ। কাগজে যা পড়ি তার চেয়েও বেশি কিছু," স্যার আরভিন বললেন। অবসর নেয়ার এতোদিন পরেও তাঁর যে অনেক সোর্স আছে এটা কুম্বস জানে।

কালো ইশতেহার আর সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্টটা তুলে দিলেন আরভিনের হাতে।

"আপনি এগুলো পড়ুন। আমাদের মন্ত্রী পর্যায়ে মিটিং হবে, সেখানে আপনি থাকবেন। যা ভালো বুঝবেন, পরামর্শ দেবেন।"

ল্যাঙ্গলে, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

অ্যালড্রিখ আমেস ওয়াশিংটনে ফিরে এসে বিশাল বাড়ি, দামি জাগুয়ার গাড়ি কিনে বিলাসে গা ডোবালেন। আরও সাড়ে চার বছর সে কেজিবি'র হয়ে কাজ করবে, বিনিময়ে দু'বছরে পাবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। তার এই জীবনযাত্রায় কেউ সন্দেহ করেনি।

কেজিবি আশা ক'রে আছে ঐ ৩০১ টা ফাইলের ব্যাপারে কিছু একটা করবে অ্যালড্রিখ। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলো না সে, কারণ ইতমধ্যে ল্যাঙ্গলেতে ফিরে এসেছে মিল্টন বিয়ারডেন, আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধের তদারকী ক'রে।

এসই ডিভিশনের এসে প্রথমেই মিল্টন চাইলো অ্যালড্রিখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কারণ তার ব্যাপারে মিল্টনও অন্যদের মতো অ্যালড্রিখ সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করতো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুখোড় আমলা কেন মালগ্রিউ নিজের বিদ্যার জোরে এখন পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা। ফলে কোন কর্মচারী কোথায় যাবে, কাকে কী দায়িত্ব দেয়া হবে – এসবের ভার তার ওপর।

অল্প সময়ের মধ্যে অ্যালড্রখ আর মালগ্রিউ এক গ্লাসের বন্ধু হয়ে উঠলো। আর তার জন্যেই অ্যালড্রখ পাকাপাকিভাবে থেকে গেলো এসই ডিভিশনে।

এদিকে সিআইএ তার সমস্ত কাজকর্ম কম্পিউটার দিয়ে করাতে শুরু করেছে। আর রোমে থাকাকালীন অ্যালড্রখও কম্পিউটারটা শিখে নিয়েছে। ফলে সব কিছুর সঙ্গে ঐ ৩০১টা ফাইলের হদিস করা তার পক্ষে সম্ভব হবে যদি কোড নম্বরগুলো পেয়ে যায়।

মালগ্রিউয়ের কৃপায় অ্যালড্রখ বেশ কিছু গুপ্তচরের হদিস পেলেও, সোভিয়েত নিয়নের, বা বাইরে থেকে যারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি চালাচ্ছে এমন চার জনের নাগাল পায়নি। এরা হলো – লিসান্ডার, পূর্ব জার্মানিতে কেজিবি দপ্তরের; গ্রেট হান্টার ওরিওন, মস্কোতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা দপ্তরের; মস্কো পররাষ্ট্র দপ্তরের ডেলফি আর মস্কো থেকে ইউরাল পর্বতমালার মধ্যে সোভিয়েত আণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলির ভার নিতে চলেছে একজন, যার সাংকেতিক নাম *পেগাসাস*।

জেসন মঙ্ক সম্বন্ধে কোন লিখিত তথ্য না পেলেও অ্যালড্রখ যেটুকু জানতে পারলো, তা হলো এই যে, এই বিভাগে ওর চেয়ে দক্ষ অফিসার আর নেই। তার কাজ করার স্টাইল আলাদা, যা করে একা নিজের দায়িত্বে করে। কাউকে পরোয়া করে না। অবিবাহিত আর মালগ্রিউ তাকে পছন্দ করে না। ওই অপছন্দের ব্যাপারটাকে কাজে লাগালো অ্যালড্রখ।

একদিন নেশায় মালগ্রিউ ব'লে ফেললো যে, জেসন মঙ্ক বছর দুয়েক আগে আর্জেন্টিনাতে একজন বড়মাপের লোককে দলে টেনেছে।

অ্যালড্রখ সূত্রটা পেয়ে গেলো। দু'বছর আগে, আর্জেন্টিনাতে বড় মাপের একজন অফিসার – সোভিয়েত গুপ্তচর বিভাগও ফেলনা নয়। তারা ঐ সময়ের ভিত্তিতে খোঁজ নিয়ে দেখলো একজন হঠাৎ খুব রাজকীয় স্টাইলে জীবন কাটাচ্ছে – ফ্ল্যাটও কিনেছে...

সেপ্টেম্বরের ১লা তারিখে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে বেড়াতে স্যার নাইজেল চিন্তা করছিলেন কালো ইশ্‌তেহারটা সম্বন্ধে। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার নয়। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা ভয়ংকর ঘটনার কথা মনে প'ড়ে গেলো তাঁর।

১৯৪৩ সাল, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮, বৃটিশ সেনা বাহিনীতে ভর্তি হয়ে ইতালিতে বদলী হয়েছেন। মন্টি ক্যাসিনোতে একটা সংঘর্ষে আহত হয়ে সাময়িকভাবে অকর্মণ্য হয়ে বৃটেনে ফিরে আসেন। তারপর তাঁকে জোর ক'রে বদলী করা হয় গোয়েন্দা বিভাগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ বছর বয়সে লেফটেন্যান্ট হয়ে একবার উনি জার্মানিতে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন এক মেজর তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে একটা জিনিস দেখিয়েছিলেন। ইহুদিদের বন্দী-শিবির। সেই ভয়াবহ দৃশ্য আজও ভুলতে পারেননি।

বেড়ানো শেষ ক'রে বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী পেনিলোপি পারভিন জানালেন চা রাখা আছে বসার ঘরে।

যৌবনে পেনিলোপি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। গোয়েন্দা বিভাগের এই মানুষটিকে পছন্দ করেছিলেন দুটি কারণে – কবিতা প'ড়ে শোনাতেন পেনিলোপিকে, সেই সঙ্গে কম্পিউটারের মতো কাজ করতো তাঁর মস্তিষ্ক।

তাঁদের একটা ছেলে ছিলো, সে ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধে মারা যায়। তার জন্মদিন আর মৃত্যুদিন ছাড়া অন্য সময়ে ইচ্ছে ক'রে ছেলের কথা মনে করেন না তিনি।

চা খেতে খেতে স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আবার চ'লে যাচ্ছো?"

"হ্যা। কয়েকদিন লন্ডনে, তারপর এক সপ্তাহ আমেরিকা। তারপর কোথায় তা জানি না। হয়তো আর কোথাও যেতে হবে না।"

শান্তভাবে পেনিলোপি বললেন, "ঠিক আছে। আমারও বাগানে অনেক কাজ আছে।"

"আমি আর কখনো কোথাও যাবো না," যেনো অপরাধীর সুরে বললেন স্বামী।

"ঠিক আছে, এখন চা খাও।"

ল্যাঙ্গলে, মার্চ ১৯৯০

প্রথমে বিপদ সংকেত দিলো সিআইএ'র মস্কো কেন্দ্র। ডেলফি যোগাযোগ রাখছে না, গত ডিসেম্বর থেকে। জেসন মঙ্ক টেবিল ছেড়ে উঠছে না, আর টেলিগ্রাফ মারফত খবর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাংকেতিক লিপি পাঠোদ্ধার ক'রে তাকে জানানো হচ্ছে না।

ক্রুগলভ যদি ঠিক থাকেও, তবে সে সব কটি নিয়ম ভাঙ্গছে। কিন্তু কেন? মস্কোতে পোস্টেড, যোগাযোগ করার সবরকম পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি শহরে নেই?

সে যদি ঠিক থাকে তবে নিয়মানুযায়ী খবরের কাগজে সাংকেতিক ভাষায় বিজ্ঞাপন দেবার কথা, তাও নেই।

মার্চ মাস নাগাদ এটা মনে হতে লাগলো যে ডেলফির হয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে নয়তো গুরুতর কোন অ্যাকসিডেন্ট। হয় মারা গেছে, নয়তো ধরা পড়েছে।

উত্তর ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সাম্রাজ্য আছে সেগুলো ভাঙ্গতে শুরু করেছে। রোমানিয়ায় তাদের রাষ্ট্রপতি চসেস্কু সপরিবারে নিহত হয়েছে, পোল্যান্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়া, চেকোস্লোভাকিয়া আর হাঙ্গেরি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে। গত নভেম্বরে বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গা হয়ে গেছে।

মস্কোতে ব'সে মার্কিন গুপ্তচরকে ধ'রে ফেলতে পারলে দারুণ হৈ চৈ ফেলে দিতে পারে রুশরা।

জেসনের মনে হলো হয় ক্রুগলভের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা দুর্ঘটনামাত্র, নয় কেজিবি তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অন্য সব কিছুর সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর রমরমা খুব বেশি। নানা বিষয়ে গবেষণার জন্যে পলিসি স্টাডি, থিঙ্কট্যাঙ্ক ইত্যাদির কেন্দ্র, নানা বিষয়ের অগ্রগতির জন্যে ফাউন্ডেশন আর কাউন্সিলের ছড়াছড়ি। প্রয়োজনে নানা ধরনের কাজ করে এরা খোদ ওয়াশিংটনে। তবে এদের মধ্যে মিল আছে দুটো ব্যাপারে – তারা যেমন গ্রহণ করে, তেমন দিয়েও দেয়, আর প্রত্যেকেরই একটা ক'রে সদর দপ্তর আছে। ব্যতিক্রম ছিলো একটি ক্ষেত্রে।

এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি ছিলো অত্যন্ত ছোট, সীমাবদ্ধ সদস্যপদ, আর সদস্য হবার জন্যে বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকে।

এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটির নাম লিঙ্কন পরিষদ। ১৯৯৯ সালের গ্রীস্মকালে এটা ছিলো সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান।

নিজেদের অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী অদৃশ্য এই লিঙ্কন পরিষদ ছিলো স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা গোষ্ঠী যাদের প্রধান কাজ ছিলো বর্তমানের বিচার্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে চিন্তা করা, তার মূল্যায়ণ করা এবং আলোচনা করা। বাছাই করা সদস্য এবং তাঁদের অসাধারণ কর্মদক্ষতার ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে এঁরা সহজেই যেতে পারতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এর সূত্রপাত – এটা একটা ইঙ্গ-মার্কিন সংগঠন। আশির দশকের গোড়ার দিকে ফকল্যান্ড যুদ্ধের পর পরিষদের সদস্যরা ওয়াশিংটন ক্লাবে সমবেত হয়েছিলেন ডিনার খেতে।

বিশেষ গুণ, যেমন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, শতভাগ সততা, জ্ঞানবুদ্ধি, নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারা এবং অবিসংবাদিতভাবে দেশপ্রেম না থাকলে এই পরিষদের সদস্য হবার আমন্ত্রণ কেউ পেতো না।

অতি উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের নেয়া হোতো অবসর গ্রহণের পর। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীরদের নেয়া হোতো। এমন দু'জন ছিলেন যাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ কয়েক শো কোটি ডলারের চেয়েও বেশি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আসতেন বাণিজ্য, শিল্প, ব্যাংক, ব্যবসা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞরা। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতিবিদ, কুটনীতিবিদ ও বড় অফিসাররা আসতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে সদস্য ছিলেন ছয় জন বৃটিশ, তার মধ্যে একজন মহিলা, পাঁচজন মহিলা সহ চৌত্রিশ জন মার্কিন। সদস্যরা বেশির ভাগই মধ্য বয়স্ক, তবে একজনের বয়স ছিলো একাশি বছর।

এই পরিষদের নাম দেয়া হয় গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহম লিঙ্কনের নামানুসারে। বছরে একবার ক'রে মিটিং হোতো, কোন এক ধনী সদস্যের বাড়িতে।

উইমিঙ জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে জ্যাকসন হোল নামের উপত্যকা ছাড়িয়ে, ১৯১ নং হাইওয়ে পার হয়ে জেনি হ্রদে পৌঁছালেন আগন্তুকরা। এর কাছে একশো একর জমিতে একটা বাগান বাড়ি তৈরি ক'রে রেখেছে ওয়াশিংটনের এক ধনী, নাম সল নাথানসন। জায়গাটার চারপাশ থেকে ঘেরা। অতিথিদের গোপনীয়তা বজায় রাখার পক্ষে আদর্শ জায়গা। এখানে দু কামরাওয়ালা বিশটা কেবিন আছে। একটা বিশাল হলঘর। খাওয়া-দাওয়া আর নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন নাথানসন।

৭ই সেপ্টেম্বর থেকে অতিথিদের আসা শুরু হলো একে একে। স্যার নাইজেল আরভিংও এসেছেন। তিনি থাকবেন প্রাক্তন মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেটের সঙ্গে একটা কেবিনে। একে একে এলেন এলিয়ট রিচার্ডসন। প্রাক্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি লর্ড আমস্ট্রং, লেডি থ্যাচারও এসেছেন।

হেলিকপ্টারে ক'রে এলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ, যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো প্রাক্তন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিংজারের। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ইংল্যান্ডের স্যার নিকোলাস হেন্ডারসনও এসেছেন, তার পাশে এসে বসলেন লন্ডনের বিখ্যাত ব্যাংকার স্যা উভলিস ডি রথ্সচাইল্ড। নাইজেল আরভিং পাঁচ দিনব্যাপী সম্মেলনের কর্মসূচী দেখছিলেন। পরের দিন সদস্যদের তিনটি কমিটিতে ভাগ করা হবে – ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, যুদ্ধনীতি এবং অর্থনৈতিক।

এই তিনটি কমিটি আলাদা আলাদাভাবে মিটিং করবে দু'দিন। তৃতীয় দিনে তাদের মিটিংগুলোর ফলাফল নিয়ে আলোচনা হবে। চতুর্থ দিন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। এই অধিবেশনে নাইজেল বলবেন এক ঘণ্টা। পঞ্চম দিনটা নির্দিষ্ট হয়ে আছে, পরবর্তী ক্রিয়া-কর্ম ও সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে।

একটু অন্ধকার হয়ে এলো, কালো মেঘ যে ঘনিয়ে আসছে এটা বুঝতে পারছিলেন নাইজেল। তাঁর সঙ্গে যে কালো ইশতেহারটা আছে সেটাই প্রধান চিন্তার কারণ।

ভিয়েনা, জুন ১৯৯০

অ্যালড্রিখ আমেস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৩০১টা ফাইলের সন্ধানে। জানতেই হবে সোভিয়েত ব্লকে সিআইএ'র চর কারা কারা রয়েছে।

মে মাসে মালগ্রিউ কম্পিউটারের কোড নাম্বরটা দিলো। আর অ্যালাড্রিখ শেষ পর্যন্ত জেসন মঙ্কের নাগালটা পেয়ে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯৯০ সালের জুন মাসে অ্যালড্‌খ গেলো ভিয়েনাতে ভ্লাদের সঙ্গে দেখা করতে। সোভিয়েত গুপ্তচর বিভাগের কারোর সঙ্গে মার্কিন মুল্লুকের মধ্যে দেখা করায় বিপদ রয়েছে। কর্নেল ভ্লাদিমির মেচুলায়েভ খুব খুশি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি খবর পেয়ে। তিন জন লোকের বর্ণনা আছে তাতে।

একজন সেনাবাহিনীর কর্নেল, এখন আছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। আর একজন পারমাণবিক বিজ্ঞানী। অন্য জন কেজিবি'র এক কর্নেল।

এর তিন দিন পরে, ঐ তিনজনের পেছনে মস্কোর গুপ্তচররা সক্রিয় হয়ে উঠলো।

তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা লিতভিনভ একটা স্বল্প দৈর্ঘের ছবি করেছে – বুক চেপে ধ'রে এক তরুণী মাতা আকাশের দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বলছে – 'মধ্যরাতের এই বাতাসে কি তুমি তোমার ভাই-বোনদের, তোমার মায়ের করুণ ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছো না। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মস্কোতে ব'সে থাকা ফারের টুপি পরা মুষ্টিমেয় ক'জন। মুক্তি চাই, মুক্তি চাই এই জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে...' ক্যামেরায় ধীরে ধীরে একজনের মুখটাকে পর্দায় বড় ক'রে তুললো – ইগর কোমারভ বলছেন – প্রিয় রুশী ভাই ও বোনেরা – আর একটু অপেক্ষা করো, মায়ের এই দৈন্যদশা আমরা ঘোঁচাবোই। রাশিয়া আমাদের মা, হ্যা, আমার প্রিয় মাতৃভূমি, আমি ইগর, তোমার সন্তান, আমি আসছি..." সমবেত হাজার দশেক লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো – কো-মা-র-ভ-, কো-মা-র-ভ।

প্রোজেক্টার বন্ধ হলো। নাইজেল আরভিন বলতে শুরু করলেন, "এটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আগামী নির্বাচনে জিতে আসার পর ইগর কোমারভ কি করবে ... আপনারা এটাও জানেন যে, রাশিয়াতে আশি শতাংশ ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রপতির হাতে। যা চায় তাই করতে পারে।"

"রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার তুলনায় সেটা তো ভালোই হবে," বললেন এক প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

"ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে আমি একটা রিপোর্টের ৩৯টা কপি ক'রে এনেছি সেটা আপনারা পড়ুন," নাইজেল বললেন, "আর এটা পড়ার পর ওগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।"

ল্যাঙ্গলে, আগস্ট ১৯৯০

সোভিয়েত ব্লকের ভেতর থেকে যেসব খবর আসছিলো তাতে সিআইএ বেশ চিন্তিত। গ্রেট হান্টার ওরিওনের কি হয়েছে কেউ জানে না। নিয়মিত ব্যবধানে তার নিজের অস্তিত্ব জানবার জন্যে যে পদ্ধতি আছে, সেটাতেও তার খবর পাওয়া যায়নি। হয় সে আত্মগোপন করেছে অথবা কেউ তাকে গুম ক'রে ফেলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পূর্ব জার্মানির সোর্স থেকে খবর এসেছে এক মাস হতে চললো পেগাসাসের কোনো চিঠিপত্র আসেনি।

অধ্যাপক ব্লিনভের কাছ থেকেও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার পর পুরনো পদ্ধতিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। ব্লিনভকে বলা হয়েছিলো দুটো স্প্যানিয়েল কুকুর কিনতে। আরজামাস-১৬ থেকে কোন আপত্তি ওঠেনি, বিপত্নীক নিঃসঙ্গ অধ্যাপকের নিরীহ শখ মাত্র। ব্লিনভের সঙ্গে কথা ছিলো মস্কোর একটা কুকুর বিষয়ক পত্রিকায় সাংকেতিক বিজ্ঞাপন দেবেন, তাও আসছে না।

জেসন মঙ্ক দিশাহারা। বারবার খোঁচা দিচ্ছে ওপরওলাদের কাছে। তাঁরা তাকে ধৈর্য ধ'রে থাকতে বলছেন। জেসনের দৃঢ় বিশ্বাস ল্যাঙ্গলের ভেতর থেকে খবর ফাঁস হচ্ছে। যারা তার কথা বিশ্বাস করতে পারতো তারা অবসর নিয়েছে। ওদিকে ১৯৮৬ সাল থেকে গুপ্তচরদের ফাঁদে ফেলার জন্যে যে প্রক্রিয়া চলছিলো তার জাল ক্রমশ গুটিয়ে আসছিলো।

পঞ্চম দিনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সবারই মুখ গম্ভীর। একদল কালো ইশতেহারকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অন্যদল বেশ চিন্তিত। কিন্তু ওটা নিয়ে কোমারভকে কিছু বললে তিনি সরাসরি অস্বীকার করবেন।

গৃহকর্তা সল নাথানসন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, "গত উপসাগরীয় যুদ্ধে আমার ছেলে যুদ্ধ শেষ হবার সামান্য কিছু আগে নিহত হয়েছে। আমার শান্তি একটাই যে একটা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের গিয়ে প্রাণ দিয়েছে ... আমি মনে প্রাণে এই পাপ আর পাপীদের ঘৃণা করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ রকম একটা জঘন্য পাপী ছিলো অ্যাডল্‌ফ হিটলার।

সবাই নির্বাক হয়ে শুনছিলো নাথানসনের কথা। কালো ইশতেহারটা ছুঁয়ে তিনি বললেন, "এই দলিলটাও পাপ। যে এটা লিখেছে সেও পাপী। আমরা এটার ব্যাপারে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারি না।"

এই 'এটা' যে কি সেটা সবাই বুঝতে পারছিলো, এটা মানে গণহত্যা, রাশিয়ার ইহুদি আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটা গণহত্যার পরিকল্পনা।

"আমারও মত তাই। আর দ্বিধা করা নয়," বললেন প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী।

কি করা যায়? এই প্রশ্নটা সবার মুখে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। হঠাৎ আমেরিকার প্রাক্তন সেক্রেটারি অব স্টেট ব'লে উঠলেন, "এর বিরুদ্ধে অভিযানটা নাইজেল গোপনে করতে পারবে কি?"

দুটো কণ্ঠ সাথে বলে উঠলো, "হ্যা।" এরকম অপারেশন তিনি আগেও করেছেন। তাই সবাই জানেন এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিঙ্কন কাউন্সিলে কোন প্রস্তাবনা লিখিত অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে পাশ করা হয় না।

তাই সবাই অলিখিত প্রস্তাবটা পাশ ক'রে দিলেন।

মস্কো, সেপ্টেম্বর ১৯৯০

লেফোরতভে জেলে নিজের দপ্তরে ব'সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো কর্নেল আনাতোলি গ্রিশিন। তিন জন বিশ্বাসঘাতকের নাম-ধাম-পেশা জানতে পেরেছে সে।

প্রথমে ধরা পড়লো কূটনীতিবিদ ক্রুগলভ। সে সব কথা স্বীকার ক'রে নিলো। এখন ঠাণ্ডা জেল কুঠুরীতে ব'সে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে সে।

জুলাই মাসে ধরা পড়লেন অধ্যাপক ব্লিনভ। স্বীকারোক্তির সঙ্গে পূর্ব বার্লিনের গুপ্ত ঠিকানাটাও বলতে হয়েছিলো তাঁকে। ঐ ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে কোনো ফল হয়নি অবশ্য।

জুলাইয়ের শেষের দিকে ফাঁদে ধরা পড়লো পিটার সোলোমিন। তিন জনকেই যে আমেরিকানটি কথায় ভুলিয়ে বশ করেছিলো তাকে সনাক্ত করতে দেরি হলো না গ্রিশিনের। জেসন মঙ্ক।

ঐ তিন জনের কাছ থেকে জেসন যেসব কাগজপত্র আর তথ্য যোগাড় করেছে সেটা জানার পর গ্রিশিনরা স্তব্ধ হয়ে গেলো।

গর্বাচেভের কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ নিয়ে এ তিন জনকে জেলখানার প্রাঙ্গণেই গুলি ক'রে হত্যা করা হলো।

গ্রিশিন নিজের দপ্তরে ফিরলো। টেলিফোন বাজছিলো। সেকেন্ড চিফ ডাইরেক্টোরেট ফোন ক'রে জানালো চতুর্থ জনের হদিস পাওয়া গেছে পূর্ব বার্লিনে। কড়া নজরে রাখা হয়েছে তাকে।

গ্রিনিশ জানালো বারো ঘণ্টার মধ্যে সে পূর্ব বার্লিনে পৌছাবে – লিসান্ডারকে সে নিজের মুঠোয় পেতে চায় সবার আগে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

প্রজেক্ট কমিটির মিটিংয়ে পাঁচ জন উপস্থিত। ভৌগোলিক-রাজনৈতিক গ্রুপের চেয়ারম্যান, রণকৌশলনীতির গোষ্ঠীর আর অর্থনৈতিক দলের চেয়ারম্যানরা, সল নাথানসন নিজে আর মিটিং-এর সভাপতি স্বয়ং নাইজেল আরভিন।

কোমারভকে হত্যা করার প্রস্তাব নাকচ হলো। কারণ আগের ফিদেল কাস্ত্রো, চার্লস দ্য গল বা সাদ্দাম হুসেন – এদের হত্যা করার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি।

শেষ পর্যন্ত নাইজেল বললেন তিনটা জিনিস পেলে তিনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। প্রথমে অর্থ বরাদ্দ, দ্বিতীয়ত প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা আর তৃতীয়টি হলো একজন মানুষ দরকার।

প্রথম দুটো সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করা হলো, এবার প্রশ্ন মানুষের ব্যাপারটা কি।

"সত্যি কথা বলতে কি," নাইজেল বললেন, "এই কোমারভ লোকটাই হলো আসল সমস্যা। সে নিছক বাক্‌সর্বস্ব নয়। দক্ষ, আবেগী এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে। রুশ জনগণের মনের মতো মানুষ সে। তাদের কাছে সে একটি আইকন, একটি আদর্শ প্রতিভূ।"

"সেটা কি?"

"আইকন। ধর্মীয় কোন স্মৃতি বা দেব-দেবীর মূর্তি নয়, একটা প্রতীক। যেনো এর মধ্যে কিছু একটা আছে। সব জাতিই কিছু না কিছু চায়, কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা প্রতীককে, যাকে তারা আঁকড়ে ধরতে পারে, যাকে কেন্দ্র ক'রে তারা ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তা না হলে বহুজাতিক বিশাল রাশিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কমিউনিজম অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যাপার হলেও সমগ্র রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলো। স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য এখন একটা প্রতীক চায় সবাই। ইংরেজরা যেমনটি তাদের রাজমুকুটাকে কেন্দ্র ক'রে আছে। এই মুহূর্তে কোমারভ রুশবাসীদের সেই প্রতীক, সেই আইকন। শুধু আমরাই জানি তার মধ্যে কী ধরনের পাশবিকতা লালিত হচ্ছে।"

"এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?"

"সম্ভাব্য পথ একটাই। আমরা যদি এই সমীকরণের মধ্যে আর একটা আইকনকে তুলে ধরতে পারি, যে রুশবাসীর প্রত্যাশা মেটাতে পারবে, তার প্রতি অনুগত থাকবে।"

"এরকম কোন মানুষ রাশিয়ায় নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা, ছিলো," নাইজেল বললেন, "ছিলো বহুদিন আগে। তাকে বলা হোতো সমগ্র রাশিয়ার জার।"

ল্যাঙ্গলে, সেপ্টেম্বর ১৯৯০

কর্নেল তারকিন, সাংকেতিক নাম লিসান্ডার, একটা জরুরি খবর পাঠালো জেসনের কাছে। একটা পোস্ট কার্ড – পূর্ব বার্লিনের অপেরা ক্যাফের খোলা ছাদের ছবি – খবরটা সাদামাটা – 'আশাকরি আবার দেখা হবে। শুভেচ্ছাসহ – হোসে মারিয়া'। পোস্ট করা হয়েছে সিআইএ'র নিরাপদ ডাক বাক্সে। কিন্তু স্ট্যাম্পটা বলছে এটা ছাড়া হয়েছিলো পশ্চিম বার্লিনে।

সিআইএ'র লোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে পাঠিয়ে দিয়েছে জেসনের কাছে। কিন্তু পোস্ট কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাচ্ছে কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। অন্য কোন জাত হলে তারিখ লিখতো ৮/৯/৯০, কিন্তু এটাতে লেখা হয়েছে মার্কিন স্টাইলে, ৯/২৩/৯০ জেসন মঙ্কের কাছে এর অর্থ-রাত নটায়, এই মাসের ২৩ তারিখে। আর 'হোসে-মারিয়া' – এই স্প্যানিশ নামটার অর্থ হলো ব্যাপারটা জরুরি। আর জায়গাটা নিঃসন্দেহে অপেরা ক্যাফের খোলা ছাদে।

৩রা অক্টোবর দুই বার্লিন এক হয়ে মিশে যেতে চলেছে। রুশরা তাদের গুটিয়ে নেবে অনেকটা, হয়তো তারকিনকে ফিরে যেতে হবে মস্কো। পালানোর উপায় নেই, তার ছেলে-বৌ আছে মস্কোতে। হয়তো সে কোনো জরুরি খবর দিতে চায় জেসনকে।

প্লেনে ক'রে ফিরে এলেন নাইজেল জর্জ টাউনে। তার আগে এখানকার পুরনো বন্ধুকে নিয়ে ইংল্যান্ডের গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ক্যারি জর্ডনের সঙ্গে ঢুকলেন একটা নিরিবিলি রেস্টুরেন্টে।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর নাইজেল বললেন, "রাশিয়াতে একটা গুরুতর, বরং বলা যায় বেশ খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের দুই দেশের কর্মকর্তারা আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন।"

"তাহলে?" জর্ডন ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা।

"কিন্তু একজনকে পাঠাতেই হবে রাশিয়াতে। তুমি একটু কথা বলো না ল্যাঙ্গলেতে।"

"লাভ নেই। একজন ছিলো, তবে সে যাবে না, বয়স হয়েছে। ঝুঁকি নেবে না।"

"আহা, নামটা শুনি না।"

"জেসন মঙ্ক। অনর্গল রুশ ভাষা বলে। আমি আজ পর্যন্ত যতো এজেন্ট ডিরেক্টর দেখেছি তার মতো একটাও দেখিনি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঠিক আছে, এর সম্বন্ধে সব কিছু আমাকে বলো।"

নাইজেলের আবদার ফেলতে পারলেন না ক্যারি জর্ডন।

পূর্ব বার্লিন, সেপ্টেম্বর ১৯৯০

অপেরা ক্যাফের খোলা প্রান্তে এসে বসলো কর্নেল তারকিন, ওরফে লিসান্ডার। টেবিলে ব'সে কফির অর্ডার দিয়ে জার্মান খবরের কাগজে চোখ বুলোতে লাগলো।

তার ওপর কেজিবি কিন্তু কড়া নজর রেখে চলেছে। ঠিক সময়ে অপেরা পার্কের উল্টো দিকে একটি পুরুষ ও একটি নারী তারকিনের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলো।

তাকে গ্রেপ্তার করতে দেরি হচ্ছিলো এই কারণে যে মস্কো থেকে একজন পদস্থ অফিসার আসবে, তার সামনে গ্রেপ্তার করতে হবে লিসান্ডারকে।

একটা স্প্যানিশ-মরক্কোর জুতা পালিশওয়ালা ক্যাফেতে ঢুকে এর ওর জুতা পালিশ করাতে বলছিলো। কেউ রাজি হচ্ছে না, বরং বিরক্ত হচ্ছে। শেষে তারকিনের কাছে আসতেই সে রাজি হলো।

ছোট্ট টুল বের ক'রে কাজ শুরু ক'রে দিলো পালিশওয়ালা। নিচু স্বরে কথা হচ্ছিলো দু'জনের। পূর্ব বার্লিনের সেই ফ্ল্যাটে পুলিশী হানার কথাও বললো। জেসন চম্‌কে উঠেছে। তারকিনকে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে বললো। বৌ-ছেলেকে ছেড়ে যেতে পারবে না জানালো সে। আর দশ দিন পওে, পশ্চিম জার্মানি হয়ে যাবে এটা, তখন বৌ-ছেলেকে আনা যাবে।

বেশ কিছু জার্মান মুদ্রা দিলো জুতাপালিশওয়ালাকে। সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ক্যাফে থেকে।

ওপাশে পার্কের সেই দুজনের মধ্যে দ্রুত কথা হয়ে গেলো, আর দেরি নয়, এক্ষুনি গ্রেপ্তার করতে হবে।

নিমেষের মধ্যে দুজন লোক ঢুকে তারকিনকে তুলে নিয়ে চ'লে গেলো। প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখতে লাগলো জেসন।

একটা রেস্টুরেন্টে ব'সে নাইজেল আর জর্ডন কিঞ্চিৎ মদ্যপান করছিলেন।

"জানো বার্লিন থেকে ফিরে ক্ষেপে লাল হয়ে আছে জেসন। আমাদের সোভিয়েত ডিভিশনে রাশিয়ার কোন চর ঘাপটি মেরে ব'সে আছে – এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

"জানো কি, এবার সিআইএ'র দপ্তরকে ঢেলে সাজানো হয়েছে আর মিস্টার বিয়ারডেনের সুপারিশে অ্যালড্রখ আমেস আবার ঢুকে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদে। জেসনকে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে ঐ অ্যালড্রখের হাতেই। আর অ্যালড্রখ জেসনের বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ এনেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেন মালগ্রিউও জেসনের বিরুদ্ধে গেছে। ফলে তার অবনতি হয়েছে, এমন কাজে দেয়া হয়েছে যেটা ওর উপযুক্তই নয়। চাকরি সে ছেড়ে দিতে পারতো। কিন্তু গোঁয়ার লোক তো, টিকে আছে। তার বক্তব্য যে সত্যি সেটা ও প্রমাণ ক'রে ছাড়বেই।

মস্কো, জানুয়ারি ১৯৯১

জেরা করার ঘর থেকে রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এলো কর্নেল গ্রিশিন। লোকরা খুব খুশি তারকিনের পেট থেকে সব খবর বের ক'রে নেয়া হয়েছে ব'লে। জেসনের ভর্তি করা চার জনের এজেন্টদের তিন জনকে আগেই গুলি ক'রে মারা হয়েছে। এই চতুর্থজনেরও দশা তাই হবে।

মস্কোর ফার্স্ট চিফ ডাইরেক্টোরেট আর একটা খবরে উল্লসিত। জেসনের চাকরি জীবনের মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। সব প্রতিপত্তি চ'লে গেছে তার।

গ্রিশিনের ক্ষেপে থাকার কারণ এই যে তারকিনকে গ্রেপ্তার করলেও ঐ জুতো পালিশওয়ালাকে ধরা যায়নি। সব থেকে বড় মাছটাই হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে গেছে।

দেশের যা অবস্থা তাতে তারকিনকে এক্ষুণি চুপিচুপি সরিয়ে ফেলতে হবে। সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। খবরের কাগজগুলো বেশি স্বাধীনতা পাচ্ছে।

জেনারেল ক্রাইচুকভ তারকিনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ-পত্রটা রাখলেন রাষ্ট্রপতি গরবাচেভের সামনে। কিন্তু সই করতে গিয়েও করলেন না গরবাচেভ।

গত আগস্টে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে। সারা পৃথিবী এই ঘটনার অবসান চাইছে। শান্তির দূত একজন দরকার। গরবাচেভ এই ভূমিকাটি নেবার জন্য লালায়িত হয়ে আছেন।

"অপরাধ মাফ ক'রে দেবার অধিকার আমার আছে। একে শত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে দাও।"

জেনারেল ক্রাইচুকভ রেগে লাল হয়ে বেরিয়ে গেলো। তার চেয়েও বেশি ক্ষেপে উঠলো গ্রিশিন। ঠিক আছে, এমন জায়গায় পাঠাবো যেখান থেকে ফেরা যায় না।

১৯৮০-র দশক থেকে বেশ কিছু ভয়ঙ্কর বন্দী-শিবির ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নাম ছিলো *নিজনি তাগিল* বন্দী শিবিরের। তারকিনকে এখানেই পাঠাতে হবে।

কফির অর্ডার দিয়ে জমিয়ে বসলেন নাইজেল আর জর্জ।

গত বছর ১৯৯৩ সালে আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তর গুপ্তচর ধরার আট বছরের কর্মসূচী শেষ করেছে। অ্যালড্রিখ আমেসের মুখোশ খুলে গেছে। ১৯৯৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তারও হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিডিও অফিসের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ৪৫টা অভিযান খতম করা হয়েছে। ২২ জন চর প্রতারণা করেছে – এদের মধ্যে ১৮ জন রুশ।

"মস্কোর কি হলো?"

ক্যারি জর্ডন হেসে উঠলেন নাইজেলের কথা শুনে।

"না, মস্কো খবরটা শোনেনি। সে রাষ্ট্রপতি দিবসের ছুটি ভোগ করছিলো। খবরটা পেয়েছিলো পরদিন। যেদিন ঐ ভয়াবহ চিঠিটা এসেছিলো।"

ওয়াশিংটন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

চিঠিটা এসেছিলো রাষ্ট্রপতি দিবস অর্থাৎ ২২ তারিখে। অনেক দপ্তর ঘুরে তবে জেসনের হাতে পৌঁছেছে। খামের মধ্যে খাম আবার তার মধ্যে যে খাম, তাতেই ছিলো চিঠিটা। লেখা রুশ ভাষায়, কাঁপা কাঁপা হাতে কেউ লিখেছে সেটা, কাগজটা বাথরুমের টয়লেট পেপারের মতো।

চিঠির ডানকোণে লেখা 'নিঝনি তাগিল, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪'

চিঠিটা হলো :

প্রিয় বন্ধু জেসন, যদি কখনও এই চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছায়, তবে পৌঁছাবার আগেই আমি মারা যাবো। টাইফয়েড হয়েছে আমার। মাছি আর উকুন থেকে এসেছে অসুখটা। এরা এই ক্যাম্পটা তুলে দিতে যাচ্ছে; পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে এই বন্দী-শিবির। "প্রায় ডজনখানেক রাজনীতিবিদকে মুক্তি দিয়েছে কে একজন, নাম ইয়েলেৎসিন, মস্কোতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন হলেন লিথুনিয়ার মানুষ, আমার বন্ধু। সে কথা দিয়েছে এই চিঠিটা লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাক বাক্সে ফেলে দেবে।"

"আমাদের এখান থেকে যেতে হবে প্রথমে ট্রেনে, পরে মহিষটানা গাড়িতে এক নতুন জায়গায়, তবে সেটা আমার দেখা হবে কিনা জানি না। তাই আমি তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি আর কিছু খবর পাঠাচ্ছি।"

খবরের মধ্যে ছিলো কিভাবে সাড়ে তিন বছর আগে পূর্ব বার্লিন থেকে গ্রেপ্তার হবার পর লেফোরতোভো জেলের অন্ধকার কুঠরীতে নিয়ে গিয়ে তার ওপর কি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলো গ্রিশিন। ক্রুগলভ, রিনভ, সোলোমিনের ওপর কি কি অত্যাচার করেছিলো গ্রিশিন তার বিস্তারিত বর্ণনা শোনাচ্ছে আমাকে। সে ধরেই নিয়েছিলো আমাকেও মেরে ফেলা হবে। গ্রিশিনের বীভৎস অত্যাচারের ফলে আমার চুল নেই, দাঁত নেই, শরীরের সব অংশও ঠিক মতো নেই। দেহে ঘা আর জ্বর হচ্ছে। তবুও আমি বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি তোমার কথা, আমার স্ত্রী আর ছেলের মুখটা চিন্তা ক'রে, যদি মুক্তি পাই কোনদিন এই আশায়। আরও বর্ণনা আছে – ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হোতো মাঝে মাঝে। কখনও বা মহিষটানা গাড়িতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানে জঘন্য অপরাধীদের আমার মুখে যক্ষ্মার জীবাণুভরা থুতু ছিটিয়ে দিতো। একবার কাঠ বইতে গিয়ে আমার ডান কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যায়। ভালো হবার পর আমাকেই ঐ কাঁধেই কাঠ বইতে বাধ্য করা হোতো। তারকিনকে গুলি ক'রে মারার অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত গ্রিশিন এই ধরনের অত্যাচার করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলো।" শেষে লিখেছে তারকিন, "আমি যা করেছিলাম, তার জন্যে আমার কোন অনুশোচনা নেই। হয়তো এবার আমার দেশের লোকেরা মুক্তির স্বাদ পাবে। কোথাও না কোথাও আমার স্ত্রী আছে, আশা করি, সে সুখে আছে। আর আমার ছেলে ইউরি, সে তোমার জন্যে জীবন ফিরে পেয়েছে। এর জন্যে ধন্যবাদ। বিদায় বন্ধু – নিকোলাই ইলিচ।"

চিঠিটা সযত্নে ভাঁজ ক'রে রাখলো জেসন। মাথায় হাত রেখে শিশুর মতো অঝোরে কাঁদতে লাগলো। কাজে আর বের হলো না। ফোন এসেছিলো, একটাও ধরেনি। সন্ধ্যা ৬টার সময় টেলিফোন গাইড থেকে ঠিকানাটা আরেকবার দেখে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো।

আরলিংটনে পৌঁছে যে বাড়িটা খুঁজছিলো সেখানে গিয়ে আলতোভাবে দরজায় টোকা দিলো সে। এক মহিলা দরজা খুললেন।

"শুভ সন্ধ্যা, মিসেস মুল গ্রিউ," বলেই পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো জেসন।

কেন মুলগ্রিউ আরাম ক'রে হুইস্কি খাচ্ছিলো, হুড়মুড় ক'রে তার দিকে জেসনকে এগিয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, "এই, কি চাই এখানে ..."

কথা শেষ হলো না, জেসন ঘুসি চালালো মুলগ্রিউয়ের মুখে, চার জনের অকাল মৃত্যুর জন্যে দায়ী ব'লে চারটা ঘুসি। চোয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিলো মুলগ্রিউয়ের। কাজ শেষ ক'রে নির্বিকারভাবে ফিরে আসে জেসন।

"তারপর কি হলো," জর্ডন জানতে চাইলেন নাইজেলের কাছে।

মিসেস মুলগ্রিউ বুদ্ধি ক'রে পুলিশে খবর না দিয়ে অফিসে খবর দেন। পরে সনাক্ত করেন জেসনকে। বিচার হয়। ঐ চিঠিটার অনুবাদ পড়ার পরে সবাই জেসনের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও আইন নিজের পথে চললো। জেসনের চাকরি চ'লে যায়।"

"আর মুলগ্রিউয়ের কি হলো?"

"এক বছর পরে তার আর অ্যালড্রখ আমেসের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। চরম অপমানের মধ্য চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় তাকে।"

"আর জেসনের কি হলো?" নাইজেল জানতে চাইলেন।

"সে শহর ছেড়ে চ'লে গেছে। পেনশনের টাকা-পয়সা নিয়ে চ'লে গেছে বৃটিশ উপনিবেশ টার্কিস এবং কাইকোন দ্বীপপুঞ্জে। তুমি তো জানো আমি বলেছি যে সে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে ভালোবাসে। শেষ যে খবর পেয়েছি, ওখানে সে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাহাজ কিনেছে। আর তার ক্যাপ্টেন সে নিজেই। জাহাজটা মাঝে মাঝে ভাড়ায় খাটায়।"

নাইজেল আর জর্ডন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন রেস্টুরেন্ট থেকে।

"তুমি কি সত্যিই জেসনকে রাশিয়ায় পাঠাতে চাও?"

"সেটাই মোটামুটি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি।"

"জেসন যাবে না। সে প্রতীজ্ঞা করেছে আর কখনো রাশিয়ায় যাবে না। টাকা-পয়সা দিলেও যাবে না, ভয় দেখালেও না, কোন কিছুর জন্যেই যাবে না সে।

স্যার নাইজেল একটু হেসে বিদায় নিলেন, কয়েকটা ফোন করতে হবে তাঁকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

ফক্সি লেডি মাছ ধরার জাহাজটা জেটিতে বেঁধে জেসন তার তিন জন ইতালীয় খদ্দেরকে বিদায় দিলো।

সহকারী জুলিয়াস যে দুটো ডোরাভোয় মাছ ধরা হয়েছিলো সেটা নিয়ে ব্যস্ত। জেসন চলে এলো বানানা হার্ট-এ। এখানে সে গত কয়েকবছর ধ'রে নিয়মিত ক্রেতা। তাছাড়া তার মাছ ধরা জাহাজে ভাড়া দেয়ার বিজ্ঞাপনটা থাকে এই হোটেলে। ফোন এলেও ধরে।

পানশালার রকি যথারীতি জেসনকে তার প্রিয় মদ দিলো এক গ্লাস। এমন সময় রকির স্ত্রী ম্যাবেল জানালো জেসনের ফোন এসেছে। তিন মাইল দূর থেকে এক মহিলা জানাচ্ছে আগামীকাল সকাল ৯টার সময় একজন দেখা করতে চাইছে জেসনের সঙ্গে জাহাজ ভাড়া নেবার ব্যাপারে। নাম বলেছে মিঃ আরভিন।" জেসনকে রাজি হতে হলো।

পরদিন সকাল ৯টায় এলেন মিঃ আরভিন। 'ফক্সি লেডি' সমুদ্রের বুকে এগিয়ে চললো। কিছু দূর যাবার পর চারটা ছিপ ফেলা হলো পানিতে। মিঃ আরভিন মাছ ধরার ব্যাপারে সবই করছেন, কিন্তু কেমন যেনো নিস্পৃহা আছে তাঁর মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত জেসন প্রশ্নটা করেই ফেললো, "আপনি ঠিক মাছ ধরতে আসেননি মিঃ আরভিন।"

"হ্যাঁ, তেমন ভালোবাসি না।"

"ও, তাহলে আপনিও 'মিস্টার' আরভিন নন, তাই না? প্রথম থেকেই আমি ভেবেছিলাম। বহুদিন আগে ল্যাঙ্গলেতে এসেছিলেন একজন ভিআইপি বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের একজন হোমরাচোমরা।"

"দারুণ স্মৃতিশক্তি আপনার, মিঃ মঙ্ক।"

"আপনিই কি স্যার নাইজেল আরভিন? আর পেচাবেন না। এসব কিসের জন্যে?"

"সামান্য অভিনয়টার জন্যে ক্ষমা চাইছি। তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিলো, তাই দেখতে চ'লে এলাম।"

"কিসের জন্যে?" জেসন কৌতূহলী হয়ে বললো।

"রাশিয়ার ব্যাপারে।"

এরপর স্যার নাইজেল আর জেসনের শুরু হয়ে গেলো কথার লড়াই। জেসন এসব ব্যাপারে আর আগ্রহী নয়। কোমারভের কথা সে শোনে রোডিওর মাধ্যমে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনি প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন রাশিয়ার। তবে তা নিয়ে জেসন মাথা ঘামাতে চায় না।

কিন্তু স্যার নাইজেল জানালেন, তিনিও তাঁর মতো কয়েকজন এ ব্যাপারে বেশ চিন্তিত। একটা কিছু ক'রে কোমারভকে থামাতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত জেসন না বলে দিলো স্যার নাইজেলকে, সে সরকারী সমর্থন পাবে না, তাছাড়া বয়স হয়ে গেছে, এখন আর রাশিয়া যাবে না।

জাহাজ ফিরে এলো জেটিতে। ভাড়া চুকিয়ে দিলেন নাইজেল। চ'লে যাবার আগে বললেন "একটা কাজ করতে হবে। না, না, মাছ ধরার ব্যাপার না। একটা ফাইল দিয়ে যাচ্ছি। এটা কোনো রসিকতা নয়। এটা শুধু তোমার পড়ার জন্যেই লেখা। তোমার কাছে লিসান্ডার ওরিওন, ডেলফি বা পেগাসাস যে সব নথীপত্র এনে দিয়েছিলো এটা তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

জেসনের ব্রহ্মতালুতে কে যেনো হাতুড়ি মারলো। যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে শার্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলো। স্যার নাইজেল তার আগেই নেমে গেছেন জাহাজ থেকে।

এখানে এসে প্রায় সর্বস্ব খরচ ক'রে জেসন জাহাজ কেনা থেকে লাইসেন্স নেয়া ইত্যাদি সব কাজ করার পর হাতে যে সামান্য অর্থ ছিলো তাই দিয়ে বেশ দূরে সমুদ্র তীরে একটা কাঠের বাড়ি কিনেছে।

পরদিন সকালে সমুদ্রের তীরে বসে আছে জেসন, এমন সময় স্যার নাইজেল ওখানে এলেন। হালকা মদ দিয়ে আপ্যায়ন করলো জেসন তাঁকে।

জেসন ফাইলটা পড়েছে, তবে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, তিন জন ইতিমধ্যে খুন হয়ে গেছে। আরভিন জানালেন ওই কালো ইশতেহারটা ফেরত পাবার জন্যে কোমারভ মরীয়া হয়ে ওঠেছেন।

"আপনারা কি তাঁকে একেবারে সরিয়ে ফেলার কথা ভাবছেন?" জেসন জানতে চাইলো।

"সেটা সম্ভব নয়, তবে তাঁকে 'থামাতে' হবে। কেন সেটা আরভিন বুঝিয়ে বললেন।

"কিন্তু আপনারা কি মনে করেন যে এক তীব্র শক্তি হিসেবে কোমারভকে থামানো, তাঁকে কলঙ্কিত করা এবং এইভাবে তাকে শেষ ক'রে দেয়া যাবে?"

"হ্যা করি," আরভিন জেসনের মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললেন।

"এটা কখনো কাউকে ছেড়ে যায় না, যায় কি? এটা তো শিকারের হাতছানি। মনে হয় ছেড়ে গেছে, কিন্তু আসলে ওটা লুপ্ত হয়ে থাকে মনের মধ্যে।"

জেসনের মন তখন আর ওখানে নেই, চলে গেছে সুদূর অতীতের – সেইসব বিস্মৃত ঘটনা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

"ঠিক আছে স্যার নাইজেল, আপনার সব কথাই ঠিক, কিন্তু অতি অল্পের জন্যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি রাশিয়া থেকে, ওখানে আমি আর যাচ্ছি না। আপনি অন্য কাউকে দেখুন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার পৃষ্ঠপোষকতা অনুদার নয়। তোমার কাজের জন্যে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার দেয়া হবে। ভেবে দেখো।"

জেসন ভাবলো – এখনো জাহাজ বাবদ কিছু ঋণ রয়ে গেছে। বাড়িটাও ভালো নয়, একটা বাংলো কেনা যায়, একটা ট্রাকও কেনা দরকার। এসব করার পরও যা থাকবে তার ১০ শতাংশ সুদে সারা জীবন স্বাচ্ছন্দে কেটে যাবে। তবুও জেসন বললো, "লোভনীয় শর্ত, তবুও বলছি যাবো না।"

স্যার নাইজেল তাঁর কোটের পকেট থেকে দুটো চিঠি বের ক'রে জেসনকে দিয়ে বললেন, "এগুলো কেমন ক'রে যে আমার হোটেলের ঠিকানায় এসেছে বুঝতে পারলাম না।"

প্রথম চিঠিতে ফ্লোরিডার ফিনান্স কোম্পানি জাহাজের দাম বাবদ বাকি টাকার জন্যে এক মাসের নোটিশ দিয়েছে।

দ্বিতীয় চিঠিটা টার্কস এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জের মহামান্য গভর্নরের – মার্কিন নাগরিক জেসন মঙ্ককে এক মাসের নোটিশ দেয়া হয়েছে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে, তাকে এখানে বসবাসের যে পারমিট দেয়া হয়েছিলো তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

"কাজটা কিন্তু নোংরা হয়েছে," চিঠি দুটো পকেটে রাখতে রাখতে জেসন বললো।

"মানছি সে কথা। কিন্তু আমাদের উপায় নেই।"

"স্যার নাইজেল, আমি রাশিয়ায় যাবো না।"

হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন স্যার নাইজেল, তাহলে জর্ডনের কথাই ঠিক হলো। কালো ইশতেহারটা ব্যাগে ভরতে ভরতে বললেন নাইজেল, "ঠিক আছে। কিন্তু কোমারভ ক্ষমতায় এলে গণহত্যা শুরু হবেই। আর কোমারভের ডান হাত হবে তখন গ্রিশিন।"

প্রভিডেন্সিয়ালস এয়ারপোর্ট এমন কিছু একটা বড় এয়ারপোর্ট নয়। যাত্রী কম ব'লে বেশ যত্ন-টত্ন পাওয়া যায়। পরদিন মিয়ামি বিচ যাবার জন্যে প্লেন ধরতে এসেছেন স্যার নাইজেল।

নাইজেল বন্দরে ঢুকে এগোচ্ছিলেন প্লেনের দিকে। হঠাৎ নজর পড়লো বেড়ার দিকে। এগিয়ে গেলেন।

"ঠিক আছে," জেসন মঙ্ক বললো, "কবে এবং কোথায়?"

নাইজেল পকেট থেকে একটা প্লেনের টিকিট বের করলেন। "প্রভিডেন্সিয়ালস-মায়ামি-লন্ডন, ফার্স্টক্লাসের টিকিট, পাঁচ দিন পরের টিকিট। এখানকার ব্যাপারটা পাঁচ দিনে মেটানো যাবে। আসল কাজটার জন্যে তিন মাস সময়। হিথরোতে একজন দেখা করবে তোমার সঙ্গে। আমি না, অন্য কেউ। ডলারটা ঠিকই পাবে।"

"আর ওই চিঠি দুটো," জেসন সেই চিঠি দুটো বের করলো।

"পুড়িয়ে ফেলো। ফাইলটা জাল নয়। তবে এ চিঠি দুটো জাল।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হা হয়ে গেলো জেসনের মুখ। রেগে চেঁচিয়ে উঠলো, "স্যার আপনি, আপনি একটা ধূর্ত, বুড়ো খচ্চর।"

প্লেনের হোস্টেস ডাকতে এসেছিলো স্যার নাইজেলকে। ঐ গালাগালি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলো। মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন স্যার নাইজেল।

লন্ডনে ফিরে সাত-আট দিন ভীষণ ব্যস্ত রইলেন স্যার নাইজেল।

জেসনকে তাঁর ভালো লেগেছে। কিন্তু লোকটা দশ বছর এই লাইনে নেই।

এদিকে রাশিয়াতে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে সর্বস্তরে। এমন কি কমিউনিজমের আমলে যেসব নাম ছিলো, সেগুলো পাল্টে প্রাচীন নামে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই পরিবর্তনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে না তো জেসন।

এখন তো বৃটিশ বা আমেরিকার কোন সাহায্য পাবে না সে। এমন কোন বন্ধু নেই যেখানে সে লুকাতে পারবে।

সব বদলালেও নিরাপত্তার ব্যাপারটা বদলায়নি। কেজিবি'র নাম পাল্টে হয়েছে এফএসবি। গ্রিশিন অবসরে গেলেও যোগাযোগ আছে নিশ্চয়ই। তবে এটা বড় বিপদ নয়, আসল বিপদ হলো দুর্নীতি। কোমারভ, এবং তাঁর সঙ্গে গ্রিশিনের অর্থের অভাব নেই, কারণ মাফিয়া সব কিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। সরকারী মহলে ঘুষ দিয়ে সব কিছু করানো যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সীমাহীন মুদ্রাস্ফীতি।

তার ওপরে আছে গ্রিশিনের নিজস্ব ব্ল্যাকগার্ড বাহিনী, হাজার হাজার উন্মত্ত ইয়ং কমব্যাটান্টস, যুব বাহিনী, আর আছে অপরাধ জগতের সর্দারদের নিজস্ব বাহিনী, যারা পথে-ঘাটে অপরিচিতের মতো ঘুরে বেড়ায়। কোমারভের ডোবারম্যান কুকুর বাহিনীর কথা না বলাই ভালো – এতগুলো সজাগ শক্তির চোখ এড়িয়ে বিদেশ থেকে কেউ এসে কোমারভকে চ্যালেঞ্জ করবে এটা অকল্পনীয়।

আর জেসন মস্কো পৌঁছালে গ্রিশিন সেটা জানতে পারবে না, সেটা ভাবাও মুর্খতা। তাই সবার আগে বৃটিশের নিজস্ব বিশেষ বাহিনী থেকে কিছু প্রাক্তনদের নিয়ে একটা নির্ভরযোগ্য দল তৈরি করা। এ ব্যাপারে সাহায্য করলেন সল নাথানসন। জেসনকে লন্ডনের একটা গোপন টেলিফোন নম্বর দিলেন জরুরি যোগাযোগের জন্যে। আর দিলেন বাছাই করা ছ'জন দক্ষ যুব। তার মধ্যে দু'জন আবার রুশ ভাষা অনর্গল বলতে পারে।

নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে কোম্পানির প্রতিনিধি সেজে একজন বেশ কিছু ডলার নিয়ে মস্কো চলে গেলো। দুসপ্তাহ পরে ফিরে এসে যে খবর দিলো সেটা উৎসাহিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

এরপর পাঁচজন গেলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ নিয়ে জেসনের নির্দেশ অনুযায়ী। তারা বেশ জমিয়ে বসার পর নিজে দেখাশোনা করার জন্যে জেসনের নিজের যাওয়া দরকার হয়ে পড়লো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চান্ন বছর আগে বৃটিশ ছত্রীবাহিনীর হাত থেকে আর্মহেম সেতু রক্ষা করার জন্য ক্রিএক্স বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন জেনারেল হোরোক্স। সেই বাহিনীর গ্রেনেড বাহিনীতে ছিলো এক যুবক অফিসার, নাম মেজর পিটার ক্যারিংটন; আর একজনের সঙ্গে আরভিনের বিশেষ প্রয়োজন, সে হলো মেজর নাইজেল ফরবেস।

বাবা মারা যাবার পর ছেলে মেজর ফরবেস লর্ড উপধির অধিকারী হলেন। স্কটল্যাণ্ডের এই লর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে পরিচয় দিয়ে এটা অনুরোধ জানালেন – ডজনখানেক লোককে একটু আশ্রয় দিতে হবে আগামী কাল। ছেলে ম্যালকমের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে একটা দুর্গের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আরভিন আশ্বাস দিলেন এতে গুণ্ডামির কোন ব্যাপার নেই। সামান্য মিটিং হবে, স্লাইড দেখান হবে।

এর ছ'দিন পরে হিথরো বিমান বন্দরে এসে নামলো জেসন। এসেছে পর্যটকের ছদ্মবেশে।

গেট দিয়ে বের হবার সময় বছর তিরিশের এক যুবক প্রায় কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলো, "মিঃ মঙ্ক?" জেসন ঘাড় নাড়লো।

"আসুন আমার সঙ্গে।"

যুবকটিকে দেখে জেসনের মনে হলো এ আগে সেনাবাহিনীতে ছিলো।

"আমার নাম সিয়ারান, আমরা যাবো স্কটল্যাণ্ডে।"

আবেয়ডিন বিমান বন্দরে নেমে ল্যাণ্ড রোভারে উঠলো জেসন। পথের পাহাড় ঘেরা সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলো জেসন।

এক সময় ফরবেস দুর্গে পৌছালো গাড়িটা। স্যার নাইজেল আরভিন স্বাগত জানালেন মঙ্ককে।

"আমার আসার খবর পেলেন কি ক'রে?"

"আবেয়ডিন বিমানবন্দরে মিচ্ ছিলো। ও আগে এসে খবর দিয়েছে।"

লাঞ্চ খেতে খেতে কথা হচ্ছিলো, যে বারোজন আসছে, তারা কেউ জেসনের সঙ্গে যাবে না। টেবিলে পাঁচজন ছিলো, স্যার নাইজেল, জেসন, সিয়ারান আর মিচ্ যে, আরভিন আর জেসনকে সব সময়ে 'বস' ব'লে সম্বোধন করে। আর ছিলো ওলেগ।

ওলেগের সঙ্গে রুশ ভাষাটা ঝালিয়ে নিতে বলা হলো জেসনকে। শরীর ঠিক রাখার জন্যে রীতিমত ব্যায়াম শুরু হয়ে গেলো।

দুর্গে কর্মচারী মাত্র দু'জন, একজন ঘরদোর দেখাশোনা করার জন্যে, অন্যজন বিধবা মিস ম্যাক গিলিভারি। রান্নাবান্না করাই এর কাজ।

ফোটোগ্রাফার এসে চুল আর পোশাকের স্টাইল পাল্টে জেসনের অনেক ছবি তুললো, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে কাজে লাগবে। এখানে বদলে যাওয়া রাশিয়া সম্বন্ধে সব কিছু খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলো জেসন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরের সপ্তাহে, স্যার নাইজেল ফিরলেন লন্ডন থেকে। প্রাচীণকালের দুষ্প্রাপ্য বস্তুর দোকান থেকে একটা জিনিস কিনে আনা হয়েছে।

"এটার খবর আপনি পেলেন কি ক'রে?" জেসন আশ্চর্য হয়ে বললো।

"আমি সব খবর রাখি। জিনিসটা একই, তাই না?"

"হ্যাঁ। হুবহু এক রকমের।"

"তাহলে কাজে লাগবে।" নাইজেল বললেন।

একটা বিশেষভাবে তৈরি সুটকেসও এসেছে। যার মধ্যে কালো ইশ্‌তেহার লুকিয়ে রাখলেও কাস্টমসের সাধ্য নেই সেটা ধরার।

পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি এলো এসএএস রেজিমেন্টের জর্জ সিমস। জেসনেরই বয়সী। সকালে লনে গিয়ে সে জেসনকে বললো, "আমাকে মারার চেষ্টা করুন।"

যতো তৎপরই হোক না কেন, জেসন দেখলো লোকটাকে গায়ে হাত পর্যন্ত ছোঁয়ানো গেলো না। নতুন ৯ মিলিমিটারের অটোমেটিক পিস্তল নিয়েও ওদের ট্রেনিং হলো।

তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনে জেসনের সঙ্গে আলাপ করানো হলো লন্ডন থেকে আসা এক যুবক – ড্যানির সঙ্গে। এই জেসনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বইয়ের আকারে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার এনেছে ড্যানি। এর ফ্লপি ডিস্কটা একটা ক্রেডিট কার্ডের মতো দেখতে। এমন কি আর একটা বের করা ভিসা কার্ডের মতো দেখতে। জেসন বুঝতে পারলো ড্যানি কম্পিউটারের পনিগুত। এই কম্পিউটার দিয়ে খবর আদান-প্রদানের কায়দাটাও শিখে নিলো জেসন।

তৃতীয় সপ্তাহের শেষে সব কটি প্রশিক্ষক একবাক্যে ব'লে গেলো জেসনকে আর কিছু শেখাবার দরকার নেই।

দুর্গ থেকে দক্ষিণ ভার্জিনিয়ার ক্রোজেট শহরে একটা ফোন করলো জেসন।

"মা, আমি জেসন বলছি।"

"কেমন আছিস, কবে আসছিস। হ্যাঁ, বাবা ভালোই আছেন।"

জেসনের দুই ভাই এক বোন। সবাই ভার্জিনিয়ার মধ্যেই কিন্তু আলাদা থাকে। একমাত্র জেসনই দেশের বাইরে। মনটা বিষাদে ভ'রে গেলো। বোন রাশিয়া থেকে ফিরেই যাবেন মা-বাবার কাছে।

পরদিন লন্ডনে এলো জেসন, সঙ্গে সিয়ারান আর মিচ। স্যার নাইজেলের পাঁচদিন থাকার পর মস্কো যাত্রা করলো জেসন।

মস্কোর বিমান বন্দরে কাস্টমস সব কিছু পরীক্ষা করলো। ল্যাপটপ কম্পিউটার একটু উল্টে দেখলো, আজকাল কোটিপতি ব্যবসায়ীরা সবাই এটা ব্যবহার করে।

জেসন বেরিয়ে এলো কাঁচের গেট ঠেলে, ঢুকলো সেই দেশে যেখানে সে কখনও ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞা করেছিলো।

BanglaBook.org

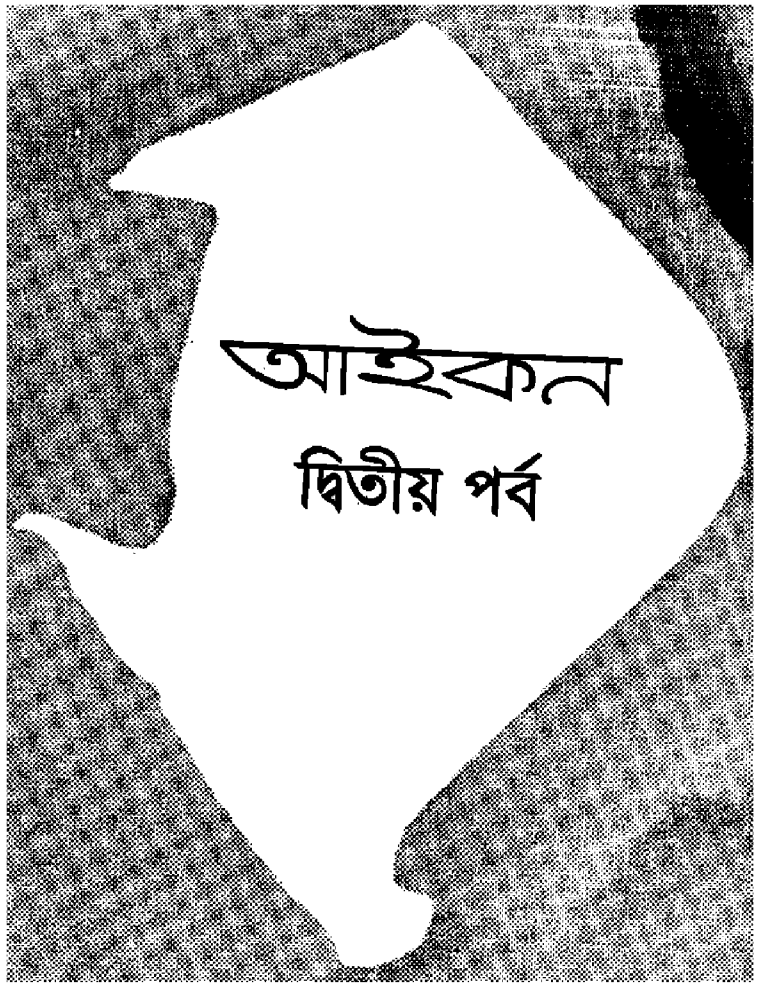

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

বলশয় থিয়েটারের সামনে মেট্রোপোল হোটেলে উঠলো জেসন। যে ঘরটা চেয়েছিলো সেটাই পেলো। আটতলার কোণের ঘর, এখান থেকে ক্রেমলিন দেখা যায়।

পরদিন সকালে রিসেপশানে গিয়ে সে তার পাসপোর্টটা নিয়ে মার্কিন দূতাবাসে যাবার কথা বললো, মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, সময় বাড়াতে হবে। প্রথমে না বললেও একশো ডলারের নোটটা পেয়ে দিয়ে দিলো ক্লার্ককে। দুপুরের আগেই পাসপোর্ট ফেরত পাবার প্রতিশ্রুতি দিলো জেসন।

ঘরে ফিরে গিয়ে ডঃ ফিলিপ পিটার্সের ছদ্মবেশ ছেড়ে জেসন মস্ক হয়ে উঠলো। বের করলো তার নিজের আসল পাসপোর্ট।

সকাল ১০ টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লো হোটেল ছেড়ে। ট্যাক্সি ক'রে চলে এলো ওলিম্পিয়া পেন্টা হোটেলে।

ট্যাক্সিটা চ'লে যাবার পর সে আর হোটেলে না ঢুকে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

এখানে ওলিম্পিক হবার সময় অনেক ঘর বাড়ি তৈরি হয়েছিলো। ডুরোভা স্ট্রটটা পার হবার পর পান্থশালা, তারপর স্কুল পার হয়ে ১৯০৫ সালে তৈরি একটা মসজিদের কাছে এলো। লেনিনের সময় মসজিদ গির্জা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কমিউনিজমের পতনের পর সৌদি আরবের সাহায্যে মসজিদটা আবার তার আগেকার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

জুতাটা খুলে রেখে ভেতরে ঢুকলো। সর্বত্র প্রাচীনত্বের ছাপ। দেয়ালে কোরাণের উদ্ধৃতি। মূল প্রবেশ পথের পাশে পা মুড়ে বসলো জেসন। নানা জাতের লোকের সমাবেশ সেখানে।

আধঘণ্টা পরে, তার সামনে বসা একজন বৃদ্ধ উঠে ফিরতে গিয়ে জেসনকে দেখে আশ্চর্য হলো। বয়স প্রায় ৭৯, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক তিনটা মেডেল ঝুলছে তার কোটের বুকে।

দু'চারটা কথাবার্তার পর জেসন জানালো এক পুরনো বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে বহুকাল পরে। নামটা জানতে চাইলে বললো, ও ছিলো চেচেন। নাম উমর গুনায়েভ। বৃদ্ধের চোখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ক্ষণিকের জন্যে।

বৃদ্ধ একজন যুবককে ডেকে আনলো। সব শুনে সে বললো এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখছি কেউ চেনে কিনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এলো তিন জন, সবাই যুবক। একজন নামাজ পড়তে চলে গেলো। বাকি দু'জন পাশে বসলো জেসনের।

"রুশ ভাষা জানেন?"

"জানি।"

"আমাদের একজন লোকের খোঁজ করছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"আপনি রুশ গুপ্তচর।"

"না। আমেরিকান। এই আমার পাসপোর্ট।"

জাল পাশপোর্ট সবাই জোগাড় করতে পারে, এই ধরনের কথা ওই দু'জন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো চেচেন ভাষায়।

"তার জন্যে এই উপহারটা এনেছি।"

তারা ছোট বাক্সটা খুলে দেখলো। দরজার কাছে আর একজন দাঁড়িয়ে ছিলো তাকে চেচেনরা ইশারায় কি যেনো বললো। আরও দু ঘণ্টা পরে জেসনকে নিয়ে তারা বাইরে এসে উঠলো একটা গাড়িতে।

বেশ কিছু দূর যাবার পর সামনের সিটে বসা একজন তার দিকে বাড়িয়ে দিলো একটা কালো চশমা। সেটা পরার পর বাইরের আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না জেসন।

মস্কোর মধ্যভাগে একটা গলিতে আছে ছোট্ট একটা ক্যাফে, নাম কাশতান। সেখানে অপরিচিত লোকেরা ঢুকতে পারে না, এমন কি রুশ মিলিশিয়া বাহিনীর লোকেরাও ঢুকতে সাহস করে না।

তার ভেতরে ওরা নিয়ে গেলো জেসনকে। একটা টেবিলে বসার পর তাকে কফি দেয়া হলো। সেটা শেষ হতে না হতেই ওখানে চলে এলো উমর গুনায়েভ। চেহারা, পোশাক সবকিছুই পাল্টেছে অনেকটা।

"আপনার উপহারটা পেলাম," এই ব'লে গুনায়েভ বাক্স থেকে বের করলো ইয়েমেনী গমরিয়া ছোরাটা। ফলাতে আঙ্গুল বুলাতে লাগলো সে।

"সেই পাথর বাঁধানো চত্বরে ওরা এটা ফেলে গিয়েছিলো। খাম খোলার কাজে লাগবে," জেসন বললো।

গুনায়েভ এবার হাসলো, "তা আমার নাম জানতে পারলেন কি ক'রে?"

ওসমান নামের এক বৃটিশ অফিসারের কাছ থেকে।

"আর কি শুনেছের আমার সম্বন্ধে?"

"অনেক কিছু। শুনেছি গুনায়েভ দশ বছর ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টোরেটে কাজ করার পর কেজিবি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং বর্তমানে অন্য লাইনে কাজ করছেন গোপনে।"

এবার জোরে হেসে উঠলো গুনায়েভ। তার সঙ্গীদের চাপা উত্তেজনার অবসান হলো তাদের নেতার ভাব দেখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"গোপনে? এবং অন্য লাইনে?"

"হ্যাঁ, জেনেছি যে, উমর গুনায়েভ এখন চেচেনদের একচ্ছত্র নেতা। আর জেনেছি গুনায়েভ একজন সনাতনপন্থী, যদিও বৃদ্ধ নন। চেচেনদের প্রাচীন মূল্যবোধগুলোকে তিনি আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চান।"

"মার্কিন বন্ধু, আপনি অনেক কিছুই ঠিক শুনেছেন। চেচেনদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে কতটুকু জানেন?"

"এই অবক্ষয়ে ভরা সমাজে চেচেনরা তাদের আত্মসম্মানের নীতি থেকে বিচ্যুত হয় না। তারা ভালো-মন্দ সব ঋণই চুকিয়ে দিয়ে থাকে।"

"সব ঠিক শুনেছেন। আমার কাছ থেকে কি চান?"

"আশ্রয়। থাকার জায়গা। হোটেলে থাকা আমার জন্য নিরাপদ নয়।"

"কেউ কি আপনাকে খুন করতে চায়?"

"শিগগিরই চাইবে।"

"কে?"

"কর্নেল আনাতোলি গ্রিশিন। চেনেন তাকে?"

"জানি। সে যা চায় তাই করে, আমি যা তাই করি। আপনি আশ্রয় চান? পাবেন?"

তারপর নিজের তিন জন সঙ্গীকে বললো "এই বন্ধুটি একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। এর সুরক্ষার ব্যবস্থা তোমাদের হাতে।"

তিন জনে এগিয়ে এসে জেসনের সঙ্গে হাত মেলালো।

"আমার নাম আসলান, ওর নাম শরিফ আর ও হচ্ছে মগোমদ।"

জেসন ওদের সাথে হাসিমুখে পরিচিত হলো।

খাওয়া হয়নি জেনে গুনায়েভ জেসনকে নিয়ে এলো নিজের অফিস ঘরে। বাইরে একটা বড় দোকান আছে, সেটা লোক দেখানোর জন্যে।

গত কয়েক বছর ধ'রে ভালো ভালো জায়গায় জমির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছিলো, আর সেখানে আমেরিকান ও পশ্চিম ইউরোপীয় পার্টনার নিয়ে বিশাল বিশাল ইমারত তৈরি হয়েছে। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ছ'টা হোটেলও কিনেছে গুনায়েভ। এগুলো হলো চেচেন মাফিয়াদের বাইরের মুখোশ।

রুশ সরকারী সম্পদ সোনা, হীরা, গ্যাস, তেল ইত্যাদি আমলাদের মারফতে কিনে বিদেশে সরবরাহ করাও এদের অন্যতম ব্যবসা।

১৯৯৪ সালের শীতকালের শেষের দিকে নির্বোধের মতো চেচনিয়া আক্রমণ ক'রে বসলেন বরিস ইয়েলেৎসিন, ওখানকার প্রেসিডেন্ট দুদায়েভকে বিতাড়িত করতে।

ফলে রুশ রাষ্ট্র সম্বন্ধে চেচেনদের যেটুকু ভালো সম্পর্ক ছিলো সেটাও নষ্ট হয়ে গেলো। আর ১৯৯৯ সালে মস্কোতে আত্মগোপন ক'রে থাকা চেচেনদের নেতা হয়ে উঠলো ওমর গুনায়েভ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মস্কোর হেলসিঙ্কি স্টেশনের কাছে একটা হোটেলের সর্বোচ্চ দশ তলায় গুনায়েভেরে অফিস। এখানে এনে তোলা হলো জেসনকে।

সামান্য কিছু খাওয়ার পর কালো ইশতেহারের রুশ অনুবাদটা গুনায়েভকে পড়তে দিলো জেসন। পড়তে পড়তে মুখ চোখ লাল হয়ে গেলো তার। ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো গুনায়েভ। কোমারভ ক্ষমতায় এলে ইহুদিদের সঙ্গে সব উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করা হবে।

গুনায়েভ ফাইলটা নামিয়ে রেখে বললো, "এর আগে জার, স্তালিন, ইয়েলেৎসিনও চেষ্টা করেছিলো। কিছুই করতে পারেনি।"

"এখন কিন্তু ধ্বংস করার অনেক আধুনিক পদ্ধতি বেরিয়েছে," জেসন সাবধান ক'রে দিলো।

"আপনি কোমারভকে সরিয়ে দিতে চাইছেন?"

"না। ওতে কাজ হবে না। একজনকে মারলে, আর একজন ক্ষমতায় চ'লে আসবে।"

"আমি কি করতে পারি?" গুনায়েভের এই উত্তরটা শুনে জেসন বুঝতে পারলো বরফ গলতে শুরু করেছে।

"আপনি সব পারেন," এই ব'লে স্যার নাইজেলের পুরো পরিকল্পনাটা তার খুলে বললো জেসন।

"পাগল হয়েছেন আপনি?" গুনায়েভ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু জেসনও হাল ছাড়ার লোক নয়।

"বেশ, যদি আমি আপনাকে সাহায্য করি, তবে কি করতে হবে আমাকে?"

"আত্মগোপন ক'রে থাকতে চাই। কিন্তু খোলামেলাভাবে। ঘোরাফেরা করবো, অথচ কেউ চিনতে পারবে না। আর যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যেনো দেখা করতে পারি। আমি যে এসেছি সেটা জানতে পারবেই কোমারভ।"

"আমার বেশ কয়েকটা বাড়ি আছে, আপনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে থাকবেন সেখানে। আর ভিসা-টিসা সব আলাদা আলাদা করিয়ে দেবো ... আর কী চান?"

একটা কাগজে কয়েক লাইন লিখে গুনায়েভকে দিলো জেসন। শেষ লাইনটা প'ড়ে চমকে উঠলো গুনায়েভ, "এতো কিছু থাকতে এটা কেন?"

জেসন কারণটা বুঝিয়ে বললো তাকে।

"আপনি তো জানেন, মেট্রোপোল হোটেলের অর্ধেকটা আমার।"

ঠিক হলো চার জন রক্ষী পাহারা দেবে জেসনকে।

জেসন হোটেলে ফিরে এলো। সেই রাতে ভোরের দিকে দুটো সুটকেস পৌঁছে গেলো জেসনের ঘরে।

বেশিরভাগ মস্কোবাসী ও বিদেশীরা জানে যে রুশ অর্থোডক্স চার্চের প্রধান বেশ রাজকীয় হালে বাস করেন মধ্যযুগের দানিলোভস্কি মঠের মধ্যে। কসাক সৈন্যদের কড়া পাহারায় এখানে থাকেন তাঁরা। মানে তাঁর অফিস আছে এখানে। কিন্তু বাস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেন অন্যত্র। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব, চাকর, রাঁধুনী ইত্যাদি আছে। এমন কি দু'জন কসাক প্রহরীও আছে।

১৯৯৯ সালের শীতকালে প্রধান ধর্মযাজকের পদে আসীন ছিলেন হিজ হোলিনেস অ্যালেক্সি দ্বিতীয়। বয়স ৫০এর কোঠায়। লেনিনের আমল থেকেই ধর্মগুরু ও গির্জা মসজিদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলো কমিউনিস্ট সরকার। বেশিরভাগ ধর্মীয়স্থান বন্ধ ক'রে দেয়া হয়। যে কটা গির্জা চলছিলো তাদের কর্মকর্তাদের প্রতিদিন কেজিবি'র কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হোতো। পুরোহিত সম্প্রদায়কেই সন্দেহের চোখে দেখতো সরকারী মহল।

কমিউনিজমের পতনের পর স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া মানুষজনের সঙ্গে যাজকরাও নবজাগরণের জন্য তৎপর হলেন। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী রুশ জনগণ ঈশ্বরের বাণীতে নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। সুযোগ বুঝে বিদেশী ধর্মপ্রচারকরাও রাশিয়ায় ঢুকতে শুরু করলেন। রুশ সনাতনপন্থীরা এর প্রতিবাদও জানালেন। তারা চাইছিলেন সাবেকী চালে যাজকীয় উচ্চপদে মঠ-মন্দিরে ব'সে থাকবেন, ভক্তরা নিজের থেকে আসবে তাঁদের কাছে। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ইত্যাদি মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠা জনগণ ঠিক প্রাচীন যুগের মানুষের আচরণ ভুলে গিয়েছিলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে অ্যালেক্সি দ্বিতীয়ের মতো নরম মনের পণ্ডিত প্রধান ধর্মযাজককে দিয়ে জনগণের মনে উদ্দাম আবেগ জাগিয়ে তোলা সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তিনটা কাজ তিনি করেছিলেন – প্রথমত: সমগ্র রাশিয়াকে একশো ভাগে ভাগ ক'রে এক একজন ক'রে বিশপের হাতে ভার দিয়েছিলেন। ফলে অনেক অল্প বয়স্ক যুবকও বিশপ হতে পারলো।

দ্বিতীয়ত: ইহুদি আরব জাতি বিরোধী মনোভাবকে মুছে দিলেন এই বলে যে, কোন বিশপ যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে মানুষের প্রতি ঘৃণাকে প্রাধান্য দেন, তবে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে।

তৃতীয়ত: অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও অ্যালেক্সি দ্বিতীয় ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি দেন এক অসাধারণ আকর্ষণীয় ক্ষমতাসম্পন্ন তরুণ যাজক ফাদার গ্রিগর রুসাকভকে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে ঘুরে প্রচার করার। এই ভ্রাম্যমান যাজককে অনেকে পছন্দ না করলেও অ্যালিক্সির কাছে সব রকমের প্রশ্রয় তিনি পেতেন।

১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে অ্যালেক্সি যখন রাতের প্রার্থনা সেরে উঠছেন তখন সেক্রেটারি এসে একটা চিঠি দিলো। লন্ডন থেকে আর্চ বিশপ অ্যানথনি লিখেছেন চিঠিটা। বিষয় হলো – যে লোক এই চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে দেখা করুন, ধর্ম বিপন্ন হতে চলেছে। লোকটি কিছু গোপন বার্তা দেবে।

প্রহরী গিয়ে নিয়ে এলো কালো পোশাক পরা এক পাদ্রীকে।

"আসুন, আমাদের প্রভু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ার ঘরে দেখা হলো দু'জনের। অ্যালেক্সি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "বলো বৎস, লন্ডনে আমার বন্ধু অ্যানথলি কেমন আছে?"

জেসন মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলো, "ইওর হোলিনেস, আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি লন্ডনের আর্চবিশপ অ্যানথনিকে চিনি না। আর পোশাক পরা থাকলেও আমি পাদ্রী নই। চিঠিটা জাল। আসল কথা হলো, ব্যক্তিগতভাবে গোপনে আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব দরকার রয়েছে আমার।"

চমকে উঠলেও বাইরে প্রশান্তভাব বজায় রাখলেন তিনি। জেসন সব বুঝতে পেরে বললো, "আমার সব কথা শুনুন আগে, প্রথমত: আমি রুশ নই, আমেরিকান। দ্বিতীয়ত: খুব শক্তিশালী একটি পশ্চিমী গোষ্ঠীর তরফ থেকে আসছি, যারা রাশিয়া ও গির্জার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। তৃতীয়ত: আমি কিছু খবর এনেছি যা আমার পৃষ্ঠপোষকরা মনে করেন, আপনি বিশ্বাস করবেন। সবশেষে বলি, আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি, খুন করতে নয়। আপনার পাশেই ফোন আছে, চাইলে এক্ষুণি প্রহরীদের ডাকতে পারেন, আমি বাধা দেবো না। তবে তার আগে এটা পড়ুন দয়া ক'রে।"

না, লোকটাকে তো পাগল মনে হচ্ছে না। জেসন দুটো ফাইল আলখেল্লার তলা থেকে বের ক'রে আনলো অ্যালিক্সির সামনে। একটা সাদা, অন্যটা কালো। জেসন জানালো সাদাটা একটা রিপোর্ট, যেটা পড়লে বুঝতে পারবেন কালোটা জাল নয়।

"কালো ফাইলে কি আছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"এটা জনৈক ইগর ভিক্তোরোভিচ কোমারভের গোপনীয় ও ব্যক্তিগত ইশতেহার, যিনি খুব শীগ্‌গীরই রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন।"

এমন সময় ফাদার ম্যাক্সিম কফি নিয়ে ঢুকলেন। অ্যালেক্সি তাঁকে ঘুমোতে যাবার অনুমতি দিলেন।

"বলুন, এবার, কোমারভের ইশতেহারে কি আছে?"

ফাদার ম্যাক্সিম বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলেন শুধু কোমারভ শব্দটা। তখন রাত বারোটা। অন্য সবাই শুতে চলে গেছে। এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে দরজার চাবির ফুটোয় কান পাতলেন ফাদার ম্যাক্সিম।

রিপোর্টটা পড়ার পর অ্যালেক্সি ব'লে উঠলেন, "অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কাহিনী। উনি এটা কেন করেছিলেন?"

"বৃদ্ধের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তা কোনদিনও জানতে পারবো না আমরা। পড়েছেন তো, উনি মারা গেছেন, আসলে খুন হয়েছেন, অধ্যাপক কুজমিনের রিপোর্টে সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। কোমারভের ইশতেহার প'ড়ে নিশ্চয়ই তাঁর মনে কোন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো।

আর এক ঘণ্টায় কালো ইশ্‌তেহারটা পড়া শেষ ক'রে কেমন যেনো হতভম্ব হয়ে গেলেন অ্যালেক্সি দ্বিতীয়।

"না, না, এ ধরনের শয়তানী কাজ উনি করতে পারেন না। এটা রাশিয়া, আমাদের প্রভুর তৃতীয় সহস্র বৎসরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা একথা ভাবতেই পারি না। আমরা এ সবের ঊর্ধ্বে।"

"ঊর্ধ্বে থাকতে পারবেন না। হিটলার, স্টালিন, যা করেছিলো, এরাও তাই করতে চাইছে। ক্ষমতায় এলে ইহুদি চেচেন আর সংখ্যা লঘুদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার কথা এতে আছে, ফলে রাশিয়াতে ধর্মেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। চলবে একনায়কত্বের অত্যাচার। আপনি ধর্মের নামে, জ্ঞাতির নামে, রাশিয়ার নামে, চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারবেন কি? এই কোমারভের বিরোধিতা করবেন না?"

"করতেই হবে, কিন্তু কিভাবে করবো? জানুয়ারিতে তো নির্বাচন হতে চলেছে?"

"হিজ হোলিনেস, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পশ্চিম দেশ থেকে একজন আসবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, তার নাম এই। তার সঙ্গে দেখা করবেন দয়া ক'রে, সেই আপনাকে জানাবে আপনার করণীয় কি।" জেসন একটা শক্ত কার্ড দিলো তাঁর হাতে।

ট্যাক্সির দরকার নেই, হেঁটেই চলে যাবে জেসন। পবিত্র মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আলেক্সি।

"হায় ঈশ্বর, কি সব হতে চলেছে।" হঠাৎ অ্যালেক্সির মনে হলো ঘরের বাইরে কার্পেটের ওপর পায়ের শব্দ। দরজা খুললেন, না, কেউ কোথাও নেই।

পরদিন সকালে অ্যালেক্সি দ্বিতীয়র বাস ভবন থেকে একজন মোটাসোটা মানুষ সন্তর্পণে বেরিয়ে চলে এলো হোটেল রোশিয়ায়। একজন প্রহরীর মাধ্যমে যোগাযাগ করলো কর্নেল গ্রিশিনের সঙ্গে ফোনে। জানিয়ে দিলো গতরাতে কে একজন এসে হিজ হোলিনেসের সঙ্গে কথা বলছিলো, তার মধ্যে কোমারভ আর কালো ইশতেহার কথাগুলো ছিলো।

"আমি ইগর, কেমারভের গুণমুগ্ধ ভক্ত। তাই খবরটা আপনাকে দিলাম। আমি ফাদার ক্লিমোভস্কি বলছি।"

গ্রিশিন বললো, "প্রিয় ফাদার, আমাদের সামনা-সামনি দেখা হওয়া অত্যন্ত দরকার।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

স্লাভিয়ানস্কি স্কোয়ারে মস্কোর সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে প্রাচীন আর অপূর্ব সুন্দর একটি গির্জা আছে।

এটা প্রথম তৈরি হয় ত্রয়োদশ শতকে কাঠ দিয়ে। তখন মস্কো বলতে বোঝাতো ঐ ক্রেমলিন আর তার আশেপাশের জায়গা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে পুড়ে যাওয়ার পর ওটা তৈরি হয় পাথর দিয়ে। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এটা সক্রিয় ছিলো। এর নাম ছিলো অল সেন্টস ইন কুলিস্কি। ১৯৯১ সালে কমিউনিজমের পতনের পর, চার বছরের মধ্যে এটাকে আবার চালু করা হয়। ফাদার ম্যাক্সিম ক্লিমোভস্কি এলো এই গির্জাতে। পরণে যাজকের পোশাক তাই কেউ তাকে সন্দেহ করেনি।

হলঘরের মাঝখানে একজন যাজক কিছু ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন।

নির্ধারিত সময় পার হবার দু তিন মিনিট পর থেকে বেশ নার্ভাস হয়ে বারবার ঘড়ি দেখিছিলো ফাদার ম্যাক্সিম। সে লক্ষ্যই করেনি যে তিনজন লোক তাকে অনুসরণ করতে করতে এতোদূর এসেছে।

একজন পাশে এসে শুধু বললো, "ফাদার ম্যাক্সিম?"

"হ্যাঁ," সে জবাব দিলো।

"আমি কর্নেল গ্রিশিন। আমার বিশ্বাস আপনি কিছু আমাকে বলতে চান।"

ফাদার গ্রিশিনের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে সিঁটকে উঠলো সে। কাজটা ঠিক হচ্ছে তো? কেন ফোন করেছিলো জানতে চাইলে ফাদার জানালো যে, ইগর কোমারভকে দারুণ শ্রদ্ধা করে সে, বিশেষ ক'রে তার নীতি ও রাশিয়ার ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনাগুলোর জন্যে।

"শুনে খুশির হলাম। এবার বলুন গত রাতের কথা।"

ফাদার আনুপূর্বিক সব ব'লে গেলো, প্রায় মাঝরাতে এক অজানা লোক বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে চলে আসে গির্জায়। পোশাক যাজকের হলেও সোনালী চুল, দাড়ি নেই, নির্ভুল রুশভাষা বললেও সে বিদেশী। মনে হয় কারোর পরিচয়পত্র এনেছিলো বলেই গির্জা-প্রধান ওর সঙ্গে দেখা করেন। কফি দিয়ে ফিরে আসার সময় যা শুনেছিলো এবং চাবির ফুটো দিয়ে যা দেখেছিলো আর শুনেছিলো সব ব'লে গেলো ফাদার ম্যাক্সিম। এও জানালো কোমারভের নাম এবং কালো ইশতেহারের প্রসঙ্গ উঠেছিলো। গ্রিশিনের নাম উচ্চারিত হয়েছিলো শুনে গ্রিশিনের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনাকে সব জানিয়ে ভুল করেছি না ঠিক করেছি বুঝতে পারছি না কর্নেল।"

"ফাদার একেবারে সঠিক কাজটাই করেছেন আপনি। কিছু দেশদ্রোহী একজন বিখ্যাত রাজনীতিকের সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করছে, যিনি খুব শিগ্‌গীর রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হবেন। ফাদার, আপনি একজন দেশপ্রেমিক রুশ। আচ্ছা লোকটা কোত্থেকে এসেছিলো বলতে পারেন কি?"

"না, সেন্ট্রাল সিটির ধূসর রঙের ট্যাক্সি ক'রে এসেছিলো, ফিরে গিয়েছিলো পায়ে হেঁটে।"

এইটুকু খবরই যথেষ্ট গ্রিশিনের পক্ষে। সেন্ট্রাল সিটির ট্যাক্সি, মধ্যরাত, যাজকের পোশাক পরা লোক ঐ বাড়িতে গিয়েছিলো – ওটাকে পেতে অসুবিধে হবে না।

তারপর গ্রিশিন ফাদারকে বললো, "আপনি যে সাহায্য করছেন, তার জন্যে রুশমাতা আপনাকে কোনদিন ভুলবে না, যথোচিত পুরস্কারও পাবেন। তবে আর একটা কাজ করতে হবে – ঐ বাড়িতে যা যা ঘটবে, কে আসছে – কে যাচ্ছে সব খবর আমার চাই। ফোন ক'রে জানালে এখানে দেখা হবে।"

"বেশ কর্নেল। আপনার জন্যে আমি সব করবো।"

"নিশ্চয়ই করবেন। একদিন এদেশে একজন নতুন বিশপ হবেন। ঠিক আছে যান, আমি পরে যাবো।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো গ্রিশিন। কালো ইশতেহারটা ফিরে এসেছে মস্কোতে। এতোদিন চুপচাপ থাকার পর কেউ একজন এসেছে, বেছে বেছে লোকদের দেখাচ্ছে ইশতেহারটা, অর্থাৎ শত্রু সৃষ্টি করতে চাইছে। এখন প্রধান কাজ হবে ঐ লোকটাকে শেষ ক'রে দেয়া। ফাদার ম্যাক্সিম লোভী লোক। তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

কালো টুপি আর কালো মুখোশ পরা চার জন হানা দেয়ার কাজটা নিখুঁতভাবে সারলো। সেন্ট্রাল সদর দপ্তরে ঢুকে ম্যানেজারের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ওরা শুধু গত তিন রাতের কোন টাক্সি কতক্ষণ ভাড়া খেটেছিলো শুধু এইটুকু খবর নিয়ে চলে গেলো। যাবার আগে কাজের বিবরণ লেখা কাগজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "৫২ নম্বর ড্রাইভার কে?"

স্টাফের তালিকা থেকে জানা গেলো ৫২ নম্বরের ড্রাইভারের নাম ভাসিলি। শহরতলীর ঠিকানাও আছে।

ওরা চলে যাবার পর ম্যানেজার চিন্তায় পড়ে গেলো – ভাসিলির কপালে দুঃখ আছে, কারোর সঙ্গে হয়তো ঝগড়া করেছে, বা বান্ধবীর সঙ্গে ব্যবহার খারাপ কিছু করেছে। যাই হোক, তার কিছু করার নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাসিলি খেতে বসেছিলো। এমন সময় তার বৌ ঘরে ঢুকলো ফ্যাঁকাশে মুখে, তার পেছনেই মুখোশধারী দু'জন, হাতে পিস্তল। কেঁপে উঠলো ভাসিলি। দুজনে তাকে জেরা ক'রে জেনে নিলো ঐ রাতে হোটেল মেট্রোপোল থেকে বেরিয়ে আসা এক যাজককে সে পৌঁছে দিয়েছিলো চিস্তিপেরলোকে। এর বেশি সে কিছু বলতে পারবে না। যাজকের পোশাক, কিন্তু দাড়ি ছিলো না।

আর কথা না বাড়িয়ে মুখোশধারী চলে গেলো।

কর্নেল গ্রিশিন সবটা শুনলো। হোটেল থেকে বেরুনো লোকটার খোঁজ নেয়া কষ্টসাধ্য, তবুও চেষ্টা করতে হবে। মস্কো মিলিশিয়া বাহিনীর ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার দিমিত্রি বোরোদিনের কথা মনে পড়লো তার।

বোরোদিন হোটেলে মেট্রোপোলে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলো। গত তিন রাতে হোটেলে যারা এসেছে তাদের লিস্ট চাই।

লিস্টটা কম্পিউটারে ছাপা হতে শুরু করলো। বোরোদিনকে বলা হয়েছিলো কারোর নামের আগে 'ফাদার' আছে কিনা দেখতে। না, সে রকম কোন নাম নেই।

লিস্টটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হঠাৎ চমকে উঠলো গ্রিশিন। তৃতীয় পাতায় একটা নাম আছে ডঃ ফিলিপ পিটার্স, আমেরিকান গবেষক।

এ নামটা গ্রিশিনের চেনা। দশ বছর আগে এই নামটা তাকে ভাবিয়ে ছিলো। মোটামুটি বর্ণনাও মনে পড়ছে, ঘন কোঁকড়ানো সাদা চুল, রঙিন কাঁচের চশমা। ক্রুগলভ আর ব্লিনভের ওপর যখন অত্যাচার করা হয়েছিলো তখন তারা ডঃ পিটার্সের ছবি দেখে সনাক্ত করেছিলো।

দশ বছর পরে, লোকটা ফিরে এসেছে মস্কোতে, গ্রিশিন এবার তাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না।

অ্যালড্রখ আমেসের দেয়া ছবির অ্যালবামটা আলমারি থেকে বের করলো গ্রিশিন। এই তো কমবয়সী জেসন মঙ্কের ছবি। গ্রিশিন মস্কো এয়ারপোর্টে ফোন করে ডঃ পিটার্স কবে এসেছে জানতে চাইলো, আর বোরোদিনকে বললো ডঃ কবে মেট্রোপোল হোটেলে এসেছে সে খবর নিতে।

এয়ারপোর্ট জানালো বৃটিশ বিমানে চেপে সাত দিন আগে এসেছে সে। আর বোরোদিন খবর দিলো ঐ দিনই মেট্রোপোলে উঠেছে, এখনও আছে ৮৪১ নম্বর ঘরে। একটাই বিচিত্র খবর বোরোদিন দিয়েছে – ডঃ পিটার্সের পাসপোর্টটা হোটেলে জমা নেই। তার মানে অন্য নামে অন্য পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রিশিন বোরোদিনকে ব'লে দিলো হোটেল ম্যানেজারকে সতর্ক ক'রে দিতে যাতে ডঃ পিটার্সের সঙ্গে দেখা হলে এসব কথা না বলে। বললে পরিস্থিতি খুব খারাপ হবে।

সন্ধ্যাবেলায় ৮৪১ নম্বর ঘরে কয়েকবার ফোন এলো। কেউ ধরেনি। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে দু'জন ঢুকে তন্ন তন্ন ক'রে খুজে কিছুই পেলো না।

ঘরটার ঠিক উল্টোদিকের ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক ক'রে একজন চেচেন পুরো ব্যাপারটা দেখেছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত ১০টায় জেসন মঙ্ক হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে গেলো। দুদিক থেকে দু'জন তাকে লক্ষ্য ক'রে চলেছিলো। দু'জন নিচেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। জেসন করিডর পার হয়ে নিজের ঘরের কাছে গিয়ে উল্টো দিকে টোকা মারলো। ভেতর থেকে একজন একটা সুটকেস এগিয়ে দিলো, জেসন ওটা নিয়ে ঢুকলো ৮৪১ নাম্বার ঘরে। প্রথমে দু'জন গুণ্ডা অন্য লিফটে ক'রে পৌছে দেখলো ঘরটার দরজা বন্ধ। চারজনে কথা হলো। দু'জন করিডোরে পেতে রাখা চেয়ারে ব'সে পড়লো বাকি দু'জন নেমে গেলো।

সাড়ে দশটার সময় তারা দেখলো তারা যে ঘরটার ওপর লক্ষ্য রাখছে তার উল্টো দিকের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে লিফটের দিকে চলে গেলো।

১০টা ৪৫ মিনিটে হোটেল থেকে ফোন এলো আরও তোয়ালে চাই কিনা। ধন্যবাদ জানিয়ে না ব'লে দেয়া হলো।

১১টার সময় ঘরের পেছন দিকের বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো জেসন, সঙ্গে সুটকেসটা। দরজাটা একটা তার দিয়ে শক্ত ক'রে জড়ানো। অ্যাডহেসিভ টেপ সেঁটে দিলো তার ওপর।

কোমরে জড়ানো একটা মোটা দড়ি বের ক'রে ঝুলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো। ঠিক নিচ তলায় ৭৪১ নাম্বার ঘরে। তার পাশের তিনটা ঘরের বাধা পেরিয়ে সে পৌছে গেলো ৭৩৩ নাম্বার ঘরের জানালার কাছে।

রাত ১১টা ১০ মিনিটে ঐ ঘরে এক সুইডিশ ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শুয়ে টিভিতে অশ্লীল ছবি দেখছিলো। জানালায় টোকা পড়তেই লাফিয়ে উঠে গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়ালো সে। টিভিটা বন্ধ ক'রে দিলো।

জানালাটা খুলে দিলো ঐ সুইডিশ ব্যবসায়ী। জেসন ঢুকলো, লজ্জিত ভঙ্গীতে জানালো যে সে পাশের ঘরটাতে উঠেছে। বাইরের বেলকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিলো, অসাবধানবশত দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না, তাই এই বেলকনিতে দিয়ে চলে এসেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে চ'লে এলো ফুটপাথে, সেখানে মগোমোদ একটা ভল্‌ভো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

মধ্যরাতে তিনজন লোক ঢুকলো ৭৮১ নম্বর ঘরে। কিছু কাজ ক'রে চলে গেলো বিশ মিনিট পরে।

ভোর চারটার সময় ৭৪১ নম্বর ঘরে ছাদ উড়ে গেলো, অর্থাৎ তার ওপরের ৮৪১ নম্বর ঘরটা পুরোপুরি ধ্বংস্তূপে পণিত হয়ে গেলো। পরে তদন্তে জানা গিয়েছিলো ৭৪১ নম্বর ঘরের ছাদের ঠিক তলায় তিন পাউন্ডের আরডিএক্স বিস্ফোরক ব্যবহার করেছিলো কেউ।

পুলিশ, দমকল সব ছুটে এলো। ইন্সপেক্টর বোরোদিন ৭৪১ নম্বর ঘরে গিয়ে দেখলো কোন জিনিসে আকারই হাতের তালুর চেয়ে বড় নয়, তার মানে সব কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। একটা মানুষের কিছু হাড় উদ্ধার করা হলো। খুঁজতে খুঁজতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাথরুমে ইট-সিমেন্টের স্তূপের তলায় পাওয়া গেলো একটা অ্যাটাচি কেস। প্রায় অক্ষত অবস্থায়। ওটা খুলে দুটো ফাইল বের ক'রে জ্যাকেটের তলায় চালান ক'রে দিলো বোরোদিন।

চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক পরিবর্তন ঘটতে পারে। কর্নেল গ্রিনিশ কফি খাচ্ছিলো। তার সামনে দুটো ফাইল, একটা রিপোর্ট অন্যটা কালো ইশতেহার, আর একটা আমেরিকান পাসপোর্ট, জেসন মঙ্কের নাম লেখা।

গ্রিশিন বিড় বিড় করে বললো, "একটা পাসপোর্ট মস্কোতে ঢোকার জন্য ছিলো, আর একটা বেরিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু আমাদের বন্ধু, এবার আর ফিরে যেতে পারছে না।"

ঐ দিন আরও দুটো ঘটনা ঘটলো। ব্রায়ান মার্কস নামে এক বৃটিশ পর্যটক মস্কোতে এলো। আর দু'জন ইংরেজ ফিনল্যান্ডের সীমান্ত থেকে ভল্‌ভো গাড়ি ক'রে যাত্রা করলো মস্কোর উদ্দেশ্যে।

ব্রায়ান এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে মধ্য মস্কোর একটা মাঝারি হোটেলে গিয়ে উঠলো। একেই গত সেপ্টেম্বর মাসে স্যার নাইজেল পাঠিয়েছিলেন সব খোঁজখবর নিয়ে আসতে।

একটা চারদিক খোলা গুদামঘরের ওপর দু'দিন ধ'রে নজর রাখলো ব্রায়ান, দিনের বেলায় বড় বড় ট্রাক ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। এখানে ঢুকতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

দোকান থেকে কিছু ব্যাটারি, ইলেকট্রিক তার, সোয়াচ ঘড়ি ইত্যাদি কিনলো ব্রায়ান।

সিয়ারান আর মিচের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তভেরস্কায়া স্ট্রিটের ম্যাক ডোনাল্ডের হ্যামবার্গার সেন্টারে।

আরও দুটি বিশেষ সৈন্যদল দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো।

লন্ডনের একটা গ্যারেজে ঐ ভল্‌ভো গাড়িটা বিশেষ কায়দায় তৈরি করা হয়েছিলো, সামনের চাকা দুটোর টিউটপুলোর মধ্যে বেশ ফাক রেখে তাতে কয়েকশো সেমটেক্স প্লাস্টিক বিস্ফোরকের ক্যাপসুল ভরা হয়েছে, ওগুলোর সাইজ বুড়ো আঙ্গুলের মতো। আর ওগুলোতে আগুন লাগানোর ডিটোনেটারগুলো একটা হাভানা চুরুটের বাক্সের তলায় রেখে ওপরে চুরুট বিছানো হয়েছিলো।

মস্কোতে পৌঁছে সিয়ারান আর মিচ আলাদা আলাদা হোটেলে উঠলো। সাউথ পোর্টের এক নির্জন জায়গায় ভল্‌ভোটাকে নিয়ে গিয়ে চাকা থেকে ক্যাপসুলগুলো বের করা হলো।

তিন পাউন্ডের ঐ প্লাস্টিক বিস্ফোরক বারোটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হলো, এক একটা সিগারেটের প্যাকেটের সাইজের। ডিটোনেটার লাগান হলো প্রত্যেকটিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্নেল গ্রিশিন যেদিন কালো ইশতেহার আর জেসনের পাসপোর্ট পেলো ঠিক তার ছ'দিন পরে কারখানাটার ওপর হামলা হলো। প্রহরীটাকে সহজে কব্জা ক'রে সিয়ারান, মিচ আর ব্রায়ান ঢুকলো ভেতরে। একটা বড় মাপের ছাপাখানা। প্লাস্টিক বোমাগুলো লাগিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। ভল্‌ভোটা বেশ কিছু দূর যাবার পর ওরা শব্দটা শুনতে পেলো।

তারপরই পুলিশ এলো। রাত সাড়ে তিনটার সময় খবর পেয়ে ছুটে এলো প্রেসের ফোরম্যান। ঐ কাণ্ড দেখে সে খবর দিলো বরিস কুজনেৎসভকে। দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের প্রধান মুখপত্র ছাপা হোতো এই ছাপাখানায় – কুজনেৎসভ এর প্রধান পরিচালক।

সকাল ৭টায় খবরটা পৌঁছালো গ্রিশিনের কাছে।

ভাড়া করা ভল্‌ভোটাকে চাবি সহ এক জায়গায় ফেলে ঐ তিনজন পরবর্তী প্লেন ধ'রে চলে গেলো হেলসিঙ্কিতে।

গত দু'বছর ধ'রে প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে 'প্রোবুদিশ' মানে 'জাগো' পত্রিকা প্রকাশ ক'রে আসছে কুজনেৎসভ। আর একটা মাসিক পত্রিকাও ছাপা হোতো – 'রোদিনা' যা অর্থ মাতৃভূমি।

প্রেসটা যেভাবে ভেঙ্গেছে তাতে দশ সপ্তাহের আগে এখান থেকে কাগজ ছাপা যাবে না। আর রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হবে আরও ৮ সপ্তাহের পরে। যার অর্থ হলো প্রচারের সর্বনাশ হয়ে গেলো।

সেদিন সকালে অফিসে ঢুকলো ইন্সপেক্টার বোরোদিন বেশ খোশ মেজাজে। কালো ইশতেহার আর পাসপোর্ট এনে দেয়ায় দারুণ খুশি গ্রিশিন। কোমারভ রাষ্ট্রপতি হলে গ্রিশিন হবে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। তখন বোরোদিনকে পায় কে।

অফিসে ফিসফাস আলোচনা হচ্ছিলো দেশপ্রেমিক পার্টির ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটা নিয়ে। কিছু চিন্তা করার আগেই ফোন এলো বোরোদিনের।

ফরেনসিকের অধ্যাপক কুজমিন বেশ রেগে গেছেন। মেট্রোপোল হোটেলের ৮৪১ নম্বর ঘর থেকে পাওয়া সব হাড় পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন তিনি। তারপর যে কথাটা বললেন তাতে চোখ কপালে উঠলো বোরোদিনের। শুধু হাড় পাওয়া গিয়েছিলো, এক টুকরোও মাংস নয়। আর হাড়গুলোও অধ্যাপকের মতে বিশ বছরের পুরনো।

ফরেনসিক রিপোর্টটা পাবার পর মরিয়া হয়ে বেশ কয়েকশো গুপ্তচর লাগিয়ে দিলো গ্রিশিন। জেসনকে চাই। কোমারভকে জানালো যে সে একমাত্র মার্কিন দূতাবাস ছাড়া আর কোথাও লুকোতে পারবে না জেসন। এখানে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিলো গ্রিশিনের।

চেচেনদের আশ্রয়ে থাকা জেসন ছিলো সম্পূর্ণ নিরাপদ। মগোমোদ, আসলান আর শরিফ ছায়ার মতো ঘিরে থাকতো তাকে। অবশ্য এর মধ্যে জেসন তার দ্বিতীয় যোগাযোগ তৈরি ক'রে ফেলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

রাশিয়ায় যতো সৈনিক, কর্মরত বা অবসর নিয়েছে, তাদের মধ্যে সম্মানের শীর্ষে আছেন সেনাবাহিনীর জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভ।

বয়স, ৭৩, ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা, পেটানো শরীর। একমাথা সাদা চুল, পাকানো গোঁফ। যে কোনো মানুষের ভীড়েও তাঁকে আলাদা ক'রে চেনা যায়। তাঁর অধীনে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করেছে, সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। ১৯৯৯ সালে তিনি হয়ে ওঠেন প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব।

রাজনীতির লোকেদের সঙ্গে যদি একটু মোসাহেবী ভাব দেখাতেন, আর অতোটা স্পষ্টবাদী না হতেন, তবে মার্শাল হয়ে অবসর নিতে পারতেন।

লিওনিদ জইতসেভ, ওরফে র‍্যাবিটের মতো, নিকোলাইও জন্মেছিলেন মস্কোর পশ্চিম দিকে স্মোলেনস্কে, ১৯২৫ সালে। লিওনিদের চেয়ে এগারো বছরের বড়। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। র‍্যাবিটের কথা তাঁর মনে থাকার কথা নয়, তবে বহুকাল আগে পট্‌সডামের বাইরে একটা ক্যাম্পে উনি তার পিঠ চাপড়ে সাবাশ জানিয়েছিলেন।

এখনও তাঁর মনে পড়ে বাবার সঙ্গে একটা গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাবা হঠাৎ সব ভুলে কপালে বুকে হাত ঠেকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকেছিলেন। ছেলে বুঝতে না পেরে জানতে চেয়েছিলো বাবা ওটা কি করলেন। চম্‌কে উঠে ভয়ে ভয়ে বাবা বলেছিলেন একথা যেনো আমি কাউকে না বলি।

তখনকার দিনে ঐ রকমই ছিলো, পার্টির বিরুদ্ধ সমালোচনা করার জন্যে একজন গুপ্তচর সংস্থা কেভিডি'র কাছে নালিশ জানিয়ে দেয়। বাবা-মা দু'জনেই ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় মারা যান। কিন্তু ছেলেকে সরকার 'হিরো' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলো।

কিশোর নিকোলাই তাঁর বাবাকে ভালোবাসতেন, কাউকেই বলেননি কিছু, কিন্তু এই সব ধর্মের ব্যাপারটা যে অর্থহীন বাজে ব্যাপার, শিক্ষকের এই উপদেশটাকে শিরোধার্য করেছিলেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারের আক্রমণে স্মোলেনস্ক শত্রু কবলিত হয়। নিকোলাই পালিয়ে গিয়ে ছিলেন হাজার হাজার লোকের সঙ্গে। তাঁর মা-বাবা পালাতে পারেননি।

ষোলো-সতেরো বছরের বলিষ্ঠ যুবক তার দশ বছরের বোনকে পিঠে নিয়ে একশো মাইল হাঁটার পর অন্যদের সঙ্গে একটা ট্রেনে ওঠে প'ড়ে। ট্রেনটা এসে থামে সুদূর পূর্বপ্রান্তে ইউরাল পর্বতমালার পাদদেশে চেলিয়াবিনস্ক শহরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোন গালিয়াকে পাঠিয়ে দেয়া হয় অনাথ আশ্রমে। আর নিকোলাই ওখানকার একটা কারখানায় চাকরি করলেন প্রায় দু'বছর।

১৯৪২ সালে হিটলারের হাতে প্রচণ্ড মার খেলো রুশরা। কিন্তু এক বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ, বিশেষ ক'রে ভারি ট্যাঙ্ক তৈরি ক'রে পাল্টা আক্রমণ চালালো তারা। এই ভারি কেভিআই ট্যাঙ্ক চালানোর কাজে জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাঁকে।

প্রোখোরোভকা সেকটরে যুদ্ধের সময় জার্মানির কুখ্যাত প্যানজার বাহিনীর টাইগার ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াইয়ে, নিজেদের ট্যাঙ্কের গোলন্দাজরা মারা যাবার পর ড্রাইভার হওয়া সত্ত্বে 'দেখে- শেখা' বিদ্যা কাজে লাগিয়ে তিনটা জার্মান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিলেন নিকোলাই একা।

তারপর ক্যাম্পে ফিরে আসার পর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান নিকোলাই, মাত্র ১৭ বছর বয়সে যুদ্ধ পদকের সর্বোচ্চ পদের হিরো অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দেয়া হয়েছিলো তাঁকে। তারপর থেকে ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিলো নিকোলাইয়ের। এরপর দু'বার হিরো উপাধি পেয়েছিলেন।

এই মানুষটির সঙ্গে প্রায় ৫৫ বছর পরে দেখা করতে এসেছে জেসন মঙ্ক।

সামান্য জেনারেল হয়ে অবসর নেবার ফলে মিনস্ক রোডের ধারে তুকোভা এলাকায় ছোট একটা বাংলো বাড়ি ক'রে থাকছিলেন নিকোলাই।

নিকোলাই বিয়ে করেননি। সঙ্গে থাকে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য আর আইরিশ উল্‌ফ হাউন্ড কুকুর। এখানকার সবাই তাঁকে ডাকে কোলিয়া আঙ্কেল ব'লে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর গাড়িতে কর্নেলের পোশাক পরে এসেছিলো জেসন। তাই সবাই সাগ্রহে নিকোলাইয়ের বাড়ির সন্ধান দিলো তাকে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর অন্ধকারের মধ্যে এসে দরজায় ধাক্কা দিলো জেসন।

রুশ বাহিনীর লোক মনে ক'রে চাকর জেসনকে ভেতরে নিয়ে এলো। আগুনের পাশে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ সম্পর্কিত একটা বই পড়ছিলেন নিকোলাই।

কে, কোত্থেকে আসছে – ইত্যাদি প্রশ্নের পর জেসন তাঁর কাছে সব খুলে বললো।

"সত্যি কথাটা বলি আপনাকে, আমি রুশ বাহিনীর কেউ নই। গুপ্তচর।"

"আমি এসব একেবারে পছন্দ করি না। দূর হয়ে যাও," ক্ষেপে উঠলেন নিকোলাই।

"চলে যাবো," শান্তভাবে বললো জেসন, "ছ' হাজার মাইল দূর থেকে এসেছি আধ মিনিটের একটা মাত্র প্রশ্ন করতে।"

"একটা মাত্র প্রশ্ন," কটমটিয়ে তাকিয়ে নিকোলাই বললেন, "কি প্রশ্ন?"

"পাঁচ বছর আগে বরিস ইয়েলেৎসিন যখন আপনাকে অবসর জীবন ছেড়ে চেচনিয়া আক্রমণ করতে ওদের রাজধানী গ্রোজনিকে ধ্বংস করতে বলেছিলেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন আপনি, শোনা কথা বলছি, আপনি নাকি যুদ্ধ পরিকল্পনা জানার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আমি সৈন্য পরিচালনা করি, ঘাতক নই। এটা জল্লাদদের কাজ।' কথাটা কি সত্যি?"

"কি আসে যায় তাতে?"

"সত্যি কিনা? আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, সত্যি। আর আমি ঠিকই বলেছিলাম।"

"কেন বলেছিলেন," জেসন এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো।

"এটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে," নিকোলাই বিরক্ত হয়ে বললেন।

"আমাকে ছ'হাজার মাইল দূরে ফিরে যেতে হবে।"

"ঠিক আছে। গণহত্যা করা সৈনিকদের কাজ নয় বলেই আমি মনে করি।"

"যে বইটা আপনি পড়ছেন, ওটা আমি পড়েছি। বাজে বই।"

"মানছি। কিন্তু তাতে কি?"

সঙ্গের অ্যাটাচি থেকে কালো ইশতেহারটা বের ক'রে একটা বিশেষ জায়গায় দাগ দেয়া অংশটা দেখিয়ে নিকোলাইকে জেসন বললো, "দয়া ক'রে একটু পড়ুন।"

ঠোঁট বেঁকিয়ে নিকোলাই বললেন, "মার্কিনী অপপ্রচার।"

"না। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ," জেসন সঙ্গে সঙ্গে বললো।

চিহ্নিত করা দুটো পাতা প'ড়ে নিকোলাই রেগে মেগে বললেন, "যতোসব বাজে কথা। কার লেখা এগুলো?"

"ইগর কোমারভের নাম শুনেছেন?"

"বোকার মতো কথা বোলো না। জানুয়ারিতে উনি রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন।"

"ভালো হবেন, না খারপ হবেন?"

"তার আমি কি জানি? তবে এরা সবাই ছিপিখোলার প্যাঁচানো স্ক্রু'র মতো।"

জেসন ধীরে ধীরে কথার জালে ফাঁসাতে শুরু করলো নিকোলাইকে।

"এবার ওটা পড়ে দেখুন ... বাইরের শত্রুর আক্রমণের এখন কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও এক বিশেষ বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গণহত্যা করার জন্যে। আপনি ইহুদি, চেচেন, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান – এদের পছন্দ নাও করতে পারেন, কিন্তু আপনি যখন হিটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তখন এরাই আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলো, তাই না? এবার এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন কোমারভ এদের জন্যে কি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন।"

জেনারেল নিকোলায়েভ জেসনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আমেরিকানরা কি ভদকা খায়?"

"রাশিয়ায় এরকম শীতের মধ্যে খায় বৈকি," জেসন হালকা চালে বললো।

"তাহলে ওখানে একটা বোতল আছে, নিজেই ঢেলে নাও," প্রায় ২৫ বছরের ছোট একজনকে উদারভাবে হুকুম দিলেন জেনারেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনারেল ফাইলে মুখ গুঁজলেন আর ভোদকায় চুমুক দিতে দিতে ফোরবেস দুর্গে ব'সে নাইজেলের কাছ থেকে যা শুনেছিলো তা তখন তা মনে পড়ছিলো জেসনের। "ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখায় এখনও যেসব অফিসার তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিকোলায়েভ। এখনও এক কোটি বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ সৈন্য বিভাগের মানুষ 'কোলিয়া আঙ্কেল' যা বলবেন সবাই মাথা পেতে শুনবে।

অনেক ঘটনার মধ্যে একটা হলো, বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির অসামরিক লোকেরা সৈন্যদলের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলো। রুশ রাষ্ট্রদূত জেনারেলকে বলেছিলেন, "ওদের মেশিনগান চালিয়ে খতম ক'রে দাও।"

"ওদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু। আর ওরা তো শুধু ইঁট-পাথর ছুড়ছে, তাতে আমাদের ট্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হবে না," জবাব দিয়েছিলেন নিকোলাই।

ভারি মেশিনগান চালালে কি হয় সেটা উনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিজের মা-বাবাকে মরতে দেখে। বার্লিন, কাবুল, সিরিয়া, চোকোশ্লোভাকিয়া যুদ্ধের বেদনাদায়ক স্মৃতি আজও মন থেকে মুছে যায়নি জেনারেলের।

"আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল," এই ব'লে কালো ইশতেহারটা ছুঁড়ে দিলেন জেসনের কোলে, "এর একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।"

"সত্যি না হলে আমি এতোদূর থেকে ছুটে আসতাম না। কোমারভ যদি সত্যিই বড় মাপের মহান নেতা হতেন তাহলে এতোদূর থেকে তাঁর পেছনে লাগতে এসেছি কি আমরা অকারণ?"

"এটা সত্যি হতে পারে না। যে কেউ এটা লিখতে পারে।"

"তাহলে এগুলো পড়ুন, এই ফাইলটাকে কেন্দ্র ক'রে যে তিনজন মারা গেছে তাদের ইতিহাস।"

র‍্যাবিট, আকোপভ আর বৃটিশ সাংবাদিকের হত্যাকাণ্ডের খবর পড়ার পর গম্ভীর মুখে জেনারেল প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আশা করছো আমেরিকান? যদি এসব সত্য হয়, আমি কি করতে পারি, বয়স হয়েছে আমার, অবসর নিয়েছি ১১ বছর হলো ... পাহাড় পেরিয়ে এখানে এক কোণে প'ড়ে আছি..."

জেসন উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলটা অ্যাটাচিতে ভরতে ভরতে বললো, "এখনও লক্ষ লক্ষ প্রবীণ সৈনিক আছে যারা আপনাকে মানে, আপনার কথা শুনবে।"

"কেউ শুনবে ব'লে মনে হয় না। তবে আমার মাতৃভূমি তার বহু সন্তানের রক্তে স্নাত। আর তুমি বলছো, আবার রক্তপাত হবে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।"

"ঠিক আছে। আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই। তাহলে মস্কো চ'লে যান, আলেকজান্দ্রোভস্কি গার্ডেনের অমর শহীদদের বেদীতে যে অগ্নিশিখা জ্বলছে সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করুন তারা আপনা কাছ থেকে কী চায়। আমি কিছু চাই না। তারা কি চায় জেনে নিন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেসন চলে গেলো। ভোরবেলায় মস্কোতে অন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এলো তার চেচেন দেহরক্ষীদের সঙ্গে। সেই রাতে ঐ ছাপাখানাটা ধ্বংস করা হয়েছিলো।

বৃটেনে যেসব সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কলেজ অব আর্জস, তৃতীয় রিচার্ডের সময় থেকে চলে আসছে।

মধ্য যুগে ঘোষকদের কাজ ছিলো যুদ্ধের সময় উভয়পক্ষের মধ্যে খবরাখবর দেয়া-নেয়া করা। শান্তির সময় নাইটরা, অভিজাতরা নকল যুদ্ধের খেলা খেলতেন। তখনও ঘোষকরা ফলাফল ঘোষণা করতো। যখন বর্ম পরা নাইটরা নিজেদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষায় নামতেন, তখন তাঁদের পতাকা আর বর্মের চিহ্ন দেখে ব'লে দিতো কে কোথাকার ব্যারন, আর্ল, বা লর্ড। তারপর বেশ কয়েকটা যুগ কেটে গেছে। বহু বৎসর ধ'রে বীরদের জাতিধর্ম, আদব-কায়দা, সহবৎ ইত্যাদির জ্ঞান তাদের করায়ত্ত হয়েছিলো।

এই বিংশ শতাব্দীতেও ঘোষকরা না থাকলেও বিভিন্ন জাতির রাজা বা তাঁদের বংশের ইতিহাস জানেন এমন কিছু পণ্ডিত আছেন, ডঃ ল্যান্সিলট প্রোবিন তাঁদের অন্যতম। এঁকে খুঁজে বের করেছেন স্যার নাইজেল। ইউরোপীয় বিভিন্ন রাজ পরিবারের সঙ্গে বৃটিশরাজ পরিবারের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের কারণে জাতিত্বের যে সব মেল বন্ধন হয়েছিলো সে সব ইতিহাস ডঃ প্রোবিনের নখদর্পণে।

স্যার নাইজেল তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন রিৎজ হোটেলে। দামী স্যান্ডউইচ, কেক, চা পেয়ে দারুণ খুশি ডঃ প্রোবিন।

"রাশিয়ার রোমান বংশের উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে কিছু বলুন," অনুরোধ জানালেন স্যার নাইজেল।

"খুব কঠিন প্রশ্ন। উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা এখন আর খুব স্পষ্ট নয়। কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বলা মুশকিল। কিন্তু কেন জানতে চাইছেন?" ডক্টর প্রোবিন বললেন।

"ধরুন, কোন একটা কারণে রুশ জণগন দেশে আবার জারের সময়কার মতো সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় ..."

ডঃ প্রোবিন জানিয়ে দিলেন শেষ জার ছিলেন ১৭২১ সালে, তারপর থেকে সবাই সার্বভৌম সম্রাট। সাংবিধানিক কোন ব্যাপার ছিলো না। তারপর তো জানেন ১৯১৮ সালে একতেরিনবার্গে জার নিকোলাস, জারিনা আলেকজান্দ্রা এবং তাঁদের পাঁচটি সন্তানকে হত্যা করা হয়। ফলে রোমানভের প্রত্যক্ষ বংশ ধারাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখন যারা ঐ বংশের দাবিদার তারা সরাসরি ঐ বংশের নয়।"

"তার মানে জোরদার দাবি তোলার মতো কেউ নেই।"

"না। আমার বাড়িতে এলে বিশাল চার্টে দেখিয়ে দেবো কে কোন লাইনের উত্তরাধিকারী।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"প্রশ্ন হচ্ছে, তত্ত্বগতভাবে রাশিয়ার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা যেতে পারা যায় কিনা?"

"তত্ত্বগতভাবে পারা যায়। তবে সেরকম প্রার্থী কই? রোমানদের বংশধরদের বিরুদ্ধে পাল্টা দাবিও তো উঠতে পারে?"

পরে যোগাযোগ হবে ব'লে সেদিনের মতো মিটিং শেষ হলো।

কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যে কেজিবি'কে বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো। তার মধ্যে অষ্টম চিফ ডাইরেক্টোরেট আর ষোড়শ ডাইরেক্টোরেট-এর উপর ভার ছিলো ইলেকট্রনিক মাধ্যম, রেডিও বা ফোনে আড়িপাতার মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজ। গরবাচেভ কেজিবি'র যখন পুনর্বিন্যাস করেন তখন ওই শাখা দুটো মিশে গিয়ে নাম হয় ফাপাসি (সরকারী যোগাযোগ ও তথ্য বিষয়ক ফেডারাল এজেন্সি)।

আনাতোলি গ্রিশিন নিশ্চিন্তভাবে ধ'রে নিয়েছিলো যে, জেসন মস্ক যেখানেই থাকুক না কেন যারা ওকে পাঠিয়েছে তাদের সেঙ্গ যোগাযোগ করবেই, এমনি ফোনের মাধ্যমে বা দূতাবাসের মাধ্যমে করবে না, তার অর্থ সে সঙ্গে ক'রে ট্রান্সমিটার এনেছে।

ফাপাসির এক উপরতলার বিজ্ঞানী গ্রিশিনকে বললো, "আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম তাহলে কম্পিউটার ব্যবহার করতাম, আজকাল সব ব্যবসায়ীরা তাই করছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে খবর পাওয়া যায় আর পাঠানোও যায়। এটা হয় উপগ্রহের মাধ্যমে। যাকে বলে ইন্টারনেট। আর এর মাধ্যমে কেউ খবর পাঠালে আমরা সেটা ধরতে পারবো।"

"আমরা খবরটা চেয়ে বেশি আগ্রহী কোত্থেকে খবর পাঠানো হচ্ছে সেটা জানার," গ্রিশিন বললো।

"কাজটা কঠিন, কেননা যে খবরটা পাঠাবে সে তো মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাইনে থাকবে, তার মধ্যে কোডটা ভেঙ্গে মানে বের করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবুও দেখি ..."

যেদিন জেসন দেখা করতে গিয়েছিলো জেনারেল নিকোলায়েভের সঙ্গে তার পরদিন ফাপাসি একটা নতুন সংকেত ধরতে পারলো। গ্রিশিন উত্তেজিত, মোটামুটি জানা গেলো গ্রেটার মস্কোর কোথাও থেকে খবরটা পাঠানো হচ্ছে, তবে যে সাংকেতিক ভাষায় পাঠান হয়েছে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না।

পুরো দু'দিন গ্রিশিনের গোয়েন্দারা জেসনের টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারলো না। হয় সে নিজের আস্তানা থেকে বের হচ্ছে না, কিংবা বেশ-ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথবা কেউ তাকে আড়াল করছে — থাকবার জন্য গোপন আস্তানা দিয়েছে, হয়তোবা প্রহরীও সঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু কে সেসব দিতে পারে? গ্রিশিন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিৎজ হোটেলে ডঃ প্রোবিনের সঙ্গে কথা হবার দু'দিন পরে ব্রায়ান মার্কসকে দোভাষী হিসেবে নিয়ে স্যার নাইজেল এলেন মস্কোতে। তবে ব্রায়ানের নামটা পাসপোর্টে ছিলো ব্রায়ান ভিনসেন্ট।

এয়ারপোর্টে তাদের ব্যবসায়ী মনে ক'রে তেমন কেউ মাথা ঘামালো না। স্যার নাইজেল আর ব্রায়ান উঠলো ন্যাশনাল হোটেলে, যেখানে উঠেছিলো হতভাগ্য সাংবাদিক জেফারসন।

ঘরের চাবি নেবার সময় রিসেপশন থেকে একটা খাম ধরিয়ে দিয় বলা হলো যে, ২৪ ঘণ্টা আগে এটা একজন দিয়ে গেছে।

খামটা খালা হলো ঘরে আসার পর। ভেতরে একটা সাদা কাগজ। ওটা কেউ ধরলেও কিছু বুঝতে পারতো না, কারণ আসলে খবরটা লেখা আছে খামের ভেতর দিকে।

ব্রায়ান খামটা খুলে দেয়াশলাইয়ের আগুনের কাছে ধরার পর সাতটা সংখ্যা ফুটে উঠলো। এই ফোন নম্বরটা মুখস্থ ক'রে নিলো স্যার নাইজেল।

রাত দশটায় ফোন ক'রে যোগাযোগ করলেন প্রধান ধর্মযাজক আলেক্সি দ্বিতীয়'র সঙ্গে। প্রাথমিক সংকোচ কাটানোর পর জরুরি ব্যাপারটা জরুরি বিধায় স্যার নাইজেলদের আসতে বললেন আধ ঘণ্টার মধ্যে।

ন্যাশনাল হোটেলের গাড়ি নিয়ে গেলেন স্যার নাইজেল। গাড়ি ফুটপাথের পাশে রেখে দিলেন। ফাদার ম্যাক্সিম এবারও তাদের দু'জনকে পৌছে দিলো অ্যালেক্সি দ্বিতীয়ের ঘরে।

একটু পরে ম্যাক্সিম কফি রেখে গেলো। নিজের সামান্য পরিচয় দিয়ে স্যার নাইজেল সরাসরি কাজের কথায় এলেন, "আমি এসেছি এই কথাটা আপনাকে জানাতে যে, বর্তমান পরিস্থিতি আমরা সবাই, সৎ চিন্তা ক'রে এমন সব মানুষ, তা রাশিয়ার অভ্যন্তরেই হোক বা বাইরেই হোক, জড়িয়ে পড়ছি। আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন নই। তাছাড়া রুশদের এবং বিশেষ ক'রে পবিত্র ধর্মের সুরক্ষার জন্যে ঐ নিষ্ঠুর একনায়কের হাত থেকে বাঁচাতে হবে রাশিয়াকে। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে গির্জা না জড়ালেও পরোক্ষভাবে তো সাহায্য অবশ্যই করতে পারেন। সবার ওপর নৈতিকতার কারণেও গির্জা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না।"

অ্যালেক্সি মাথা নেড়ে স্যার নাইজেলের কথায় সায় দিলেন।

"তাহলে তো গির্জা তাঁর অনুগতদের বলতে পারে অন্যদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে?"

"পারে," আলেক্সি বললেন, "কিন্তু তাসত্ত্বেও যদি কোমারভ ক্ষমতায় আসে তবে তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আর একটা সম্ভাব্য পথ আছে," এই ব'লে স্যার নাইজেল সাংবিধানিক সংস্কারের রূপরেখাটা বর্ণনা করলেন আর সেটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন অ্যালেক্সি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু আবার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা, জারকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি? জনসাধারণ সেটা মেনে নিতে পারবে না।"

"একবার ভেবে দেখুন, রাশিয়ার বর্তমান অবস্থাটা, হালহীন, নোঙ্গরহীন জাহাজ ঝড়ের মুখে প'ড়ে দুলছে, যে কোন মুহূর্তে ভরাডুবি হতে পারে, আর অন্যদিকে অপেক্ষা ক'রে আছে একনায়কতন্ত্রের প্রচণ্ড পীড়নের সম্ভাবনা, আপনি কোনটা বেছে নেবেন?"

"দুটোই খারাপ," বললেন ধর্মযাজক।

"তাহলে মনে রাখুন যে সংবিধানসম্মত সম্রাট একনায়কতন্ত্রকে আসতে দেবেন না। গোটা দেশ চায় একটা আইকন বা প্রতীক, যাকে তারা বিপদের দিনে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে পারে, যে প্রতীক জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র রুশবাসীকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে। কোমারভ নিজেকে জাতীয় প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন, ঐ পবিত্রমূর্তি হিসেবে। তার বিরুদ্ধে কেউ ভোট দেবে না এবং শূন্যতাকেও সমর্থন করবে না। অতএব অন্য একটা আইকনের প্রয়োজন।

"কিন্তু পুনরুত্থানের কথা প্রচার করার অর্থ –" প্রতিবাদ জানালেন অ্যালেক্সি দ্বিতীয়।

"কোমারভের বিরুদ্ধে প্রচার করা নয়, আর যেটা আপনি করতে ভয় পাচ্ছেন। এই প্রচারটা হবে নতুন ক'রে স্থায়িত্ব আনা, যে আইকন রাজনীতির ঊর্ধে থাকবে। আপনি রাজনীতিতে মাথা গলাচ্ছেন এমন অভিযোগ করতে পারবেন না কোমারভ। তবে সন্দেহ করতে পারেন আপনাকে। এছাড়া আছে ..."

আলেক্সি দ্বিতীয় সম্পূর্ণভাবে স্যার নাইজেলের সঙ্গে একমত হলেও নিজে এগিয়ে এসে কোন কিছুর হাল ধরতে রাজী হলেন না। তখন স্যার নাইজেল বললেন, "ঠিক আছে আপনি নিজে সামনে এসে কিছু না করলেও, যদি অন্য কেউ বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এসে কিছু বলে আপনি তাকে সমর্থন করবেন কিনা, নিঃশব্দে হলেও?"

আসলে স্যার নাইজেলের মাথায় ছিলো পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো যাজক ফাদার গ্রিগর রুশাকভের কথা, যাঁকে আলেক্সি স্বয়ং অনুমতি দিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপ্রচার করতে।

যৌবনে ফাদার রুশাকভকে কোন যাজক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থান দেয়নি, অথচ উনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও অতি উৎসাহী, তাই উনি চ'লে যান সাইবেরিয়ার এক ছোট মঠে, তারপর ভ্রাম্যমান যাজক হিসেবে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর পেছনে লাগে এবং সরকার বিরোধী কথা বলার অভিযোগে পাঁচ বছরের জন্যে শ্রম শিবিরে বন্দী ক'রে রাখে তাঁকে। আদালতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরকারের দেয়া উকিলের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন এবং নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থনে যে অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ সওয়াল-জবাব করেন যে বিচারকরা স্বীকার করতে বাধ্য হোন সরকার সোভিয়েত সংবিধানের মর্যাদা নষ্ট করেছে।

গর্বাচেভের সময়ে যাজকদের জন্যে যে রাজ ক্ষমা ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা হয় তার ফলে ফাদার রুশাকভও মুক্তি পান এবং স্বভাবগত ভঙ্গীতে বিশপদের ভীরুতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন। ফলে বিশপরা অভিযোগ করেন আলেক্সির কাছে, যে অবিলম্বে ফাদার রুশাকভকে আবার জেলে পাঠানো দরকার।

অভিযোগের ভিত্তিতে ছদ্মবেশ নিয়ে আলেক্সি শুনতে পান ফাদারের বক্তৃতা। বক্তৃতা শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয়েছিলো উনি যদি ফাদার গ্রিগরের মতো বক্তৃতা দিতে পারতেন তবে খৃস্টধর্মের উন্নতি আরও দ্রুত হোতো রাশিয়াতে।

ফাদার গ্রিগরের অদ্ভুত গুণ ছিলো, তিনি জনসাধারণের ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ধর্মোপদেশ দেবার ভাষায় মিশিয়ে দিতেন বন্দী শিবিরে থাকার সময় শেখা চলতি শব্দ, যুবকরা যেসব পপ-সঙ্গীতকারদের ভালোবাসতো, তাদের নামও অজানা ছিলো না ফাদারের। গৃহবধূদের কি কষ্টে সংসার চালাতে হয় সে কথাও বলতেন অবলীলাক্রমে। আর ভদকা খেলে যে কঠোর পরিশ্রমের ভার লাঘব হয় সেসব কথা বললে জনগণ প্রচণ্ড উৎসাহ পেতো।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও তিনি ছিলেন অবিবাহিত ও কঠোর সংযমী। অথচ রক্ত মাংসের মানুষ যেসব প্রলোভনে পড়ে সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিলো পর্যাপ্ত।

ফলে অ্যালেক্সি দ্বিতীয় পুলিশের কাছে ফাদারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট না ক'রে, উল্টো চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন এবং নিজের হাতে চা পরিবেশন করতে করতে বোঝালেন রাশিয়ার ১৪ কোটি খৃস্টানদের জন্যে কি কি করলে তারা আবার তাদের সহজ-সরল জীবনে ফিরে যেতে পারবে।

সারা রাত ধ'রে আলোচনা হয়েছিলো দু'জনের মধ্যে। পরদিন সকাল থেকে ফাদার গ্রিগরের বক্তৃতার মুল বক্তব্য হতে লাগলো – তোমরা সবাই নিজের নিজের বাড়ির মধ্যে ঈশ্বরের প্রার্থণা করো আর গির্জার আশ্রয় নাও। এটা জনসাধারণকে দারুণভাবে আকর্ষণ করলো। টিভিতেও তাঁর সভা আর বক্তৃতার প্রচার শুরু হয়ে গেলো – ১৯৯৯ সালে সারা রাশিয়াতে সব চেয়ে শক্তিশালী বাগ্মী ব'লে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, এমন কি ইগর কোমারভও তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন।

আলেক্সি দ্বিতীয় একটু চুপ ক'রে থাকার পর বললেন যে, জারকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি ফাদার গ্রিগরের সঙ্গে কথা বলবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

অল সেন্টস ইন কুলিস্কি গির্জায় গ্রিশিনের সঙ্গে দেখা হলো ফাদার ম্যাক্সিমের। ফাদার খবর দিলো গত রাতে ইংল্যান্ড থেকে একজন এসেছিলো অ্যালেক্সি দ্বিতীয়ের সঙ্গে দেখা করতে, সঙ্গে একজন দোভাষীও ছিলো। ওদের কথাবার্তা ঠিকমত শুনতে পায়নি, কারণ দোভাষীটি তার বড় কোটটা দরজার হাতলে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। তবে তার মধ্যে যেটুকু কানে এসেছিলো তার একটা হলো জারকে ফিরিয়ে আনা।

ফাদার ম্যাক্সিম বুঝতে না পারলেও গ্রিশিন বুঝতে পারলো যে, ষড়যন্ত্র হচ্ছে জারকে ফিরিয়ে আনার। সাংবিধানিক সম্রাট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতির করার কিছুই থাকবে না। তাহলে ইগর কোমারভের একনায়ক হবার স্বপ্ন আর সফল হবে না।

"ওদের সম্বন্ধে কিছু না জানলেও ওরা যে গাড়িতে ক'রে এসেছিলো তার নম্বরটা নিয়েছি," ম্যাক্সিম বললেন।

গ্রিশিন নম্বরটা নিয়ে ফাদারকে বললো, "খুব ভালো কাজ করেছেন। আপনার এই উপকার কখনো ভুলবো না।"

গাড়ির নম্বরটা ধরে সহজেই চলে এলো ওরা ন্যাশনাল হোটেলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেলো মিঃ ট্রাবশ ও তার সঙ্গী গাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলো। কিন্তু হতাশ হতে হলো গ্রিশিনকে, কারণ অনেক আগেই মিঃ ট্রাবশ আর তার সঙ্গী মস্কো ছেড়ে লন্ডন ফিরে গেছে।

গ্রিশিন ভিসা দরখাস্ত করার অফিসে যোগাযোগ ক'রে মিঃ ট্রাবশ-এর ফটো চেয়ে পাঠালো। লন্ডনের রুশ দুতাবাসের কাছ থেকে ফটোর কপি পাওয়া মাত্র ওটাকে বড় করানো হলো। গ্রিশিন নিজে চিনতে পারলো না, তাই তিন মাইল দূরে কেজিবি থেকে অবসর নেয়া যে সব কর্মী দুটো বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে সেখানে গেলো গ্রিশিন। ওখানে দেখা করলো রাশিয়ার এক পুরনো নামকরা গুপ্তচর জেনারেল দ্রোজদভের সঙ্গে। কেজিবি'র হয়ে ছদ্ম পরিচয়ে পশ্চিমাদের দেশে বহু বছর কাটানোর অভিজ্ঞতা তার আছে।

গ্রিশিন বড় করানো ফটোটা তার সামনে রেখে জিজ্ঞেস করলো, "একে চিনতে পারেন?"

হো হো ক'রে হেসে উঠলো দ্রোজদভ, "চোখে কখনো দেখিনি, তবে আমার বয়সী যারা ঐ সময়ে চাকরি করতো তাদের মনের মধ্যে চেহারাটা গাঁথা হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম জ্যাকেল, মানে শিয়াল। নাইজেল আরভিন। ষাট-সত্তরের দশকে দারুণ সক্রিয় ছিলো। পরে বৃটিশ গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন।"

"গুপ্তচরবৃত্তি করতো?"

"গুপ্তচরদের গুরু। তা ওর ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কিসের?"

"গতকাল লোকটা মস্কোতে এসেছিলো।"

"হায় ঈশ্বর, আসার কারণটা জানো কি?"

"না," গ্রিশিন বললো বটে, কিন্তু দ্রোজদভ এই 'না' বলাটা পছন্দ করলো না।

"এ ব্যাপারে তোমার এতো মাথাব্যথা কেন? তুমি তো এখন আর চাকরি করো না। কোমারভের ব্ল্যাকগার্ডদের দায়িত্বে আছো, তাই না?"

"দেশপ্রেকিদের শক্তিগুলির সঙ্ঘের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান আমি," চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বললো গ্রিশিন।

ফিরে এসে অভিবাসন দপ্তরে গ্রিশিনের যে চরেরা আছে তাদের বলে রাখলো, "আবার যদি কখনো মিঃ ট্রাবশ ওরফে নাইজেল আরভিন মস্কো আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা যেনো পায় সে।

পরদিন সৈন্যবাহিনীর জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভ দেশের সবচেয়ে নামকরা পত্রিকা, *ইজভেস্তিয়া* তে একটা সাক্ষাৎকার দিলেন। সম্পাদকের মতে এটা একটা দারুণ খবর, কারণ এই বৃদ্ধ যোদ্ধা কখনো সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হয়নি এর আগে।

এমনিতে মনে হচ্ছিলো যে, জেনারেলের আসন্ন ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে নেয়া হচ্ছে এই সাক্ষাৎকার আর সেটা শুরুও হয়েছিলো তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন দিয়ে।

দাপটের সাথেই উত্তর দিচ্ছিলেন জেনারেল নিকোলায়েভ, "আমার দাঁতগুলো আমারই, চশমার দরকার এখনও পড়েনি, আর আমার সাথে হেঁটে আপনার মতো ছোকরা সাংবাদিকও পাত্তা পাবে না।"

আলোচনা এক সময়ে দেশের অবস্থার প্রসঙ্গে চলে এলো।

"দেশের অবস্থা শোচনীয়, সব কেমন জগা-খিচুড়ী পাকিয়ে গেছে," কোলিয়া আঙ্কেল বললো।

"আশা করি জানুয়ারির নির্বাচনে আপনি ইগর কোমারভকেই ভোট দেবেন," সাংবাদিক সরল মনে প্রশ্ন করলো।

"ওকে, কখনো না। ওরা তো ফ্যাসিস্ট। কাঠি দিয়েও ওদের স্পর্শ করবো না।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না," ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাংবাদিক বলতে লাগলো, "আমি তো ভেবেছিলোাম ..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শোনো ছোক্‌রা, মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা কোরো না যে আমি ঐ মেকী দেশপ্রেমিক কোমারভের কথার মারপ্যাঁচে ভুলে যাবো। দেশপ্রেম কাকে বলে সেটা আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে লাখলাখ লোকের আত্মাহুতি দেবার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই কোমারভ লোকটার মধ্যে আদৌ দেশপ্রেম নেই। খুবই বাজে লোক।"

"তবে একটা কথা," সাংবাদিক বললো, "এটাও তো ঠিক রাশিয়ার বহু মানুষ মনে করে দেশ সম্বন্ধে কোমারভের পরিকল্পনাগুলো ..."

"রাশিয়ার জন্যে ওর পরিকল্পনা হলো রক্তস্রোত বইয়ে দেয়া। দেশে অনেক রক্ত তো ঝরছে। এবার ক্ষান্ত দেয়া হোক। শোনো, এই লোকটা ফ্যাসিস্ট, আর আমি সারাজীবন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে ল'ড়ে এসেছি, এখনও লড়বো। জার্মান হোক বা রুশই হোক, ফ্যাসিস্টরা সব সময়েই ফ্যাসিস্ট, ওরা সবাই শয়তান।"

"কিন্তু রাশিয়ার অবশ্যই ..." প্রতিবাদ করলো ঐ সাংবাদিক, "দরকার এইসব নোংরা ধুয়ে মুছে সাফ করা। গুণ্ডাবাজী বন্ধ করা।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কে করবে, কোমারভ? সে-ই তো গুণ্ডাদের টাকা নিয়ে দল চালায়। বিভিন্ন নৃজাতিগত মানুষজনকে দমিয়ে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের সরাতে হবে। দেশের ভার যদি কোমারভ নেয়, তাহলে আসলে ওটা চলে যাবে গুণ্ডাদেরই হাতে। একটা কথা বলে রাখছি ভাই, যারা এককালে দেশের হয়ে লড়ছে তারা কোনদিনই এই কালো পোশাক পরা ঠগদের হাতে দেশকে ছেড়ে দিতে রাজি হবে না।"

"তাহলে আমাদের কি করা উচিত?"

বৃদ্ধ জেনারেল সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে পেছনের পৃষ্ঠাটা দেখিয়ে বললো, "এই যাজকটাকে কাল টিভিতে দেখেছিলেন?"

"ফাদার গ্রিগর, যাজক? না, কিন্তু কেন?"

"আমার মনে হয়, যাজকটাই ঠিক বলছে। এতো বছর ধ'রে এখানে সব বেঠিক চলছে। ঈশ্বর এবং জার, দু'জনকেই আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।"

এই সাক্ষাৎকার বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলো, যতো না বক্তব্যের জন্যে তার চেয়েও বেশি বক্তার জন্যে, বর্তমান রাশিয়ার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও প্রাচীনতম এক যোদ্ধা বলেছেন কথাগুলো। ওটা যে 'আওয়ার আর্মি' নামের পত্রিকায় প্রকাশিত হলো সেটা দেশের সব সেনানিবাসে যায়, ২ কোটি প্রধান সেনারা পড়ে। তাঁর বক্তব্যের অংশ বিশেষ রেডিও আর টিভির মাধ্যমে প্রচারিত হলো।

ইউপিএফ-এর সদর দপ্তরে ইগর কোমারভের সামনে কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়েছিলো কুজনেৎসভ।

"আমি কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিনা মি: প্রেসিডেন্ট, আমি তো জানতাম সারা দেশে যতো গোঁড়া সমর্থক আছে আপনার তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল নিকোলায়েভ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোমারভ আর গ্রিশিন কঠিন মুখ ক'রে কথাটা শুনছিলেন। তাদের মাথায় অন্য চিন্তা, জেনারেলের ভীমরতি হয়েছে একথা প্রমাণ করা শক্ত, দ্বিতীয়ত কোমারভ গুণ্ডা দলদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিচ্ছেন এটাতেই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে কোমারভের ভাবমূর্তি।

দলীয় পত্রিকা দুটোও তো প্রেস ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রকাশিত হচ্ছে না, তা না হলে ঐ অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব দেয়া যেতো।

"জেনারেল নিশ্চয়ই কালো ইশতেহারটা দেখেছেন?"

"আমারও তাই মনে হয়," গ্রিশিন বললো।

"শোনো গ্রিশিন, তুমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন, ওদের এই অন্তর্ঘাত থেকে আমাকে বাঁচাও। কে করেছে এসব?"

"একজন ইংরেজ, নাম আরভিন, আর একজন আমেরিকান, নাম জেসন।"

"মাত্র দুজন? তুমি এদের খতম করার ব্যবস্থা করো। শোনো, আর ছ'সপ্তাহ পরে ১৫ই জানুয়ারি নির্বাচন, এটা আমি জিততে চাই। আবার শুনছি কিছু যাজক দাবি জানাচ্ছে জারকে ফিরিয়ে আনার। আমি ক্ষমতায় এলে এদের কি অবস্থা করবো ভাবতেই পারবে না।" উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলতে বলতে একটা রুল দিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে টেলিফোনটাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিলেন কোমারভ। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ যেনো সেটা!

"আজ আমি ভ্লাদিমির সবচেয়ে বড় পাবলিক মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে চাই। এরপর প্রতি রাতে টিভি আর রেডিও মারফত আমার নির্বাচনী ভাষণ সম্প্রসারিত হবে। এর দায়িত্ব নেবে কুজনেৎসভ। আর গ্রিশিন, তোমার একটাই কাজ, এই যারা পেছন থেকে ছুরি মারছে, তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে তোমাকেই।"

কমিউনিজমের আমলে মাত্র একটা ব্যাঙ্ক ছিলো, নারোদনি অর্থাৎ জনগণের ব্যাঙ্ক। সাম্যবাদ পতনের পর প্রায় ৮০০০ ব্যাঙ্ক গজিয়ে উঠেছিলো। তার মধ্যে অনেক বন্ধ হয়ে গেছে গুণ্ডাদের হস্তক্ষেপে, তারা যে পরিমাণে অর্থ দাবি করেছিলো তা দেয়া সম্ভব ছিলো না লোকজনের পক্ষে।

বর্তমানে মাত্র ৪০০টার মতো ব্যাঙ্ক আছে। এর মধ্যে পয়লা সারির পঞ্চাশটার মালিক বিদেশী। বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক সেন্ট পিটার্সবার্গ আর মস্কোতে। সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধ জগতের সঙ্গে সেরা দশটা ব্যাঙ্কের যোগসাজসও আছে।

১৯৯৯ সালের শীতকালে সবার সেরা ব্যাঙ্কের মধ্যে ছিলো মোস্ট ব্যাঙ্ক, স্মলেনস্কি, আর সবচেয়ে বড় হলো মস্কোভস্কি ফেডারাল ব্যাঙ্ক।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মস্কোভস্কি ব্যাঙ্কে এলো জেসন মঙ্ক। ফোর্ট নর্থ দুর্গের মতো কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চেয়ারম্যানের পাহারায় থাকে বিশেষ প্রহরী। একটা বিশেষ পরিচয় নিয়ে জেসন এসেছিলো, তাই দেখা হতে বাধা ছিলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইলেকট্রনিক্স মেটাল ডিক্টেটরের মধ্যে দিয়ে পার করিয়ে অনেক ঘরের পর চেয়ারম্যান লিওনিদ গ্রিগোরিয়েভিচ বার্নস্তেইন-এর সামানে আসতে পারলো জেসন।

টেবিলে কাঁচের ওপর রাখা জেসনের আনা চিঠিটা।

"তা লন্ডনের খবর কি? মাত্র এসেছেন এখানে, তাই না মি: মঙ্ক?"

"কয়েকদিন হলো।"

লন্ডনের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার এসএম রথসচাইল্ড অ্যান্ড সন্সের চিঠির কাগজে লেখা চিঠিটা ঠিক থাকলেও স্যার ইভলিন রথচাইল্ডের সইটা জাল।

"স্যার ইভলিন ভালো আছেন?"

এই সময় হঠাৎ রুশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো জনস, "ভালো আছেন জানি, তবে এই চিঠির সইটা তাঁর নয়, জাল করা হয়েছে। আমি এসেছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনাকে আঘাত করতে না নিশ্চয়ই।"

"তাহলে কেন এসেছেন?"

গত ১৫ই জুলাই থেকে সব ঘটনা এক এক ক'রে বললো জেসন। প্রথমে কোমারভের বিরুদ্ধে কিছুই শুনতে চাইছিলো না চেয়ারম্যান। শেষ পর্যন্ত কালো ইশতেহারটা ধরিয়ে দিলো তার হাতে।

র‍্যাবিট, আকোপভ, সাংবাদিক জেফারসন সত্যি সত্যিই মারা গেছে কিনা খবর নিলো চেয়ারম্যান, তারপর রিপোর্টটা আলাদাভাবে পড়ার পর মুখ থমথমে হয়ে উঠলো তার।

"মি: মঙ্ক, এ তো সর্বনাশের কথা। তাছাড়া তারা আপনাকে ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। দশ লাখ ইহুদ আছে, এদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়া হবে? না, না, বিশ্বাস হয় না।"

"আমাদের হয়," জেসন বললো।

"মি: মঙ্ক, আপনি তো ইহুদি নন। কোমারভ রাষ্ট্রপতি হতে চলেছে, তখন কি হবে?"

"ওকে আটকাতে হবে।"

"কে আটকাবে?" চেয়ারম্যান বললো।

"অবস্থা পাল্টাবেই। কয়েকদিন আগে জেনারেল নিকোলায়েভ সংস্রব ত্যাগ করেছেন কোমারভের সঙ্গে। সনাতপনপন্থী ধর্মযাজকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন।"

"খৃস্টানরা ইহুদিদের সমর্থন করবে না।"

"কিন্তু সেটাই করাবার চেষ্টা চলছে," জেসন জানালো।

"তার মানে আপনারা এদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ। চাই সেনাবাহিনী, ব্যাঙ্ক, সংখ্যালঘু জাতি – প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সাহায্য করবেন। আপনি ঐ ভ্রাম্যমান যাজকের বক্তৃতা শুনেছেন, যিনি জারকে ফিরিয়ে আনার দাবি করেছেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শুনেছি, নির্বোধের কাজ। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হলো, নাৎসি ফ্যাসিস্টের চেয়ে জার অনেক ভালো। তা আমাকে কী করতে হবে বলুন।"

"আমরা আপনাকে কিছুই বলবো না। আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। আপনি চার ব্যাঙ্কের কনসরটিয়ামের চেয়ারম্যান, দুটো টিভি চ্যানেল আছে আপনার, আর এয়ারপোর্টে আছে নিজস্ব প্লেন।"

"আছে।"

"এখান থেকে কিয়েভ যেতে মাত্র দু ঘণ্টা লাগে।"

"কিয়েভ যাবো কেন?" চেয়ারম্যান একটু বিস্মিত হলো।

"আপনি বাবি ইয়ার দেখতে যাবেন।"

"আপনি এবার আসতে পারেন মিঃ মঙ্ক," চাপা স্বরে বললো চেয়ারম্যান।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিলো জেসন, চেয়ারম্যান জানতে চাইলো জেসন ওখানে কখনো গিয়েছিলো কিনা। না যায়নি। তবে বাবি ইয়ার-এর কথা সব শুনেছে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে ওখানে এক লক্ষ নাগরিককে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিলো, তার মধ্যে ৯৫ শতাংশই ছিলো ইহুদি।

"আমি একবার ওখানে গিয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর জায়গা। শুভেচ্ছা রইলো মিঃ মঙ্ক।"

কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে কলেজ অফ আর্মসে ডঃ লান্সলট প্রোবিনের সদর দপ্তরের অফিসটা বেশ ছোট।

চার্ট পেতে ডঃ প্রোবিন স্যার নাইজেলকে রোমানভের বংশ তালিকা দেখাচ্ছিলেন।

"রোমানভের সিংহাসনের দাবিদার একজন আছেন, কিন্তু তিনি দাবি করবেন না, আর একজন ভীষণভাবে সিংহাসনের বসতে চান, কিন্তু দুটি ব্যাপারে তাঁকে বাদ দেয়া হয়েছে। আরও একজন আছেন, তিনি একজন আমেরিকান। তাঁকে কেউ ডাকে না, আর তাঁর সুযোগও নেই।"

ডঃ প্রোবিনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো অনেকে রোমানভের বংশের ব'লে দাবি করেছিলো। তাদের নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখিও হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ক'টাই জোচ্চুরী ব'লে প্রমাণিত হয়েছিলো।

"তবে ঐ আমেরিকান দাবিদার, তার কেসটা বিচিত্র। বিপ্লবের আগে দ্বিতীয় নিকোলাসের এক চাচা ছিলেন, নাম গ্র্যান্ড ডিউক পল, বলশেভিকরা বিদ্রোহী হয়ে জারকে, তাঁর ভাই আর চাচাকেও হত্যা করে। পলের ছেলে গ্র্যান্ড ডিউক দিমিত্রি, রাসপুটিনের হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। ফলে বলশেভিকদরে হাতে তাঁকে মরতে হয়নি। উনি সাংহাই হয়ে পালিয়ে যান আমেরিকাতে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এর কথা কখনো শুনিনি," আরভিন বললেন, "তারপর কি হলো?"

"দিমিত্রি বিয়ে করেছিলেন, একটা ছেলেও হয়েছিলো, নাম পল। এই পল মার্কিন সৈন্য বাহিনীর মেজর হিসেবে কোরিয়াতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরও দুটো ছেলে ছিলো।"

"তাহলে এরাই তো রোমানভের বংশের পুরুষদের দিকের বংশধর। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে, জারের প্রকৃত বংশধর একজন আমেরিকান?"

"অনেকে তাই মনে করেন। কিন্তু গ্র্যান্ড ডিউকরা রাজবংশ ছাড়া অন্য কোন সাধারণ নারীকে বিয়ে করলে তাঁদের সন্তানরা সিংহাসনের দাবিদার হবার অধিকার হারাবেন এমন একটা নিয়ম আছে। এরা ফ্লোরিডায় থাকে। তবে এদের বাদ দিলেও আর একজন আছে। তবে তাঁর ব্যাপারেও অসুবিধা আছে। তাঁর বয়স ৭০। সিংহাসনে বসলেও বেশি দিন টিকবেন না। আর তাঁর কোন ছেলেমেয়ে নেই। সবার ওপর ইনি কিছুতেই সিংহাসনের দাবি করবেন না বলে দিয়েছেন। প্রস্তাব দিলেও মানবেন না।"

"খুব একটা সাহায্য করবে না এটা," আরভিন বললেন।

"এর চেয়েও খারাপ খবর এই যে, উনি বেপরোয়া লোক, গাড়ির রেসে আগ্রহী, যুবতীদের নিয়ে ফূর্তি করতে ভালোবাসেন। তিনবার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এমন কি তাস খেলাতেও জোচ্চুরী করেন।"

"কোথায় থাকেন উনি?"

"নরম্যান্ডিতে, একটা আপেল খামারে।"

খুব মুশকিলে প'ড়ে আরভিন জানতে চাইলেন অন্য কোন পথ আছে কিনা।

"আছে, সেটা একেবারে শেষ পন্থা। রুশরা যাকে চাইবে তাকেই তাদের সম্রাট করতে পারবে, আইনটা এতোই সহজ-সরল।"

"তার কোন নজীর আছে? কোন বিদেশীকে রুশরা তাদের সম্রাট করেছিলো কি কখনো?"

"প্রচুর আছে। রানী প্রথম এলিজাবেথ বিয়ে করেননি, তার মৃত্যুর পর স্কটল্যান্ড থেকে ষষ্ঠ জেমস্‌কে এনে রাজা করা হয়। আরও অনেক উদাহরণ আছে। ১৮৩৩ সালে গ্রিকরা তুর্কীদের কাছ থেকে রাজ্য জয় ক'রে নিয়ে বাভেরিয়ার ওটোকে নিয়ে আসে রাজা করার জন্যে। সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্কও তাই হয়েছিলো। সিংহাসন শূন্য থাকলে দেশের অপদার্থের চেয়ে বিদেশী যোগ্য লোক আনা অনেক ভালো ... কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি এতো সব কথা জানতে চাইলেন কেন?"

"বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছেন। রাশিয়াতে এমন একজনকে ক্ষমতাসীন করা দরকার যাতে ওখানে বর্তমান দূষিত আবহাওয়া একটু পাল্টায়।"

আরভিন এরপর অনেক ধন্যবাদ দিয়ে একটা মোটা অঙ্কের চেক ডক্টরের হাতে তুলে বিদায় নিলেন, তবে যাবার আগে বলে গেলেন, "আপনি একটু খেয়াল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখবেন। এখন ইউরোপে যেসব রাজবংশ আছে তাদের মধ্যে সেরকম যোগ্য কারোর সন্ধান পেলে জানাবেন। তবে তাকে অনর্গল রুশ ভাষা বলতে হবে।"

ক্রেমলিনের উত্তর দিকে পাঁচ মাইল দূরে, স্কোর প্রধান টিভি সেন্টার। সেখানে বরিস কুজনেৎসভ পৌঁছেছে, সঙ্গে ভ্লাদিমির ইগর কোমারভের সভার একট ভিডিও ক্যাসেট।

বক্তৃতাতে কোমারভ প্রচ্ছন্নভাবে ঐ ভ্রাম্যমান যাজকের জারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবি এবং বৃদ্ধ জেনারেলের আবেদনকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, "অতীতের মানুষরা অতীতের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাঁচে। কিন্তু বন্ধুগণ আপনি ও আমি, আমরা সবাই ভবিষ্যতের কথা ভাবি, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে।"

পাঁচ হাজার লোকের ঐ সমাবেশে আনন্দে উন্মাদ হয়ে হাততাতলি দিয়েছিলো সবাই। এবার ঐ সমাবেশের ক্যাসেটটা টিভির মাধ্যমে দেখানো হবে যাতে পাঁচ কোটি রুশ কোমারভের সমর্থনে এগিয়ে আসবে।

কর্মসূচীর প্রধান আন্তন গুরভ, কুজনেৎসভের বহুদিনের বন্ধু। কোমারভের ভক্তও। তার হাতে ক্যাসেটটা তুলে দিয়ে কুজনেৎসভ বললো, "দারুণ ক্যাসেট। আমি ছিলাম ঐ জনসভায়। তোমারও ভালো লাগবে। তাছাড়া হবু রাষ্ট্রপতি প্রতি রাতে তোমাদের এই কমার্শিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে বক্তৃতা দেবেন। প্রচুর টাকাও আসবে, তোমাদের মান-সম্মানও বাড়বে।"

"একটু অসুবিধে দেখা দিয়েছে কুজনেৎসভ। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোমারভকে পুরোপুরি সমর্থন করি, তাই তো?"

কর্মসূচী নির্ধারক হিসেবে গুরভ জানে যে টিভির মাধ্যমে যে প্রচার হয় তার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। একমাত্র বৃটেনের বিবিসি নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রচারে মত দেয়, এছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র সরকারী টিভিতে শুধু সরকারেরই প্রচার চালানো হয়। তাই রাশিয়ার সরকারী টিভিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ইভান মারকভের বক্তব্য প্রচারিত হচ্ছে এবং হবে। বাকি দু'জন প্রার্থীর মধ্যে নয়া-কমিউনিস্ট পার্টির গেন্নাদি জিউগানভ মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বাকি একজন দেশপ্রেমিক সঙ্ঘের ইগর কোমারভ লড়ে যাচ্ছেন।

বেসরকারী টিভির কমার্শিয়াল চ্যানেলে সময় কিনে নিলে নিজের বক্তব্য পুরোপুরি বলা যায়, তাতে খরচ প্রচুর। গেন্নাদির সেই অর্থ না থাকলেও কোমারভের অভাব নেই।

কুজনেৎসভ একটু বিভ্রান্ত হলো, "কি ব্যাপার গুরভ, কিসের অসুবিধা?"

"আমাদের পলিসিতে কিছু রদবদল হয়েছে। ওপর তলার ব্যাপার। জানো তো আমাদের ব্যবসা প্রচণ্ড ব্যাঙ্ক-নির্ভর।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমাদের অবস্থা কি এতোই খারাপ হয়েছে, যে ব্যবসার এই পরিণতি," কুজনেৎসভ জানতে চাইলো।

"না, তা নয়, আমার ওপর নির্দেশ আছে, কোমারভের কোন বক্তৃতা এখান থেকে প্রচারিত হবে না। এমন কি তোমাদের দেয়া অগ্রিম টাকা ফেরত দেয়া হচ্ছে।"

রেগে উঠে দাঁড়ালো কুজনেৎসভ, "ঠিক আছে, অন্য কমার্শিয়াল চ্যানেলে যাচ্ছি।"

"কোন লাভ হবে না, সবাই ঐ একই ব্যাঙ্কারের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। মানে হচ্ছে এর পেছনে অন্য ব্যাপার আছে কিছু। কেন জানো? এর বদলে আমরা প্রচার করতে চলেছি ঐ ভ্রাম্যমান যাজকের সব সমাবেশ আর বক্তৃতা। যে যাজক পুনরুত্থান চাইছে – ঈশ্বরের আর জারের।"

কুজনেৎসভ যখন এই দুঃসংবাদ নিয়ে গ্রিশিনের কাছে পৌঁছালো, তখন দু'জনেই বেশ বুঝতে পারলেন চক্রান্তটা এখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠতে চলেছে।

সেই রাতে ইউরোপের অন্য প্রান্তে স্যার নাইজেল একটা ফোন পেলেন ডঃ প্রোবিনের। কাল সকাল দশটায় আসতে বললেন, খুব ভালো খবর নাকি আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

রাশিয়াতে মিলিশিয়া বা পুলিশবাহিনী পরিচালিত হয় সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এমভিডি'র অধীনে। এর দুটো ভাগ – একদিকে ফেডারেল পুলিশ, অন্যদিকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পুলিশ। মস্কো পড়ে আঞ্চলিক পুলিশের হাতে। এমভিডি'র অধীনে আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ১,৩০,০০০ পুলিশ।

কমিউনিজমের পতনের পর মাফিয়াদের অত্যাচার এমন বেড়ে যায় যে বরিস ইয়েলেৎসিন বাধ্য হয়েছিলেন সমগ্র পুলিশবাহিনীকে দিয়ে এটা দমন করার জন্যে।

মস্কোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, যার নাম জিইউভিডি নব্বুইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপরাধ দমনে আংশিক সাফল্য পেয়েছিলো; তখন এই বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন ভ্যালেন্তিন পেত্রোভস্কি। নিঝনি নভোগোরদের লোক। অত্যন্ত সৎ ও সাহসী অফিসার। তাঁকে তুলে এনে বসানো হয় মস্কোতে।

প্রথমেই মাফিয়াদের 'ঘনিষ্ঠ' এমন দশ-বারোজন অফিসারকে ছাঁটাই করলেন। তারপর বাকিদের কাছে অন্যলোক মারফত ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করলেন। যারা ফাঁদে পা দিলো তারা বিতাড়িত হলো। আর যারা এক কথায় ঘুষ দাতাদের ফিরিয়ে দিলো, তাদের পদোন্নতি ঘটালেন। কিন্তু ক্যান্সার অনেকদূর ছড়িয়ে গিয়েছিলো, ফলে মাফিয়াদের ধরা পড়ার পরেও আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে পুনোর্দ্যমে 'কাজ' চালিয়ে যাচ্ছিলো। পেত্রোভস্কির একটা নিজস্ব র‍্যাপিড অ্যাকশন বাহিনী ছিলো – এসওবিআর – নিজেই এটার নেতৃত্ব দিতেন তিনি।

১৯৯৮ সালে উনি বুঝতে পারলেন মস্কোর সবচেয়ে শক্তিশালী মাফিয়া দল – দোলগোরুকি'কে সামলানো বেশ কষ্টকর হয়ে উঠছে। এদের প্রচুর অর্থ, প্রচুর ক্ষমতা।

১৯৯৯ সালে পেত্রোভস্কি নিজে উঠে প'ড়ে লাগলেন দোলগোরুকিদের নির্মূল করতে, ফলে তাদের চোখে পরম শত্রু হয়ে উঠলেন তিনি।

প্রথম সাক্ষাতে উমর গুনায়েভ জেসনকে বলেছিলো পরিচয়পত্র ইত্যাদি জাল করার দরকার নেই, চাইলে সব পাওয়া যায়। এবার সেটার পরীক্ষা নিতে চাইলো।

এবার দেখা করতে হবে জেনারেল পেত্রোভস্কির সঙ্গে, তাই জেনারেল স্টাফ অফিসারের পোশাকই যথেষ্ট। জিইউভিডি'র এই অফিসারেরা পোশাক ও পরিচয়পত্র চেচেন নেতা গুনায়েভ কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন জেসন সে সব প্রশ্ন করেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেত্রোভস্কি সরকারী আবাসে থাকতেন না। কমিউনিজমের পতনের পর পার্টির বিভিন্ন অফিসে বাড়ি সরকার নিয়ে নেয়, তারই একটা বাড়ির টপফ্লোরের একটা তলা নিয়ে থাকতেন তিনি।

এমভিডি মিলিশিয়া বাহিনীর একটা চইকা গাড়িতে ক'রে ঐ বাড়িতে এলো জেসন। মেশিনগান হাতে একজন প্রহরী তার পরিচয়পত্র ইত্যাদি দেখে ভেতরে যেতে দিলো।

ওপরে উঠে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটা খুঁজছে জেসন, এমন সময় একটা বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এলো, হাতে পুতুল। পেছনে তার মাও ছুটে এসেছেন। দরজাটা একটু খোলা। শার্ট পরা এক ভদ্রলোক খেতে খেতে উঠে এসেছেন।

জেসনকে দেখে বললেন, "কর্নেল সোলোখিন, এমন অসময়ে, কি ব্যাপার?"

পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন দু'জনে। জেসন দেখলো যে অপরাধীদের আতঙ্ক এই অসাধারণ দক্ষ পুরুষটি প্রায় তারই বয়সী।

মদ খায় না শুনে খুশির হয়ে কফির অর্ডার দিলেন পত্রোভস্কি।

ফাইল দুটো বাড়িয়ে দিলো জেসন।

"পরে পড়লে হয় না?"

"না, বিশেষ জরুরি।"

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে চম্‌কে উঠলেন জেনারেল, "এটা আসছে কোত্থেকে?"

"বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ থেকে। এটা কিন্তু আপনাকে উত্তেজিত করার জন্যে নয়। তিনজন ইতিমধ্যে মারা গেছে, তার মধ্যে একজন বৃটিশ সাংবাদিক।"

"হ্যা, মনে পড়ছে। ভেবেছিলোম গুণ্ডাদের কাজ। আপনার কি ধারণা এটা কোমারভের ব্ল্যাক গার্ডদের কাজ?"

"হতে পারে, তবে দোলগোরুকিদেরও কেউ লাগিয়ে থাকতে পারে।"

"কিন্তু রহস্যময় কালো ইশতেহারটা কোথায়?"

"আমার এই অ্যাটাচিতে।"

"আমার যা খবর তাতে এটা ইংল্যান্ডে থাকা উচিত।"

"হ্যা, জেনারেল ওরাই আমাকে দিয়েছে।"

"তবে কি আপনি মস্কোর গুপ্তচর বাহিনীর কেউ নন?"

"আমি আমেরিকান।"

পেত্রোভস্কি ভয় পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখালেন না। এর কাছে বোমা-বন্দুক কিছুই নেই, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

জেসন ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেলো।

"আপনার আসল নাম কি?"

"জেসন মঙ্ক।"

"আপনি রুশ ভাষা সুন্দর বলেন। কই কালো ইশতেহারটা দেখি। কি আছে ওতে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে আপনি ও আপনার বাহিনীর মৃত্যুদণ্ডের কথা, কোমারভের আদেশ।"

ত্রিশ মিনিট পড়ে শেষ ক'রে আর পাঁচ জনের মতো জেনারেলও বললেন, "ঘোড়ার ডিম এটা।"

আর সবার মতো এবারও জেসন তাঁকে বিস্তারিত সব কিছু জানালো।

"না, আমি এ-বিষয়ে কিছু করতে পারবো না। তাছাড়া কোমারভ নির্বাচনে জিতবেনই।"

"নাও পারেন, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ তার বিরুদ্ধে গেছেন। টিভিও কোমারভকে বয়কট করেছে।"

"তাহলে তো হয়েই গেলো ব্যাপারটা।"

"না, স্যার। তার সঙ্গে গ্রিশিন আছে, আছে তাদের ব্ল্যাকগার্ড আর সেই সঙ্গে দোলগোরুকি গুণ্ডাদের বাহিনী। শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা যায় না ... ঠিক আছে স্যার, আমি চলে যাচ্ছি, খালি আপনার ফোন নম্বরটা দিন আমাকে।"

নম্বরটা সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে গেঁথে ফেলল জেসন, "আমি আসি তাহলে?"

"যান, দেরি করলে গ্রেপ্তার করবো।"

দরজার কাছ থেকে বললো, "আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতামই। কোমারভ জিতুক বা হারুক, হয়তো নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যে আপনাকে লড়তে হবে।"

বাচ্চা ছেলের মতো উত্তেজিত ডঃ প্রোবিন, স্যার নাইজেলকে নিয়ে এসে বসালেন পড়ার ঘরে।

ডেনমার্কের রাজবংশের ইতিহাস বলতে বলতে এক জায়গায় এসে বংশ তালিকায় দেখালেন যে, জার নিকোলাস আর এখানকার সম্রাট জর্জ চাচাতো ভাই। এই জর্জের চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলেন প্রিন্স জর্জ অব উইন্ডসর। এর প্রপিতামহী ছিলেন জারের খালা। দুই ডেনিশ রাজকুমারির নাম ছিলো ডাগমার আর আলেকজান্দ্রা। এই প্রিন্স জর্জ বিবাহ সূত্রে রোমানভ বংশের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় নিকোলাসের এক সম্পর্কিত বোন এথেন্সে পালিয়ে গিয়ে নিকোলাসকে বিয়ে করেন, তাঁদের মেয়ে রাজকুমারী মারিনার শরীরে তিন ভাগ রক্ত আছে রোমানভ বংশের। এই মারিনার সঙ্গে বিয়ে হল প্রিন্স জর্জ অব উইন্ডসরের। তাঁদের দুই ছেলে। মারিনা অর্থোডক্স চার্চের অধীনে সন্তানদের জন্ম দেন ... এদের মধ্যে ছোট ভাইটি বিশ বছরে ছেলে আছে। এককালে সেনাবাহিনীতে ছিলো। তবে খারাপ দিকটা হলো এই যে, সে গুপ্তচর বিভাগে ছিলো। রুশ আর ইংরিজি ভাষায় সমান দক্ষতা।"

"কোথায় থাকেন ইনি," নাইজেল প্রশ্ন করলেন।

"গোটা সপ্তাহ লন্ডনে, শনি রবিবারে গ্রামাঞ্চলে, নাম ডেব্রেট।"

www.BanglaBook.org

স্যার নাইজেল দেখা করলেন ছোট ছেলের সঙ্গে। সব শুনে তিনি বললেন, "আপনি যা বললেন তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তবে ব্যাপারটা অসাধারণ মনে হচ্ছে। রাশিয়ার ব্যাপারে আমার নজর আছে ঠিকই, কিন্তু ... তাছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে মহারানীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"ওটা হবে না, স্যার। তাছাড়া গণভোটের কোন সম্ভাবনা নেই রাশিয়াতে। আর হলেও জনগণ উল্টোটাও চাইতে পারে।"

"ঠিক আছে স্যার নাইজেল, পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে তাহলে এখন অপেক্ষা করা যাক। আপনার যাত্রা নিরাপদ হোক স্যার নাইজেল।"

মেট্রোপেল হোটেলের চারতলার একটা প্রাচীন রুশ ঐতিহ্যবাহী সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে, সবাই বলে বয়ার্স হল, এই বয়ার্সরা ছিলেন জারের পর্ষদ। সাজানো গোছানো জায়গা।

এই হলঘরেই ১২ই ডিসেম্বর জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভের ৭৪তম জন্মদিন উৎসব পালিত হচ্ছিলো।

নিকোলাইয়ের সেই বোন যাকে তিনি পিঠে ক'রে একশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন, সে বড় হয়ে স্কুলের শিক্ষিকা হয়েছিলো। সহকর্মীকে বিয়েও করে। একটা ছেলে আছে নাম মিশা, জন্মেছিলো ১৯৫৬ সালে।

১৯৬৩ সালে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। দেশের বাইরে ছিলেন নিকোলাই। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যোগ দিতে চলে আসেন। এর দু'বছর আগে বোন চিঠি লিখেছিলো যদি কখনো আমাদের কিছু হয়ে যায় তবে তিনি যেনো ভাগ্নে মিশার ভার নেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৭। অবিবাহিত। নিজস্ব কোয়ার্টার নেই। কী করা যায় ভাগ্নেকে নিয়ে?

দশ বছর হলে নাম করা মিলিটারি একাডেমি নাখিমভে তাকে পাঠানো যেতো, কিন্তু মিশার বয়স মাত্র ৭ বছর।

তিনবার 'হিরো' মেডেল পাওয়া নিকোলাইয়ের সম্মানে ঐ বয়সেই মিশাকে ভর্তি করা হলো ঐ একাডেমিতে।

১৮ বছর বয়সে মিশা আন্দ্রেইয়েভ লেফটেনান্ট হয়ে বেরিয়ে এলো, আর মামার মতো ট্যাঙ্ক ডিভিশনে যোগ দেয় সে।

এখন তার বয়স ৪৩, মস্কোর বাইরে সবার সেরা ট্যাঙ্ক ডিভিশনের সে একজন মেজর জেনারেল।

রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই পুরনো ওয়েটার ভিক্টর ছুটে এলো। এক কালে নিকোলাইয়ের অধীনে কাজ করেছে। লম্বা স্যালুট ক'রে সে বললো, "জেনারেল আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি ৬৮ সালে প্রথমে গোলন্দাজ ছিলাম ট্যাঙ্কের। আপনাদের সিট ওই কোণে জানালার পাশে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তাদের মধ্যে কয়েকজন ফিসফিস ক'রে বললো, 'কোলিকা আঙ্কেল'।

"মামা, আরও ৭৪ বছর. বাঁচো তুমি," মামা-ভাগ্নে টোস্ট ক'রে মদে চুমুক দিলো।

রেস্টুরেন্টের বার কাউন্টারের পেছনে একটা উঁচু মঞ্চে গায়িকারা গান গায়। সেদিনও ছিলো। তবে তাদের পোশাক রোমানভ রাজকুমারীদের মতো। কোরাস শেষ হবার পর, পুরুষ আর নারীর দ্বৈত কণ্ঠে বিখ্যাত রুশ গান 'কালিঙ্কা' শোনা গেলো। সৈনিক তার প্রেমিকাকে ছেড়ে যুদ্ধে চ'লে যাচ্ছে, ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

সেনাবাহিনীর প্রাক্তনরা গানটা শেষ হতেই জেনারেল নিকোলাইকে শ্রদ্ধা জানালো উঠে দাঁড়িয়ে, তার সাথে পান করলো সবাই। খারাপ লাগছিলো না জেনারেলের।

একদল জাপানি পর্যটক হা ক'রে দেখছিলো। ব্যাপারটা জানতে চাইলে ভিক্টর বললো, "যুদ্ধের বীর নায়ক। মহান দেশাত্মবোধক যুদ্ধের মহান সেনানী।" জাপানিরাও তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

ভাগ্নে মিশা বহুদিন ধরেই মামার প্রশংসা শুনে এসেছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও অন্যায়ভাবে সৈন্যছাড়া আর কাউকে হত্যা করেননি। আজ তাঁর এই সম্মান দেখে তার মন আনন্দে ভরে উঠেছিলো। ভাবলো, চেচনিয়া যুদ্ধে যদি মামা থাকতেন তবে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড হতে দিতেন না।

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে স্টালিন বা ক্রুশ্চেভ কেউই যে অখ্যাত যেসব সেনা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলো তাদের স্মৃতি রক্ষার জন্যে কিছুই করেননি।

১৯৬৬ সালে ক্রুশ্চেভ চলে যাবার পর পলিটব্যুরো শাশ্বত অগ্নিশিখার ব্যবস্থা করেন মৃত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিয়ে।

একবার মে-দিবস কুচকাওয়াজের পর মামা তাঁর ভাগ্নেকে একান্তে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন ঐ শাশ্বত অগ্নিশিখার সামনে।

"শপথ কোরো এই সব মহান শহীদদের নামে, তুমি কখনো এদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।"

"শপথ করছি মামা।"

দু'জনে কথা হচ্ছিলো। "আজকের ইজভেস্তিয়া কাগজ দেখেছো মামা," ভাগ্নে প্রশ্ন করলো, "মনে হয় ও জিতেই যাবে। তোমার মুখ বন্ধ রাখাই উচিত।"

"অনেক বয়স হয়ে গেছে। যা দেখি তাই বলি।"

বৃদ্ধ জেনারেলের চোখের সামনে ঐ রেস্টুরেন্টের রুশ রাজকুমারীর পোশাক পরা গায়িকাদের মুখগুলো ভেসে উঠছিলো।

"একটা কথা বলে রাখি মিশা, যদি মারা যাই হঠাৎ, আমাকে কিন্তু বিশপ ডেকে গ্রামের বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ক'রে কবর দেবে, বুঝলে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"মামা, তোমার মুখে বিশপ, মানাচ্ছে না ঠিক।"

"বোকার মতো কথা বলো না মিশা, যার ৬ মিটার দূরে বিশাল জার্মান বোমা পড়েও ফাটেনি, সে বিশ্বাস করতে বাধ্য ওই ওপরে একজন কেউ আছেন। চাকরির খাতিরে উল্টো কথা বলতে হয়েছে অবশ্য। চলো, আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাও।"

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ থেকে একটা ট্রেন ছুটে চলেছে মস্কোর দিকে। একটা কামরায় দু'জন যাত্রী। ব্রায়ান ভিনসেন্ট ঘড়ি দেখে বললো, "আর আধঘণ্টা পরে সীমান্ত, আপনি উঠে শুয়ে পড়ুন।"

স্যার নাইজেল তাই করলেন।

যথারীতি রুশ অফিসাররা উঠলো তাঁদের কামরায়। "পাসপোর্ট, প্লিজ। ভিসা নেই কেন?"

"কূটনীতিবিদদের ভিসা লাগে না," উত্তর দিলো ব্রায়ান, "আসলে উনি মস্কোর বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের অসুস্থ পিতা লর্ড অ্যাসকুইথ।"

রুশ ইন্সপেক্টর ভালো ক'রে দেখলো – চেহারাতেও মিলছে না, নামও ট্রাবশ বা আরভিন নয়। ওদের ওপর নির্দেশ আছে তাঁর খোজ করার। ওরা পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে চলে গেলো।

ঝট ক'রে ব্যাঙ্ক থেকে নেমে স্যার নাইজেল এই পাসপোর্ট দুটো কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে বাথরুমের গর্ত দিয়ে নিচে বরফের ওপর ফেলে দিলেন।

ভোর বেলায় তাঁরা পৌঁছে গেলেন মস্কো। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির চেয়ে ১৫ ডিগ্রি কম। স্টেশন থেকে বেরোনো মাত্র ছেঁকে ধরেছে ভিখারীরা। এই শীতেও রাস্তাঘাটে শুয়েছিলো ওরা। ব্রায়ান স্যার নাইজেলকে সাবধান ক'রে দিলো কাউকে একটা পয়সাও না দিতে। একবার দিলে সবাই ছেঁকে ধরবে। কিছু না পেয়ে ভিখারীরা বিশ্রি গালি দিতে লাগলো, "শালার বিদেশী, নরকে যা বিদেশী। দাঁড়া, কোমারভ আসছে।"

তাঁরা এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি ধরতে যাচ্ছেন, এমন সময় একটা বিশাল মিলিটারি ট্রাক সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো, গাদাগাদা মৃতদেহ উপচে পড়ছে পেছন দিক থেকে।

ন্যাশনাল হোটেলে ওঠার কথা, কিন্তু ইচ্ছে ক'রে হোটেলের লাউঞ্জে ব'সে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যার পর ফিরলেন। জেসন মঙ্কের কাছ থেকে খবর পেয়েই তাঁরা এসেছেন। বৃদ্ধ ধর্মযাজকের সঙ্গে এবার স্যার নাইজেলের দেখা করা প্রয়োজন।

জেসন যে খবরটা ল্যাপটপ কম্পিউটার দিয়ে পাঠিয়েছিলো তার শব্দটা ধরা পড়লো ফাপসি'র যন্ত্রে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রিশিনকে খবর দেয়া হলো। শব্দ তরঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে, খবরটা আধ মাইলের মধ্যে কোন জায়গা থেকে পাঠানো হয়েছিলো। এবার খুঁজতে হবে যন্ত্রটা কোথায় আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রিশিনকে ফোন ক'রে ফাদার ম্যাক্সিম জানালো যে, আবার একজন বিদেশী দেখা করতে এসেছে হিজ হোলিনেসের সঙ্গে। প্রায় একঘণ্টা ধ'রে কথা হচ্ছে, তবে কিছুই তেমন শুনতে পারেনি। আর এসেছে ন্যাশনাল হোটেলের গাড়ি নিয়ে। গ্রিশিন ব্যাপারটা বুঝে গেলো। ফোন ক'রে দশ জন বিশেষ পাহারাদারকে আসতে বললো।

তাদের ওপর হুকুম হলো, দু'জন লবিতে, দু'জন লিফটের কাছে, দু'জন রাস্তায়, চার জন গাড়িতে ব'সে নজর রাখতে লাগলো ন্যাশনাল হোটেলের ওপর।

এবার ডেকে পাঠালো একজন তালা ভাঙ্গা লোককে। ন্যাশনাল থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে ইনটুরিস্ট হোটেল। সেখানে তাকে অপেক্ষা করতে বলা হলো, খবর পাওয়া মাত্র, ন্যাশনাল হোটেলে আরভিনদের ঘরে ঢুকে তল্লাশী নিতে হবে।

ভীষণ চিন্তিত গ্রিশিন, কারণ আরভিন এখানে এসে প্রধান ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা ক'রে যেসব কথা বলেছিলো, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলো ফাদার ম্যাক্সিম – কথাটা 'রোমানভ রক্ত," 'অত্যন্ত উপযুক্ত' – ফাদারের কাছে বোধগম্য না হলেও গ্রিশিন বুঝতে পারছে ষড়যন্ত্রের গতি কোনদিকে এগোচ্ছে। প্রধান ধর্মযাজক যে বিদেশীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ন্যাশনাল হোটেলের সামনে অপেক্ষা করার সময় গ্রিশিন ডেকে পাঠালো প্রচার অধ্যক্ষ কুজনেৎসভকে।

"খবর নাও ট্রাবশ ও আরভিন নামে যে বিদেশী এখানে উঠেছে তার ঘরের নম্বর কতো।"

কুজনেৎসভ খবর নিয়ে এলো, আরভিন নামেই উঠেছে ২৫২ নম্বর ঘরে, সঙ্গে একজন কমবয়সীও আছে।

তালা-ভাঙ্গার লোকটিকে খবর দেয়া হলো ২৫২ নম্বর ঘরে তল্লাশি নিতে হবে।

রাত ৮টার কয়েক মিনিট প'রে আরভিন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে বের হলো হোটেল ন্যাশনাল থেকে।

এবার একটু দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করা শুরু করলো গ্রিশিনের প্রহরীরা। ঘুরতে ঘুরতে আরভিনরা ঢুকলেন একটা পুরনো আমলের হোটেল দ্য সিভলার এজ-এ। অতি কষ্টে এক কোণে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন দু'জনে। একটু পরেই খাবার এলো।

গ্রিশিনের খবর পেয়ে তালা-ভাঙ্গার লোকটিও ওদিকে ২৫২ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়েছে। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কিছু না পেয়ে ফিরে আসছিলো তখন কি মনে ক'রে খাটের তলাটায় নজর দিতই পেয়ে গেলো একটা অ্যাটাচি, আপাতদৃষ্টিতে ফাঁকা ছিলো ওটা। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটিয় তলার ঢাকনাটা সরিয়ে দেখলো প্রধান ধর্মযাজকের একটা চিঠি আছে ওখানে। চিঠিটার একটা ফটো তুলে নিলো চোরটা।

ওদিকে গ্রিশিন চার জন ব্ল্যাকগার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলো দ্য সিলভার এজ-এ। সোজা গিয়ে দাঁড়ালো আরভিনদের টেবিলের সামনে। "স্যার আরভিন?"

ভিনসেন্ট রুশ ভাষাটা ইংরিজিতে অনুবাদ ক'রে দিলো।

"হ্যাঁ, আমিই স্যার নাইজেল ... কার সঙ্গে কথা বলছি আমি।"

"অভিনয় ছাড়ুন। এদেশে ঢুকলেন কি ক'রে?" হিস হিস ক'রে উঠলো গ্রিশিনের কণ্ঠস্বর।

"এয়ারপোর্ট দিয়ে।"

"মিথ্যে কথা," গ্রিশিন রেগে বললো।

"মিথ্যে বলছি না ...কর্নেল ... আপনি নিশ্চয়ই কর্নেল গ্রিশিন? শুনুন আমি বৈধ পাসপোর্ট নিয়েই এসেছি।"

একটু দ্বিধা হলো গ্রিশিনের। তবুও মনস্থির ক'রে নিয়ে বললো, "ইংরেজ, আপনি আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযথা নাক গলাচ্ছেন, যেটা আমার পছন্দ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়। এছাড়া আপনাদের আমেরিকান কুত্তা জেসন মঙ্কও এখানে এসেছে, তাকে ধরবোই, তখন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।"

"তাহলে শুনুন কর্নেল গ্রিশিন, খোলাখুলি কথা বলতে আমিও পছন্দ করি। আপনি একজন অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি, এবং আপনি যাঁর অনুগত, সেই লোকটি আরও নীচুস্তরের মানুষ।"

দোভাষী ভিনসেন্ট ভয়ে আঁতকে উঠে আরভিনকে বললো, "স্যার কাজটা কি ভালো হচ্ছে?"

"তুমি শুধু রুশভাষায় অনুবাদ ক'রে যাও।"

গ্রিশিন রাগে অপমানে ফুঁসছিলো। "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রুশরা অনেক ভুল ক'রে থাকতে পারে, তবে তোমার মতো অপদার্থকে তাদের মেনে নেয়া উচিত নয় ... আর সবশেষে ব'লে রাখি, তুমি আর তোমার প্রভু ঐ ছোটলোকটা কোনদিনই দেশের ক্ষমতা হাতে পাবে না। এখনও সময় আছে, মন আর মত দুটোই পাল্টাও। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবে কি? কি করবে তুমি?"

গ্রিশিন খুব শান্ত গলায় বলতে শুরু করলো, "আমার ইচ্ছে, প্রথমেই তোমাকে খুন করবো। তুমি জ্যান্ত ফিরে যেতে পারবে না রাশিয়া থেকে।"

ভিনসেন্ট সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে তার সঙ্গে জুড়ে দিলো, "আমি মনে করি সেও।"

যে সব খদ্দেরা খেতে ব্যস্ত ছিলো তারা অবাক হয়ে এই কথা কাটাকাটি শুনছিলো। কিন্তু কেউই নাক গলায়নি।

"এর চেয়ে ভালো কিছু তুমি চাইতে পারতে না," আরভিন বললেন।

গ্রিশিন নাক কুঁচকে অবজ্ঞার সুরে বললো, "কে তোমাকে বাঁচাবে? এই শূয়োরগুলো?"

শূয়োর শব্দটা ব্যবহার ক'রে দারুণ ভুল ক'রে ফেললো গ্রিশিন। তার বাঁ দিকে কি যেনো একটা ধপ ক'রে এসে পড়লো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো একটা ছোরা টেবিলে গেঁথে থরথর ক'রে কাঁপছে। অন্য পাশে মুখ মোছার আড়ালে একজন তার দিকে তাক ক'রে আছে ৯ মিলি মিটারের মেশিনগান।

গ্রিশিন তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্ল্যাকগার্ডদের জিজ্ঞেস করলো, "এরা কারা?"

"এরা চেচেন," ফুঁসে উঠলো গার্ডটা।

"এরা সবাই?"

"মনে হচ্ছে।"

ক্লিক ক্লিক শব্দ হলো। প্রায় পঞ্চাশ জনের হাতেই নানা রকম অস্ত্র।

দাঁতে দাঁত পিষে গ্রিশিন বললো, "আমি তোমার ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলাম, ইংরেজ। দূর হয়ে যাও রাশিয়া থেকে। কখনো ফিরে এসো না, আর তোমার মার্কিন বন্ধুটির আশা ছেড়ে দাও।"

গার্ডদের নিয়ে ফিরে গেলো গ্রিশিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি এদের সম্বন্ধে জানতেন আগে থেকে?" ভিনসেন্ট অবাক হয়ে বললো।

"মনে হচ্ছে খবরটা ঠিক সময় ওদের হাতে পৌঁছেছিলো। এবার কি যাবো আমরা?"

চেচেনদের কয়েকজন স্যার আরভিন আর ভিনসেন্টকে পরদিন সকালে প্লেনে তুলে দেয়া পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রেখেছিলো।

পরদিন সকালে জেসন মস্কোর একটা ম্যাপ দেখতে ব্যস্ত ছিলো তখন গুনায়েভ এলো।

"তোমার সঙ্গে কথা আছে," চেচেন নেতা বললো।

"তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছো বুঝতে পারছি, আমি সত্যিই দুঃখিত।"

"তোমার বন্ধুরা নিরাপদে ফিরে গেছে। কিন্তু কাল সিলভার এজ-এ যা হয়েছে সেটা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছু না। তোমার কাছে ঋণী বলেই আমি এসব সহ্য করছি। কিন্তু ঋণটা ক্রমশঃ কমে আসছে। আমি তোমার কাছে ঋণী হতে পারি, কিন্তু আমার দলের লোকেরা নয়। তাদের ওভাবে বিপদে ফেলাটা ঠিক হয়নি।"

"দুঃখিত। কিন্তু একটা বিশেষ কাজে ঐ বৃদ্ধর এখানে আসা অত্যন্ত জরুরি ছিলো।"

"ঠিক আছে। উনি হোটেল থেকে না বের হলেই পারতেন।"

"মনে হচ্ছে উনি চাইছিলেন গ্রিশিনের মুখোমুখি হতে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু টাকা দিলে উনি পঞ্চাশ জন দেহরক্ষী সহজেই পেতে পারতেন। মস্কোয় এখন এরকম হাজার হাজার দেহরক্ষী আছে, বেশ কিছু সংগঠনও আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই পাওয়া যেতো।"

"নিশ্চয়ই যেতো," জেসন বললো, "কিন্তু তারা ভাড়া করা লোক, বিশ্বাসী নাও হতে পারতো। গ্রিশিনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারতো। তাই তোমার লোকেদের নিয়েছিলাম।"

"এবার তো গ্রিশিন বুঝে যাবে কারা তোমাকে আড়াল ক'রে রেখেছে," গুনায়েভ বললো, "এবার আমাদের পক্ষে সময়টা বেশ জটিল হয়ে উঠবে। এর মধ্যে খবর পেয়েছি দোলগোরুকিদের বলা হয়েছে সংঘর্ষ শুরু করতে। আমাদের দলের সঙ্গে লড়াই লাগুক এটা আমি চাই না। ঐ কালো ফাইল নিয়ে কী যে শুরু করেছো তোমরা বোঝা মুশকিল। তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে লড়াই শুরু হচ্ছে এটা ঠিক নয়।"

"দেখো এটা আমাদেরও লড়াই," জেসন বললো, "আমি খানিকটা এগিয়ে দিয়েছি। বাকিটা তোমাদের দায়িত্ব।"

"কি ভাবে?"

"জেনারেল পেত্রোভস্কির সঙ্গে কথা বলো।"

"তার সঙ্গে! জানো ও আমাদের কতো ক্ষতি করেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জেনেই বলছি। তবে এটাও ঠিক পেত্রোভস্কি তোমাদের চেয়ে বেশি ঘৃণা করে দোলগোরুকিদের। তাছাড়া আমাকে একবার দেখা করতেই হবে প্রধান ধর্মযাজকের সঙ্গে। কয়েকটা জরুরি কথা বলার আছে। সেই সময়ে আমি তোমাদের সাহায্য চাই।"

"উনি তো যাজক, কেউ সন্দেহ করবে না, তুমি পাদ্রীর পোশাক প'রে চ'লে যাও।"

"অসুবিধা আছে। ঐ বৃদ্ধ হোটেলের গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন প্রধান ধর্মযাজকের বাড়ি। গ্রিশিনরা গাড়ির সূত্র ধ'রে নিশ্চয়ই জেনে গেছে ব্যাপারটা, আর ধর্মযাজকের বাড়ির ওপর কড়া নজর রাখবে ওরা।"

আরভিনের পাসপোর্ট আর অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে ওখানে পাওয়া ফটোটা বড় করিয়ে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলো গ্রিশিন। তারপর গেলো কোমারভের কাছে। ফটোটা উনিও দেখলেন, তারপর প্রধান যাজকের চিঠির যে ফটোটা চুরি ক'রে আনা হয়েছিলো সেটাও দেখলেন। চিঠিতে সম্বোধন আছে 'ইওর রয়্যাল হাইনেস' – তলায় স্বাক্ষর করেছেন হিজ হোলিনেস আলেক্সি দ্বিতীয়।

"এটা কি?"

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, এটাই সেই প্রমাণ যে আপনার বিরুদ্ধে বিদেশীরা ষড়যন্ত্র করছে। তারা দেশের অভ্যন্তরে কালো ইশতেহারের প্রসঙ্গ তুলে নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে চাইছে। দ্বিতীয়তঃ আপনার বিকল্প হিসাবে একজনকে রাজসিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে আলেক্সিও জড়িয়ে পড়েছেন।"

"তোমার কি বক্তব্য গ্রিশিন?"

"প্রার্থী না পেলে, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।"

"হুঁ!"

"আপনি জানেন এমন একজনকে ... যিনি এই মহৎ মানুষটিকে নিরুৎসাহ করতে পারেন।"

"চিরকালের জন্যে। লোকটা কাজের। পশ্চিমেই বেশি কাজকর্ম করে। অনেক ভাষা জানে আর দোলগোরুকি দলের হয়ে কাজ করে।"

"মনে হচ্ছে এই লোকটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে," কোমারভ বললেন।

"আমার হাতে ছেড়ে দিন, স্যার। দশ দিনের মধ্যে আর কোন প্রার্থী থাকবে না," গ্রিশিন কথা দিলো।

ফেরার পথে গ্রিশিন চিন্তা করছিলো জেসনকে ফাঁসি দেবে, আর তার ফটো তুলে পাঠিয়ে দেবে স্যার নাইজেলের কাছে।

ডিনার খেয়ে বিশ্রাম করছিলেন জেনারেল পেত্রোভস্কি, এমন সময় ফোন এলো। স্ত্রী ফোনটা ধ'রে বললেন, "একজন আমেরিকান ফোন করেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জেনারেল পেত্রোভস্কি, কয়েকদিন আগে কথা হয়েছিলো আপনার সঙ্গে। একটা খবর দিচ্ছি – কোমারভ আর গ্রিশিন দোলগোরুকি দলটাকে লাগিয়ে দিচ্ছে চেচেনদের বিরুদ্ধে।"

"তো এতে আমার চিন্তা করার কারণ কি?"

"একটা কারণ আছে, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা মস্কোতে এসেছে, অর্থনৈতিক সাহায্যের দ্বিতীয় দফাটার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে। সেই সময় যদি পথে-ঘাটে গোলাগুলি চলে তবে সেটা কি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পক্ষে ভালো হবে?"

"বাকিটা বলুন ... "

"ছ'টা ঠিকানা বলছি, লিখে নিন।"

লেখার পর পেত্রোভস্কি জানতে চাইলেন এরা কারা।

"প্রথম দুটো হলো দোলগোরুকি দলের অস্ত্রাগার। তৃতীয়টা একটা জুয়াখেলার ক্যাসিনো, তার মাটির তলার ঘরে ওদের টাকা-পয়সার লেনদেনের কাগজপত্র আছে। বাকি তিনটা গুদামবাড়ি, এখানে কয়েক কোটি ডলারের বেআইনী মাল আছে। আমার কিছু লোক আছে নিচুতলার, তারাই খবরটা দিয়েছে। আপনি দু'জনকে চেনেন?"

নাম দুটো শুনে জেনারেল বললেন, "একজন আমার পদস্থ ডেপুটি, অন্যজন এসওবিআর বাহিনীর কমান্ডার, কিন্তু?"

"এরা নিয়মিত টাকা-পয়সা পায় দোলগোরুকির কাছ থেকে।"

ফোনটা রেখে জেনারেল ভাবলেন, বিদেশীর কথা যদি ঠিক হয় আর তিনি যদি একাজটা ঠিকমত করতে পারেন তবে রাষ্ট্রপতির নেক-নজড়ে পড়বেনই। আর কোমারভের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে।

পেত্রোভস্কি অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন।

শীতকালে গোর্কিপার্কের চারপাশে রাস্তায় পানি ঢেলে দেয়া হয়, এবং সেটা বরফে জমে ওঠে। ওই বরফের ওপর স্কেটিং করা মস্কোবাসীদের প্রিয় খেলা।

অবশ্য দু-একটা রাস্তা ফাঁকা থাকে। এরকম একটা রাস্তায় দু'জন পুরুষকে দেখা গেলো, একজন গ্রিশিন, অন্যজন অপরাধ জগতের কুখ্যাত লোক, ডাক নাম 'মেকানিক'।

রাশিয়াতে তখন সামান্য খরচ করলেই ভাড়াটে খুনি পাওয়া যেতো, তাসত্ত্বেও মেকানিকের একটা আলাদা খ্যাতি ছিলো।

মেকানিক ইউক্রেনের লোক। আর্মিতে মেজর ছিলো। বিদেশী ভাষা জানে। সহজেই বিদেশীদের সঙ্গে মিশতে পারে। ফলে মানুষ খুন করা তার কাছে এক লোভনীয় পেশা হয়ে উঠেছিলো।

কর্নেল গ্রিশিনের অধীনে বহু ভাড়াটে নামকরা খুনি থাকা সত্ত্বেও তাকে কেন ডাকা হচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলো না মেকানিক।

গ্রিশিন তাকে একটা ফটো দিলো, পেছন দিকে নাম-ঠিকানা লেখা, পশ্চিমের একটা দেশের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এ একজন প্রিন্স। দেহরক্ষী নেই। কাজটা সহজ। ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটা শেষ করা চাই।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মেকানিক রাজি হলো। "তবে তারিখটা নববর্ষের দিন।"

গ্রিশিন রাজি হলো। পারিশ্রমিক যা চাইলো, তাই দেয়া হবে।

টিভিতে এক তরুণ যাজককে ঈশ্বর আর জারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছিলেন, সেটা মেকানিক শুনেছে। তাহলে এই প্রিন্সকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা কোমারভেরই স্বার্থে।

"কাজটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে," গ্রিশিন মেকানিকের হাতটা চেপে ধরলো।

কি জানি কেন তার স্পর্শটা মেকানিকের ভালো লাগেনি, তবুও মুখে বললো, "আমি কথা দিলে কথা রাখি কর্নেল।"

গোর্কিপার্কে যখন স্কেটিং চলছিলো, তখন শেষ রাতের অন্ধকারে পেত্রোভস্কি ঐ ছ'টা ঠিকানায় হানা দিলেন। গুদামঘরগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী ভদকা, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ইত্যাদি উদ্ধার করা হলো। অস্ত্রাগার থেকে যে পরিমাণ গোলাবারুদ, বোমা, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র পাওয়া গেলো তা নিয়ে একটা রেজিমেন্ট সুসজ্জিত হতে পারে। ক্যাসিনো থেকে উদ্ধার করা হলো গোপন অর্থ ভাণ্ডারের ঠিকানা আর অর্থ।

দুপুরের দিকে এমভিডির আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের দু'জন জেনারেল অভিনন্দন জানালেন পেত্রোভস্কিকে।

সেদিন রেডিওর খবরে বিশদ বর্ণনা দিয়ে দেশবাসীকে জানিয়ে দেয়া হলো ঘটনাটা। কিছু মাফিয়া মারা গেছে পুলিশের গুলিতে। বেশ ক'জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে, তাদের মধ্যে দু'একজন পুলিশের কাছে বিবৃতিও দিচ্ছে।

শেষের খবরটা সত্যি নয়, কিন্তু দোলগোরুকি গোষ্ঠীকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে এটা পেত্রোভস্কির একটা দারুণ চাল ছিলো।

মস্কো থেকে মাইল দেড়েক দূরে, একটা বিশাল বাড়িতে দোলগোরুকি সঙ্ঘের মিটিং বসেছে। মানসিক আঘাত তো গুরুতর পেয়েছে সেই সঙ্গে কোটি কোটি টাকার লোকসান, আর তার চেয়েও এসওবিআর-এর দু'জন পদস্থ অফিসার তাদের সাহায্য করতে গোপন খবর সরবরাহ ক'রে তারাও গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। এছাড়া পথে-ঘাটে গুজব রটেছে, যে এই গোপন সংবাদ পুলিশ জানতে পেরেছে কোমারভের ব্ল্যাকগার্ডদের দু'জন বড় অফিসারের বেহিসেবী কথাবার্তা থেকে। এদের আফসোস কোমারভের নির্বাচনের তারা অনেক বেশি টাকা ঢেলেছে, সে সব জলে গেলো।

দুপুর তিনটার পর সঙ্গে ভালো মতো দেহরক্ষী নিয়ে উমর গুনায়েভ গেলো জেসনের সঙ্গে দেখা করতে। এবার জেসন সোকোলনিকি পার্কের এগজিবিন সেন্টারের উত্তরে একটা চেচেন পরিবারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি ক'রে কাজটা করলে বন্ধু, জানি না, তবে গতকাল একটা বিরাট বোমা ফেটেছে।"

"স্বার্থের ব্যাপার। পেত্রোভস্কি নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কাজটা করেছে।"

"ভালো কথা। দোলগোরুকি এখন আর আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পাবে না। নিজেদের সামলাতেই ব্যস্ত থাকবে।"

"সেই সঙ্গে ব্ল্যাকগার্ডদের মধ্যে কে কথাটা ফাঁস করেছে সেটা জানতে উদগ্রীব," জেসন আরো বললো।

গুনায়েভ একটা খবরের কাগজ দিলো জেসনকে। একটা খবর আছে দেশপ্রেমিক শক্তিদের সঙ্ঘের প্রার্থী কোমারভের পক্ষে ওপিনিয়ন পোলে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৫৫ ভাগ তাঁকে সমর্থন করবে, এবং এই সমর্থন ক্রমশঃ হারাচ্ছেন উনি। ছ'সপ্তাহ আগেও চিত্রটা ছিলো অন্যরকম।

"তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে নির্বাচনে কোমারভ হেরে যাবেন?"

"বলতে পারছি না জোর দিয়ে।"

জেসন এই মুহূর্ত গুনায়েভকে বলতে রাজি নয় যে, নির্বাচনে কোমারভের পরাজয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না স্যার নাইজেল। মনে পড়ে গেলো ফরবেস দুর্গে ব'সে বৃদ্ধ কি বলেছিলেন – 'মূল চাবিকাঠি হলো গিডিয়ন। চিন্তা করো গিডিয়নের মতো।'

তারপরই জেসন বললো, "আজ রাতে আমি প্রধান যাজক আলেক্সির সঙ্গে দেখা করতে যাবো। এই শেষ। তোমার সাহায্য চাই।"

"ঢুকবার জন্যে?"

"না, বের হবার জন্যে। গ্রিশিন নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে কড়া পাহারায় রেখেছে। একজন লোক দরকার, তবে আমি যখন বাড়িটার ভেতরে থাকবো, তখন সে ডাকলেই বাকিরা যেনো আসে।"

"চলো একটা প্ল্যান তৈরি করা যাক তবে।"

গ্রিশিন নিজের ফ্ল্যাটে শুতে যাবার আয়োজন করছিলো, তখনই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো।

"ঐ আমেরিকানটা আবার এসেছে। হিজ হোলিনেস আলেক্সির দ্বিতীয়ের সম্বন্ধে কথা বলছে," ফাদার ম্যাক্সিম উত্তেজিত হয়ে খবরটা দিলো।

"সন্দেহ করেছে কি কিছু।"

"মনে হয় না। যাজকের ছদ্মবেশে আসেনি এবার। সাধারণ কালো সুট প'রে এসেছে।"

"কোত্থেকে ফোন করছেন?"

"রান্নাঘর থেকে, কফি চেয়েছেন, সেটা তৈরি করছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোন রেখে, উল্লসিত গ্রিশিন্ মনে মনে বললো, "এবার আর তোমার রক্ষা নেই আমেরিকান। হাতের মুঠোতে এসে গেছো তুমি।"

ব্ল্যাকগার্ডদের এক নেতাকে ফোন করলো গ্রিশিন, "দশ জন লোক চাই, তিনটা গাড়ি, সঙ্গে আস্ত্রও। চিস্তি পেরেউল্‌ক স্ট্রটের দুটো মুখই সিল ক'রে দাও। আমি আসছি আধঘণ্টার মধ্যে।"

রাত ১টা বেজে ১০ মিনিট; জেসন উঠে পড়ে শুভরাত্রি জানালো আলেক্সিকে, "আর দেখা করার দরকার হবে না। ইওর হোলিনেস, আমি জানি আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এই দেশ আর দেশের প্রিয় অধিবাসীদের জন্যে যা যা করা দরকার।"

আলেক্সি জেসনকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। "বিদায় মাই সান, আমি চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জেসন ভাবলো উত্তর ককেশাসের কয়েকজন যোদ্ধা পেলেই কাজটা ভালোমতো হয়ে যাবে।

বাইরে একজন ভৃত্য জেসনের কোটটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

"না, কোট চাই না, ধন্যবাদ ফাদার। একটা মোবাইল ফোন বের ক'রে নম্বরটা টিপলো জেসন, "মোনাখ।"

উত্তর এলো, "১৫ সেকেন্ড।"

কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলো জেসন, মাগোমেদ, গুনায়েভের শ্রেষ্ঠ দেহরক্ষী। সদর দরজাটা একটু ফাঁক করলো, সরু রাস্তার ওপর একটা মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। চার জন লোক, তিন জনের হাতে মেশিনগান। রাস্তার অন্য মুখে দুটো কালো গাড়ি। বের হতে হলে ওদের সামনে দিয়েই বেরুতে হবে। যেদিকে একটা গাড়ি ছিলো, সেদিকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি এগিয়ে আসছিলো। এটা যে জেসনকে তুলতে আসছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ট্যাক্সিটা মার্সিডিজের কাছে এসে গ্রেনেড চার্জ করলো। উল্টো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে গুঁড়িয়ে দিলো অন্য গাড়িগুলোকে। এক দৌড়ে ট্যাক্সির খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো জেসন।

ট্যাক্সিটা ব্যাক গিয়ার দিয়ে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো। উল্টো দিক থেকে আসা ট্রাক থেকে গুলির বন্যা বইতে লাগলো দাঁড়িয়ে থাকা কালো গাড়িটাকে লক্ষ্য ক'রে।

মার্সিডিজটার পেট্রোল ট্যাঙ্কটা বিকট শব্দ ক'রে ফেটে গেলো। ট্যাক্সির ভেতরে জেসন পুরু গোঁফের আড়ালে মাগোমেদের ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো দেখতে পেলো।

"আমেরিকান, সত্যিই জীবনটাকে বেশ উপভোগ্য ক'রে তুলতে পারো তুমি।"

দূরে পার্কের মধ্যে একটা গাড়িতে ব'সে গ্রিশিন দেখতে পেলো তার পরিকল্পনা শুধু ভেস্তেই যায়নি, তার কয়েকজন লোকও নিশ্চয়ই মারা পেছে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের ক'রে একটা বিশেষ নম্বরে ফোন করলো।

"ও চলে গেছে। আমি যেটা চাই সেটা আপনি পেয়েছেন তো?

"হ্যাঁ।"

"সেই পুরনো জায়গায়, সকাল ১০টায়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অল সেন্টস ইন কুলিস্কি গির্জায় সকাল ১০টায় দেয়ালের ছবি দেখার ভান করছিলো ফাদার ম্যাক্সিম। গ্রিশিন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়ালো।

"আমেরিকানটা পালিয়ে গেছে," খুব শান্ত গলায় বললো গ্রিশিন।

"আমি দুঃখিত। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম।

"সে ব্যাপারটা আঁচ করলো কি ক'রে?"

"হয়তো সন্দেহ করেছিলো বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কারণ সে কোমর থেকে মোবাইল ফোন বের ক'রে ... "

"না। প্রথম থেকে বলুন," গ্রিশিন উদগ্রীব হয়ে বললো।

ফাদার বলতে শুরু করলো, "আমেরিকানটা আসে ১২টা ১০ মিনিটে। আমি শুতে যাচ্ছিলাম তখন। দরজায় ঘণ্টা বাজলো। কসাক প্রহরীই তাকে পথ দেখিয়ে ভেতরে আনে, হিজ হোলিনেস সিঁড়ির মাথায় এসে তাকে ওপরে নিয়ে যেতে বললেন।

"আমাকে ডেকে কফি করতে বললেন আলেক্সি। আমি রান্না ঘরে গিয়ে আপনাকে ফোন করি। মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লেগেছিলো। তারপর ট্রে সমেত কফি নিয়ে ইচ্ছে ক'রে ওঁদের টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে কার্পেটের ওপর চিনির পাত্রটা ফেলে দিলাম। ঝুঁকে প'ড়ে তোলার সময় আপনার দেয়া টেপ রেকর্ডারটা রেখে দিলোম টেবিলের নিচে। তারপর যখন গোলাগুলি, গ্রেনেড ফাটতে লাগলো, তখন চট ক'রে গিয়ে টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিয়ে এসেছি। আর একটা কথা, গাড়িতে গ্রেনেড পড়ার আগে লোকটা যাকে ফোন করেছিলো তার নাম মোনাখ।"

"টেপটা কোথায়?" গ্রিশিন হাত বাড়ালো।

আলখেল্লার তলা থেকে বের ক'রে ওটা দিতে দিতে ফাদার ম্যাক্সিম বললো, "আশা করি আমি কাজটা ঠিকমতো করতে পেরেছি।"

গ্রিশিনের মাঝে মাঝে মনে হয় এই লোভী ফাদারটার গলা দু'হাতে টিপে ধরি। হয়তো একদিন তাই করতে হবে।

অফিসে ফেরার পথে টেপটা দেখতে লাগলো গ্রিশিন, আজই নিজের ৬ জন লোককে হারিয়েছে সে। দেখা যাক এতে কী আছে। তারপর ঐ অ্যালেক্সি আর আমেরিকানটাকে একদিন দেখে নেবো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

গ্রিশিন সারাটা দুপুর ধরে হিজ হোলিনেস আর জেসনের কথাবার্তার টেপটা বারবার শোনার পর পুরোটা একটা কাগজে টুকে নিলো। এমন কি দরজা খোলার শব্দ থেকে শুরু ক'রে সবশেষে চেয়ার ঠেলে ওঠার শব্দ পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে।

আলোচনার বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে গ্রিশিনদের পক্ষে ভালো নয়। কিন্তু কিভাবে একটা লোক পরপর একটা পরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসারে কাজ ক'রে চলেছে, ভেবে পাচ্ছিলো না গ্রিশিন। অবশ্য আসল ক্ষতিটা ক'রে দিয়ে গেছে আকোপভ, ঐ কালো ইশতেহারটা অসাবধানে টেবিলে ফেলে রেখে।

নববর্ষের পর থেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোমারভের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চলবে। জেনারেল নিকোলায়েভ পরপর রেডিও, টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের বিরোধিতা করার জন্যে আহ্বান জানাবেন বর্তমান ও বিশেষ ক'রে সব প্রাক্তন সেনাদের কাছে। ১১ কোটি ভোটারের মধ্যে ২ কোটি সেনা ভোট দেবে কোমারভের বিরুদ্ধে – এটা ভাবা যায় না। এদিকে কোমারভের নিজস্ব কাগজ বেরোচ্ছে না। ব্যাঙ্কাররা হাত গুটিয়েছে। কারণ তাদের মধ্যে প্রতি চার জনে তিন জন হলো ইহুদি।

সবশেষে, দোলগোরুকি দলটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে পেরেছে জেসন। ছ'টা জায়গায় এক সঙ্গে পুলিশ হানা দেয়াতে ওদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন এখন। এক জায়গায় জেসন আবার হিজ হোলিসেনকে জানাচ্ছে – এ ছ'টা আস্তানার খবর ফাঁস হয়েছে কোমারভেরই নিজস্ব বাহিনী ব্ল্যাকগার্ডদের কারোর একজনের মুখ থেকে। এই কথাটা যদি দোলগোরুকি নেতাদের কানে যায়, এবং সেটা যাবেই, তাহলে তো সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ।

আর বড় দুঃসংবাদ হলো – দোলগোরুকিদের ক্যাসিনো থেকে পাওয়া অর্থ লগ্নির যেসব নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে, সেগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে একদল দক্ষ হিসাব-রক্ষক। ওখান থেকে যদি প্রমাণ হয় মাফিয়ারা কোমারভের দলকে অর্থ দিয়েছে, তাহলে দাঁড়াবার আর জায়গা থাকবে না।

আলেক্সি জেসনে আলোচনায় শেষ ভাগটা আরও মারাত্মক – ওখানে হিজ হোলিনেস বলছেন যে, ৩রা জানুয়ারি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মস্কোতে ফিরে আসার পর হিজ হোলিনেস তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বলবেন 'অযোগ্য ব্যক্তি' হিসেবে ইগর কোমারভের প্রার্থীপদ যেনো এখনি বাতিল করা হয়।

পেত্রোভস্কি যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করেছে কোমারভের বিরুদ্ধে, সেগুলো এবং তার সঙ্গে হিজ হোলিনেসের অনুরোধ নিশ্চয়ই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মারকভ ফেলতে পারবেন না। তাছাড়া নিজেও একজন প্রার্থী হিসেবে কোমারভের মুখোমুখি হতে খুব একটা চান না তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নতুন রাশিয়ার চার জন দেশদ্রোহী ১৬ই জানুয়ারির পর আত্মপ্রকাশ করবে, আর নেতা হিসেবে প্রথমে থাকবে গ্রিশিন স্বয়ং, ব্লাকগার্ডদের কর্তৃত্বে থাকবে সে এবং নতুন রাষ্ট্রপতির আদেশ পালন করবে। দেশদোহীদের দমনের বহু অভিজ্ঞতা তার আছে। তখন সবাইকে দেখে নেবে সে।

ঐ আলোচনার কপিটা নিয়ে দেখা করতে হবে কোমারভের সঙ্গে, সময় ঠিক হলো সন্ধ্যাবেলায়।

সকালে নিকিপার্কের ফ্ল্যাট থেকে অন্য একটা জায়গায় সরে এসেছে জেসন। সেখান থেকে সেই মসজিদটা দেখা যায়, যেখানে মাগোমদের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিলো। চাইলে ওরা সেদিনই জেসনকে মেরে ফেলতে পারতো। অথচ আজ সে-ই জেসনের প্রধান দেহরক্ষী।

স্যার নাইজেলকে লন্ডনে খবর পাঠালো – সব তাঁর পরিকল্পনা মতোই চলছে। খবরটা লিখে বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে পাঠালো।

কলাম্বিয়ার রিকি টেলরের নাম জেসন কখনো শোনেনি, দেখেওনি চোখে, কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো।

সতের বছরের রিকি এক বিস্ময়কর কম্পিউটার প্রতিভা। মাত্র সাত বছর বয়সে একটা পার্সোনাল কম্পিউটার পেয়ে সে সব কিছু ভুলে ওটা নিয়েই প'ড়ে থাকতো সারাক্ষণ।

১৯৯৯ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী সব রকমের যোগাযোগের ব্যাপারে 'টেল-কোর' হয়ে উঠেছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রিকির তখনও ছাত্র। হাতে টাকাপয়সাও তেমন নেই। সে চাইছিলো যেমন ক'রে হোক টেল-কোর'র অন্দর মহলে ঢুকতে। কয়েক মাস চেষ্টা করার পর সফলও খানিকটা হয়েছিলো বৈকি।

আটটা জোন দিয়ে খবর পাঠাবার চেষ্টা করছিলো জেসন। কিন্তু লাইন পাওয়া গেলো না। 'অ্যাকসেস' নেই।

তখন ওদিকে আনাতোলিয়ার পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল টেল-কোর'র কমার্শিয়াল স্যাটেলাইটটা মহাকাশ দিয়ে মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছিলো।

এই কম্পিউটারটা ব্যবহার করা শেখার সময় তাকে বলা হয়েছিলো কি কি করতে হবে। আর ধরা পড়ার সম্ভাবনা হলে কি ক'রে সবকিছু মুছে দেয়া যায়। কারণ, এটা যদি চালু অবস্থাতে শত্রুর হাতে প'ড়ে যায়, তবে তারা ভুল খবর পাঠাতে থাকবে। তাই জেসন কম্পিউটারটাতে কয়েকটা অনাবশ্যক শব্দ জুড়ে রেখেছিলো, যেটা তার নিজের লোকেরাই শুধু বুঝতে পারবে। আর তখন সেই প্রাপক অতোদূর থেকেই কম্পিউটারকে অকেজো ক'রে দিতে পারবে। সংকেতটা ছিলো চার সংখ্যার একটা শব্দ।

কিন্তু স্যাটেলাইটটা চ'লে যাবার পর জেসন তার খবরটা নিয়ে নেয়নি। তার মানে যোগাযোগের ব্যাপারে কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

লন্ডন ছাড়ার আগে নাইজেল তাকে একটা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কার তা জানা ছিলো না জেসনের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার সে নিজেই দুটো খবর একসঙ্গে পাঠাবার চেষ্টা করলো। আর তাতে প্রয়োগ করলো এই খেলার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিগুলো – সহজাত বুদ্ধি, মনের জোর আর ভাগ্য।

ইগর কোমারভ পুরো নোটটা প'ড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, মুখ রক্তশূন্য হয় গেলো। "এটাতো খুবই খারাপ খবর," কোমারভ বললেন, "তাকে আগেই ধরা উচিত ছিলো।"

"চেচেন মাফিয়ারা ওকে আশ্রয় দিয়েছে, এটা কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছি আমরা। তারা মাটির তলায় ইঁদুরের মতো লুকিয়ে থাকে।"

"ইঁদুরদেরও তো মারা হয়। এদের প্রত্যেকে এর মূল্য দিতে হবে।"

"হবে মিঃ প্রেসিডেন্ট। যেহেতু আপনিই দেশের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।"

শত্রুদের খম করতে হবে এই চিন্তাটা অন্যমনস্ক ক'রে দিলো কোমারভকে, "কুকর্মের শাস্তি দিতে হবে। ওরা আমাকে, রাশিয়াকে – আমাদের মাতৃভূমিকে আক্রমণ করেছে। এই ধরনের নরকের কীটদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই।"

ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন কোমারভ, একটু সন্ত্রস্ত হয়ে গ্রিশিন ব'লে উঠলো, "আমার কথাটা শুনুন, মিঃ প্রেসিডেন্ট, এখন আমি যে খবর সংগ্রহ করেছি তাতে ওদের নৌকা উল্টে দেবো।

"কী বলছো তুমি?"

"শত্রুদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি। গুপ্ত সংবাদ পাচারটা বন্ধ করতে হলে একই সঙ্গে প্রতিরোধ আর কুকর্মের শাস্তি দেয়া দরকার।"

মানে ঐ চার জনকেই সরাতে চাও। লোকজন সন্দেহ করবে না তো?"

"কেন করবে? ব্যাঙ্কারের কথাটাই ধরুন। গত দশ বছরে ৫০ জন ব্যাঙ্কার আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে। মিলিশিয়ার ঐ মানুষটা? দোলগোরুকির সঙ্গে চুক্তি করলে ওটা সহজ হবে। পুলিশ অফিসার তো প্রায়ই মারা যায় মাফিয়াদের হাতে। আর ঐ জেনারেল? বাড়িতে চোর ঢুকবে, তারপর জেনারেলকে খতম ক'রে দেবে। এমন ঘটনা আগে যে ঘটেনি তা তো নয় ... আর যাজকের ব্যাপারটা আরও সহজ। বাড়ির চাকর চুরি করছিলো, কসাকদের গুলিতে চোর মারা যায়, তবে সে মারা যাবার আগে প্রধান যাজককে শেষ ক'রে ফেলেছিলো।"

অনেক চিন্তার পরে সম্মতি দিলেন কোমারভ, তবে শর্ত একটা, তিনি যেনো এসব কিছুই জানেন না, শোনেন নি।

"ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমার এইটুকুই জানার ছিলো আপনার কাছ থেকে।"

স্পারটাকে হোটেলে কুজিচকিনের নামে একটা রুম 'বুক' করা হয়েছিলো। তার মাধ্যমে চেচেন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে জেসন এসে কয়েকটা টেলিফোন করলো।

"জেনারেল পেত্রোভস্কি? আচ্ছা শুনুন, আপনি তো ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরেছেন। কিন্তু কোমারভ আর গ্রিশিন আপনাকে ছাড়বে না। আপনার হাতে যেসব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নথিপত্র ধরা পড়েছে, তাতে অনেক কিছু প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। তাই বলছি ঐ সরকারী ফ্ল্যাট থেকে যতো তাড়াতাড়ি পারেন স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে অন্য কোন ব্যারাকে চ'লে যান। একটুও দেরি করবেন না।"

দ্বিতীয় ফোনটা করলো ব্যাঙ্কার লিওনিদ বার্নস্তেইনকে। অফিসে ছিলেন না, বাড়িতে পাওয়া গেলো। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, টিভির প্রোগ্রাম বন্ধ ক'রে দেয়ার জন্যে কোমারভ আর গ্রিশিন আপনার ওপর ক্ষেপে আছেন, পরিবার নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারেন খুব দূরে কোথাও চ'লে যান।

তৃতীয় ফোনটা করলো হিজ হোলিনেস অ্যালেক্সিকে।

"ধর্মাবতার, সব কাজ ফেলে আপনি বেশ দূরে কোন মঠে চ'লে যান। আপনার প্রাণের আশংকা আছে।"

চতুর্থ ফোনটা পেয়ে বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ কিছু বলার আগে জেসন তাঁকে সাবধান ক'রে বললো, "আপনার বক্তৃতাগুলো কোমারভকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আপনি অন্য কোথাও চলে যান, এক্ষুণি।"

"গুণ্ডা বদমাশদের ভয় করি না আমি বুঝলে। জীবনে কোনদিন পিছু হটিনি। এখন তো অনেক বয়েস হয়ে গেছে," বললেন জেনারেল।

হতাশ হয়ে জেসন ফোন ছেড়ে দিলো।

২১শে ডিসেম্বরে রাত। চারটা দল তৈরি হয়ে গেলো। সবচেয়ে বড় দলটা হামলা করলো লিওনিদ বার্নস্তেইনের বাড়ি। প্রহরীদের সঙ্গে গুলি বিনিময় হলো। উভয়পক্ষে কয়েকজন মারাও গেলো। কিন্তু ব্যাঙ্কার সাহেব নাকি দু'দিন আগে সপরিবারে প্যারিস চ'লে গেছেন।

দ্বিতীয় আক্রমণটা হলো কুতুজভস্কি প্রসপেরের একটা অ্যাপার্টমেন্টে। গেটের প্রহরীদের ভুয়া কার্ড দেখিয়ে বিভ্রান্ত ক'রে ভেতরে ঢুকলো দলটা। দু'জনকে লিফটে পাহারায় রেখে চার জন উঠে গেলো ওপরে। দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পেত্রোভস্কিকে পেলো না। মাঝখান থেকে খুন হয়ে গেলো তাঁর বাবুর্চি।

হিজ হোলিনেস-এর বাড়িতে হানা দিতে অসুবিধা হয়নি। কসাক গার্ডদের গুলিতে তাদের দু'জন মরলেও আলেক্সিকে পাওয়া গেলো না। হতাশ হয়ে ফিরতে হলো দলটাকে।

মিনস্ক হাইওয়ের একপাশে নিরালায় একটা কটেজ। দূরে দাঁড়িয়ে রইলো দু'জন, একজন গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলো। চাকর ভোলোদিয়া দরজা খুলতেই বুকে গুলি। বাড়ির কুকুরটার ছুটে এসে আততায়ীর গলা কামড়ে ধরেছে। আততায়ীরা ততোক্ষণে ঘরের ভেতরে চলে গেলো। কুকুরটার মাথা উড়ে গেলো গুলিতে।

ভেতরের ঘরে পিস্তল হাতে ব'সে ছিলেন বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ, একটা গুলি লাগলো দরজাতে, অন্যটা লাগলো সেই আততায়ীর বুকে, যে একটু আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনারেলের কুকুরটাকে খতম করেছে। কিন্তু পরপর তিনটা গুলি ভেদ ক'রে চলে গেলো জেনারেলের দেহ।

সকাল দশটার একটু পরে, গুনায়েভ এসে দেখা করলো জেসনের সঙ্গে।

"বাইরে তো হুলস্থূল পড়ে গেছে। কুতুজভস্কি প্রসপেক্টের রাস্তা দু'দিক দিয়ে বন্ধ। একজন সিনিয়র অফিসারের বাসভবনে কারা নাকি কাল রাতে হামলা করেছে।"

"ওরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে দেখছি। গুনায়েভ, একটা নিরাপদ জায়গা থেকে ফোন করতে হবে। এখান থেকে নয়।"

আধঘণ্টার মধ্যে একটা গুদামবাড়িতে জেসন গেলো। সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গাটা।

নিজেকে জেনারেল মালেনকভ পরিচয় দিয়ে ইন্সপেক্টর নভিকভের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত খবর আদায় করতে পারলো যে, বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ খুন হয়েছেন।

গ্রিশিন তাহলে পাগল হয়ে গেছে দেখছি – জেসন মনে মনে ভাবলো।

তারপর জেনারেল পেত্রোভস্কি। জেসন জানিয়ে দিলো তাঁর ফ্ল্যাটে গতকাল কি হয়েছে।

"ওরা কিন্তু আপনাকে খুঁজছিলো জেনারেল। ঐ কাগজপত্রগুলোর জন্যে। আর শুনেছেন কি কোলিয়া আঙ্কেল খুন হয়েছেন। কেন? কোমারভকে নিন্দা করার জন্যে। তা, আপনি নিজে কিছু না করুন, অন্তত মিলিশিয়া কলেজিয়ামের খবরটা দিয়ে বলুন ইন্সপেক্টর নভিকভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।"

বার্নস্তেইনের পার্সোনাল সেক্রেটারির কাছ থেকে জানা গেলো উনি সপরিবারে প্যারিসে। জেসন তাঁর ব্যাপারে আপাততঃ নিশ্চিন্ত। আর সেক্রেটারির সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলো আক্রমণকারীরা কোমারভের ব্ল্যাকগার্ড। সেক্রেটারিকে এটাও বললো জেসন, "তোমার বস্‌কে ব'লে দাও তিনি যেনো তাঁর টিভি কোম্পানির রিপোর্টারদের এই বিষয়ে খোঁজখবর করতে ব'লে দেন।

তারপর জাতীয় সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ার চিফ রিপোর্টারকে জানিয়ে দিলো জেনারেল নিকোলায়েভের মৃত্যু সংবাদ। ঠিকানাটাও দিয়ে দিলো সে।

প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত এর চিফ রিপোর্টারকে পেলো জেসন।

"শুনুন, গতরাতে হিজ হোলিনেস অ্যালেক্সি দ্বিতীয়ের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিলো। খবর নিন। আমার পরিচয় জেনে কোন লাভ নেই।"

দারুণ খবর। চিফ রিপোর্টার ছুটে গেলো জেসনের দেয়া ঠিকানায়। রাস্তা থেকেই পুলিশ কর্ডন ক'রে রাখা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে চেনা ইন্সপেক্টরটি বেরিয়ে গেলো।

"ব্যাপারটা সামান্য চুরির। একজন গার্ড খুন হয়েছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাই নাকি ইন্সপেক্টর। হিজ হোলিনেসের ওপর আক্রমণ হয়নি তো?"

"কোত্থেকে এসব বাজে খবর পান।"

"কিন্তু ইন্সপেক্টর প্রধান ধর্মযাজকের বাড়িতে চুরি করার মতো কিছু জিনিস থাকে কী?"

এবার ইন্সপেক্টর থতমত খেয়ে গেলো।

"চুরি হয়নি বলছেন, তাহলে যারা এসেছিলো তারা 'কাউকে' খুঁজছিলো, না পেয়ে ফিরে গেছে, তাও তো হতে পারে?"

"শুনুন, এর কোন প্রমাণ নেই, আজেবাজে লিখে বিপদে পড়বেন না," ইন্সপেক্টর সাবধান ক'রে দিলো চিফ রিপোর্টারকে।

একটু পরে প্রেসিডিয়ামের পূর্ণ মর্যাদার এক জেনারেল ফোন ক'রে ইন্সপেক্টরকে ঠিক সেই সন্দেহই প্রকাশ করলেন, যা একটু আগে চিফ রিপোর্টার ক'রে গেছে।

২৩শে ডিসেম্বর সব সংবাদপত্রে হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে গেলো চারটা আক্রমণের ঘটনা। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ক'রে কাগজগুলো সব ঘটনা খুঁটিয়ে ছেপেছে।

সকালের টিভি নিউজেও প্রচার চললো ঐ ঘটনার। তাদের বিশ্লেষকদের অভিমতগুলো আরও মারাত্মক। ব্যাঙ্কারের বাড়িতে হামলা, ঠিক আছে, অর্থের লোভে হতে পারে। কিন্তু হিজ হোলিনেসের বাড়িতে সে যুক্তি খাটে না। বৃদ্ধ জেনারেলকেও কি অর্থের লোভে, তা নিশ্চয়ই নয়। পঞ্চাশ ষাটটা ফ্ল্যাটের মধ্যে বেছে নিয়েছে শুধু জেনারেল পেত্রোভস্কির ফ্ল্যাট, কিন্তু কেন?

দুটো কাগজের সম্পাদকীয়তে একথাও বলা হলো যে, ঐ চার জায়গার মধ্যে যারা প্রত্যক্ষদর্শী, তারা বলেছে, হামলাটা হয়েছিলো একেবারে মিলিটারি কায়দায়। অতএব অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উচিত এখনই এই গুণ্ডাবাজীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া।

তারপরের দিন, গালের মধ্যে কাগজপুরে গলাটাকে অন্যরকম ক'রে জেসন আবার বিভিন্ন খবরের কাগজের অফিসে ফোন করতে শুরু করলো – বক্তব্য মোটামুটি এই :

"আমি একজন রুশ। ব্ল্যাকগার্ডদের বাহিনীর এক পদস্থ অফিসার। বেশ কয়েকমাস ধ'রে দলের খৃষ্টান বিরোধী, ধর্ম-বিরোধী মনোভাব, যা দেশপ্রেমিকদের শক্তিগুলির সঙ্ঘ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করছে, বিশেষ ক'রে কোমারভ আর গ্রিশিন, তা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে গেছে। জনসাধারণের সামনে ওরা যা বলে, করে ঠিক তার বিপরীত। এরা চার্চ আর গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে, এবং দেশে একদলীয় শাসন আনতে চাইছে নাৎসিদের মতো ... এবার আমি মনের কথা খুলে বলতে চাই – কর্নেল গ্রিশিন কোলিয়া আঙ্কেলের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলো, কারণ উনি কোমারভের নিন্দা করেছিলেন। ব্যাঙ্কার বার্নস্তেইন তাঁর টিভি চ্যানেলে কোমারভের বক্তৃতা আটকে দেয়াতে তাঁকেও সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলো গ্রিশিনের ব্ল্যাকগার্ড। হিজ হোলিনেসও কোমারভদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে জনগণের সামনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখ খুলতে চেয়েছিলেন আর জেনারেল পেত্রোভস্কি কোমারভদের অর্থ সাহায্যকারী দোলগোরুকিদের আস্তানায় হামলা করায় তাঁকে খুঁজছিলো। এই ব্ল্যাকগার্ডরাই চারটা জায়গায় ওইসব ঘটনা ঘটিয়েছে।"

সাতটা খবরের কাগজের সম্পাদক ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক। তাঁরা খোঁজখবর নিতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

জেনারেল নিকোলায়েভের মৃত্যু তাঁর ব্যাপারটা সন্দেহাতীত ক'রে দিলো। বাকি দু'জনের অফিস থেকে ঘটনাকে সমর্থন করা হলো। শুধু হিজ হোলিনেসের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলো না, কারণ তিনি কোন একটা মঠে চ'লে গেছেন।

দুপুর দু'টা থেকে তিনটার মধ্যে ইগর কোমারভের সদর দপ্তরে ফোনের পর ফোন আসতে লাগলো। কুজনেৎসভ ঘেমে লাল। আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে।

চিৎকার ক'রে প্রত্যেককে একই কথা বলতে লাগলো কুজনেৎসভ।

"সব মিথ্যে কথা, আমি আদালতে মানহানির মামলা করবো যদি আপনারা এসব কথা লেখেন আপনাদের কাগজে। কোমারভের সঙ্গে যদি হিটলারের তুলনা করেন তবে মান হানির দায়ে পড়বেন ব'লে রাখলাম।"

ওদিকে নিজের অফিসে ব'সে কর্নেল গ্রিশিন ক্ষেপে গেছে। সব কাণ্ড কারখানায় জেসনের হাত আছে ঠিকই, কিন্তু ব্ল্যাকগার্ডদের দলের কে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে অতো কথা জানালো সংবাদপত্রে? দু'হাজার ব্ল্যাকগার্ডদের মধ্যে কে ওই কাজটা করেছে? কে সেই সিনিয়র অফিসার?

পাঁচটা বাজার একটু আগে বরিস কুজনেৎসভ দেখা করার অনুমতি পেলো কোমারভের সঙ্গে, যাঁকে সে পূজো ক'রে এসেছে এতোদিন।

আমেরিকায় পড়াশোনা করার জন্যে কুজনেৎসভ শিখেছিলো যে, জনসমর্থন লাভ করার জন্যে জনসংযোগের প্রথম পাঠটা হলো, যাই বলো না কেন, যদি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলা যায়, তবে তা লক্ষ্যভেদ করবেই। আর এই গুণটা কোমারভের মধ্যে দেখে সে ভক্তি করতে শুরু করেছিলো তাঁকে। শব্দ ঠিক মতো ব্যবহার করলে তার আবেদন অগ্রাহ্য করা কঠিন। কোমারভ তাঁর বিশেষ গুণটা দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদের দিকে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছেন।

সেই সঙ্গে কুজনেৎসভের মনে আর একটা মুখ ভেসে উঠলো – ঐ তরুণ ভ্রাম্যমান যাজকের। তাঁর বক্তব্যও বেশ জোরালো – ইনি চাইছেন চার্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আর একটি আইকনের প্রতিষ্ঠা।

কোমারভের ঘরে ঢুকে চম্‌কে উঠলো কুজনেৎসভ। চারপাশে খবরের কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প'ড়ে আছে, তার মাঝখানে পুতুলের মতো স্থির হয়ে ব'সে আছেন তার নেতা। এ পর্যন্ত সরাসরি কোমারভকে আক্রমণ ক'রে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি।

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি একটা বড় সাংবাদিক সম্মেলন ডাকুন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুজনেৎসভের কথাটা যেনো কানে ঢুকছিলো না কোমারভের। এর আগে শত অনুরোধেও প্রেস কনফারেন্সের সামনে হাজির হতে রাজি হননি কোমারভ। তিনি সব সময়ে সাজানো সাক্ষাৎকার দিতে পছন্দ করেন।

আরেকবার অনুরোধ করতেই গর্জে উঠলেন কোমারভ, "আমি সাংবাদিক সম্মেলন পছন্দ করি না।"

"কিন্তু এই সব গুজবের প্রতিবাদ করার ওটাই একমাত্র পথ। ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনিই পারবেন।"

"না, ওসব আমি ঘৃণা করি। এবার বলো, জনগনের ওপিনিয়ন পোলের খবর কি?"

"আট সপ্তাহে আগে জনগণের ৭০ শতাংশ ছিলো আপনার পক্ষে, সেটা নেমে এসেছে ৪৫ শতাংশে, এবং ক্রমশ সেটা কমছে। গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির জনপ্রিয়তা ২৮ শতাংশ বেড়েছে, ক্রমশঃ তা বাড়ছে। দু'দিন দেরি হলে আপনার ভোট কমবে, মারকভের বাড়বে।"

শেষ পর্যন্ত কোমারভ রাজি হলেন সাংবাদিক সম্মেলনের মুখোমুখি হতে।

পরদিন সকাল ১১টায় ন্যাশনাল হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হলো। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা উপস্থিত। মুখবন্ধে কুজনেৎসভ ব'লে রাখলেন কি ক'রে গত কয়েকদিন ধ'রে দেশপ্রেমিক সঙ্ঘের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে অপ্রচার চলছে। সবই মিথ্যা। সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট সেই কথাই বলবেন আপনাদের।

একটু পরে, পর্দা সরিয়ে বরাবরের মতো সদম্ভে মঞ্চে এলেন কোমারভ, এবং সেই ভঙ্গীতে অসাধারণ বাগ্মিতার বলতে শুরু করলেন এক মহান রাশিয়া সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা, আর সেটা সম্ভব হবে, যদি জনগণ তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে।

পাঁচ মিনিট ধ'রে সবাই নিঃশব্দে তাঁর ভাষণ শুনলো। কিন্তু তাঁর মেঠো বক্তৃতায় যে ধরনের উচ্ছ্বাস আর সাড়া পেতেন, আজ সে সব নেই কেন? হাততালি পড়ছে না কেন?

আবার শুরু করলেন দেশের মহান ঐতিহ্যের কথা, আশ্বাস দিলেন যে দেশকে বিদেশী ব্যাঙ্কার, মুনাফাবাজ আর অপরাধীদের হাত থেকে মুক্ত করবেন, ইত্যাদি।

আবার নিস্তব্ধতা। কুজনেৎসভ দ্রুত চিন্তা ক'রে নিয়ে বললো, "আপনাদের প্রশ্ন কিছু থাকতে পারে নিশ্চয়ই?"

আমেরিকার *নিউইয়র্ক টাইমস*, লন্ডনের *টাইমস* আর *ডেইলি টেলিগ্রাফ*, *সিএনএন* উৎসুক আর উন্মুখ হয়ে আছে।

লস এঞ্জেল্‌স টাইমসের প্রতিনিধি প্রথম প্রশ্নটা করলেন।

"মিঃ কোমারভ, প্রচার অভিযানে আপনি এযাবৎ প্রায় ২০ কোটি ডলার খরচ করেছেন, এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড। এতো অর্থ পেলেন কোত্থেকে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন কোমারভ ঐ সাংবাদিকের দিকে। কুজনেৎসভ কানে কানে কী যেনো বললো।

কোমারভ উত্তর দিলেন, "রাশিয়ার মহান জনগণের দেয়া চাঁদা থেকে।"

"কিন্তু এটাতো সমগ্র রুশ জনগণের এক বছরের আয়। ঠিক কোত্থেকে এলো, সেটা বলুন, স্যার।"

তারপরই শুরু হয়ে গেলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

"এটা কি সত্যি যে, আপনি সব বিরোধী পক্ষকে উচ্ছেদ ক'রে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করতে চান?"

"আপনি কি জানেন জেনারেল নিকোলায়েভ আপনার নিন্দা করার তিন সপ্তাহের মধ্যে খুন হয়েছেন?"

"আপনি কি জানেন, দু'দিন আগের রাত্রে যেসব গণ্ডগোল হয়েছে তার পেছনে আছে আপনাদের ব্ল্যাকগার্ডরা?"

ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, সরকারী টিভি ... সব মিলে একটা নরক হয়ে উঠলো যেনো।

সবশেষে ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, যাঁর সহকর্মী মার্ক জেফারসন নিহত হয়েছে গত জুলাই মাসে।

"মিঃ কোমারভ, কালো ইশতেহার নামের কোনো গোপনীয় দলিলের কথা আপনি কখন শুনেছেন কি?"

প্রায় ৩০/৪০ জন সাংবাদিক হঠাৎ এমন উদ্ভট প্রশ্ন শুনে চম্‌কে উঠলেন, এ বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানা নেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো প্রশ্নটা শুনে কোমারভ বেশ বিচলিত।

"কোন ইশতেহার?"

এখানেই দারুণ ভুল করলেন কোমারভ।

"আমার কাছে যা খবর আছে, স্যার, ওই ইশতেহারে আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী একদলীয় শাসন প্রবর্তনের কথা আছে। দেশকে শাসন করা হবে ২ লক্ষ ব্ল্যাকগার্ড দিয়ে, প্রতিবেশী প্রজাতন্ত্রে আক্রমণ করার কথাও আছে।"

এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো ঘরে। সব দেশীয় রাজ্যের সাংবাদিকরাও হা ক'রে শুনলেন ইংরেজ সাংবাদিকের কথা। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কোমারভের দিকে।

আর একটা ভুল করলেন কোমারভ। মেজাজ খারাপ ক'রে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "এই সব বাজে কথা আমি আর শুনতে চাই না।" কথাটা ব'লে উনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন মঞ্চ ছেড়ে। পেছনে কুজনেৎসভ।

হলঘরের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে গ্রিশিন সব শুনে হতাশ, ঘৃণার চোখে তাকালো সাংবাদিকদের দিকে, সময় আসুক এদেরকে দেখে নেবো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

মস্কোর মধ্যাঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যেখানে মসকভা নদী চুলের কাঁটার মতো উল্টোকিে ঘুরে বয়ে যাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যযুগীয় নোভোদেভিচি কনভেন্ট, আর তার পাঁচিলের ছায়ায় আছে সেই বিরাট এবং ঐতিহ্যবাহী গোরস্থান। বিশ একর জমির ওপর প্রায় ২২০০০০টি কবর আছে এখানে। মোটামুটি এগারোটা বাগানে বিভক্ত জায়গাটা। গত দুশো বছর ধ'রে এখানে সমাহিত করা হচ্ছে দেশের সেরা মানুষদের।

সম্প্রতিকালের মধ্যে নিকিতা ক্রুশ্চভের কবরের কাছেই আছে নভোচর ইউরি গ্যাগারিনের কবর।

১৯৯৯ সালের শীতকালে এখানে আর নতুন ক'রে কাউকে কবর দেবার মতো জায়গা ছিলো না, কিন্তু যেহেতু জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভের জন্যে বহু আগে থেকে কবর দেবার জায়গা সংরক্ষিত ক'রে রাখা হয়েছিলো তাই ২৬শে ডিসেম্বর মামাকে ওখানে কবর দিতে মিশা আন্দ্রেইয়েভের তেমন কোন অসুবিধা হয়নি।

মামার নির্দেশ অনুসারে তাঁর শেষকৃত্য যথোচিত ধর্মীয় পদ্ধতিতে করলো ভাগ্নে। বিশ জন জেনারেল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর মস্কোর দু'জন মেট্রোপলিটন বিশপ উপস্থিত ছিলেন সেখানে। শেষ পর্যন্ত খাঁটি খৃস্টানের মতো কবরস্থ করা হলো জেনারেলকে। সম্মান দেখালো সামরিক বিভাগ।

ফেরার পথে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল বুতভ মিশার কাঁধে হাত রেখে সন্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বললো, "ভয়ঙ্কর ব্যাপার ... ভবিষ্যতে কী হবে বলা যায় না।"

"একদিন না একদিন আমি ওদের খুঁজে বের করবো, তখন শাস্তি পেতে হবে ওদের।"

এরপর সবাই নিজ নিজ গাড়িত ক'রে চলে গেলো।

পাঁচ মাইল দূরে, স্লাভিয়ানস্কি স্কোয়্যারে পিঁয়াজের মতো গম্বুজওয়ালা একটা গির্জার মঠে, ভীত পায়ে ঢুকলো একজন যাজক। তার কয়েক মিনিট পরে এলো গ্রিশিন।

"খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?" গ্রিশিন বললো।

"হ্যাঁ, তা পেয়েছি।"

"ভয় পাবেন না ফাদার ম্যাক্সিম। একটু বিপর্যয় হয়েছে বটে, তবে তা সামলে নেবো। এখন বলুন, হিজ হোলিনেস আলেক্সি হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জানি না। তবে ২১শে ফেব্রুয়ারি ট্রিনিটি সেন্ট সেরজিয়াস মঠ থেকে একটা ফোন এসেছিলো, সেক্রেটারি ধরেছিলো, তা থেকে জানা যায় যে তাঁকে মঠে গিয়ে উপদেশ প্রচার করতে হবে। তারপর উনি কসাক দেহরক্ষী আর দু'জন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে চ'লে যান।"

"আমাকে খবরটা দিলেন না কেন?" একটু অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করলো গ্রিশিন।

"আরে, আমি কি ক'রে জানবো যে ঐ রাতেই বাড়িতে কেউ আসছে।"

"তারপর ..."

"তারপর, আমি মিলিশিয়াকে খবর দেই, তারা এসে মৃত কসাকটার দেহ নিয়ে যায়, তবে ওরা বলাবলি করছিলো যে, আক্রমণের লক্ষ্য ছিলো হিজ হোলিনেস। পরে সেক্রেটারি আমাকে ফোন ক'রে জানালো যে অ্যালেক্সি মানসিকভাবে বেশ ভেঙ্গে পড়েছেন। যাই হোক উনি গতকাল আবার বাড়ি ফিরে এসেছেন," জানালো ফাদার।

"শুধু এটুকু বলার জন্যে আমাকে ডেকেছেন আপনি?" গ্রিশিন সামান্য বিরক্ত হলো।

"নিশ্চয়ই না। নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু বলার আছে।"

"ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, ফাদার। ইগর কোমারভই শেষ পর্যন্ত জিতবেন।"

"কিন্তু আজ সকালে হিজ হোলিনেস দেখা করতে গিয়েছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে।"

"আপনি কি ক'রে তা জানলেন?"

"উনি ফিরে এসে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমার কাছাকাছি থাকাটা নিয়ে ওরা তেমন মাথা ঘামাননি। উনি বলছিলেন, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মারকভ কি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তার কথা।"

"সিদ্ধান্তটা কি?"

"সেটা আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারবো না, আমি ইগর কোমারভকে দারুণ শ্রদ্ধা করি ... তাই আমি এ ব্যাপারে আর থাকতে চাই না। বিপদ ক্রমশ বাড়ছে।"

সাঁড়াশির মতো দুটো হাত চেপে ধরলো ফাদারের কাঁধ।

"আপনি অনেকটা জড়িয়ে পড়েছেন, এখন ফিরে যাবার পথ আপনার বন্ধ হয়ে গেছে। হয় হোটেলের বেয়ারা হতে হবে সব হারিয়ে, নয়তো একুশ দিন পরে কোমারভের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু পাবেন। এবার বলুন সিদ্ধান্তটা কি?"

"নির্বাচনে কোরমভকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হবে না।"

"অসম্ভব! এ কাজ ওরা করতে সাহস করবে না। দেশের অর্ধেক মানুষ আমাদের পক্ষে," চেঁচিয়ে উঠলো গ্রিশিন পরিবেশ ভুলে।

"কিন্তু হিজ হোলিনেসের সঙ্গে দু'জন জেনারেলও গিয়েছিলেন, তাঁরাও একই অনুরোধ জানান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে। শুধু তাই নয়, নববর্ষের দিন দেশবাসী উৎসবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেতে থাকবে তখন ঐ জেনারেলরা নিজেদের অনুগত বাহিনী থেকে প্রায় ৪০০০ সৈন্য নিয়ে আপনাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবে, ব্ল্যাকগার্ডদের নিশ্চিহ্ন করবে, এই অভিযোগে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন আপনারা।"

"ওরা তা করতে পারে না। কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই ওদের কাছে," গ্রিশিন বললো।

"ব্ল্যাকগার্ডদের একজন সিনিয়র অফিসার সাক্ষ্য দেবে – হিজ হোলিনেস তাঁর সেক্রেটারিকে একথা বলেছিলেন, আমি শুনেছি।"

কে যেনো ইলেকট্রিকের শক্ দিলো গ্রিশিনের গায়ে। কোমারভ বা গ্রিশিন নিজে কোনদিন ডুমার সাংসদ ছিলো না, অতএব গ্রেপ্তার এড়ানো যাবে না। আর যদি সত্যিই তেমন কোন ব্ল্যাকগার্ড অফিসার সাক্ষ্য দেয়, তবে তো ওদের জেলে থাকতে হবে নির্বাচন পর্যন্ত। আর ওরা ধরা পড়লে জেরা করার সময় কি অত্যাচার চলে তা গ্রিশিনের অজানা নয়।

"যান, বাড়ি যান, ফাদার ম্যাক্সিম। ওখান থেকে যতোটা পারবেন খবর জোগাড় ক'রে আমায় দেবেন। আর পালাবার চেষ্টা করবেন না, কারণ আপনি আমাদের কথা বড় বেশি জেনে ফেলেছেন।"

বাড়ি ফিরলেন ফাদার ম্যাক্সিম। ৬ ঘণ্টার মধ্যে তার বৃদ্ধা মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, মা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর ক'রে দিলেন হিজ হোলিনেস। সন্ধ্যার পর তাকে দেখা গেলো ঝিতোমিরগামী একটা ট্রেনে। আর এখানে থাকা নয়।

শেষ যে খবরটা জেসন পশ্চিমে পাঠিয়েছিলো, সেটা দুটো কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখে মাইক্রো ফিল্মে ছবি তুলে, ফিল্মেরই ছোট্ট খাপে ভরে রাখলো।

রাত সাড়ে নটার সময় মগোমোদ আর দুজ'ন দেহরক্ষী এসে জেসনকে নিয়ে গেলো নাগাতিনো এলাকার একটা সাদামাটা বাড়িতে। জেসনই ঠিকানাটা দিয়েছিলো।

মুখে দাড়ি এক বৃদ্ধ, গায়ে শাল জড়িয়ে দরজা খুললেন। বৃদ্ধ যে এককালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক ছিলেন সেটা জেসনের জানা ছিলো না। কমিউনিস্ট আমলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লেখালেখি করার জন্যে তাঁর চাকরি আর ফ্ল্যাট দু-ই চ'লে যায়। বর্তমানে দয়া ক'রে তাঁকে রাস্তা পরিস্কার করার চাকরি দেয়া হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনে এরকমই অত্যাচার চলতো। যেমন চেকোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্দার দুবচেক'কে শেষ জীবনে কাঠ-কাটার কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিলো।

ঐ বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে বহু আগে মস্কোর পথে দেখা হয়েছিলো নাইজেলের সঙ্গে। উনি বৃদ্ধর নাম দিয়েছিলেন 'লিসা' অর্থাৎ শিয়াল। একশো ডলার দিয়েছিলেন সাহায্য হিসেবে, আর একটা জিনিস শিখতে বলেছিলেন। মাঝে মাঝে অর্থও দিতেন।

www.BanglaBook.org

বিশ বছর পর নাইজেলের নাম নিয়ে একজন এসেছে বৃদ্ধের বাড়ি।

"একটু কথা বলার আছে লিসা।"

বৃদ্ধ জেসনকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

জেসন তাঁর হাতে ফিল্মের ছোট্ট কৌটাটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

মাঝরাতে ছোট্ট পায়রা, নাম মারতি, তার পায়ে একটা কৌটা বাঁধা অবস্থায় আকাশে উড়ে গেলো। কয়েক সপ্তাহ আগে ঐ পায়রাটাকে মস্কোতে এনেছিলো মিচ আর সিয়ারান। ব্রায়ান ভিনসেন্ট পায়রাটা এনে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ফিনল্যান্ডে।

মারতি ডানা মেলে প্রায় হাজার ফুট ওপরে উঠে নিজের পথ ধরলো।

এদিকে গ্রিশিনের লোকেরা কম্পিউটারের মাধ্যমে কেউ খবর পাঠাচ্ছে কিনা ধরার জন্যে স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। একটা বিপ্ বিপ্ শব্দ ভেসে আসতেই ওরা তৎপর হয়ে উঠলো। এবার তারা ধরতে পেরেছে কোন বাড়ি থেকে খবরটা পাঠাচ্ছে বিদেশী গুপ্তচর।

মারতির প্রখর বুদ্ধি ও নিজের জায়গার প্রতি সহজাত টানে কনকনে শীতের মধ্যে উড়ে চলেছে উত্তরদিক লক্ষ্য ক'রে। কোথায় ও জন্মেছে, কোথায় ও প্রতিপালিত হয়েছে সেটা ও জানে।

মস্কো ছাড়ার ষোলো ঘণ্টা পরে, ক্লান্ত মারতি হেলসিঙ্কির শহরতলীর একটা বাড়ির মাচায় এসে নামলো। দুটো গরম তালুর মধ্যে আশ্রয় পেলো মারতি। এর তিন ঘণ্টা পরে, স্যার নাইজেল পেয়ে গেলেন ঐ ছোট্ট কৌটোটা।

খবরটা পড়ার পর খুশির হলেন নাইজেল। উনি যা যা চেয়েছিলেন কাজটা সেই মতোই এগিয়েছে। জেসন মঙ্কের এখন একটাই কাজ বাকি। ততোক্ষণ আত্মগোপন ক'রে থাকা যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাকে নিরাপদে মস্কো থেকে তুলে আনা হচ্ছে। তবে ঐ খেয়ালী ভার্জিনিয়াবাসীর মনে কী আছে কে জানে।

মারতি যখন আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিলো তখন দলের সদর দপ্তরের একটা ঘরে ইগর কোমারভ আর গ্রিশিন আলোচনায় ব্যস্ত। বাড়িটা প্রায় ফাঁকা, শুধু কয়েকজন প্রহরী আছে বাইরে।

ছাইয়ের মতো ফ্যাঁকাশে মুখে কোমারভ ব'সে আছেন। এইমাত্র ফাদার ম্যাক্সিমের কাছ থেকে পাওয়া খবরটা তাঁকে শুনিয়েছে গ্রিশিন।

কেমন যেনো কুঁকড়ে গেছেন কোমারভ, আগের তেজ আর নেই। দুর্দান্ত একনায়কদের ক্ষমতা যদি হঠাৎ কেড়ে নেয়া হয়, তখন তাদের যেমন অবস্থা হয় কোমারভেরও তাই হয়েছে। গ্রিশিন দেখেছে বড় বড় নেতা, মন্ত্রী জেলের ছোট্ট ঘরে বন্দী অবস্থায় কেমন হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সবার করুণাপ্রার্থী হয় তারা।

এবার সব কিছু ছন্নছাড়া হয়ে যেতে বসেছে। এখন কথা বলার ফুলঝুরিতে আর কাজ হবে না। গ্রিশিন সবসময়ই কুজনেৎসভকে ঘৃণা ক'রে এসেছে; যার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধারণা ছিলো ক্ষমতার উৎস হচ্ছে সরকারী বিজ্ঞপ্তি আর ইশতেহার। কিন্তু গ্রিশিন জানে যে ক্ষমতার উৎস হলো বন্দুকের নল। আর এখন, সঙ্ঘের প্রধান আজ গ্রিশিনের উপর বেশি নির্ভরশীল হতে চলেছেন।

গ্রিশিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে মার খেতে রাজি নয়। কোমারভকেও ছাড়তে পারছে না, কিন্তু নিজের প্রাণটাও তো বাঁচানো দরকার।

কোমারভের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, ধাপে ধাপে তাঁর পতন এগিয়ে আসছে। নভেম্বর মাসে মনে হয়েছিলো জানুয়ারি মাসে নির্বাচনে তিনি জিতবেনই। কিন্তু কালো ইশতেহারটা চুরি হবার পর থেকে একের পর এক অঘটন ঘটে চলেছে।

কিন্তু ঐ মার্কিন গুপ্তচর, যার ফটো তিনি শুধু দেখেছেন, সে তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে গ্রিশিনকেও নাস্তানাবুদ ক'রে ছেড়েছে। চারদিক থেকেই তিনি ডুবছেন। টিভি প্রচার বন্ধ হলো। চার্চ তাঁর বিরুদ্ধে গেলো। ব্যাঙ্কারের ব্যাপারটা বোঝা যায়, লোকটা ইহুদ ছিলো, জেসন নিশ্চয়ই তাকে কালো ইশতেহারটা পড়তে দিয়েছিলো।

কিন্তু কেন জনগণ তাঁর মতো এক মহান পরিত্রাতাকে সমর্থন করবে না? কেন তাঁর পতাকার তলায় আসবে না, যিনি রাশিয়া নতুন ক'রে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিকোলাইয়ের মতো দেশ ভক্ত জেনারেল কেন তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন? চার্চ, দোলগোরুকি, সংবাদপত্র, ইহুদি, চেচেন, বিদেশী – এদের সবাইকে ধ্বংস করতে হবে।

সবশেষে বললেন, "এই চারটা হামলা চালানোটাই মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।"

"মাফ করবেন," গ্রিশিন বললো, "রণ কৌশলগতভাবে নির্ভুল ছিলো পরিকল্পনাটা, আমাদের দুর্ভাগ্য, বাকি তিন জনকে যথাস্থানে পাওয়া যায়নি।

কোমারভ ক্ষুব্ধ। দুর্ভাগ্যই বটে। তা না হলে খবরের কাগজ কোথা থেকে খবর পেলো আমি আছি এই সবের পেছনে? ঐ বোকা কুজনেৎসভের কথাতেই বা কেন ডাকতে গেলাম প্রেস কনফারেন্স?

"তুমি যার কাছ থেকে এই খবরটা পেয়েছো সে নির্ভরযোগ্য তো গ্রিশিন?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি তাকে বিশ্বাস করো তো?" প্রশ্ন করলেন কোমারভ।

"একেবারেই না। লোকটা লোভী ও দুর্নীতিগ্রস্ত। ভোগীর জীবন যাপন করতে চায়। সবই ঠিক দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

জেসনের সঙ্গে হিজ হোলিনেসের কথাবার্তার টেপটা ওরা রেকর্ড করেছে।"

"ওরা যা বলছে তা কি কাজে করবে? আচ্ছা গিশিন, তুমি যদি ওদের জায়গায় থাকতে তাহলে কি করতে?"

"ওরা যা করছে তাই করতাম। নববর্ষের মেজাজের সুযোগ নিয়ে আক্রমণ চালাতাম। নববর্ষের আগের রাত থেকে কোন রুশ চোখ খুলে তাকাতে পারে না ভদকার প্রভাবে। আমাদের ব্যারাকেও সবার সেই অবস্থা হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি বলছো গ্রিশিন? তাহলে তো আমরা শেষ! এতোদিন যা ভেবে এসেছি, যে স্বপ্ন দেখে এসেছি, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?"

গ্রিশিন উঠে চলে এলো কোমারভের খুব কাছে, "এর জন্যেই কি এতোদূর এগিয়েছি আমরা? না, শত্রুর অভিপ্রায়টা বুঝতে পারাটাই আমাদের সাফল্যের চাবি কাঠি। প্রথমে আঘাত হানা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই।"

"আঘাত? কাদের ওপর?"

"মস্কো দখল করুন। রাশিয়াকে দখল করুন। পনেরো দিন বাদে যেটা আপনার হাতে আসবে সেটা জোর ক'রে দখল করতে হবে। শত্রুপক্ষও নববর্ষের দিন উৎসবে মেতে থাকবে। রাতে আমি ৮০০০০ সৈন্য নিয়ে মস্কো দখল করবো। মস্কোর সঙ্গে চ'লে আসবে সমগ্র রাশিয়া।"

"সামরিক অভ্যুত্থানের কথা বলছো?"

"এটা তো ইউরোপ নয়, রাশিয়াতে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। নববর্ষের দিন রাশিয়া আপনার হয়ে যাবে।"

কোমারভ স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। টিভি, স্টুডিও থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন, লোকেদের বোঝাচ্ছেন নির্বাচন বন্ধ ক'রে দিয়ে জনগণের অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। জেনারেলদের গ্রেপ্তার করা হবে। ক্যাপ্টেনরা ছুটে আসবে তাঁর কাছে প্রোমোশন পাবার জন্যে।

"তুমি এটা করতে পারবে গ্রিশিন?"

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই দুনীর্তিগ্রস্ত দেশে সব কিছুই কেনা যায়। তাই আমাদের মাতৃভূমির জন্যে দরকার ইগর কোমারভের। অর্থ দিয়ে সব সৈন্যদলকে কিনে নেবো। আর নববর্ষের দুপুরে আপনাকে ক্রেমলিনে সরকারী বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবো।"

একটু ভেবে নিয়ে কোমারভ গ্রিশিনকে বললেন, "করো, সেটাই করো।"

সব সশস্ত্রবাহিনী ঐক্যবদ্ধ ক'রে মস্কো দখল করার কাজটা যদি গোড়া থেকে শুরু করতে হোতো তাহলে এই চার দিনে গ্রিশিনের পক্ষে তা অসম্ভব হয়ে উঠতো। কিন্তু নির্বাচনে কোমারভ জিতছেনই এটা ধ'রে নিয়ে প্রতিপক্ষকে কিভাবে সামলাতে হবে তার ছক আগে থেকে কষে রেখেছিলো গ্রিশিন। তাই কারা শত্রু আর কারা মিত্র তা মনে মনে স্থিও ক'রে নিয়েছিলো গ্রিশিন। শত্রুদের মধ্যে প্রথমেই পড়ে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বাহিনী, ৩০,০০০ সশস্ত্র একটি দল, তার মধ্যে ৬০০০ মস্কোতে আর ১০০০ ক্রেমলিনের ভেতরে মোতায়েন থাকে। এদের নেতৃত্বে আছে জেনারেল সেরগেই কোরিন। এরা রাষ্ট্রের অর্থাৎ সরকারের হয়ে লড়বে।

তারপর শত্রু বলতে বোঝায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ১,৫০,০০০ সৈন্য বিশিষ্ট এক বাহিনী। তার মধ্যে মস্কোতে আছে মাত্র ৫০০০ জন। তবে কোমারভের নতুন রাশিয়াতে এদের কোন স্থান হবে না, সেই সঙ্গে এই ব্ল্যাকগার্ডদেরও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এর সঙ্গে দোলগোরুকিরাও চাইছে ওদের শত্রুদের – এমভিডি বাহিনী আর জেনারেল পেত্রোভস্কির পরিচালিত জিইউভিডি'কে ধ্বংস করতে হবে।

আর গ্রিশিনের নিজের অধীনে আছে ৬০০০ ব্ল্যাকগার্ড, আর ২০০০ কমবয়সী ইয়ং কমব্যাটান্ট দল। এই ব্ল্যাকগার্ডরা দারুণ শিক্ষিত সৈন্যদল। চাইলে সব করতে পারে। তবে এদের ওপর তলার ৪০ জনের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে, যে ২১শে ডিসেম্বরের খবরটা ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো সরকারের কাছে।

২৮শে ডিসেম্বর উপায়ন্তর না দেখে গ্রিশিন ব্ল্যাকগার্ডদের প্রথম চল্লিশ জনকে আলাদা ক'রে আটকে রাখলো এই আশাতে, পরে জেরা ক'রে লোকটাকে ধরা যাবে।

মস্কোর একটা ম্যাপ দেখে কখন কোথা থেকে আক্রমণ শুরু করা হবে তার পরিকল্পনা করছিলো গ্রিশিন।

নববর্ষ মস্কোর একটা বড় উৎসব। সবাই মদ খাবে, বাড়ির বাইরে হৈ-হল্লা করতে বেরিয়ে পড়বে। সরকারী সব দপ্তরগুলোতে ন্যূনতম পাহারাদার থাকবে।

গ্রিশিন কল্পনা করতে লাগলো – সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে রাস্তাগুলো দখল নিতে হবে। তারপর বেশিরভাগ সরকারী দপ্তরে পাহারা কম থাকবে, রাত ১০টার মধ্যে ওগুলোর দখল নিতে হবে। এটা করার পর যুবা-বাহিনী মস্কোতে ঢোকার ৫২টা রাস্তার মুখ বন্ধ ক'রে রাখবে, মাত্র ১০৪টা ট্রাক হলেই চলবে। যুবা বাহিনীকে ১০৪টা ভাগে ভাগ ক'রে রাস্তার দু'মুখে মোতায়েন করা হবে। শহরের মধ্যে সাতটা জায়গা গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে রেডিও, টিভি কেন্দ্র দখল করা আর কোমারভের বাড়ি পাহারা দেয়াটা অগ্রাধিকার পাবে। এমভিডি এবং ওএমওএন বাহিনীর ছাউনি দুটো রাখতে হবে কড়া পাহারায়। দখল নিতে হবে ডুমা অর্থাৎ সংসদ ভবন।

সবশেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিয়ন্ত্রনে নিতে হবে। সব কাজ ঠিকমতো চললে উদ্দেশ্য সফল হবে।

২৯শে ডিসেম্বর মস্কোর বাইরে একটা বাড়িতে দোলগোরুকি দলের সর্বোচ্চ পরিষদের সঙ্গে দেখা করলো গ্রিশিন। জেনারেল পেত্রোভস্কির কার্যকলাপের জন্যে তারা ক্ষেপে ছিলো গ্রিশিনের ওপর। কিন্তু যখনই গ্রিশিন বলতে শুরু করলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কোমারভকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিতে চাইছেন না, তখন ওদের মনোভাব পাল্টালো। কোমারভের গ্রেপ্তার এবং ব্ল্যাকগার্ডদের ধ্বংস করার চক্রান্তের কথা শুনে তারা গ্রিশিনের কথা মেনে নিতে রাজি হলো। তারপরের কথা শুনে তারা চমকে উঠলো – জালিয়াতি, কালোবাজারী, জোর ক'রে অর্থ আদায় করা, ড্রাগ, বেশ্যাবৃত্তি আর খুনটুন এসব কাজে তারা অভ্যস্ত, তাই বলে সামরিক অভ্যুত্থান? ঝুঁকিটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে না।

"এটা একটা বড় ধরনের চুরি ছাড়া আর কিছু না, প্রজাতন্ত্রকে চুরি করা। যদি না করো, তবে এমভিডি, এফএসবি ইত্যাদি সব পুলিশবাহিনী তোমাদের উৎখাত ক'রে ছাড়বে। আর যদি রাজী হও, তবে তোমাদের হবে।" গ্রিশিনের এই কথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দলের সর্দার অনেক ভেবে চিন্তে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওরা ২০০০ সশস্ত্র লোক দেবে, কথা দিলো।

সেই দিন জেসন ফোন করলো জেনারেল পেত্রোভস্কিকে, উনি তখনও এসডিওবি আর বাহিনীর ব্যারাকে আছেন।

"কি ব্যাপার?" জেনারেল জানতে চাইলেন।

"আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাপারটা বাতিল করুন। নববর্ষের উৎসবের দিনে একটা বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে," জেসন জানালো।

"কেন?"

"কাগজে দেখেছেন, কোমারভের জনপ্রিয়তা ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে, এবং আরও নামছে। আপনি কি মনে করেন এটা মুখ বুজে সহ্য করবে সে? তার এখন মাথা ঠিক নেই।"

"কোমারভ কী করবে?"

"সেটা কথা নয়, গতবার আপনি বলেছিলেন সরকার যদি আক্রান্ত হয়, তবে সরকারই তার মোকাবেলা করবে। অতএব এখানেই থাকুন।"

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পর পেত্রোভস্কি সুটকেসের জিনিসপত্র নামিয়ে রাখলেন।

৩০শে ডিসেম্বর একটা বিয়ার বারের পেছন দিকের ঘরে মিটিং বসেছে, গ্রিশিন আর নিউ রাশিয়া মুভমেন্টের নতুন গুণ্ডাবাহিনীর সর্দারের মধ্যে। এই বাহিনীর লোকগুলোর মাথা ন্যাড়া, গায়ে হাতে উল্কি আঁকা। এরা দাঙ্গাহাঙ্গামা ভালোবাসে।

টেবিলের ওপর গ্রিশিনের রাখা ডলারের বান্ডিলগুলো আচড়চোখে দেখে নিয়ে সর্দার বললো, "যে কোনো মুহূর্তে ডাকলেই ৫০০ জন ছেলে তৈরি হয়ে আসবে। কাজটা কি এখন বলুন?"

"আমার ব্ল্যাকগার্ড দলের পাঁচ জন থাকবে তোমাদের সঙ্গে, তোমরা তাদের আদেশ অনুসারে কাজ করবে।"

সর্দার রাজি, দোলগোরুকি ছাড়াই এবার তাদের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে এতোবড় একটা কাজে।

"কাজটা হলো রাত ১১টা থেকে বারোটার মধ্যে মেয়রের অফিস দখল করা। ঐ দিন মদ খাওয়া চলবে না কারোর।"

সর্দার ব্যাপারটা আঁচ ক'রে নিলো। সে রাজি। নির্দিষ্ট দিনে কোথায় থাকতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে চলে এলো গ্রিশিন।

গাড়িতে ব'সে মনে মনে হাসলো গ্রিশিন। কাজটা হয়ে যাক্, তারপর ইহুদিগুলোর সঙ্গে এদেরও পাঠিয়ে দেয়া হবে সাইবেরিয়ার বন্দী-শিবিরে।

৩১শে ডিসেম্বর সকালে জেসন আবার ফোন করলো জেনারেল পেত্রোভস্কিকে।

"আপনার হেলিকপ্টার আছে নিশ্চয়ই। তাদের কয়েকটা পাঠিয়ে দিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্ল্যাকগার্ডদের ঘাঁটির ওপর চক্কর দিয়ে আসবে। কেন? ঘুরে আসার পর কথা হবে। আমি পরে ফোন করবো।"

আধঘণ্টা পর জেসন আবার ফোন করলো, "এই সময়ে মস্কোর সবাই বাড়ির মধ্যে স্ত্রী পুত্র নিয়ে হৈ-চৈ করছে, কিন্তু আপনার হেলিকপ্টারগুলো কি দেখে এলো?"

"তোমার কথাই ঠিক, আমেরিকান। ওদের ছাউনিতে প্রচুর ট্রাক এসে জড়ো হচ্ছে। সৈন্যদের ব্যস্ত হয়ে ঘোরা ফেরা করতে দেখা গেছে।"

"তাহলে আমি যা বলেছিলোম সেটাই ঠিকঠাক মিলছে তো, আর একটা প্রাক নববর্ষ দিবসের মহড়া হবে। এবার এক কাজ করুন, আপনি ওএমওএন'র কমান্ডিং অফিসার, রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারকে জানেন তো ... এবার ভেবে দেখুন, যদি কোমারভ ক্ষমতায় আসে, তবে আপনাদের পরিণতি কি হবে? তার বদলে একটা রাত কড়া নজরদারী করা, বা কয়েকটা ফোন করা কি জরুরি নয়?"

ফোনটা নামিয়ে রেখে মস্কোর নক্সাটা ভালো ক'রে দেখতে শুরু করলো জেসন। ব্ল্যাকগার্ডদের মূল ঘাঁটিটা ঠিক কোন জায়গায় খুঁজে বের করলো। তারপর ফোন করলো গুনায়েভকে।

"শেষবারের মতো একটা উপকার করো। আর কখনো সাহায্য চাইবো না। একটা গাড়ি, তাতে ফোন থাকবে, যার সঙ্গে সারা রাত তোমার ফোনের সংযোগ থাকবে, আর একটা সুইস মেশিনগান।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

মস্কোর সুদুর পশ্চিম দিকে ভিন্ন ধরনের আবহাওয়া, উজ্জ্বল নীল আকাশ, তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির চেয়ে ২ ডিগ্রি কম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে মেকানিক এগিয়ে যাচ্ছিলো জমিদারের খামার-বাড়ির দিকে।

ইউরোপ যাত্রার ব্যাপারে তার প্রস্তুতি ছিলো নিখুঁত, তাই পথে কোন সমস্যা হয়নি। ভলভো গাড়ি নিয়েই বেড়িয়েছে, এতে বন্দুক লুকিয়ে রাখার অনেক জায়গা আছে।

বেলারুশ, পোল্যান্ড পার হয়ে সে চলেছে জার্মানিতে, পরিচয় একজন রুশ ব্যবসায়ী, উদ্দেশ্য সম্মেলনে যোগ দেয়া।

জার্মানিতে রুশ মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে ভলভো গাড়ির বদলে জার্মান নম্বর দেয়া একটা মার্সিডিজ গাড়ি নিলো মেকানিক। টেলিস্কোপ লাগানো বন্দুকটা লুকিয়ে রাখার জায়গা এতেও আছে। গাড়ি চললো আরও পশ্চিম দিকে। কাস্টম্‌স পার হতে অসুবিধা হলো না।

তার লক্ষ্যস্থলের একটা রাস্তার ম্যাপ দেখে সব ঠিক ক'রে নিয়ে ঐ খামার বাড়ির কাছাকাছি একটা গ্রামে আস্তানা গাড়লো একটা মোটেলে।

পরদিন সূর্য ওঠার আগে দু'মাইল দূরে, গাড়িটা পার্ক ক'রে হেঁটে এগিয়ে গেলো খামার বাড়িটার দিকে। সকালের সূর্য ওঠার পর একটা বড় বিচ গাছের ডালের ফাঁকে উপুড় হয়ে শুয়ে লক্ষ্য করতে শুরু করলো বাড়িটার দিকে। দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ।

সকাল ৯টার সময় একজনকে দেখা গেলো খামার বাড়ির উঠানে, লোকটা এদিকেই এগিয়ে এসেছে অনেকটা। বাইনোকুলার দিয়ে দেখলো মেকানিক। না, একে তার দরকার নেই।

উঠানের একপাশে ঘোড়ার আস্তাবল। দশটার দিকে একটা মেয়ে এসে ঘোড়াদের ঘাস দিয়ে গেলো।

দুপুরের দিকে একজন বয়স্ক লোককে উঠানে দেখা গেলো। দ্রুত পাশে রাখা ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলো, হ্যা, আর ভুল হবে না। একেই তো খুঁজছে সে।

লোকটি তার দিকে পেছন ফিরে ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাচ্ছিলো। রাইফেল তুললো মেকানিক। হিস্‌স্‌ ক'রে একটা শব্দ হলো। গুলিটা লোকটার পিঠে লেগে বুক চিঁড়ে বেড়িয়ে গেছে। ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়লো মানুষটা। দ্বিতীয় গুলিটা লোকটির মাথায় লাগলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেকানিক রাইফেলটা কোটের হাতার মধ্যে ভ'রে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে উল্টোদিকে এগিয়ে গেলো। ছ'মাইল দূরে তার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রামাঞ্চলে শীতের সকালে দুটো গুলির শব্দ নতুন কিছু নয়। কেউ খোরগোশ শিকার করছে হয়তো। তারপর খামার বাড়ির জানালা দিয়ে কেউ মৃত দেহটাকে দেখতে পাবে। ফোন করা হবে, পুলিশ আসবে। হয়তো বেরোবার পথও বন্ধ ক'রে দেয়া হবে।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে, মার্সিডিজ গাড়িটা বড় সড়কে আরও একশোটা গাড়ির মধ্যে মিশে গেলো।

ষাট মিনিট পরে একটা ব্রিজ দিয়ে যাবার সময় আগে থাকতে ঠিক ক'রে রাখা একটা ফাঁক দিয়ে রাইফেলটাকে নদীতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিত হলো মেকানিক।

হেডলাইটের প্রথম আলোটা দেখতে পেলো জেসন সন্ধ্যা ৭টার একটু পরে। ওস্তানাকিনো টিভি সেন্টারের একটু দূরে নিজের গাড়িতে বসেছিলো সে। ট্রাক আসছে, একটা নয়, পরপর কয়েকটা।

টিভি সেন্টারের বাড়িটা বিশাল। এখানে ৮ হাজার লোক একসঙ্গে কাজ করে। ট্রাকগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটা ঢুকলো টিভি স্টেশন চত্বরে, গাড়ি পার্কের জায়গায় সেগুলো থামলো।

নববর্ষের আগের রাত, কর্মীসংখ্যা তাই মাত্র ৫০০ জন। তিনটা ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামলো ব্ল্যাকগার্ডরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে কব্জা ক'রে নিলো এক তলার কর্মীদের বন্দুক দেখিয়ে।

টিভি সেন্টারের প্রধান ভবনের পাশে আর একটা ছোট বাড়ি। সেখান থেকে ফোন করলো পেত্রোভস্কিকে।

"শুনুন জেনারেল, যা বলেছিলাম প্রচুর ট্রাকে ক'রে হাজারখানেক ব্ল্যাকগার্ড এসেছে, তারা ইতিমধ্যে কিছু কর্মীকে বন্দুক দেখিয়ে কোণঠাসা করেছে। আমি তার দুশো গজ দুরে ব'সে নিজের চোখে সব দেখছি।"

"হায় ঈশ্বর, শেষ পর্যন্ত কোমারভ এটা ক'রেই ছাড়লো।"

"আমি তো বলেছিলাম, সে পাগল হয়ে গেছে। এখন কি ঠাণ্ডা মাথার কেউ নেই মস্কোতে যে দেশকে রক্ষা করতে পারে?"

"তোমার নম্বরটা আমাকে দাও, আমেরিকান।"

জেসন সেটা জানিয়ে দিলো, আর একথাও বললো, "ওরা দখল নিয়েছে, তবে প্রচার শুরু করার দেরি আছে। যা হয় করুন।"

ফোনটা নামিয়ে রাখলেন পেত্রোভস্কি, তখনও তিনি জানেন না, আর একঘণ্টা পরে তাঁর ব্যারাকের ওপরেও হামলা হবে।

জেসন ফেরার কথা চিন্তা করলো। সম্ভাব্য সব পথগুলোতে বিপদ থাকতে পারে। তাই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে মস্কোর দিকে এগোতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলো। আশেপাশের বাড়ির লোকেরা আত্মীয়স্বজন নিয়ে আমোদে ব্যস্ত, মাত্র দু-তিনশো গজ দূরে যে টিভি সেন্টার দখল করার মতো ঘটনা ঘটেছে সেটা তারা বুঝতে পারলো না।

দুশো মিটার দূর থেকে গর্জে উঠলো জেসনের দূরপাল্লার রাইফেল। একটা ব্ল্যাকগার্ড মরলে তার সঙ্গী এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগলো। তবে কয়েকটা প্রতিবেশীদের বাড়ির কাঁচ গুড়িয়ে দিলো। আতঙ্কে গৃহকর্তারা পুলিশে ফোন করতে লাগলো।

জেসনের গাড়ির আলো নেভানো থাকা সত্ত্বেও ইঞ্জিনের শব্দ লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতে লাগলো ব্ল্যাকগার্ডরা। কিন্তু জেসন অক্ষত অবস্থায় পালাতে পারলো।

ঝিৎনি স্কোয়্যারে এমভিডি সদর দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল কোজোলভস্কি। তিনিও আগে একটা ফোন পেয়ে তাঁর ছাউনির ৩০০০ মুখ গোমড়া সৈন্যদের ছুটি দেননি।

জেসনের ফোন পেয়ে বললেন, "বাজে কথা, আমি তো টিভির সামনে ব'সে আছি। তুমি কে। কোত্থেকে খবর পেলে?"

তাঁর অন্য একটা ফোন বাজছিলো। কেউ একজন কাঁপা কাঁপা গলায় জানালো প্রধান টিভি সেন্টারের সামনে গুলি চলেছে। তার বাড়ির জানালা ভেঙ্গে চুরমার। পরপর ফোন আসতে লাগলো।

তৎরতা শুরু হয়ে গেলো। রাষ্ট্রপতির বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কোরিনকে জানানো হলো কথাটা।

চারদিক থেকে হাজার হাজার অনুগত সেনারা বেরিয়ে পড়লো। ৩০মিঃ মিঃ কামান লাগানো বড় বড় সব গাড়ি তৈরি হয়ে গেলো।

যদি সামরিক অভ্যুত্থান হয় তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব নিতে হবে ব্যাপারটাকে সামলাতে।

গ্রিশিনের সমস্যা ছিলো একটা, সময়টা ঠিকমতো নির্ধারিত করতে না পারাটা। সব সাজানো হয়ে গেলে রেডিও দখল করা হবে। আগে শুরু করলে মুশকিল, দেরি করাও চলবে না।

যে আলফা গ্রুপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দখল করার জন্য এগোচ্ছিলো, তাদের বলা ছিলো ঠিক ৯টায় আক্রমণ করতে।

ওএমওএন-এর দুর্গ থেকে ২০০০ কমান্ডার বেরিয়ে পড়লো সাড়ে আটটার সময়। বাকিরা ভেতর থেকে দুর্গ সিল ক'রে তৈরি হয়ে রইলো। ঠিক ৯টায় আক্রমণ হতেই পাল্টা জবাব এলো দুর্গ থেকে। গ্রিশিনের আলফা গ্রুপ এটা আশা করেনি। সঙ্গে কামান আনেনি ব'লে তারা আফশোস করতে লাগলো।

আবার জেসনের ফোন এলো, "আমি টিভি সেন্টারের কাছ থেকে দূরে স'রে যাবার চেষ্টা করছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনারেল জানালেন দু'হাজার কমান্ডো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

"কিন্তু জেনারেল টিভি সেন্টারই তো একমাত্র লক্ষ্য নয়। এমভিডি সদর দপ্তরও আক্রান্ত হবে। ডুমার ওপরও লক্ষ্য আছে তাদের। ওরা চাইবে ক্রেমলিন দখল করতে।"

"সেটা সুরক্ষিত থাকবে। জেনারেল কোরিন ভার নিয়েছেন। আচ্ছা, গ্রিশিনদের দলে কতো লোক আছে, জানো কি?"

"ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার।"

"বলো কি? আমাদের তো তার অর্ধেকও নেই।"

"কিন্তু আপনাদের সেনারা ওদের থেকে ভালো। তাছাড়া ওদের পঞ্চাশ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে।"

"সেটা কি ক'রে?"

"ওরা পাল্টা প্রতিরোধটা কল্পনা করেনি।"

রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রেমলিন পৌঁছে যথাসম্ভব সুরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে নিলেন।

উপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খবর পেয়ে চম্‌কে উঠলেন। বিশেষভাবে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে এ আশ্বাস দিলেন তিনি। প্যারাসুট বাহিনীও তৈরি হলো।

এমভিডি দুর্গের ত্রিশ ফুট উঁচু বিশাল কাঠের গেট বোমা মেরে ভেঙ্গে ফেলেছে ব্ল্যাকগার্ডরা। দু'পক্ষ থেকে চলছে গোলাগুলি।

ওদিকে ক্রেমলিনে চলছে প্রচণ্ড যুদ্ধ। হাতাহাতি লড়াইও শুরু হয়েছে।

হঠাৎ গুনায়েভের ফোন পেলো জেসন।

"কি হচ্ছে এসব, জেসন?"

"গ্রিশিন মস্কো দখল করতে চাইছে। সেই সঙ্গে রাশিয়াও।"

"এইমাত্র আমার লোক খবর দিলো নিউ রাশিয়া মুভমেন্টের লোকেরা মেয়রের বাড়ি আক্রমণ করেছে।"

"তুমি তো জানো গুনায়েভ, এ মুভমেন্টের সমর্থকরা তোমাদের কি মনে করে? শোধ তুলতে তোমার কিছু লোককে পাঠাচ্ছো না কেন?

এক ঘণ্টা পরে ৩০০ চেচেন, ছোরা, পিস্তল আর মিনি মেশিনগান নিয়ে মেয়রের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলো।

ততোক্ষণে নিউ রাশিয়ান মুভমেন্টের লোকেরা অনেক ভাঙচুর ক'রে ফেলেছে।

চেচেনরা দু'বছর আগে তাদের দেশ আক্রমণ করার কথাটা স্মণ ক'রে নিলো একবার। প্রথম দশ মিনিটের পর আর কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো না চেচেনরা।

ডুমা অর্থাৎ সংসদ ভবন ঘিরে দোলগোরুকিদের সঙ্গে তুমুল লড়াই চলছিলো। সরকারী বাহিনী তাদের চেয়ে যে শক্তিশালি সেটা প্রমাণ পেতে দেরি হলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোদিনকাতে বিশাল ক্ষেত্রে নেমে পড়েছে সরকারী ছত্রীবাহিনী। ওখানকার সৈন্যরাও আগাম খবর পেয়ে তৈরি।

জেসন আরবাত স্কোয়্যারে পৌঁছে দেখলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভবন ঘিরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। একটাও ব্ল্যাকগার্ডকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ক্রেমলিনের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছে।

জেসন পকেট থেকে একটা নোটবুক বের ক'রে একটা নম্বর নিলো। ফোন করতে হবে।

ট্যাঙ্ক বাহিনীর মেজর জেনারেল মিশা আন্দ্রেইয়েভ নববর্ষের আগের সন্ধ্যায় উৎসবে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। এমন সময় ফোন এলো।

"আমি আপনার মামার বন্ধু। কোমারভ মস্কোতে সামরিক অভ্যুত্থান শুরুর ক'রে দিয়েছে।"

"বাজে কথা।"

"শুনুন, আপনার পরিচিত যেকোনো একজনকে ফোন ক'রে মস্কোর খবর নিন। তাছাড়া কোলিয়া আঙ্কেলকে গ্রিশিনের আদেশে ব্ল্যাকগার্ডরা খুন করেছে।"

মিশা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফোন করলো। না, সেরকম কোন দুঃসংবাদ নেই।

ক্লাবে গিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। রাত ১১টার দিকে আরেকটা ফোন এলো।

"কর্নেল দেদিমভ আছেন?"

"আমি কি ক'রে বলবো।"

"শুনুন, এখানে গুলি চলছে। সাহায্য চাই।"

আবার একটা বাজে ফোন এলো। কোনো সাহায্য পাঠাবার দরকার নেই।

একটু পরে বরফ ঢাকা উঠান পার হয়ে যেতে যেতে একজন সেনাকে ফোন করতে দেখলো, সে বলছে, না যেকোন অর্থের বিনিময়ে আমি আমার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

মিশা এগিয়ে গিয়ে ফোনটার লাইন কেটে নতুন নম্বরে ফোন করলো। এবার যে খবরটা শুনলো সে, তাতে সে স্তম্ভিত। তাহলে সত্যিই আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

২০০০ সালের রাত বারোটার এক মিনিট পরে মস্কো থেকে ৪৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছাউনি থেকে কামান গার্ডদের ট্যাঙ্কগুলো একে একে বেরোতে শুরু করলো। লক্ষ্য মিনস্ক হাইওয়ে হয়ে ক্রেমলিনের প্রবেশদ্বার। ২৬টি টি-৮০ ট্যাঙ্ক, আর ৪১টা বিটিআর-৮০ কামান লাইন বেঁধে এগোচ্ছিলো।

বড় রাস্তায় উঠে গেলে জোরে চালাতে নির্দেশ দেয়া হলো। ষাট মাইল স্পিডে চলছিলো সাঁজোয়া যানগুলো। কিছুক্ষণ পর প্রথম ট্যাঙ্কের ড্রাইভার দেখতে পেলো সামনে থেকে ধূসর স্টিলের একটা ঝাঁক এগিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ঢুকে পড়লো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মস্কো থেকে দশ কিলোমিটার দূরে যখন ট্যাঙ্কগুলো পুলিশ ফাঁড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন দেখা গেলো পুলিশেরা ভদকার বোতল হাতে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে গেছে নিজেদের ছোট ছোট ঘরগুলোতে।

মিশা আন্দ্রেইয়েভ ছিলো প্রথম ট্যাঙ্কটায়, সামনে ট্রাক সাজিয়ে পথরোধ করা আছে দেখতে পেয়ে অর্ডার দিলো কামান দাগাতে। পরপর দুটো ট্রাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, তখন রাস্তার দু'পাশ থেকে প্রতিপক্ষ গুলি চালাতে শুরু করলো আড়াল থেকে। জেনারেল আর তার সহকারী কামানের মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দু'পাশটাকে মুড়িয়ে দিতে লাগলো। এবার গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলো।

ট্যাঙ্কগুলো চ'লে যাবার পর যুবা বাহিনীর অবশিষ্টরা বেরিয়ে এসে তাদের তৈরি অবরোধের অবস্থা দেখে নির্বাক। ধীরে ধীরে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

ছয় কিলোমিটার যাবার পর মিশা তার ট্যাঙ্কগুলোর গতি কমিয়ে দিতে বললো এবং দু ভাগে ভাগ ক'রে একটাকে পাঠালো খোদিনকা বিমানঘাঁটির দিকে, অন্যটাকে ওস্তানকিনো টিভি সেন্টারের দিকে।

ট্যাঙ্কের সারিটা যখন রাস্তা কাঁপিয়ে আরবাত স্কোয়্যারের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিলো ক্রেমলিনের দেয়াল লক্ষ্য ক'রে, তখন ট্যাঙ্কের কেউই লক্ষ্য করেনি যে স্কোয়্যারটা থেকে একটু দুরে অনেকগুলো গাড়ির সঙ্গে পার্ক করা একটা গাড়ি থেকে জ্যাকেট আর বুট পরা একজন লোক নেমে এসে ট্যাঙ্কগুলোর পেছন পেছন ছুটতে শুরু করেছে।

বোরোভিত্স্কি ফটকের কাছে ব্ল্যাকগার্ডদের একটা বিটিআর-৮০ সাঁজোয়া যান দাঁড়িয়ে ছিলো আর তার কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছিলো ক্রেমলিন প্রাচীর লক্ষ্য ক'রে। রাষ্ট্রপতির গার্ডরা চার ঘণ্টা ধ'রে এই আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখে এখন একটু গুটিয়ে নিয়েছে, অপেক্ষা করছে নতুন সাহায্য আসার জন্যে।

রাত ১টার সময় ক্রেমলিনের ২২৩৫ মিটার লম্বা প্রাচীর, যার মাথাটা এতো চওড়া যে পাঁচজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। ওটা বাদ দিয়ে বেশিরভাগই দখল ক'রে নিয়েছে ব্ল্যাকগার্ডরা। এই পাঁচিলের ওপর গুটিয়ে আত্মগোপন ক'রে ব'সে থাকা সরকারী সেনারা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ব্ল্যাকগার্ডদের।

বোরোভিত্স্কি স্কোয়্যারের পশ্চিম দিক থেকে মিশা আন্দ্রেইয়েভের ট্যাঙ্ক বাহিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ব্ল্যাকগার্ডদের ওপর। একটা গোলাতেই উড়ে গেলো সাঁজোয়া গাড়িটা।

এর চার মিনিট পরে জেনারেল আন্দ্রেইয়েভের টি-৮০ ট্যাঙ্কটা ক্রেমলিন টাওয়ারের ফটক ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

মামার মতো ভাগ্নে ট্যাঙ্কের খোলের মধ্যে ব'সে পেরিস্কোপ চোখ রেখে ব'সে থাকে না। চুড়ার ঢাকনাটা খুলে কোমর পর্যন্ত শরীরটা বেরিয়ে আছে তার, মাথায় হেলমেট, চোখে কালো চশমা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্ল্যাকগার্ডদের দুটো গাড়ি হামলা করার চেষ্টা ক'রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। দ্রুত এপাশে ওপাশে ছুটে পালানো ব্ল্যাকগার্ডগুলোকে ট্যাঙ্কের সার্চ লাইটে খুঁজে নিয়ে খতম করা হচ্ছিলো একের পর এক।

গ্রিশিন স্বপ্নেও ভাবেনি সরকার পক্ষ ট্যাঙ্ক এনে ফেলতে পারবে। এখন আফশোস হচ্ছে কেন ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান আনেনি সঙ্গে ক'রে।

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক চাপটা পড়লো বেশি ক'রে, পায়ে হাঁটা সৈন্যরা ট্যাঙ্ককে যমের মতো ভয় করে, এদের ওপর পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ব্ল্যাকগার্ডদের ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলো। যে যেদিকে পারলো ছুটে গিয়ে চার্চে, বড় বড় প্রাসাদে, ক্যাথেড্রালে ঢুকে আত্মগোপন করতে লাগলো।

অন্যত্র ওএমওএন-ব্যারাকে আলফা গ্রুপ প্রথম দিকে বেশ এগোলেও ক্রমশঃ পিছু হঁটতে লাগলো তারা। সিটি হলের কাছে চেচেনরা নিউ রাশিয়া মুভমেন্ট দলটাকে খতম ক'রে ফেলেছে।

জেনারেল পেত্রোভস্কির সেনারা দোলগোরুকি মাফিয়াদের মোকাবেলা ভালো মতোই করলো।

সর্বত্র, খোদিনকা বিমান ঘাঁটি, ডুমা ইত্যাদি জায়গাতে প্রচণ্ড মার খেতে লাগলো গ্রিশিনের বাহিনী। অবস্থা খুবই করুণ। সবাই সাহায্য চেয়ে বেতারে খবর পাঠিয়ে চলেছে।

টিভি সেন্টার কিন্তু তখনও গ্রিশিনের ২০০০ ব্ল্যাকগার্ডদের দখলে। হঠাৎ তারা জানালা দিয়ে দেখলো কামান বসানো ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে সারি বেঁধে।

ক্রেমলিন গ'ড়ে উঠেছে নদীর ওপর ঢালু বাঁধ বেঁধে। এই বাঁধগুলোতে প্রচুর গাছ আর ঝোপঝাড়। পশ্চিম প্রাচীরের তলায় আছে আলেকজান্দ্রোভস্কি গার্ডেনস। গাছের সারির মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ চ'লে গেছে বোরোভিতস্কি ফটকের দিকে। প্রাচীরের ভেতর দিকে যে যুদ্ধ চলছিলো, তাদের কেউই লক্ষ্য করলো না যে একটা লোক ঐ পথ দিয়ে এসে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ভেতরে চলে গেলো।

খিলানের তলা দিয়ে যাবার সময় আন্দ্রেইয়েভের ট্যাঙ্কের আলো পড়েছিলো ঐ লোকটার গায়ে, কিন্তু জ্যাকেটটা তাদের প্যাড দেয়া জারকিনের মতো দেখতে হওয়ায়, আর মাথায় বড় টুপিটা তাদের মতো মনে হওয়ায় ট্যাঙ্কের সেনারা নিজেদের লোক ব'লে মনে করেছিলো। হয়তো অচল ট্যাঙ্ক থেকে নেমে কোথাও আশ্রয় খুঁজছে। তাছাড়া ওদের লক্ষ্য তো কালো পোশাক পরা গ্রিশিনের ব্ল্যাকগার্ডরা।

খিলানের তলা দ্রত পার হয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জেসন সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগলো।

ক্রেমলিনের প্রাচীরের মোট ১৯টা গম্বুজ আছে। তার মধ্যে তিনটার ফটক ব্যবহার করা হয়। যার দুটো সরকারী কাজে প্রয়োজন মতো খোলা-বন্ধ করা হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খালি একটার কোন গেট নেই। সব সময় খোলা থাকে। কাউকে পালাতে হলে একটা দিয়েই পালাতে হবে। আর সেখানেই পাহারা দিচ্ছে জেসন।

জেসন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখান থেকে রুশ ইতিহাসের হাজার বছরের পুরনো অস্ত্রাগার, ধন-সম্পদের কোষাগার ইত্যাদি দেখা যায়। ব্ল্যাকগার্ডদের একটা ট্রাক জ্বলছিলো, সেই আলোতে জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ঠিক দুটোর পর গ্রেট প্যালেসের দেয়ালের পাশে মানুষের নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেলো। কালো পোশাক পরা একজন ছুটে এসে অস্ত্রাগারে ঢুকে পড়লো। ঠিক একটা টায়ার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠতেই হলুদ আলোতে লোকটার মুখ দেখতে পেলো জেসন। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে চেঁচিয়ে লোকটাকে ডাকলো, "গ্রিশিন।" তার ফটো বহুবার দেখেছে জেসন।

লোকটা ফিরে তাকালো, জেসনকে এক নজর দেখে নিয়ে হাতের একে-৪৭ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল চালাতে শুরু করলো সে। একটা গাছের আড়ালে চলে গেলো জেসন। ওদিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলো গ্রিশন।

জেসন মাটিতে শুয়ে প'ড়ে একটু এগোলো, তারপর বুকের কাছ থেকে সুইস অটোমেটিক পিস্তলটা নিয়ে তাক ক'রে গুলি ছুঁড়লো। গ্রিশিনের হাত থেকে ছিট্‌কে পড়লো একে-৪৭ রাইফেলটা।

মিউজিয়ামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গ্রিশিন। তিন তলা ভবন। ৫৫টা শো কেস আছে। কোটি কোটি টাকার হস্তশিল্পের কাজ, জারের সোনার মুকুট, সিংহাসন, সোনা, রূপা, চুন্নী, পান্না, হীরা, মুক্তা – এখানে সাজানো আছে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে।

অন্ধকারটাতে অভ্যস্ত হবার পর ভেতরটা ধীরে ধীরে দেখতে পেলো জেসন। কে যেনো একটা শো-কেস খোলার চেষ্টা করছে। গড়িয়ে এগিয়ে গেলো সে।

সামনের দিকে গুলি চালালো কেউ। গ্রিশিন পালাচ্ছিলো, জেসন সাবধানে তাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। মাঝে মাঝে গ্রিশিনের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মিউজিয়ামের দামী দামী জিনিসগুলোকে নষ্ট করছে।

এগোতে এগোতে এক জায়গায় গিয়ে জেসন বুঝতে পারলো যে গ্রিশিন যে পথ দিয়ে ঢুকেছে, তার বের হবার অন্য কোন পথ নেই।

ওটাই শেষ হলঘর। এখানে একটা প্রাচীন কালের স্বর্ণখচিত চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি রাখা আছে, তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসলো। চারপাশে কাঁচের বড় বড় জানালা। সামান্য দূরে জারিনা এলিজাবেথের কোচ গাড়িটা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মেঘ স'রে যেতে চাঁদের আলোয় ঘরটা একটু আলোকিত হয়ে উঠলো। জেসন দেখলো জারিনার গাড়ির পেছনে একটা বিন্দু হঠাৎ চক চক ক'রে উঠলো।

ঐ বিন্দুর চার ইঞ্চি জায়গাটা লক্ষ্য ক'রে দু হাত চেপে ধ'রে পিস্তল চালালো জেসন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধপ্ ক'রে কি যেনো পড়লো মেঝেতে। একটু সময় নিয়ে এগিয়ে গেলো জেসন। গ্রিশিন প'ড়ে আছে চিৎ হয়ে। গুলিটা বাম দিকের গলার রগ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে।

পিস্তলটা পকেটে ভ'রে একটু ঝুঁকে গ্রিশিনের হাত থেকে রূপার ঝক্‌ঝকে জিনিসটা খুলে নিলো, এটাই চাঁদের আলোতে চক্‌চক্ ক'রে উঠেছিলো। নীলকান্ত মণি বসানো রূপার একটা আঙটি। জেসন নিজের দেশের পাহাড় অঞ্চল থেকে ওটা কিনেছিলো, আর ইয়াল্টার একটা পার্কে ব'সে একজনকে দিয়েছিলো সেটা উপহার হিসেবে। তারপর রেফোর্তোভো জেলের উঠানে প'ড়ে থাকা একটা মৃতদেহের হাত থেকে ওটা টেনে খুলে নিয়েছিলো কেউ।

আঙটিটা পকেটে পুরে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো জেসন। মস্কোর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উপসংহার

১লা জানুয়ারি সকালে মস্কো ও সমগ্র রুশবাসী চম্‌কে উঠলো খবরটা শুনে। টিভি ক্যামেরাতে দেখানো হচ্ছিলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে প'ড়ে থাকা মৃতদেহ।

ক্রেমলিনের ভেতরে বহু গির্জা, এমন কি মিউজিয়ামের ভেতরও ক্ষতি হয়েছে অকল্পনীয়। নিভে আসা বড় বড় ট্রাক থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দ্রুত ফিরে এসেছেন মস্কো। বিকেলের দিকে তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকার হলো হিজ হোলিনেস আলেক্সি দ্বিতীয়ের সঙ্গে। তিনি জানিয়ে দিলেন ১৬ই জানুয়ারি নির্বাচন হবে না, আর দেশে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হবে কিনা তার জন্যে দেশ জুড়ে গণভোট নেয়া হোক।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এটা প্রথমে মানতে চাননি, পরে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে রাজি হয়েছিলেন। কোমারভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিদায় নিলেও এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট প্রার্থীকে হারানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত কাজের লোক, দক্ষ প্রশাসক। রাষ্ট্রপতি না হলেও, প্রধানমন্ত্রীর পদ নিশ্চয়ই পাবেন।

সেই দিন সন্ধ্যায় মারকভ ডুমার সব সদস্যদের আহ্বান জানালেন জরুরি অধিবেশনে যোগ দিতে।

৪ঠা জানুয়ারি অধিবেশন বসলো। ১৬ই জানুয়ারি নির্বাচন বাতিল, এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো। কমিউনিস্ট গোষ্ঠী দেখলো তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রপতির পদটা দুরে স'রে যাচ্ছে, তাই তারা তীব্র প্রতিবাদ শুরু ক'রে দিলো। কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কোমারভের দলের সদস্যদের আলাদা আলাদা ডেকে পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাদের ভবিষ্যৎ কি এবং তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করলেই কেবল তারা বাঁচবে, তা না হলে এই অভ্যুত্থানের পর পরিণতি কি হবে সেটা ভেবে দেখতে হবে তাদের।

ভোটে কমিউনিস্টরা হেরে গেলো। ৫ই জানুয়ারি রাশিয়ার সুদূর উত্তরের ভাইবর্গ বন্দরের ডকে নিরাপত্তা অফিসার পিতর গ্রোমভ ইতিহাসের পাতায় একটা পাদটীকা জুড়ে দিলো। সূর্য উদয় হবার অল্প পরে সে সুইডিশ মালবাহী জাহাজ *ইনগ্রিড-বি*'র ওপর লক্ষ্য রাখছিলো। জাহাজটা অল্প পরে পোটেবোর্গ বন্দরের উদ্দেশ্য রওনা হবে।

গ্রোমভ ঠিক যখন ফিরে আসতে যাবে, তখন হঠাৎ তার নজরে পড়লো জেটির ওপর রাখা মালপত্রের পাশ দিয়ে নীল রঙের জ্যাকেট পরা দু'জন ছুটছে গ্যাংওয়ের দিকে, যেটা এখনই জাহাজের দিক থেকে টেনে নেয়ার কাজ শুরু হতে যাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রোমভ চিৎকার ক'রে ওদের দাঁড়াতে বললো। ওরা না শুনে ছুটছে দেখে গুলি চালালো সে। নাবিক দু'জন দাঁড়িয়ে পড়লো। কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছিলো ওরা সুইডেনের লোক। গ্রোমভের কেমন যেনো সন্দেহ হলো, অন্য লোকটার টুপি টেনে খুলতেই বেরিয়ে পড়লো এক পরিচিত মুখ।

"আমি আপনাকে চিনি। আপনি ইগর কোমারভ," সে বললো।

কোমারভ আর কুজনেৎসভকে গ্রেপ্তার ক'রে আনা হলো মস্কোতে। আর ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, তাদের জায়গা হলো সেই লাফোর্তোভ কারাগারে।

সারা দেশ জুড়ে বিতর্ক চলতে লাগলো – ধর্ম আর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে।

১৪ জানুয়ারি বিকেলে মস্কোর অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিশার জনসভায় বক্তৃতা দিলেন ভ্রাম্যমান তরুণ যাজক ফাদার গ্রিগর রুশাকভ। দেশের আট কোটি জনতা আগ্রহ সহকারে শুনলো তাঁর বাণী।

তাঁর বক্তব্য ছিলো খুবই সাদামাটা। গত ৭০ বছর ধ'রে রুশরা দুই দেবতার পূজা ক'রে এসেছে, একটা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অন্যটা কমিউনিজম। দুটোই ব্যর্থ। অতএব ফিরে চলো সবাই তাদের সেই সুপ্রাচীন দেবতার আশ্রয়ে।

বিদেশীদের ধারণা ছিলো গত ৭০ বছরে দেশের সব মানুষ শিল্পায়নের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৯৯ সালের শেষে পরিস্থিতি ভিন্ন রকমই ছিলো। শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ মানুষ গ্রামে থাকে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হয়ে। ৬০০০ মাইল দীর্ঘ এই দেশে আছে প্রায় ১০০,০০০ ধর্মযাজকের অধীনস্থ প্যারিস (যাজকের এলাকা), আর বিশপের অধীনস্থ এলাকায় সেটা ১০০ ভাগে বিভক্ত আর এদের সবার ওপরে আছেন হিজ হোলিনেস আলেক্সি দ্বিতীয়, যিনি বিশপদেরও ওপরে।

ফাদার ম্যাক্সিমকে বিশেষ ভার দেয়া হয়েছিলো আরভিন আর জেসনের বিরুদ্ধে কর্নেল গ্রিশিনের কাছে গোপন তথ্য পাচার করার। এতে ফাদার ম্যাক্সিম ব্ল্যাকগার্ডদের অধিনায়ক গ্রিশিনের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠে তাদের গোপন কথা জানতে পারতেন।

দু'বার আরভিন আর জেসনকে উনি পালিয়ে যাবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ দু'বারে সেটা সম্ভব হয়নি, তাঁরা নিজেরাই লড়াই ক'রে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলো।

আরভিনের তৃতীয় উপদেশ ছিলো, শত্রুকে এটা বোঝাবার চেষ্টা করবে না যে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযান চলছে না, বরং তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, বিপদ একটা ছিলো, আর তার মোকাবেলা করার পর সেটা কেটে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয়বার মস্কো আসার পর স্যার নাইজেল আরভিন ইচ্ছে ক'রে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঐ চোর মেকানিককে সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর ঘরে ঢুকে ফটো আর হিজ হোলিনেসের জাল চিঠিটা যাতে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারে।

চিঠিটাতে লেখা ছিলো হিজ হোলিনেস রাশিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান (এটা মিথ্যে কথা, উনি আসলে চিন্তা করছিলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে)। আর যাঁকে চিঠিটা পাঠানো হচ্ছে, তিনিই হলেন ঐ নির্বাচিত ব্যক্তি যাঁকে সিংহাসনে বসানো হবে।

দুর্ভাগ্যবশত: চিঠিটা অন্য একজন প্রিন্সের নামে লেখা হয়েছিলো, তাঁর নাম প্রিন্স সেমিয়ন, যিনি নরম্যান্ডির একটা খামার বাড়িতে থাকতেন, ঘোড়া আর বান্ধবী নিয়ে।

ষড়যন্ত্রের অন্য অধ্যায়টি হলো, জেসনের দ্বিতীয় হিজ হোলিনেসের বাড়ি যাওয়া আর ফাদার ম্যাক্সিমকে সুযোগ ক'রে দেয়া টেবিলের তলায় টেপ রেকর্ডার রাখতে। কিন্তু সেই টেপটা তৈরি হয়েছিলো লন্ডনে। আলেক্সির কণ্ঠস্বর নকল ক'রে জেসনের সঙ্গে আলোচনার ভান করা হয়। গ্রিশিনের হাতে পৌঁছে ছিলো ঐ জাল ক্যাসেট।

দোলগোরুকি দলের ওপর জেনারেল পেত্রোভস্কি হামলা চালাবেন না, এটা স্থির হয়ে গিয়েছিলো চেচেনদের কাছ থেকে পাওয়া খবর পাবার পর। আর ক্যাসিনোর তলার ঘর থেকে পাওয়া কাগজপত্রে এমন কিছু তথ্য ছিলো না যা দিয়ে প্রমাণ করা যেতো যে ওরা গ্রিশিনকে অর্থ সাহায্য দেয়।

জেনারেল নিকোলায়েভও কোমারভের নিন্দা ক'রে আর কোনো বক্তৃতা দিতেন না, নববর্ষের পর থেকে। ওখানেও মিথ্যাচার করা হয়েছিলো।

সবার ওপর হিজ হোলিনেসের কোন ইচ্ছেই ছিলো না অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার। উনি স্পষ্ট ব'লে দিয়েছিলেন কোনভাবেই রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চান না।

কিন্তু কোমারভ বা গ্রিশিন দু'জনের কেউই এই ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি। তাই তাড়াহুড়া ক'রে ঐ চার জায়গায় হামলা করতে উদ্যত হয়ে ছিলো তারা। এটাই হবে ধ'রে নিয়ে জেসন ঐ চার জায়গাতেই আগে ভাগে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলো। শুধু একজন শোনেনি তার কথা, ফলে প্রাণ দিতে হয়ে ছিলো তাকে। এসব না করলে কিন্তু কোমারভই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়ী হতেন।

২১শে ডিসেম্বর পরের অধ্যায় – কালো ইশতেহারের ব্যাপারটা যে ব্ল্যাকগার্ডদের মধ্যে থেকেই কেউ সাধারণের কাছে ফাঁস করেছে এই সন্দেহটাও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো কোমারভ আর গ্রিশিনের মাথায়।

রাজনীতিতে সাফল্য এনে দেয় আরও সফলতা, ব্যর্থতা ঠেলে দেয় আরও বড় ব্যর্থতার দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাদার ম্যাক্সিম গ্রিশিনের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সরকার পক্ষ বেশি শক্তিশালী, তাই সরকারী বাহিনীকে অপ্রস্তুতের মধ্যে রেখে তাড়াতাড়ি আক্রমণের ব্যবস্থা করলো গ্রিশিন। আর জেসনের কাছ থেকে অগ্রিম খবর পেয়ে সরকার পক্ষ আগে থাকতে প্রস্তুত থেকেছিলো।

খুব বেশি ধর্মপ্রাণ না হলেও স্যার নাইজেল বাইবেল পড়তেন। এবং বাইবেলের সব কটি চরিত্রের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলো হিব্রু যোদ্ধা গিডিয়ন।

স্কটল্যান্ডের দুর্গে ব'সে তিনি জেসনকে শিখিয়ে ছিলেন – গিডিয়ন ছিলেন প্রথম বিশেষ বাহিনীর অধিনায়ক এবং রাতের বেলায় চকিত আক্রমণের ব্যাপারটার তিনিই পথিকৃৎ।

দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকদের মধ্যে গিডিয়ন বেছে নিয়েছিলেন মাত্র ৩০০ জনকে, যারা শক্তিতে বুদ্ধিতে ছিলো অতুলনীয়। জেজেরিল উপত্যকায় শিবির খাটিয়ে থাকা মিডিয়ান্টিকদের বিরুদ্ধে হঠাৎ দারুণ আলো জ্বালিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ঐসব বাছাই করা সৈন্য, আর জয় লাভ করেছিলো তারা। প্রতিপক্ষ ভয়ে লড়তেই পারেনি। তারা পালাবার সময় ভুল ক'রে নিজেদের লোকরদেরই হত্যা করেছিলো। ঐ একই ভুল করেছিলো গ্রিশিন, মিথ্যা খবরে বিভ্রান্ত হয়ে ব্ল্যাকগার্ডদের হাইকমান্ডের সবাইকে গ্রেপ্তার করেছিলো সে।

লেডি আরভিন এস টিভিটা বন্ধ ক'রে দিয়ে স্বামীকে বললেন, "চলো নাইজেল, আলুর জন্যে আগেভাগেই চাষ শুরু করা যাক।" মাটি কোপাতে ভালোবাসেন না আরভিন, তবে স্ত্রীকে এতোই ভালোবাসেন যে, তাঁর জন্যে সব করতে পারেন।

ঠিক দুপুর বারোটার পর *ফক্সি লেডি* মাছ ধরার স্টিমারটা, টার্টল কোভ থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছিলো। অর্ধেক পথ যাবার পর, *সিলভার ডিপ* স্টিমারের আর্থার ডিন এগিয়ে এলেন, তাঁর স্টিমারে দু'জন ডুবুরী ব'সে আছে।

"হাই জেসন, বাইরে গিয়েছিলে?"

"হ্যা। ইউরোপে, একটু কাজ ছিলো।"

"কেমন কাটলো।"

"বেশ মজার।"

"পরে দেখা হবে," এই ব'লে পূর্ণগতিতে *সিলভার ডিপ* কে চালিয়ে চ'লে গেলেন ডিন।

ঢেউ দুলে উঠলো। বাতাসে ভেসে এলো নোনা গন্ধ।

সুইচটা টিপে *ফক্সি লেডি*'র মুখ ঘুরিয়ে দ্বীপ থেকে বেশ দূরে নিয়ে গেলো তার স্টিমারকে, এখন জেসন যাবে আরও গভীর সমুদ্রের দিকে, নির্জন সমুদ্রে, খোলা নীল আকাশের নিচে।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG